তত্ত্ববিবেক - তত্ত্বসূত্র - আম্নায়সূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশক ঃ —শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
২৯এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

মুদ্রণালয় ঃ—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন-তিথি ঃ—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা, ৩০শে দামোদর ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭.১১.১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশন-তিথি ঃ—অক্ষয় তৃতীয়া, **২৯শে বৈশাখ ১৪২০।**
১৩.০৫.২০১৩ খৃষ্টাব্দ
শ্রীগৌরাব্দ - ৫২৬

গ্রন্থবিনিময়ের আনুকুল্য ঃ— ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগ বরায় তে॥

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও অধ্যক্ষ—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ, তথা বৈষ্ণবগণের ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ স্মরণপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমার্থানুভূতি-সম্পন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই তিন গ্রন্থে বিচারিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য এবং তাৎপর্যৈক্য থাকায় ইহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুশীলন দ্বারা, মননশীল পাঠকগণ পরমার্থ বিষয়ে— প্রবেশ, পরিচয় এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্বতঃ না জানিলে পরতত্ত্বানুভূতি লাভ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়, "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।" জড় ও পরমার্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্য হেতু, বর্ত্তমান জগতে সাধারণ মানবগণ ধর্মানুশীলন করিতে যাইয়া বহুভাগই অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কবলীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই সকল বিধর্মের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আত্মধর্মের আনন্দালোক লাভ করে। সুকৃতি ব্যতিত ভগবদ্বিশ্বাসের উদয় হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— "হে অর্জুন, দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমাতে শরণাগত হয় না।" অতএব সুকৃতিমান ভগবদ্বিশাসী পুরুষই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়, 'সারগ্রাহী' না হইলে পরমার্থকথা বোধগম্য হয় না।

'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর, স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মত বাদ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া সেইগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে এবং পরমার্থ-বিষয়ে সেই সকলের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে,—মনোধর্মমূলক মতবাদসমূহের নিরর্থকতা, আত্মানাত্ম-বিবেক, আত্মধর্মের অবিচ্ছিন্নতা, আত্মানুভূতির সাধনপ্রণালী, মুক্ত আত্মার অবস্থিতি, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান মূলক নিরপেক্ষ বিচার ইত্যাদি। এই গ্রন্থকে বলা যায়, 'পরমার্থ পথ

প্রবেশিকা'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বসূত্র' পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন। তৃতীয় গ্রন্থ আম্নায়সূত্রে ঠাকুর মহাশয় ষোড়শ প্রকরণ সমন্বিত ১৩০ সূত্র রচনা করিয়া সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার সম্মত সম্বন্ধ, অভিধয়ে ও প্রয়োজনত্ত্ব স্থাপন করিয়া পরমার্থ সাধকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত ষড়্‌বিধ লিঙ্গ এবং বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ ভজনরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। গ্রন্থ পরিচয় সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু লিখিলাম না। পাঠক মহাশয়গণ সাবহিত চিত্তে গ্রন্থ সাহিত্যের আস্বাদন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ইহজগতে প্রকট ছিলেন। নদীয়া জেলার বীরনগরে উলা গ্রামে তিনি গোবিন্দপুরের আঢ্য জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক জীবনে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মী এবং অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বাস্তববাদী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শী ঠাকুর মহাশয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে নিখিল লোক-হিতকারী ছিলেন। বহু ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য জীবনের মধ্যেও তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজন সাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পদ্য গদ্যময় বিপুল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, আদর্শ গৃহস্থা শ্রম ও ত্যক্তগৃহাশ্রম যাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অসীম নিষ্ঠা—এই সকল বিষয়ের পরিশীলনদ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়া জানা যায়।

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, ভজন রহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতাপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বিদ্ধদ্রঞ্জন ও রসিকরঞ্জন ভাষ্যদ্বয়—এই সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নির্মল বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন অপসম্প্রদায়দ্বারা বিকৃতরূপে গৃহীত, আচরিত এবং প্রচারিত হইতেছিল; ইত্যবসরে তিনি জগতে প্রকট হইয়া, পুরাকালে ভগীরথ মহারাজের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম পুনরায় ইহজগতে অবতরিত করাইলেন। আজ আমরা শ্রীল ঠাকুরের কৃতিত্ত্বের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হই। আশা করি, তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থরাজি বহুকাল পর্যন্ত পরমার্থের আলোকস্বরূপে ইহজগতে বিরাজ করিয়া সংসার সাগরে জর্জরিত জীবগণকে অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া উদ্ধার করিবে।

পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য সুযোগ্য পথ-প্রদর্শকের অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়। সৎপুরুষের অভাব ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাচুর্যের ফলে জনসাধারণের পক্ষে

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ কিন্তু দুর্লভ হয়। সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের সাহায্যে এই ন্যূনতা কিছু অংশে নিবারণ করা যায়। পরমার্থের আলোক-প্রদায়ক গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা গ্রন্থকর্তার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে গ্রন্থকর্ত্তা-সাধুর সঙ্গ লাভ হয়; এবং এই সঙ্গের ফলে কৃতী পাঠকের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয়। আশা করা যায়, কালজয়ী সনাতন ধর্মের সার সর্বস্বদ্বারা রচিত এই তত্ত্বগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে সরল-হৃদয় শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণের পারমার্থিক উন্নতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি এবং অনুসন্ধিৎসুগণের সৎসন্ধান—এই সকল লাভ হইবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি এবং ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কোনরূপ কৃত্রিম উপায়দ্বারা তাহাকে উদয় করান যায় না। আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে জাগরিত করিবার প্রকৃত বিধান এই গ্রন্থসমূহে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পাঠক মহাশয়গণ তাহা বিচার সহকারে অনুশীলন করুন। পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন নাস্তিক্য ও ধর্ম্মান্ধতা, বিষয়বুদ্ধি ও শুষ্কবৈরাগ্য, বন্ধ্যাতর্ক ও জড়-ভাবুকতা—এই সকল নিরর্থক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত সুমতি লাভ করেন। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ রূপ সদাচারের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল সুফল প্রদান করিবে।

আমার পূজনীয় গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ এবং সহানুভূতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে নূতন নূতন মঠাদি স্থাপন করিবার অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থের প্রচার অধিক মহৎকার্য।' প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত এই ভক্তিবিনোদ বাণীদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নিজে অবাঙ্গালী হইয়াও এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থত্রয় সম্পাদনের এবং পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহসে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'ভক্তিবিনোদবাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।' এই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বাণী এস্থলে স্মরণ করি।

গ্রন্থ প্রকাশনের অদম্য ইচ্ছা আমার অসম্যক অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদ্রদেশীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকাল হইতেই ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা সফল হইল। বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাঠকগণের সুবিধা, নিজের অনুশীলন এবং গ্রন্থোপযোগের বৃদ্ধ্যর্থ এই সংস্করণে যথামতি কিছু অংশ অধিকরূপে সংযোজিত করিলাম। তত্ত্ববিবেকের 'বিবেকাঞ্জলি' নামক তাৎপর্য্য, তত্ত্বসূত্রের শ্লোকসমূহের ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ, এবং আম্নায়সূত্রের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ,—এই সকল মূলগ্রন্থের সহিত এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানি না। কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে গুণগ্রাহী পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীমন্নারদ বলিয়াছেন, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ ; সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া!' অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিমূলক কর্ম্মই জীবের উপযুক্ত কর্ম্ম এবং শ্রীহরিতে জীবগণের মতি যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপিকরণ, বিবরণ, অনুবাদকরণ, মুদ্রণের ব্যবস্থা, গ্রন্থ-প্রস্তুতীকরণের কার্যাদিসকল স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া নারদ মহর্ষি প্রোক্ত কর্ম জ্ঞানাদির কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে দৃষ্ট হয়,—'হে বিপেন্দ্র সর্ব প্রযত্নদ্বারা বৈষবশাস্ত্র সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃকামী মানবগরের কর্তব্য। চক্রপাণি শ্রীহরির তুষ্ট্যর্থ এই সকল সনাতন শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনুশীলন করিবে।.........' বহুদিনের পরে এই অমূল্য গ্রন্থত্রয় শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব কৃপায় এইভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাবোৎসবের স্মারকরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরমার্থলিপ্সু সজ্জনগণ ইহার অনুশীলন করুন। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি অনাত্মধর্মের কবল হইতে জগদ্বাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-মন্দাকিনীর মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করুন।

মাদৃশ-দুর্ব্বলচিত্ত ও পারমার্থিক বলহীন পতিত ব্যক্তির অভিলাষ সকল কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরর্থক হওয়া স্বাভাবিক। কার্য্যারম্ভের পরে অনুভব করিলাম, বামুনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়, এবংবিধ বৃহৎকার্যে উদ্যত হওয়া আমার পক্ষে কতই না অসঙ্গত! 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কবিবাক্য পদে পদে স্মরণ করি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ভাষায়,— 'শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কোটি কণ্টকরুদ্ধঃ। সুতরাং আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রস্তুতীকরণার্থ অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 'বলহীনের বল বলরাম'—এই কথাকে ভরসা করিয়া আমার কর্ত্তব্য পরিপালন করিলাম। ভগবান্ যেহেতু দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়াশীল, করুণাময়ের করুণাই আমার চরম সম্বল।

যাহাই হউক, নানা বিঘ্নের মধ্যেও আমার পক্ষে অঘটিত ঘটনারূপ এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য সম্পন্ন হওয়া কেবল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা এবং শ্রীশ্রীগৌহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকমল পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীভক্তিমলয় গিরি মহারাজ, শ্রী অসীমকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতি যোগামায়া মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিভা পাল যদি উৎসাহ ও অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্কল্প কেবল স্বপ্নরূপেই থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য মহারাজ ও শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীর সহানুভূতি ও সময়োচিত সাহায্যদির জন্য তাহাদের নিকটও আমি ঋণী। মুদ্রণের হরফ ও মুদ্রণালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর কর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধিকিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি আমি চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সর্বশেষে শ্রীহরিনামপরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা এই অধমের প্রতি সিঞ্চন করুন; তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল হইল মনে করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মাঘী-পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, চেতলা,
কলিকাতা-৭০০ ০২৭

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
তারিখ—১৩ই ফাল্গুন ১৪১৯
ইং ২৫-০২-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশকের নিবেদন

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগুরুসেবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ হয়েও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় এত কঠিন তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক সম্পাদনা করিতে পারিবেন তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার এই মেধাকে সকল পাঠকই ভূয়যী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। তিনি ইতিপূর্বে এই তিনটি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করে সংবাদ পত্রে বহু প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস সেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিবেন।

ইতি—

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য উপাস্য
শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জিউ
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন
ত্রিকোণ
অর্দ্ধচন্দ্র
অষ্টকোণ
শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন

শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কুশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেহম্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২ ॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেহঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূধর্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেহব্জ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পাঞ্চৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো ॥ ২৪ ॥
পাঞ্চৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্ধ্বে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেহথ কনিষ্ঠিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥
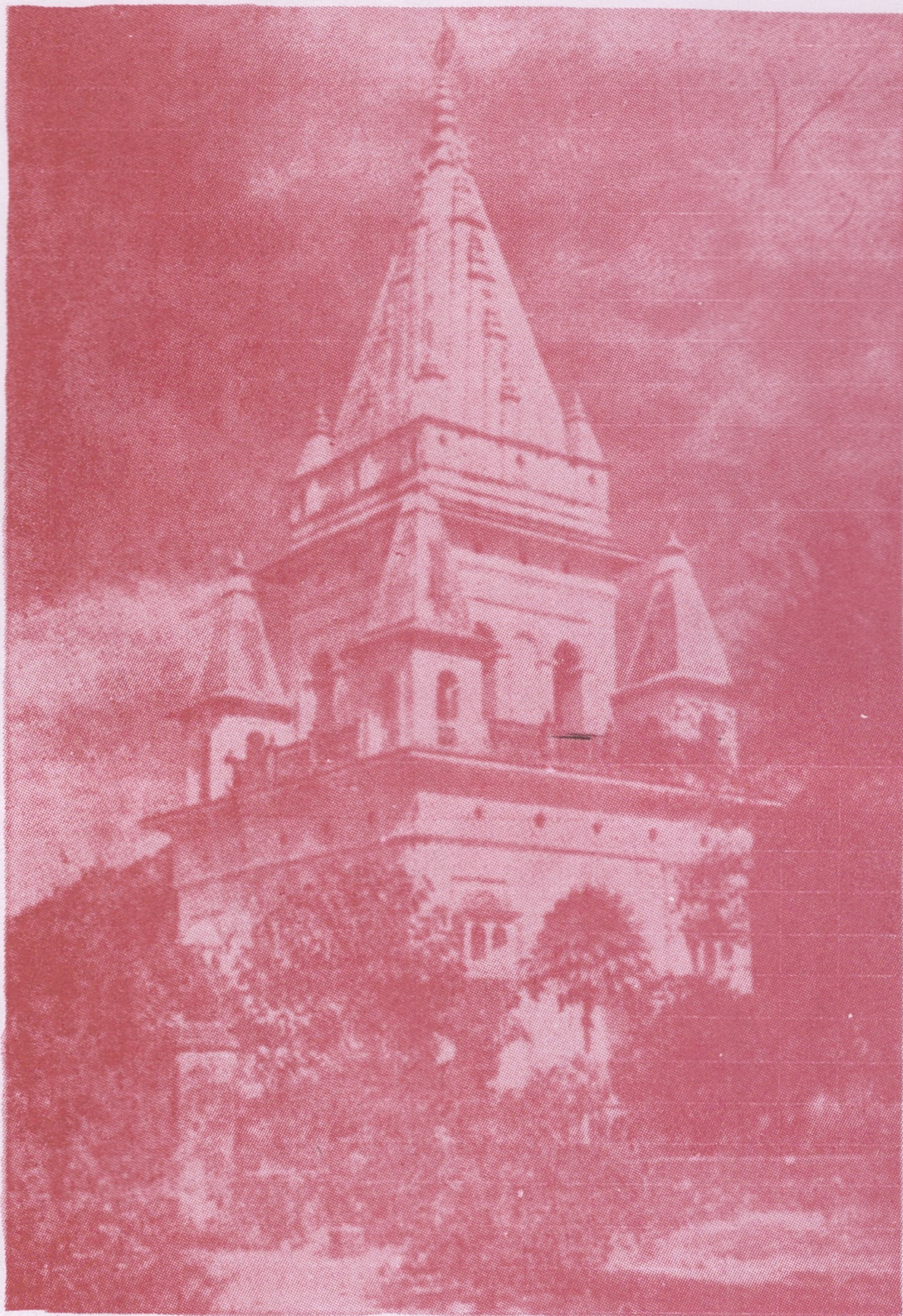
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুর্যীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেহথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধবজ পবী জম্বুর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোহম্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সংপতাকম্ ॥ ৯ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং·তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ ॥ ১০ ॥
অবিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য়॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভূনহে যমের সে অধিকার পাত্র॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ

এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী—
ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থরত্ন-সমূহ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান মঠাচার্য্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজের করকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত হইল।

বিষয়-সূচী

তত্ত্ববিবেক

তত্ত্বসূত্র

আম্নায়সূত্র

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী ম দা ম্না য় সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ
অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত
এবং
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক
গ্রন্থরাজ
ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ
ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ ষোড়শক।

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

॥ প্রথমানুভবঃ ॥

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন॥ ১ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পরাৎপর পরতত্ত্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, ঐশ্বর্য্য, অদ্বিতীয়ত্ব এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে জগজ্জীবের হৃদয় দিব্য চেতনা দ্বারা যিনি উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন,—অবিদ্যা-তিমিরহরণকারী সেই চিন্ময়ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়া দয়া দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণ শান্তি-সুখ-আনন্দদায়িনী কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করুন। গর্গ সংহিতা বলেন,—"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং"—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেহই জগদ্‌গুরু হইতে পারেন না। ধর্ম সংস্থাপন এবং ধর্ম প্রবর্ত্তন শ্রীভগবান ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না, কেননা "ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম্" এবং শ্রীমুখোক্তি, যথা,—'ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞাতা ভগবদ্ভক্তগণ জগতে পরমার্থপথপ্রদর্শক ও কৃষ্ণানুগ্রহ প্রকাশক গুরুরূপে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। অতএব, কৃষ্ণভক্ত জগদ্‌গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ, ম ৮, ১২৭।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্যাদি ঐহিক গুণে জগতের মানবগণ যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, ঈশ্বরের কৃপা বিহীন জীবন কেবল ব্যর্থতারই পরিচায়ক। অনিত্য সংসারের অভিমানে মত্ত ব্যক্তি কোনকালে সচ্চিদানন্দ ভগবানকে জানিতে পারে না, নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে না, অতএব,—

' কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৬, ৮২-৮৩

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণস্তবে,—হে দেব! তোমার পাদাম্বুজ-দ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ।। ভাঃ ১০,১৪,২৮।

সৃষ্টির আদিতেও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেবল ভগবানের প্রসাদ দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তদঙ্গ-রহস্য রূপ চতুর্বিধ তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপক্রম শ্লোকে ভগবানের শ্রীমুখোক্তি যথা,—হে ব্রহ্মন্! আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্ত্বাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও।" (ভাঃ ২,৯,৩১)

বদ্ধ জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ সকলই ত্রিগুণময় ও ভ্রমযুক্ত। এই সমস্তই দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অতএব দোষযুক্ত মায়িক জ্ঞানই ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা জ্ঞাত হইবার যোগ্য ; কিন্তু ভগবৎ জ্ঞান চিন্ময় ও অতীন্দ্রিয়। দিব্যজ্ঞানে ইন্দ্রিয়জ যুক্তির প্রবেশ নাই ; অতএব শাস্ত্র বলেন,—

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ।।—শ্রীমহাভারত।

'তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ'—ব্রহ্মসূত্র।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।' গীতা ১০,১০।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ।।—কঠ ১।২।২৩।

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।" ভাঃ ১১,১৪,২০।

'ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিচ্ছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায়।।'—চৈঃ ভাঃ ৮।১৩১।

এইরূপে নিখিল সৎশাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা জানা যায় যে ভগবান শ্রীহরির কৃপাবল ব্যতীত অনর্থনাশ এবং আত্মোন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই ।। ১ ।।

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ কোঽন্বয়ো ধ্রুবম্।
আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ।। ২ ।।

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয় জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের

ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্কতা লাভ করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেই সকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড় জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ॥ ২ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—বহির্মুখ প্রবৃত্তিই বদ্ধজীবগণের প্রাকৃত বিষয়ানুশীলনের কারণরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তারূপে গ্রহণ না করিয়া ভোক্তাভিমানী জীব স্বসুখ ভোগবাঞ্ছা যখন পোষণ করে, তখনই নিকটস্থ মায়া তাহাকে বিক্ষেপ ও আবরণ দ্বারা তাহার দোষের উপযুক্ত দণ্ডদান করে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যথা;—

'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" মধ্য ২০।১১৭।

বহির্মুখ-প্রবৃত্তিযুক্ত পতিত জীবগণকে জড় শরীর প্রদানকালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বদ্ধজীবগণ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা কেবল সদোষ বিষয়জ্ঞানই সংগ্রহ করে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভগবজ্‌জ্ঞান বদ্ধজীবের বোধগম্য নহে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে জীব নানাপ্রকারের বিচিত্র ও অমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহা আমরা এই গ্রন্থে বিশদভাবে অবলোকন করিব। শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করিয়া নির্গুণ ভূমিকায় না পৌঁছিলে যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব শ্রীভগবদ্বাক্যে দেখা যায়,— "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" গীতা ২.৪৫।

কর্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী, কখনো বা নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখনো দেবতা, কখনো মনুষ্য, কখনো বা তির্য্যক্ হইয়া কর্মফল পায়। নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। নরকে তুষ্টি লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে। ভগবদারাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্তমন, সৎসঙ্গরহিত এবং পূর্বসাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে। শরীর, আত্মা, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া নিজেকে নিজে বহুমানন করে। শ্রীমদ্ভাগবত (১,২,১০) বলেন,—নিষ্পাপ

সহজে অবিরোধ জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য-ধর্মের তাৎপর্য্য।

অনুদিত-বিবেক জীব জড়জগতে মায়িক ব্যাপারে মত্ত থাকে এবং নিজের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, সাধ্য-সাধন স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অচেতন থাকে। এতাদৃশ কোটি কোটি জীবের মধ্যে কোনও জীবের শুভদিন উদয় হইলে, তাহার হৃদয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উদয় হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন গোস্বামীর জিজ্ঞাসায় দেখা যায়,—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য, সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥" চৈঃ চঃ, মঃ ২০,১০২,১০৩

তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় না, কেবল কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধুপুরুষই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্॥ ৩ ॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধান্তস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালি প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপনপূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার—ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ

চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার সিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়াপ্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাসরূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়-সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মতসমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈচিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যা-নুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপাবস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তরমধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার সদ-সদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্মপোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়সত্তানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপে যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না॥ ৩॥

বিবেকাঞ্জলি:—চিদালোক দ্বারা উদ্ভাসিত-হৃদয় পুরুষই যথাযথরূপে বস্তু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তিনিই এই পারমার্থিক প্রশ্নত্রয়ের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে পারেন।

জগতে যদিও তত্ত্বাত্মক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য বহুপ্রকারের দার্শনিকগণ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রনয়ন করিয়াছেন; তথাপি বহুভাগ বিচারকদের সিদ্ধান্তগুলি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাবলম্বন হেতু দোষপূর্ণ। কেবল ঈশ্বর-বচনরূপ বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রই ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সারূপ দোষচতুষ্টয় হইতে মুক্ত; এবং ত্রিগুণময় সিদ্ধান্ত সকলই দোষযুক্ততাহেতু পরতত্ত্ব নির্ণায়ক হইতে পারে না। বৈদিক মতে শ্রদ্ধাশীল জনগণের অবৈদিক মতের আদর নাই। অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবলম্বনকারী জনগণের দোষযুক্ত সিদ্ধান্তসমূহে সমাদর না থাকিলেও, কোন্ মতের কি গুণ এবং কি দোষ,—এ সম্বন্ধে যদি জগতের সরল ও জ্ঞানহীন জীবগণকে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা না হয়, তবে উপযুক্ত পথনির্দেশের অভাবে তাঁহারা বিপথগামী ও বিনষ্টশীল হইবে। সাধুগণের পরমত সমালোচনা দ্বন্দ্বমূলক, ঈর্ষামূলক বা মৎসরতামূলক নহে; পরন্তু তাহা জগজ্জীবের কল্যাণ নিবন্ধন তাঁহাদের অশেষ দয়ারই পরিচায়ক।

জড়বাদী (Materialist) মনে করে জড়পদার্থই পরম সত্তা. এই মতে বিশ্বের সবকিছুই জড় থেকেই উদ্ভূত। জীবের মন ও প্রাণ জড়সংযোগ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে এবং আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই এই প্রকারের ধারণাবিশিষ্ট জড়বাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সকল জড়বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত অতএব জড়বাদ পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী জড়বাদীরা কোনরূপ অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করেন না। জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই যেন সমস্ত কার্য্য ও ঘটনাবলি ব্যাখ্যাত হয়। পরলোক, ভগবান, পুনর্জন্ম ইত্যাদি সকল প্রাকৃত বিজ্ঞানের অগম্য বলিয়া জড়বাদীরা এই সকল বিশ্বাস করেন না। সরল কথায়, "যাহা আমরা জানিতে পারি না, তাহা স্বীকার করিব না।" কিন্তু পরমার্থবাদীরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পথে পরমার্থের কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব বাস্তব বস্তু প্রাপ্তির জন্য জড়বাদকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এসম্বন্ধে অন্যত্র বিচারিত হইবে। জড় ও গতিকে (Matter and Motion) সমস্ত ঘটনার মূল বলিয়া মনে করিয়া জড়বাদীরা ইহাদের মূলে কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পান না, অতএব এইমতে জগতের মূলে কোন উদ্দেশ্য নাই। মূলে কোনও উদ্দেশ্য স্বীকার না করার ফলে জড়বাদীর সমস্ত জীবনের অন্তেও কোন উদ্দেশ্য গৃহীত হয় না। অতএব জড়বাদীর সমস্ত জীবনই অর্থবিহীন। জড়বাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ যদি কেহ বিচার করে তবে দেখা যায়, অন্ধকারে হাতড়ানোর মত তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমস্তই কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রলাপ মাত্র। আত্মা, পরমাত্মা, পরলোক এই সকলকে জড়ের কারখানায় আবিষ্কার করাও অসম্ভব এবং নিরাকরণ করাও অসম্ভব। কেন না, চিন্ময় বস্তু জড় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বিশিষ্ট। ভগবদ্বহির্মুখতা-দোষের ফলে জীবের পতন হেতু জড়বদ্ধতাযুক্ত অবস্থায় এসমস্ত বিচারের আদর পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু জীব যত পতিতই হউক না কেন, তাহার স্বভাবসিদ্ধ যে আনন্দের অনুসন্ধান তাহা সে ছাড়িতে পারে না। মাটি, পাথর, জল, বায়ু ইত্যাদি জড় পদার্থের কোনও

সুখানুভূতি নাই, কিন্তু জীবমাত্রের সুখ-দুঃখের অনুভূতি বর্ত্তমান। নিরীশ্বর জড়বাদীও স্বীকার করে যে সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য বস্তু, কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং তাহার প্রাপ্তি কিভাবে হয়? ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জড়বাদীর অজ্ঞেয় ও অগম্য। এই তৃতীয় সূত্রে লেখক মিশ্রসত্ত্বগুণবিশিষ্ট দার্শনিকগণের বিচিত্র মতবাদসমূহের দিগ্দর্শন করিয়াছেন। ॥ ৩ ॥

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥ ৪ ॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের দিগ্-দর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব ॥ ৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—সত্য কথা সর্বকালে ও সর্বত্রই একপ্রকার ও পরস্পর সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, কিন্তু মিথ্যা কথাসমূহ পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও বহুপ্রকার হয়। দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা, ত্রিগুণ, মানসিক ভাব ইত্যাদি অসংখ্য প্রভেদযুক্ত বিচিত্র মতবাদ সত্যবস্তুকে নির্ণয় করিতে যাইয়া নানাপ্রকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করে। চিত্র মতবাদসমূহের আলোচনা প্রথমে করিয়া গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের শেষে যুক্তমতের বিচার করিয়াছেন। ॥ ৪ ॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥ ৬ ॥

সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥ ৭ ॥

বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্জ্ঞানলক্ষণা ॥ ৮ ॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিলনা। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র,

কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না; অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্মদোষে এই প্রকার বিশ্বাস মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয়-করিয়া তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holback) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম বলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহকরণাভিপ্রায়ে একপ্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্যবস্তুসমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ। তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে কএক

বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীক্‌দেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমুহই ঐ সকল পণ্ডিত-দিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণু-গণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কমটী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি 'স্থিরবাদ' (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানসপ্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতিবিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানসপ্রতীতি-সমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বরচিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। হিতাহিত-বিচারের অন্তর্গতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনা ক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্যাধার (Supreme Medium), মানবপ্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা (Supreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপে ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসার বাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্‌থ্যাম (Bentham) কোম (Combe), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াথাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘবকরণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড়-স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্য-কারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof.Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof.Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন ;—'জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়'। ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ, তিনি এরূপ পরামর্শে

স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানববুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভু মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৫-৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পঞ্চম হইতে অষ্টম সূত্র পর্য্যন্ত গ্রন্থকর্তা জড়বাদ ও ইহার শাখা জড়ানন্দবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান জড়বাদপ্রণেতা দার্শনিকগণের বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তারপর,—নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা জড়গতযুক্তিও জড়প্রসূত ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে কিভাবে পরিত্যাগ করে—এই কথার প্রমাণ দ্বারা সমস্ত জড়বাদগুলিকে নিরাস করিয়াছেন। ॥ ৫-৮ ॥

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিদ্বদ্ভির্লক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ ॥ ৯ ॥
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১০ ॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগতামন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুন্নতম্ ॥ ১২ ॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে কার্য্য দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে 'পুণ্য' ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে 'পাপ' বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন।

অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহী বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাববিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব ? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীবসকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। যদি বল যে, কর্ম্মফলও শীঘ্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উন্নত করিতে থাকে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা ভয় নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থ-বাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabond) নামে ভন্ হলবাক্ (Von Holbach) যে 'সিস্টেম্ অব, নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই! পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অন্য স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক; অতএব কখনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্য জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধবুদ্ধি

ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগত্য নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক 'নিঃস্বার্থ' নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না! স্বার্থপরতা বশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেন না তাহাতে জগদুন্নতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি, যে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বভাবজাত ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে শেষে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টী (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে উপাসনা-

পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্বপরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির দূরদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গম্ভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্তসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই মত কিন্তু স্মার্ত্তচেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা স্মার্ত্তকর্ম্মবাদ কোন সময়েই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন জগতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্ম্মবাদ সময়ে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে.—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধার্ম্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল দ্বিহৃদয়তার ফল, বাস্তবিক নয়। কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সম্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়। এ স্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না ॥ ৯-১২ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—বিতর্কদ্বারা সৃষ্ট নিজ মতসমূহকে জড়বাদিগণ জগতের নিরীশ্বর নাস্তিক মানবগণের মধ্যে প্রচলন করিতে পারিলেও ইহাতে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদির ধারণা ও ভয় না থাকা হেতু এই নাস্তিক মতবাদকে কেহই আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ মানিতে পারেন না। আপাততঃ মৌখিক স্বীকৃত হইলেও কার্য্যে স্বীকার্য্য হইতে পারে না। নানাপ্রকারের ছলনাদ্বারা জড়বাদিগণ তাঁহাদের মত জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লৌকিক আচরণ কি প্রকার, এ সম্বন্ধে নবম হইতে দ্বাদশ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। এ সমস্ত নাস্তিক মতবাদ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিচারপ্রণালী পোষণ করে এবং স্বার্থসাধনের জন্য বহুপ্রকার মুখোস দ্বারা জগতের মানবগণকে অধীনস্থ করিবার চেষ্টা করে। সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা অনুভূত হয় যে চিত্র মতবাদসকল আত্মোন্নতির পথে কেবল নিস্প্রয়োজক এবং কণ্টকসদৃশ ; অতএব ভাগ্যহীন জনগণ এসকল নিরীশ্বর মতবাদদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া অমূল্য মানব জীবনের দুর্ব্যবহার করে এবং বিপথগামী হইয়া পরমার্থ-ধন হইতে বঞ্চিত হইবে। আত্মহিতকামী ব্যক্তিগণ সাবধানতা সহকারে এসকল বিষয় অবগত হইয়া কেবল সৎপথগমনের চেষ্টা করিবেন ॥৯-১২॥

ভবঃ ক্লেশোহভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ॥ ১৩ ॥

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ

করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদী-দিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিত্তত্ত্ব ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ সুখের অনুসন্ধান কর।

যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়ানন্দমত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ বোধ হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, পরমেশ্বর অনাদি; তিনিই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধিপালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার নরস্বভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কূটতর্কজনিত মত কখনই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কমটী-প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনি-প্রচারিত নিরীশ্বর কর্ম্মান্তর্গত অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্তৎ মতোপাসকগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটী নির্বাণবাদধর্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম ও বৌদ্ধধর্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড় নির্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা. ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্বাণ লাভ করে। পরিনির্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অন্য সমস্ত সদ্গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম অনাদি, কিন্তু অন্ত বিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরিনির্বাণই সুখ। জৈমিনি প্রকাশিত বৈদিক কর্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্বাণ প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) ইহারা প্রথমশ্রেণীর জড়নির্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার কর্ত্তার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে. প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীগণ নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্বাণবাদ নিতান্ত অকর্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়. তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদী-দিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে. তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে ? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায় ? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও

নিরীশ্বরকর্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—আনন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত বদ্ধজীব ইহজগতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা জড়-তন্মাত্র সংগ্রহে এবং ভোগে মত্ত হইয়া যায়। জড়বস্তুসমূহ আপাততঃ প্রীতিপ্রদ হইলেও চরমে দুঃখপ্রদ ও যাতনাদায়ক, কেননা এই জড়জগৎ দুঃখালয় ও অশাশ্বত। মায়িক জগতের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা জড়বাদী যখন জর্জরিত হইয়া জড়-মুক্তির জন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন জড়নির্বাণকেই সুখ মনে করিয়া তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হন। শূন্যবাদীরা যদিও জড়বিপরীত একপ্রকারের সিদ্ধান্তের কল্পনা করেন তথাপি চিদ্বস্তু জড়বিপরীত নয় বলিয়া এবং প্রাকৃতবুদ্ধির অতীত বলিয়া ইহারা চিন্ময় ভূমিকা আরোহণ করিতে পারে না। নির্বাপিত হইতে চাহিলেই কি আত্মা নির্বাপিত হয় ? জন্ম ও মৃত্যু-বিহীন এই আত্মা নিত্য এবং আত্মার স্বভাবও নিত্য। প্রকৃত চিন্ময় সবিশেষ অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্যানন্দ ও নিত্যশান্তির সম্ভাবনা কোথায় ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অন্যথা রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই প্রকৃত মুক্তি। অতএব জড়নির্বাণবাদিগণ যদিও জড়কে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে, নিরীশ্বরতা হেতু তাহাদের মত বিপথগামী ও চরমে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে ।। ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি মায়া যা সা কর্ত্রী জগতাং কিল।
চিদচিৎসবিনী সূক্ষ্মা শক্তিরূপা সনাতনী ॥ ১৪ ॥

কোন কোন মতে 'মায়া' নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্মস্বরূপা। তিনি চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বস্বরূপ দুইটী তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসত্বপ্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ' নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিক-দিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন, যে, তান্ত্রিক মত কাপিলদর্শন হইতে

নিঃসৃত। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ 'পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ'—এই বাক্যদ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শৈবমত কপিল সাংখ্যনিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফলকালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটী নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন জড়শক্তিবাদীরাও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন ;—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধীশ্বরি, হে তদীয় সন্তান ধর্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক। হে প্রকৃতি দেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রমকে দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও। আত্মাতে সততা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও।"

এই প্রকৃতিবাদী হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন ;—

স্বষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥

"হে দেবি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমোরূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লেপ পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে ॥

প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।

ত্বমেব জীব লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পরদেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমত-বিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবেকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের ভেদ কেবল মায়া দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ—যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানা প্রকার ; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে মিথ্যা, কোন স্থলে সত্য বলা হইয়াছে। কোন স্থলে নাদবিন্দু, কোন স্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবলা প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল, পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে, পরব্রহ্মই বা কে ? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে ? "ত্বমেব জীবলোকেঽস্মিন্" এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ'ম'কার সাধন, সুরাসাধনপ্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কর্ম্মী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—এই সূত্রে গ্রন্থকার জড়শক্তির উপাসক তান্ত্রিক-মতবাদ সমূহের বিচারপ্রণালী, এই মতের পরিবর্তিত রূপ, ইহার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব, কাপিল-দর্শনের সঙ্গে তান্ত্রিক মতের ভেদ —এই সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তান্ত্রিক মতের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবান্বিত হইল এবং মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের মধ্যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ প্রবলরূপে বিস্তারিত হইতে লাগিল। দেশ-বিদেশের জড়শক্তিবাদীগণ পরমকারণ পরমেশ্বরকে স্বীকার না করিয়া নাস্তিক্যেরই সমর্থন করেন ; কিন্তু নিজদিগের কল্পিত মতবাদ জগতে প্রচলিত রাখিবার জন্য ইঁহারা নানাপ্রকারের স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, দৈন্যোক্তিদ্বারা চিদ্বাদীগণের অনুকরণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সিদ্ধান্তজ্ঞান ও পারমার্থিক বিশ্বাসের অভাবহেতু এই জড়শাক্তদিগের সকল কথাই পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও প্রায় বিরুদ্ধার্থসূচকরূপে পরিণত হয় ; তাঁহাদের শাস্ত্রে এই কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। শাক্তমতের কএকটী শ্লোক উল্লেখদ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাদের কাল্পনিক বিচারধারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ॥ ১৪ ॥

অথবা ভাব এব স্যাৎ নেশ্বরো ন জগজ্জনঃ।
ভাবো নিত্য বিচিত্রাত্মা নাভাবো বিদ্যতে কচিৎ॥ ১৫॥

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (Objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটী লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাববাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ মাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্তদ্ভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্রস্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়তত্ত্ব। এই মতটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ অবস্থায়ই কেবল

এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ॥ ১৫ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জড়প্রসূত ভাব কখনই জড়ভূমিকাকে অতিক্রম করে না। বায়ুদ্বারা উত্থিত পৃথিবীর ধূলীসমূহ কখনই স্বর্গে পৌঁছায় না, তাহা আবার নিম্নে আসিয়া মিলাইয়া যায়। বদ্ধজীবের মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সকল সর্বদা প্রাকৃত। ইহাদের ভাবসমূহ অপ্রাকৃত হয় না এবং অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শও করে না। শ্রুতি বলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মায়িক বস্তুনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিদ্বারা মায়াতীত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং Idealism নামে অভিহিত এই ভাববাদও জড়বাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ॥ ১৫ ॥

সত্যমেব ত্বসন্নিত্যং সদেবানিত্য ভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়ান্ধাঃ যুক্তিবাদপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য।" এই মতটী নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহান্ধ ব্যক্তি এইরূপ কূটতর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—এ কথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটী মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটীকে ইংরাজি ভাষায় (Scepticism) বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এককালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণবাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বান্ধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয় বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল,—"যে ঘটনাই হউক সমস্তই জড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময় বহুতর লোক এইরূপ অসত্তর্ক করিতেছিল, নরস্বভাব নিজাবস্থার অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন

অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়বাদরূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণসকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি তাহারই বা প্রমাণকি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটী একটী গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুর্দ্বারা রূপ কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটী জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণ সমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটী ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তুসত্তাকে স্বীকার-পূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ 'জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি ॥ ১৬ ॥

বিবেকাঞ্জলিঃ—জড়বাদ ও পরমার্থবাদের মধ্যবর্তী এক মতবাদ জগতে অবস্থিত, যাহার নাম সন্দেহবাদ। জড়বাদ চিদ্বস্তুকে নিরাকরণ করিয়া জড়ের স্থাপনা করে; পরমার্থবাদ জড়জগতের বিভূস্বরূপ পরতত্ত্বকে স্থাপনা করে। কিন্তু সন্দেহবাদ কূটতর্কদ্বারা সর্ব্বত্রই সন্দেহের উত্থাপন করিয়া এক ভ্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করে। ভগবানের বাণী অনুসারে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" পাশবিক বলে বলীয়ান্ জড়বাদকে নিরাসকরণাভিপ্রায়ে সন্দেহবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে, একপ্রকারের উৎপাত বন্ধ করিতে যাইয়া তাহা অপর এক প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করিল। তর্কবাদরূপ তৃণাবর্তের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আকাশে ভ্রমণ করিলেও স্বর্গলোকে পেঁছানো যায় না। শাস্ত্র বলেন,—"তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ।" প্রকৃতিস্থ হইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপমাত্র; পরমার্থ সাধনায় সন্দেহবাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটী মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।

এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-বাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ ৯২

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ ৯৩ ॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—'নন্বেবমীশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥ ১ ॥ ৯৬ ॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতমপ্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,— "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ॥"

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন;—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্য্যন্ত।

বৈশেষিক দর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব

অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটী নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে, "চোদনা লক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন;

"কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটা 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধু লোকেরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে;—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে;—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;—"চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রে-হবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি ? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কিনা ? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন দশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে ? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর ? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—নানাপ্রকারের পাশ্চাত্য নাস্তিক মতবাদের ও অস্মদ্দেশীয় জড়শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই সূত্রে ভারতীয় ষড়্দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিচার করিয়াছেন। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, কর্ম্মমীমাংসা, পাতঞ্জল ও অদ্বৈত বেদান্তরূপ ছয় দর্শনে কোনটী প্রকাশ্যে ও কোনটী প্রচ্ছন্নভাবে নাস্তিকবাদ।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে যথা,—

'মীমাংসক' কহে,—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে,—জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী নির্বিশেষ—ব্রহ্মে হেতু কয় ॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান। বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্ ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব মত স্থাপে পর মতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী—অমৃতের ধার। তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব-সার ॥ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মজ্ঞানবিমিশ্রা যা যুক্তিস্তর্কময়ী নরে।
চিত্রমতপ্রসূতী সা সংসারফলদায়িনী ॥ ১৮ ॥

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ যুক্তিও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলি। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতম নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। সিদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবদমান। সেই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—ধর্ম যদি যুক্তিযুক্ত না হয়, তবে তাহাকে স্বীকার করা যায় না ; আবার যুক্তি যদি শুদ্ধ না হয়, তাহা পরতত্ত্ববিচার স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধজীবের যুক্তি কর্ম-জ্ঞানদ্বারা

মিশ্রিত ও আবৃত হইয়া দূষিত হয় এবং এবংবিধ দোষদুষ্টযুক্তি কেবল তর্ককে প্রস্তুত করে। কর্মমার্গ ভোগের স্পৃহায় লিপ্ত থাকে এবং জ্ঞানমার্গ ত্যাগের অভিমানে মত্ত থাকে। কর্ম-জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত প্রাকৃত-যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া জীব কখনই অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

মায়িক সংসারে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা দুঃখলাভ করিতে চাহেন, তাহারা মিশ্রযুক্তি প্রসূত মতবাদ সমূহে আবদ্ধ হইয়া থাকুন; কিন্তু নিত্যানন্দ প্রাপ্তির অভিলাষী জীবের কর্তব্য এই যে সিদ্ধযুক্তি-প্রসূত সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হওয়া॥ ১৮॥

যুক্তেস্তু জড়জাতায়া জড়াতীতে ন যোজনা।
অতো জড়াশ্রিতা যুক্তির্বদত্যেবং প্রলাপনম্॥ ১৯॥

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যান্য সিদ্ধান্তরূপ রং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কম্‌টী কহিলেন,—'যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর।' এখন দেখা যাউক, যে সকল ছবি কেবল জড় জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সে যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কি না? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তদুপলব্ধি জন্য অন্য কোন তদুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যে স্থলে কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফল প্রদান করে। শিল্প, শারীরকর্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যত প্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরী। আদৌ মিশ্রা যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেল রোড ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্পকর্ম্মে প্রযুক্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রা যুক্তির প্রকৃত বিষয়,

জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উঁহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়-নির্বাণবাদ, ভাববাদ— ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ, তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, সে সমুদয়ই প্রলাপমাত্র ॥ ১৯ ॥

বিবেকাঞ্জলি : -এই স্থলে গ্রন্থকার ইন্দ্রিয়গণের জড়জ্ঞান**:** সংগ্রহ প্রণালী মানব মস্তিষ্কের কার্য-প্রণালী, যুক্তির উৎপত্তি ইত্যাদি সকল বিচার করিয়াছেন। অতঃপর জড়াতীত যুক্তির দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। জড়জাত যুক্তিকে পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু অনধিকার চর্চায় প্রবিষ্ট না করিয়া জড়যুক্তিকে জড়ব্যাপারেই সীমিত রাখিবার প্রয়োজন ॥ ১৯ ॥

প্রলপন্তীহ সা যুক্তি রুদন্তী স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
চরমে পরমেশানং স্বীকরোতি ভয়াতুরা ॥ ২০ ॥

সিদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাতেই অনুধ্যান করতঃ মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। এ কারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি এতন্নিবন্ধন বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্ম্মুখ বৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ সহজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্ম্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যত প্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি বদ্ধই হইক বা মিশ্রই হউক আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমতসমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষ লাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,—হায়! আমি কতদূর বহির্ম্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশ-বিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং Natural Theology বলিয়া যে সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্র যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণরূপ ক্ষুদ্র ভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ২০ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই সূত্রের ব্যাখ্যা সহজে বোধগম্য। যুক্তি যখন নিজের অকর্মণ্যতা ও অসফলতা বুঝিতে পারে, তখন কল্পিত মতসমূহে সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া রোদন করে এবং আত্মোন্নতির জন্য যুক্তিসিদ্ধ এক ঈশ্বরকে মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করে। যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-ভাব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ভিন্ন এবং অসম্পূর্ণ। জড়যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে নিরাকরণ করা যেমন অসঙ্গত, তদ্রূপ যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে স্থাপন করাও অসমীচীন। কেননা যুক্তি পরতত্ত্বের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

কদাচিদীশতত্ত্বে সা জড়ভ্রান্তা প্রলাপিনী
দ্বৈতং ত্রৈতং বহুত্বং বারোপয়ত্যেব যত্নতঃ ॥ ২১ ॥

সেই প্রলাপিনী মিশ্রা যুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়া জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থা[illegible] অক্ষমা হয়। কোন সময়ে সে দুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে তখন তাহার বিবেচনায় চিত্তত্ত্ব একটী ঈশ্বর ও জড় তত্ত্ব একটী ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলজনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরদ্বস্ত্র নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটী ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্ব-পরায়ণ লোকসকল তাঁহাকে জরন্মীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি, ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া 'জু'দিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বেরর সমকক্ষ একটী সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বর বিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জু-দিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটী তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করিলেন। যেকালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বর বিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদনিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহুদেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐ মতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটী ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তই জড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবদমান হইয়া সংসারকে উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকী লোক অস্বীকার করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—শ্রুতি বলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' অর্থাৎ পরমেশ্বর এক বই দুই নহেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—'অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ, মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।' শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎসদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।" স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্‌জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বরের অদ্বয়ত্ব স্থাপন হয়। জড়যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বরকে স্থাপন করিতে যাইয়া জরাতুষ্ট্র, স্মার্ত, খ্রীষ্টান ইত্যাদি মতবাদীগণ পরতত্ত্বের দ্বৈত, ত্রৈত এবং বহুত্ব কল্পনা করিয়াছেন। এক অদ্বয় ঈশ্বরকে না মানিলে কোনও পারমার্থিক সমস্যার সুখকর সামঞ্জস্য হয় না। বহ্বীশ্বর মতবাদ পরতত্ত্ব-বিরোধী, এবং বহুবিধ ভ্রান্তিপূর্ণ ; তাহা নানা প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি করে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তির্ন বিদ্যতে কচিৎ।
কথং সা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতুমর্হতি ॥ ২২ ॥

আত্মার সহজ-জ্ঞান-জনিত যে যুক্তি, তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সময় তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্রযুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক জ্ঞান কাহাকে বলি ? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজ জ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয় উপলব্ধিক্রমে তাহা জন্মে না। সেই সহজজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়।

(১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে, (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব, (৬) আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্যস্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়মিশ্রা হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজজ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয় ॥ ২২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ-আত্মা জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় বস্তু। আত্মার সহজজ্ঞান নির্দোষ এবং ত্রিকাল সত্য। ভগবান সর্বজ্ঞ কিন্তু জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। ভগবদ্-বহির্মুখ জীব মায়ার প্রলোভনদ্বারা মুগ্ধ হইয়া সদোষ মায়িক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মায়িক বিশেষের কবল হইতে সাধক জীব মুক্ত হইয়া ভক্তিযোগ দ্বারা যখন সহজ-আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তার আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়। চিন্ময় সবিশেষ উপলব্ধির প্রকার এবং বিভাগাদি গ্রন্থকর্তা এই সূত্রে দেখাইয়াছেন। এই চিন্ময় উপলব্ধি শুদ্ধ আত্মার নিত্য সহচর বলিয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে শুদ্ধজীবাত্মা মাত্রই এই উপলব্ধি যথাযথভাবে লাভ করে। সনাতন বৈদিক শাস্ত্র সকল এই সহজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সনাতন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলিলেই বৈধীসাধক পরমার্থ-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে ॥ ২২ ॥

একত্বমপি তদ্দৃষ্ট্বা তৎসমাধিচ্ছলেন চ।
স্থূলং ভিত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো। ৩॥

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে এক তত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তা দ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না ; কেননা, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড় জগতে ভেদ এই যে জড় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গ জগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটী জড় জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্ভাবমাত্র। জড় জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theosophist দল যে Astral দেহের কথা বলে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি মতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ অন্বেষণকারী জীবের কোনপ্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—থিয়সফি, পাতঞ্জল যোগ, বৌদ্ধযোগীদের মত ইত্যাদিতে জড়যুক্তি অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক ভগবদ্‌জ্ঞানের অভাবে তাহারা ত্রিশংকু স্বর্গের মত কোন এক অবান্তর অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন। জড়সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় জগৎ ও মনোময় লিঙ্গ জগৎ এই সকল চিন্ময় জগৎ নহে। ইহাদের প্রচেষ্টায় কিছুটা অলৌকিকতা দর্শন করিয়া অজ্ঞলোক ইহাদের বহুমানন করেন। এই সকল পন্থায় যোগসিদ্ধি, বিভূতি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভ হইতে পারে কিন্তু আত্মপ্রসন্নতা, অমৃতত্ব ও প্রেমানন্দ লাভ হয় না। ॥ ২৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশনির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-রূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিব। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্টি হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেননা, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না ॥ ২৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—চিন্ময় সবিশেষবাদী অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তই এই মায়িক-জগতের স্বরূপ যথাযথ অবগত আছেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের কারাগাররূপ এই জগৎকে জীবের ভোগায়তন মনে করা দোষাবহ। জীবের জড়ভোগ যদি ভগবদিচ্ছার অনুকূল হইত তাহা হইলে জড়ভোগদ্বারা জীবের দুঃখপ্রাপ্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। জীবের স্বতন্ত্র ভোক্তাভিমান ও জড়জগতের ভোগ এই সমস্ত জীবের স্বরূপবিরোধী এবং ঈশ্বরের অপ্রীতিকর বলিয়া মায়িক সুখভোগে প্রমত্ত জীব পরিণামে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়। এই সূত্রে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে,—জড়জগৎ জীবের ভোগায়তনও নহে, জীবের স্বাধীন বাসস্থানও নহে ॥ ২৪ ॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবম্।
তথান্যজীবভূতস্য বিভোর্দ্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে ; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি ? জীব কি অপরাধ করিয়াছে ? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণবুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটী অদ্ভুত মত গৃহীত হইয়াছে ; তাহা এই,—ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে

সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞান-বৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীব কর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গরূপ একটী তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজস্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চিরনরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি, এই মতটী সহজবুদ্ধিতে আয়ত্ত্ব করা যায় না॥ ২৫॥

বিবেকাঞ্জলি :—ইহজগতে জীবের সর্বত্রই দুঃখ দর্শন করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে জগতের বহুভাগ জীবই কোন এক প্রকারের মৌলিক দোষে লিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এই দোষের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যুক্তিকে চালিত করিয়াও জীব সুখকর উত্তর লাভ করে না। পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্মাচার্যগণ খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জাগতিক ব্যতিক্রমের জন্য এক অদ্ভুত মীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্তবিক কোন এক জীবের দোষের জন্য জগতের অনন্ত কোটি জীবগণকে দোষী করা অসমীচীন ও অযৌক্তিক। আবার জীবের পাপক্ষালনার্থ ঈশ্বরের এক অংশের জন্মগ্রহণ, তদনুগত মানবগণের পাপসমূহ নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া সে ঈশ্বরতত্ত্বের মৃত্যু ইত্যাদি বিচার অসামঞ্জস্যকর। কেননা. জীবের পাপদ্বারা যে ব্যক্তি প্রভাবান্বিত হয়, ও তার জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ, পরমেশ্বরের প্রতি জীবের যে ভক্তিবৃত্তি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উদয় সত্বেও অসংখ্য জন্মের পাপসমূহ ক্ষণের মধ্যে নির্মূলিত হয়। ব্রহ্মসংহিতার উক্তি অনুসারে, "কর্মাণি নির্দহতি কিন্তুচ ভক্তিভাজাং।" একজন্মে কৃত দোষের জন্য তার ফল-স্বরূপে জীবকে চিরনরকে আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি বিচার ভ্রমযুক্ত ও তাহা ঈশ্বরতত্ত্বের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করে। পরমেশ্বরকে মানিয়াও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের বিচার করিতে প্রস্তুত হইলে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়॥ ২৫॥

জন্মতো জীবসম্ভাবো মরণান্তে ন জন্ম বৈ
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলম্॥ ২৬॥

এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কয়েকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সংকীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে,

কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্ম-অসুবিধাক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের খাদ্যবস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাহার চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য॥ ২৬॥

বিবেকাঞ্জলি :—পরতত্ত্ব, জীব, মায়া, জীবের পতন ও নিষ্কৃতি—এ সমস্ত বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাব হেতু যবন ও ম্লেচ্ছদিগের মতবাদ-মিশ্র ধর্ম্মে কতকগুলি সংকীর্ণ, অযৌক্তিক ও হাস্যাস্পদ বিচারপ্রণালী দৃষ্ট হয়। পুনর্জ্জন্মবাদের নিরাকরণ হেতু এই মতে জীবের সৃষ্টির তারতম্যের কারণে অর্থাৎ সমস্ত জাগতিক বৈষম্যের জন্য ঈশ্বর দোষী হইয়া থাকেন। নিজকৃত শুভাশুভ কর্মের ভোগ নিবন্ধন জীবের শুভাশুভ যোনীতে জন্মগ্রহণ হয়, ইহাই প্রকৃত সত্যকথা। গীতা বলেন 'জাতস্য হি ধ্রুবোমৃর্ত্যু, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' ভগবৎ কৃপাবলে সংসার-মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুনরপি-জনন ও পুনরপি-মরণ পরপর ঘটিতে থাকে। সত্য কথাকে স্বীকার না করিয়া মনোধর্ম্মমূলক মিথ্যাবাদ কল্পিত করিলে এই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ভ্রমপূর্ণ বহু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই মতে, মানবেতর প্রাণীগণের কোন আত্মা নাই! প্রাণীহত্যা ও প্রাণীমাংস ভক্ষণরূপ নৃশংস কার্য্যের জন্য এবংবিধ ধার্মিক প্ররোচনা এক প্রকারের চালাকির পরিচয় প্রদান করে। আবার ইহারাই ডার্বিনের বিকাশবাদ অনুসারে বানরাদি প্রাণীগণকে মানবের পূর্বজ বলিয়া মনে করে! এসকল তমসাচ্ছন্ন বিচারসমূহ ভগবদ্দর্শনে কি সাহায্য করিতে পারে? ইহারা বৈদিক সনাতন ধর্ম হইতে অনেক কথার অনুকরণ করিয়াও তাহার মধ্যে কৌশল করিয়া নিজেদের কয়েক ভ্রান্ত কথাসমূহ প্রক্ষেপ করিবার ফলে এই অস্বতন্ত্র বিচার-প্রণালী 'ন দেবায় ন ধর্মায়' হইয়া পড়িয়াছে। পরতত্ত্ব বিচারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাযুক্ত জগতের অধিকাংশ মানবসমূহদ্বারা এই সকল ধর্ম মৌখিকরূপে আদৃত হইলেও প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই মতে বহুকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না॥ ২৬॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতিবিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্॥ ২৭॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই ইহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না, ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন, আমি তাঁহাকে ভজিতাম

না। ভাবী দয়া করিবেন, এরূপ তুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তিবৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে॥ ২৭॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই সকল মতবাদীদিগের সম্প্রদায়ে জাগতিক উন্নতির চেষ্টাই ধর্মরূপে দৃষ্ট হয়। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ ঈশারাধনা কেবল কর্তব্যজ্ঞানরূপে অনুষ্ঠিত হয়। জাগতিক সুখ-সুবিধাকেই ইহারা ঈশ্বরের দয়া বলিয়া মনে করেন ও এরূপ দয়ার জন্যই কল্পিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানান। কর্তব্যবুদ্ধিতে ঈশোপাসনা অশুদ্ধ ও হেতুমূলা, অতএব এইমতে নির্মল ভগবদনুরাগের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের প্রতি আত্মার যে স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি, তাহা কিন্তু অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা॥ ২৭॥

ঈশরূপবিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনাবন্দনাদিভিঃ॥ ২৮॥

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাঁহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুত এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চার ক্রীতদাস হইয়া ইহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমত কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইহারা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না ॥ ২৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী ইত্যাদি আরোহবাদীদিগের ন্যায় ইঁহারাও যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের বিচার করিতে যাইয়া তাঁহাকে নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি ব্যতিরেক বিচার দ্বারাই নিরূপণ করেন। অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ব, অপ্রমেয়ত্ব, চিন্ময়ত্ব, বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ইঁহারা অবগত নহেন। সদোষ আধ্যক্ষিক বিচার প্রণালীকে পরতত্ব বিচারে যোজনা করিলে এবম্বিধ অনর্থের সৃষ্টি হয়। পরতত্ত্বের চিন্ময় সবিশেষ ধারণার তুলনায় কেবল-জড়নির্বিশেষবাদ কতই নিকৃষ্ট, অজ্ঞান ও অর্থবিহীন,—ইহা এই মতবাদীরা সহজে বুঝিতে পারেন না। ভগবদারাধনায় অপ্রাকৃত ভাব ও তদুপযোগী বাক্য ও ক্রিয়ামুদ্রার প্রয়োজন আছে। জাগতিক ব্যবহারোপযোগী প্রাকৃত ভাব ও ব্যবহার দ্বারা ঈশতোষণ হয় না। প্রাকৃত বুদ্ধির বশবর্তি হইয়া পরমেশ্বরের চিন্ময় সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রতি অনাদর ও বিদ্বেষ করিবার ফলে এই মতবাদীরা জীবের নিত্যধন যে ভগবৎপ্রেম, তাহা হইতে চিরকাল বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের গুর্বানুগত্য ও শাস্ত্রানুগত্য সম্বন্ধেও ভ্রমপূর্ণতা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসম্‌
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্য ক্ষৌদ্রসাধকম্‌ ।।২৯।।

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেকস্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্ত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্ত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইহারা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন ; কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, জড়গতলিঙ্গ ও স্থূলতত্ত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এইজন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইঁহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইহাদের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইঁহারা সাধন করেন, তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইঁহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইঁহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইঁহারা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—এই মতের বিচার-পরিধি, কার্য্যক্ষেত্র ও চরমপ্রাপ্য-ধাম সম্বন্ধীয় বিচার কতটুকু সংকীর্ণ ও দোষাবহ—এই সম্বন্ধে এখানে বিচারিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াও তাঁর কার্য্যাবলীতে অজস্র দোষের সম্ভাবনা দ্বারা ইঁহারা ঈশবিরোধী

হইয়া পড়িয়াছেন। অচিন্ত্য পরতত্ত্বে তর্কের যোজনা দ্বারা তাঁহার যাথার্থ্য হানি হয়। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে 'শয়তান' ইত্যাদি প্রকাণ্ড পাপপুরুষকে কল্পনা করা ঈশ্বরের সর্বময় কর্ত্তৃত্বের অভাব জ্ঞাপন করে। জীবের প্রকৃত স্বরূপ, বদ্ধতার কারণ, শুদ্ধ অবস্থান,—এ সকল তত্ত্ব না জানিবার হেতু ইহাদের ধর্ম্মে কোন জীব বাস্তবিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। বহির্মুখতা-চালিত জড় বিজ্ঞানে ইহারা এতই অগ্রসর যে, চিন্ময় তত্ত্ব বিজ্ঞান হইতে, অতএব ইহারা অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। আত্ম স্বরূপ ও লিঙ্গময় দেহের স্বরূপের মধ্যে যে তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহা ইহারা অবগত নহেন। অতএব ইহাদের সিদ্ধান্তসমূহ অর্থবিহীন ॥ ২৯ ॥

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ॥ ৩০ ॥

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্ত্বন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাবসকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন প্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল ; ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু পরিণাম, তাহার প্রতীতি হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

বিবেকাঞ্জলি : সূত্র সংখ্যা ৩০, ৩১ ও ৩২শে গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। যদিও শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের আচার্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তথাপি শঙ্করের পূর্বেই অদ্বৈতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই অদ্বৈতবাদ ইতর দেশে প্রচারিত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র অদ্বৈত-মতবাদীর প্রমাণগ্রন্থ। বেদের একদেশ তাৎপর্যরূপ জীবেশ্বর-অভিন্নতার উপর নির্ভর

করিয়া অদ্বৈতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু বেদের প্রতিপাদ্য দ্বৈতবাদ ও সবিশেষবাদকে অদ্বৈতাচার্যরা পরিবর্জন করিয়া বেদানুগত্যরূপ অবৈদিক ও নাস্তিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদবাক্যগুলিকে শ্রীশঙ্করাচার্য 'মহাবাক্য' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু বেদের সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত প্রণব বা ওঁ-কারকে কৌশল করিয়া গোপন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণবই মহাবাক্য, যাহা হইতে সমস্ত বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি। অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষ হইতে নাস্তিক বৌদ্ধমতবাদকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইলেও নির্বিশেষ-বাদরূপ অভক্তিপন্থার প্রচার দ্বারা জগজ্জীবের অমঙ্গলের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—'শঙ্করের ভাষ্য শুনিলে জীবের হয় সর্বনাশ।' শঙ্করের মতবাদে জীবই ব্রহ্ম, মোক্ষই চরম প্রাপ্য ; কিন্তু এই মোক্ষবাঞ্ছা নিত্যকৃষ্ণদাসরূপ জীবের স্বভাব-বিরোধী কেননা.—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

মায়াবাদী আচার্যগণ তাত্ত্বিকভাবে ঈশ্বরের নিরাকার, জীবব্রহ্মৈকবাদ ইত্যাদি বিচার স্বীকার করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে না পারিয়া নানা প্রকারের কল্পিত বিচার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে॥ ৩১॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি--- ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই, ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ৩১॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—কল্পিত মতবাদ মাত্রই ভ্রান্তিপূর্ণ হয় এবং বিচার করিতে যাইলে তাহা অসামঞ্জস্যকর ও অসন্তোষকর হয়। অতএব মায়াবাদীদিগের মধ্যে ব্যবহারিক জগৎ ও জগজ্জীবের

বিচার সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান ও অর্থবিহীন কয়েকটা কল্পিত শাখাসমূহের উদয় হইল। ব্রহ্ম-পরিণাম, বিবর্তবুদ্ধি, ভাণ, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন দ্বারা মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ার বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাণ, আর একজন ভাণের ভাণ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল-অদ্বৈতবাদ সদ্‌যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥ ৩২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জীব ও জগৎকে 'ভাণ' ও 'ভাণের ভাণ' বলিয়া স্থাপনা করিতে যাইয়া অদ্বৈত মতবাদীদিগের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইল। 'অবিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জীবরূপে কল্পিত হয় এবং অবিদ্যা-মোচনে জীব পুনর্বার ব্রহ্ম হয়' এই প্রকারের মতবাদ একদল পণ্ডিত সৃষ্টি করিল। তাঁহারা মহাকাশ ও ঘটাকাশ দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের উদাহরণ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। আর একদল পণ্ডিত ব্রহ্মেক জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন করিতে নারাজ হইয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদীগণ এই প্রকারে মুখে অদ্বৈতকে মানিয়াও কার্যতঃ অদ্বৈতবাদের হানি উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদীদিগের মৌলিক দোষ প্রদর্শন করাইয়া বলেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য পরাশক্তিকে না মানিলে পরব্রহ্মকে একতত্ত্বরূপে স্থাপনা করা যায় না এবং জগৎ ও জীব সম্বন্ধে কোনও সুখকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। লীলাময় পরমেশ্বর স্বয়ং অবিকারী থাকিয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিণামক্রমে বৈকুণ্ঠ জগৎ, জৈবজগৎ ও মায়িক জগতের— প্রকাশ, জ্ঞান, ভাব ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে বেদশাস্ত্রে ভেদবাদই প্রকৃতরূপে প্রবল ও প্রধানভাবে দৃষ্ট হয়। অভেদবাদ বেদশাস্ত্রে অবস্থিত থাকিলেও জীবেশ্বর-অভিন্নতা অত্যন্ত দুর্বল এবং অতএব জীব কোনকালে নিজেকে নিরংকুশ স্বাধীন মনে করিতে পারে না। জীব সর্বদাই পরাধীনতত্ত্ব বলিয়া ভগবদানুগত্যরহিত হইলেই মায়ার কবলে পতিত হয়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের মায়ামুক্তি সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"মায়াধীশ—মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা প্রবর্তিত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' সিদ্ধান্তই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ইহার অবলম্বন দ্বারাই জগজ্জীব সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে পারে॥ ৩২॥

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং নাম প্রথমোঽনুভবঃ॥

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করিবার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও তুর্ব্বিশেষাত্মক পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নর।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্ম-তত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিকৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ'শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলে অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ'শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র। ৩৩॥

ইতি তত্ত্ববিবেকে সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব।

বিবেকাঞ্জলি : তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকে গ্রন্থকার অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার দ্বারা তত্ত্ববস্তু নির্ণয়ের প্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, এ সমস্ত মতবাদীরা বিভিন্ন প্রকারের অসৎ সিদ্ধান্তসমূহ উদগীরণ করিয়া থাকিলেও সত্যবস্তু কোন কোন অংশে এই মতবাদসমূহের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে। কিন্তু, কেবল পরমার্থনিষ্ঠ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারাই সে সত্যবস্তুকে নির্ণয় করিতে পারা যায়। পারমার্থিক সারগ্রহণরূপ নিষ্ণাত মতি না থাকিলে সার-বস্তুকে জানা যায় না। দোষযুক্ত বিচারধারার উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য ও প্রাগুক্ত অবৈদিক-পৌর্বাত্য মতবাদ-সমূহের ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইতে পরমার্থ গ্রহণের চেষ্টা করিলে তাহা কেবল নিষ্ফল হয়। শুদ্ধসাত্বিক বুদ্ধিদ্বারা পূর্ণ সদাচারময় ভক্তজীবন অবলম্বন করিয়া শরণাগতি সহকারে পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপায় জীব পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে। এই পারমার্থিক জ্ঞান দ্বারাই ভগবত্তত্ত্বকে জানা যায়। চরিতামৃতে যথা, 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।'
পরমার্থ-দৃষ্টিযুক্ত সাধক সর্বত্রই সর্বকালে এবং সর্বশাস্ত্রে কেবল সাররূপ পরতত্ত্ব ও ভক্তিধর্ম দর্শন করিয়া তাহাই জীবনে পালন করেন। অতএব মহাভাগবতভক্ত,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র করয়ে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥" ৩৩॥

ইতি প্রথমানুভবের বিবেকাঞ্জলি-বিবরণ সমাপ্ত।

———

দ্বিতীয়ানুভবঃ

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গং পরানন্দরসাশ্রয়ম্
চিদচিচ্ছক্তিসম্পন্নং তং বন্দে কলিপাবনম্ ॥ ১ ॥

যে পরমপুরুষের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি জড়ানন্দের অতীত চিদ্গত শ্রেষ্ঠানন্দ রসের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-রূপ বৃত্তিদ্বয়ের অধীশ্বর, সেই কলিপাবন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই প্রথম শ্লোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরতত্ত্ববস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে বন্দনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনাই চরম প্রম সাধন ও সাধ্যবস্তু। সেই পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্যের কৃপাদ্বারাই তার্কিক বিবাদরূপ কলিকলহ সকল প্রশমিত হইয়া শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্তের অভ্যুদয় হয়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত নানা মতগ্রাহব্যাপ্ত সিদ্ধান্ত-সাগর অতিক্রম করা মানবমাত্রের অসম্ভব ॥ ১ ॥

স্বরূপমাস্থিতো হ্যাত্মা স্বরূপশক্তিবৃত্তিতঃ।
বদত্যেব নিজাত্মানমুপাধিরহিতং বচঃ ॥ ২ ॥

মায়িক জগতে যে সকল জীবাত্মা বদ্ধ আছেন, তাঁহারা প্রকৃতি-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র উত্তর দেন। তন্মধ্যে যে আত্মা বিবেক ও সদ্‌গুরু উপদেশক্রমে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া যুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। সেই উত্তর সর্ব্বত্র এক। প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্নত্রয় আছে, তাহা এই, —'এই জড় জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে ? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি ? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ?' মায়িক দশাপ্রাপ্ত আত্মা যে সকল বিচিত্র উত্তর দেন, তাহা প্রথম অনুভবে বিচারিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুভবে স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে যুক্ত উত্তর, তাহা কথিত হইবে। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা কি ? ইহাই অগ্রে বিবেচিত হইবে। মায়িক দেশ, কাল, ইন্দ্রিয়, শরীর ও সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া যে আত্মসত্তা, তাহাই স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা। সর্ব্ববেদান্তসার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে সেই শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বলিয়াছেন ; যথা—"মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" মায়িক দশা মুক্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। তদ্রূপ অবস্থিত আত্মা উক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর দেন তাহা যুক্ত। এখন এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মায়িক দশাপ্রাপ্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি আছে। সেই দশা পরিত্যাগ করিলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি কোথা থাকিবে, এই উত্তরই বা কিরূপে হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তররূপ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও তাহার জ্ঞান-গুণ আছে। কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে। আলোক যেরূপ

প্রকাশস্বরূপ হইয়াও অন্য বস্তু প্রকাশ-গুণযুক্ত, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও বস্ত্বন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানগুণ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ লইতে, আস্বাদন করিতে ও সংস্পর্শ করিতে পারেন। আত্মাতে এইরূপ জ্ঞান-ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ মায়িক অবস্থায় পড়িয়া আত্মা জড়াবরণে আবদ্ধ। জড় জগতের সহিত যোজনার জন্য জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার গৌণ কার্য্যসকলের পরিচয় দেয়। তিনি জড় চক্ষুদ্বারা দেখেন, জড় কর্ণের দ্বারা শুনেন, জড় নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ লন, জড় জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করেন এবং জড় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করেন। স্বতঃসিদ্ধ শক্তিহারা হইয়া তিনি পরের শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি যে-সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জড়প্রসূত যুক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে এইরূপ অপগতি অত্যন্ত দুর্ব্বিপাক। যে গতিকেই হউক, যখন তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তিনি আত্মবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ঐ সকল কার্য্য করেন। তখন তাঁহার যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় সেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নোত্তর স্বভাবতঃ হয়। আত্মার যে স্বরূপশক্তি, তাহার বৃত্তিক্রমে তখন তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সে সময় নিজের প্রশ্নের যে উত্তর আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা উপাধিরহিত বাক্য। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তর-কেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন ; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—দেশ, কাল, ত্রিগুণ ইত্যাদি দ্বারা বদ্ধ জীবগণের নানা বিচিত্রতাপূর্ণ ভ্রমময় বাদ-সকলের দিগ্দর্শন প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়া গ্রন্থকার এখন স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার যে বক্তব্য তাহা বিচার করিয়াছেন। বহির্মুখ জগতের মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত জীবই পরমার্থানুশীলন দ্বারা সুনিশ্চিত এবং নিরুপাধিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে। নানাবিধ কারণদ্বারা তরঙ্গায়িত জলাশয়ের জল, কোন বস্তুর প্রতিফলন যথাযথভাবে প্রস্তুত করিতে পারে না। চিত্ত দর্পণ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মৎসর, কুটিনাটী, কুসংস্কার ইত্যাদি মলদ্বারা লিপ্ত থাকিলে তাহা প্রকৃত বস্তুর প্রতি-ফলন করিতে পারে না। শ্রীগুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ দ্বারা নিজস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত মুক্তজীব প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রশ্নত্রয়ের যুক্ত ও যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং এই উত্তর সর্বত্রই এক প্রকার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবের শুদ্ধ অবস্থার সম্বন্ধে বিচার প্রদত্ত হইয়াছে এবং পূর্বপক্ষের যে সন্দেহ, তাহা নিরসন করা হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ অবস্থায় আত্মা স্বতঃসিদ্ধ শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়িক প্রপঞ্চের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জড়ের উপর নির্ভর করাই চিন্ময় আত্মার অপগতি ও অধঃপতন ॥ ২ ॥

ভগবানেক এবাস্তে পরাশক্তিসমন্বিতঃ।
তচ্ছক্তিনিঃসৃতো জীবো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জড়াত্মকম্‌ ॥ ৩ ॥

'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' ইত্যাদি

বহুবিধ বেদবাক্যে 'একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ' এই বাক্যযোগে ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব স্থির হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের সর্ব্বোচ্চতমত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এবং ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বর এরূপ বুঝিতে হইবে না। জীব—দ্রষ্টা; ভগবান্ যখন দৃষ্টির বিষয় হন, তখন প্রথমে জ্ঞান চিন্তামার্গে ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। অধিকতর আলোচনা করিতে করিতে যোগমার্গ উপস্থিত। সেই মার্গে ভগবান্ পরমাত্মারূপে দৃষ্ট হন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগ উদিত হয়, সেই ভক্তিযোগে অবস্থিত জীব ভগবৎস্বরূপ দৃষ্টি করে। দৃষ্টির বিষয় অত্যন্ত মধুর, পরমানন্দময়, সচ্চিদানন্দ, মধ্যমাকার-স্বরূপ একটী কমনীয় পুরুষ। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সুন্দররূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব তাঁহাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। ইচ্ছাময় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা নিত্য-সিদ্ধ। স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি সমস্ত বিধির বিধাতা হইয়াও স্বয়ং কোন বিধির বাধ্য নন। সেই ভগবানের দ্বিতীয় নাই, সমান নাই, অধিকও নাই। সেই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বিক্রমযুক্ত। সম্পূর্ণ চিদ্বিক্রমদ্বারা ভগবানের চিদ্ধাম, চিল্লীলা, চিদুপকরণ—সমস্তই পরাশক্তির পরিণতি। শক্তির পূর্ণতা হইতে চিজ্জগতের পরিণতি। শক্তি বিচিত্রা, অতএব তাঁহার অণুস্বরূপ একপ্রকার পরিণতি দেখা যাইতেছে। চিৎকণ, চিদ্গুণকণ, চিৎক্রিয়াকণ লইয়া পরাশক্তির জীবশক্তিরূপ বিক্রম জৈব-জগৎ প্রকট করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির ছায়ারূপ আর একটী বিক্রম আছে; তাহাতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশটী ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ ২৪টী তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহারই নাম জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াশক্তির নাম মায়া॥ ৩॥

বিবেকাঞ্জলি :—এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে পরমাত্মা ও ভক্তিপথে ভগবদ্রূপদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, অন্তর্য্যামীরূপ পরমাত্মা শ্রীহরির অংশস্বরূপ ও সেই শ্রীহরিই ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ পরাৎপর পরতত্ত্ব। শ্রুতি বলেন,—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।'

ভগবানের কোন্ শক্তির পরিণামদ্বারা কি কি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—এ সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রন্থকার এখানে দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য, করুণা ও তত্ত্ববিষয়ক তথ্য জানা যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতই সনাতন বৈদিক শাস্ত্রের প্রপক্ক ফলস্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র দ্বারা অলৌকিক ভগবদ্-জ্ঞানসকল লাভ হয়। গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের নিত্যসেবাদ্বারা জীবের ভক্তিবৃত্তি উদ্দীপিত হয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে॥ ৩॥

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগতবিগ্রহঃ
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দেঽপি দায়ভাক্॥ ৪॥

ভগবান্—অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণকণ-স্বরূপ—জীবনিচয়। সেই কিরণকণ-জীবের ভগবদানুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী, জীবের চিৎকণ-বিগ্রহ। জীবের স্বরূপ—চিৎকণ, অতএব জীব—চিদাত্মা। চিদ্গুণের অণুস্বরূপ জীবগুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে 'প্রীতিধর্ম্মা' বলা যায়। চিৎস্বরূপ এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অণুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধে পরমাণুতুলামপি।' ভক্তির উচ্চদশায় যে পরানন্দ লাভ হয়, তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎশক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন ॥ ৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি : – "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ-নিত্য-দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালা চয় ॥ — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ॥

জীবের বাস্তবিক স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মায়াবদ্ধদশায় জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে ; ব্রহ্মভূত অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ করে ; ভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করে। তদ্রূপ নিজ-স্বভাবে আনন্দের পিপাসু এই জীবাত্মা মায়াবদ্ধ অবস্থায় মায়িক জড়ানন্দ ভোগ করে, ইহা হেয়, ঔপাধিক ও দুঃখময়। জ্ঞানপথ অবলম্বন দ্বারা জীব যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে, তাহা জড়ানন্দ হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অনুগ্রহে জীব যে ভক্তিসুখ বা কৃষ্ণানন্দ লাভ করে তাহা অসীম, অনন্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট। এই ভক্তিসুখের জন্যই সর্বপ্রযত্ন করা উচিত ॥ ৪ ॥

তচ্ছক্তেশ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া ॥ ৫ ॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য সংসারধর্ম্মে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায়, জড়-প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসারবন্ধনের সহায়। মায়া-শক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তনরূপ স্থূল ও লিঙ্গ দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্মবন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীব জড় জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই। দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছা চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় এবং চিদুন্নতি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে

সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান্ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বল্পদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্যবিবেকোদয় হইবে। পুনরায় সাধুসঙ্গ-ব্যবস্থাদ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থকার, জীবের ভগবদ্বহির্ম্মুখতার ফলে সংসার-দশা লাভের প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়াশক্তিদ্বারা গঠিত এই জড়ব্রহ্মাণ্ড জীবের সংসার-দশার উপযোগী এবং অপরাধী জীবগণের শোধনের জন্য কারাগারস্বরূপ। পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বেদপুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে পরমার্থপথে আনিবার জন্য সাধুপুরুষদিগকে প্রেরিত করিয়া সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বদ্ধদশাই হউক, মুক্তদশাই হউক, সর্ব্বকালেই ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই। কেবল আসুরিক জীবগণই ভগবান্‌কে মানে না এবং এই দোষে পুনঃ পুনঃ সংসার-দুঃখ ভোগ করে ॥ ৫ ॥

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি ॥ ৬ ॥

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি জীব ও জড়জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, ইহাই একটী পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে, জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদ্রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে, আমি এক পরমতত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম। সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম তাঁহার তখন প্রকাশ-অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল, তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম এবং যখন আর কিছু না থাকিবে, তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য-ভগবৎস্বরূপ আমিই একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্‌জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার পরিকর। 'বিজ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে,—আমি পরমার্থ, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এখানে 'মায়া' শব্দে পরাশক্তি-রূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আমা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। অপৃথক্‌রূপে অপরিচিতা, পৃথকরূপে পরিচিতা। পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ 'আভাস' অর্থে অণু ও 'তমঃ' অর্থে জড়। অণুস্বরূপে জৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত। এই শক্তির সহিত ভগবানকে জানার নাম বিজ্ঞান। রহস্যই তৃতীয় তত্ত্ব। জড়জগতে প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূতসকল পরিচিত ক্ষিত্যাদিভূতে যেরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্, জীবচৈতন্যনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নিত্য পৃথক্ আছি।

জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তখন আমি তাহাদের নিত্য সহচর, ইহাই তদ্রহস্য। তদঙ্গ এই যে জীব সংসার যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুর পদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার পূর্ব্বক নিত্য-সত্য যে আমি, আমাকে লাভ করেন ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ॥ ৬ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি উভয়েই ভগবানের পরাশক্তি প্রসূত অতএব ভগবানের সঙ্গে ইহারা ভেদাভেদযুক্ত হইলেও ভগবান এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। জীব ও জড় ভগবান্ হইতে পৃথক তত্ত্বরূপে সৃষ্ট হইলেও জীব ও জড় ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। গীতায় নবম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেন,—'এই সমগ্র জগৎ আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমুদয় ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি। ভূতসমূহও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অসাধারণ যোগৈশ্বর্য দর্শন কর, আমি স্বরূপতঃ ভূতগণের ধারক এবং পালক হইলেও ভূতগণের মধ্যে স্থিত নহি। এবম্বিধ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত চতুঃশ্লোকীর মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ দ্বারাই শাস্ত্রার্থসকল সহজে বোধ-গম্য হয় এবং প্রকৃত পরমার্থ-ধন লাভ হয় ॥ ৬ ॥

জড়জালগতা জীবা জড়াসক্তিং বিহায় চ।
স্বকীয় বৃত্তিমালোচ্য শনকৈর্ল ভতে পরম্ ॥ ৭ ॥

জীবসকল নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি—ভগবদানুগত্য। আনুকুল্যভাবের সহিত চিদ্বিষয়ে যত আলোচনা করিবেন, ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় এবং জীবতত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্, তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদিত হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি, সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন ॥ ৭ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগদ্বারা নিজচিত্তকে সমাহিত করিয়া যখন পূর্ণপুরুষ ভগবানকে দর্শন করিলেন, তখন ভগবানের অপাশ্রিতা মায়াকে দেখিলেন এবং ভগবানের সেবা-বিমুখ জীবগণকে বহিরঙ্গামায়া সংসাররূপ দণ্ডদানে আবদ্ধ করিয়াছে ইহাও দেখিলেন। একমাত্র অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিযোগ দ্বারাই জীবের অনর্থ উপশম হয় এই তথ্য শ্রীব্যাসদেব অবগত হইলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। হরিভজনই সাক্ষাৎ চিদনুশীলন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, কর্ম ইত্যাদি মার্গদ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, কেবল প্রেমভক্তিই ভগবদ্বশীকরণে সমর্থ। কৃষ্ণভক্তি সর্বাবস্থায় নিষ্কপট জীবগণকে পরমানন্দ ও পরম শ্রেয় প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

চিন্তাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপকম্।
চৈতন্যচরণাস্বাদাচ্ছুদ্ধজীবে প্রতীয়তে॥ ৮॥

এই দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত ; কেননা যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়-জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীবের জড়-বিষয়-জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণসকল অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিয়মিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও অণু হইতে অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। জড় বস্তুতে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধ মানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত, জড়ের অতীত বস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এই জন্যই অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। এতন্নিবন্ধন মানবের বদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধজীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদুপলব্ধি ক্রমেই শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধ জীবস্বরূপের উদয় হয়, তখনই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরণাস্বাদ' এই শব্দদ্বারা যে দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসেবা দ্বারা যে সুখাস্বাদন হয়, তাহা একপ্রকার অর্থ। পরমচৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য—দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ, তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সদনুশীলন সময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণুচৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য-শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অনুভবে আলোচিত হইতেছে॥ ৮॥

বিবেকাঞ্জলিঃ—ভগবত্তত্ত্ব যেমন মানবযুক্তির অতীত, ভগবানের সঙ্গে জীব ও জড়ের নিত্য-সম্বন্ধও সেই প্রকারে জড়বিষয়জ্ঞানের অতীত। বৈষয়িক বুদ্ধি বা যুক্তিকে এই অচিন্ত্য তত্ত্বের আলোচনায় প্রবিষ্ট করাইলে কোনও সুখকর উত্তর পাওয়া যায় না। অসংখ্য প্রকারের পরস্পর বিরুদ্ধভাবসকল পরতত্ত্বে অবিরোধভাবে সংযোজিত হইয়া পরতত্ত্বের অসীম ও অচিন্ত্য শক্তি এবং পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের প্রতিপাদন করে। মধ্যমাকার-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন, সপ্তম বর্ষীয় বালক রূপে প্রকাণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন সাতদিন অহোরাত্র লীলা-ছত্রাকের ন্যায় ধারণ, বৃন্দাবনে বাল্যলীলাছলে বহুবিধ অসুরমারণ, এককালে অনন্ত বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করা ইত্যাদি সকল লীলাই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক। জীব চিচ্ছক্তির বল লাভ না করিলে পরতত্ত্বের অনুভূতিতে সমর্থ হয় না, আবার হরিভজন ব্যতীত চিচ্ছক্তির বল লাভ হয় না। ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াপ্রাপ্ত জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞান হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"সূর্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে। বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত, ভক্তি রস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

অতএব,

যাহো ভাগবত পঢ়ো বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় লহ চৈতন্য চরণে॥
শাস্ত্রের সারসর্বস্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে—
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥ ৮॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।
চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষশ্চিদ্বিচিত্রতা॥ ৯॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই—পরমেশ্বর, এই যে জীব, ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ—ভগবান্। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহারই কিরণকণ যখন জীব, তখন তাহা চিৎকণ। চিদ্বস্তুর বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব চিদ্বস্তু হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই। জড়জগতে যে বিচিত্রতা, তাহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র॥ ৯।

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জীব চিন্ময়বস্তু, চিন্ময়-ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণের কিরণকণরূপে তাহা অবস্থিত। অতএব চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ। পরমানন্দপূর্ণ চিন্ময় সবিশেষের আস্বাদন যদি জীব লাভ করে, তখন জড়-সবিশেষের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমার্থের অনুশীলন করিতে থাকে। নিষ্কপটভাবের সাধুসঙ্গ দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়, অতএব,

'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥ ৯॥

আনন্দশ্চিদ্গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তিস্বরূপকঃ।
যস্যানুশীলনাজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং লভেৎ॥ ১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তুর স্বরূপ, আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তি-স্বরূপ ; যে বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দস্থিতি লাভ করেন। 'এষ হেবানন্দয়তি' এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, তাহা প্রতীত হয়। অগ্নির যেরূপ দাহিকা বৃত্তি,—জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুর সেইরূপ আনন্দবৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব এক প্রকার বিষয়ানন্দরূপ

বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ পরিচয় ও বৃত্তি পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি-পরিচয়—**আনন্দ**। জড়াতীত আনন্দের **অনুশীলন** করিতে করিতে জীব **সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ** লাভ করেন। ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দভোগের অধিকারী হন ॥ ১০ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১, ৯, ২৯)—"মায়িক বিষয়ের জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্বক স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পরে এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে ; ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্লভ। ধীর ব্যক্তি যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয়, ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয় (কৃষ্ণসেবানন্দ) প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবেন।" রস-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে পরমানন্দের অধিকারী হন, এই কথা গ্রন্থকার দশম শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

চিদ্বস্তু জড়তো ভিন্নং স্বতন্ত্রেচ্ছাত্মকং সদা।
প্রবিষ্টমপি মায়ায়াং স্বস্বরূপং ন তত্ত্যজেৎ ॥ ১১ ॥

চিদ্বস্তুর স্বরূপ-পরিচয় কি? এই প্রশ্নটী অনেকেই করেন। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর প্রায়ই হয় না। জীব সেই বস্তু বটে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বদ্ধ-জীবের পক্ষে কঠিন। পরন্তু চিৎকণ জীবের স্ব-স্বরূপ বিকৃত হইলেও তাহার মূল পরিচয় পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, জীব জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব, অতএব তাঁহার স্বরূপ-পরিচয় জড়ের স্বরূপ-পরিচয় হইতে অবশ্য বিলক্ষণ হইবে। সে বিলক্ষণতা কি? তাঁহা অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যত জড়বস্তু আছে, তাহাতে বহু গুণ দেখা যায় এবং তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছালক্ষণ বস্তু নাই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মও নাই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হউন না কেন, তাঁহার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাকিলে অবশ্যই প্রকাশ পায়। জড় বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু, চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালকতা-ধর্ম্ম তাহার প্রধান পরিচয় হইলেও স্বেচ্ছামতে চালক হইতে পারে না, নিজেও চলিতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্য-গতিকে সংঘটন হইলে তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। **চিদ্বস্তু** কীট পিপীলিকাদি-অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়কুণ্ঠিত হইয়াও আপন আপন ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চলিতে চলিতে কোন একটী বিচার উপস্থিত হইলে, আর একটী পথ অবলম্বন করে। এই বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড়-বস্তুতে নাই এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎ-এর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু 'অহং' পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়াও সেই স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ১১ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জড়বাদী চিদ্বস্তু এবং জড়বস্তুকে একাকার করিয়া প্রতিপাদন করিতে চায়, কিন্তু চিন্ময় বস্তু যত অপগতিই লাভ করুক না কেন, তার স্বরূপ এবং স্বভাব সর্ব্বদাই জড়-বিলক্ষণই

হইয়া থাকিবে। আলোক যেমন অন্ধকারের সঙ্গে মেশে না, তদ্রূপ চিন্ময়-বস্তু জড়ের সঙ্গে মিলে যায় না। জড়বদ্ধজীব মায়িক প্রভাব দ্বারা মুগ্ধ বলিয়া এ তত্ত্ব পরিষ্কৃতরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই শ্লোকে গ্রন্থকার চিদ্বস্তু ও মায়িক বস্তুর মধ্যে অবস্থিত মৌলিক তারতম্য সম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। জড়জগতের সঙ্গে নিজের বাস্তবিক পার্থক্য না জানিলে জীব পরমার্থ-চেষ্টা-রহিত হইয়া চিরকাল সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে ॥ ১১ ॥

ফল্গুং নিরর্থকং বিদ্ধি সর্ব্বং জড়ময়ং জগৎ।
বহির্ম্মুখস্য জীবস্য গৃহমেব পুরাতনম্ ॥ ১২ ॥

এই জড়ময় জগৎ সমস্তই তুচ্ছ ও অসার। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ইহা পুরাতন কারাগৃহ। শ্রীনারদোপদেশে বেদব্যাস যখন সমাধিতে বসিলেন, তখন ভক্তিপূতহৃদয়ে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চা-ভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিয়োগমধোক্ষজে।" ব্যাসদেবের মন যখন ভক্তিযোগের দ্বারা নির্ম্মল হইল, তখন তিনি তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণই প্রথম তত্ত্ব। তাঁহার অপাশ্রয় মায়াই দ্বিতীয় তত্ত্ব। মায়া হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইয়াও মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীবই তৃতীয় তত্ত্ব। তৃতীয় তত্ত্ব জীব স্বয়ং চিৎকণ হইয়াও আপনার স্বরূপকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া গুণকৃত অনর্থ-সকলকে স্বকৃত অনর্থ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অপ্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই সেই অনর্থের একমাত্র উপশম, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বস্তুতঃ মায়াকৃত এই জড়বিশ্ব চিৎকণ জীবের পক্ষে ফল্গু ও নিরর্থক। এবংভূত তুচ্ছ জগতে জীবের অবস্থিতি কেন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বহির্ম্মুখ জীবের পুরাতন গৃহস্বরূপ এই জড়ময় বিশ্ব কার্য্য করিতেছে। ইহাতেই প্রতীত হইল যে, বহির্ম্মুখ জীবগণই জড়জগতে প্রবিষ্ট। নিত্যমুক্ত জীবসকল কৃষ্ণসাম্মুখ্যবলে প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন নাই, চিজ্জগতে অবস্থিত। মায়াশক্তি কৃষ্ণের অপাশ্রয়া শক্তি। যেমন সূর্য্য হইতে অন্ধকার অতিদূরে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অতিদূরবর্ত্তিনী মায়া চিন্মণ্ডলের বহির্ভাগে অপকৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সেই মায়িক বিশ্বের জড়বিচিত্রতাগুণে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব আকৃষ্ট হইয়া মায়া-কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জীব গুণাতীত। মোহিত হইয়া গুণ স্বীকার করতঃ গুণত্রয়ের অনর্থ ভোগাভিমান করিতেছেন। বহির্ম্মুখতা এই যে, চিৎকণস্বরূপ জীব চিন্মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বহির্ম্মুখতা হইত না। চিন্মণ্ডল হইতে দৃষ্টিকে জড়মণ্ডলের প্রতি চালিত করায় সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই ভাষায় আমরা দেখিতে পাই,—'এ সংসার সারহীন, তাতে মজে অর্বাচীন।" এবং "কৃষ্ণনাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ-ভুবন মাঝে।" এ জগৎ যদিও বদ্ধজীবের প্রিয়কর স্থান, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জীবের সহিত এই জড় জগতের

কোনরূপ নিত্য-সম্বন্ধ নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জড়জগতের উন্নতিতে জীবাত্মার কোনও **বাস্তবিক উন্নতি নাই।** **জড়বিজ্ঞান** যতই অদ্ভুত কার্য্য সাধিত করুক, যতই সুখদানের প্রত্যাশা **প্রদর্শন করুক ; বস্তুতঃ এই সকল নিরর্থক।** পরমার্থধন হইতে বঞ্চিত জীবগণকে জড়বিজ্ঞান কখনই **শোক, ভয় ও মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না।** জড় সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তিক্যতার আধিক্য-হেতু জগতে হিংসা, বিদ্বেষ, অশান্তি, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সামূহিক সংহার ইত্যাদি অমঙ্গলই দৃষ্ট হয়। নিরীশ্বর-সভ্যতা প্রকাণ্ড কু-ফল ব্যতীত কখনই সু-ফল প্রদান করিতে পারে না। বাস্তববাদীগণ এই জড়জগতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডনার্থ ও সংশোধনার্থ প্রস্তুত পুরাতন কারাগার মাত্র। অতএব এই জগতে কোনরূপ আসক্তি রাখা বিবেক-সঙ্গত নহে ॥ ১২ ॥

দেশকালাদিকং সর্ব্বং মায়য়া বিকৃতং সদা।
মায়াতীতস্য বিশ্বস্য সর্ব্বং তচ্চিৎস্বরূপকম্ ॥ ১৩ ॥

মায়াতীত চিজ্জগৎ ও মায়াকৃত জড়জগৎ—এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি ? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রাপঞ্চিক জগতে যে দেশ-কালাদি আছে, তাহা বিকৃত। মায়াতীত চিজ্জগতে যে দেশকালাদি আছে, তাহা চিৎস্বরূপ অতএব শুদ্ধ। বিকৃত দেশে দূরতা-সন্নিকর্ষজনিত বহুবিধ সুখপ্রতিবন্ধক হেয়তা দেখা যায়। প্রাপঞ্চিক কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগের দ্বারা অনেক প্রকার অভাব ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের দ্রাব্যসমূহ তদ্রূপ নানাপ্রকার হেয়তা পরিপূর্ণ। অতএব প্রাপঞ্চিক জগৎ সমস্তই হেয়। চিজ্জগতের দেশ-কাল দ্রব্য সমস্তই চিন্ময়, সমস্তই উপাদেয়, সমস্তই প্রেমলাভের উপযোগী। তথায় জড়গন্ধমাত্র নাই। ছান্দোগ্যোপ-নিষদের অষ্টমপ্রপাঠক এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"হরিঃ ওঁ অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ। যাবান্ বা অয়ং আকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রানি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরামাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু

কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্য লোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি অন্নপান লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোক কামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হো বা চৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্‌য়ৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্‌ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" ॥ ১৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—মায়িক দেশ ও মায়িক কাল হেয়তা-উৎপাদক এবং বদ্ধজীবগণকে বিবিধ দুঃখদায়ক। ইহা কিন্তু চিন্ময় দেশ-কালের বিকৃত প্রতিফলন। চিন্ময় দেশ-কাল ভগবৎ সেবাময় ও শুদ্ধ জীবের আনন্দোৎপাদনের উপকরণ। এই শ্লোকে গ্রন্থকার মায়িক দেশ-কালের হেয়তা ও চিন্ময় দেশ-কালের উপাদেয়তা প্রতিপাদন করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের দহর-ব্রহ্ম অধ্যায়ে বর্ণিত পরমধামের কথা প্রদত্ত করিয়াছেন। উপরি প্রদত্ত উপনিষদাংশের অর্থ এই প্রকার,—'অনন্তর এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহের মধ্যে যে আকাশ অবস্থিত, তাহার অন্তঃস্থিত চিন্ময়

সবিশেষকে জানিতে হইবে। যদি সন্দেহ হয়, ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহের মধ্যে দহরাকাশে কি মহান্ তত্ত্ব থাকিতে পারে, উত্তরে বলিতেছেন,---বাহ্যাকাশ যেমন সীমাহীন, তদ্রূপ দহরাকাশও সীমাবিহীন। স্বর্গলোক, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং আরও অনেক তত্ত্ব এই দহরাকাশে নিহিত আছে। জীবের পাঁচভৌতিক দেহ জরাগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইলে দহরাকাশের কি হইবে? দেহের বিনাশে দহরাকাশ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অব্যয় ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। এই জগতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যেমন বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ স্বর্গলোকের সুখভোগও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহজগতে থাকা কালে যে ব্যক্তি আত্মার অনুসন্ধান ও নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির অনুশীলন করে না, সে সর্ব্বত্রই মায়াধীনতাই লাভ করে এবং যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হন ও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হন, তাঁহার সর্ব্বলোকে স্বাধীন গতি হইয়া থাকে। পরমার্থপ্রাপ্ত জীবের মহিমা এই যে তাঁহার কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না। তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তাঁহার সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক-সম্পন্ন হন। তদ্রূপ তাহার মাতৃলোক কামনা, ভ্রাতৃলোক কামনা, স্বস্লোক কামনা, সখিলোক কামনা—এই সকলই সংকল্প মাত্রেই সম্পন্ন হয়। তিনি যদি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ করেন, সংকল্পমাত্রেই গন্ধমাল্যরূপ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি গন্ধমাল্যলোক-দ্বারা সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন। এই মহাত্মার অন্নপানরূপ লোক কামনা, গীতবাদ্য লোক কামনা, নারীলোক কামনা ইত্যাদি সমস্ত কামনা অবিলম্বে সম্পন্ন হয়। ভগবৎ সেবার জন্য তিনি যে যে বস্তুর কামনা করেন তাহা সমস্তই সেই সিদ্ধ অবস্থায় বিনা-সাধনে লাভ হয়। এই জগতে এই সকল সত্য-কামনা অসত্যের আবরণে আবৃত। আত্মাতে এই সকল সত্যকামনা নিহিত থাকিলেও তাহা অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া ইহজগতে কাহারও আত্মীয় ব্যক্তি যদি দেহান্তপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে অজ্ঞানি লোক আর দেখিতে পায় না। হৃদয়াকাশে গমনদ্বারা সিদ্ধব্যক্তি ইহজগতের বস্তু, স্বর্গলোকের বস্তু, পরমার্থবস্তু এই সমস্তই লাভ করিতে পারে। কিন্তু হৃদয়াকাশকে আচ্ছাদিত অসত্যকে যাঁহারা ভেদ করিতে পারে না, তাঁহারা সত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না; যেমন ক্ষেত্রের উপর্য্যুপরি বিচরণশীল ব্যক্তি ক্ষেত্রের অন্তরালে নিহিত সুবর্ণ-ধন ইত্যাদি লাভ করিতে পারে না। এই আত্মা হৃদয়ে বিরাজ করেন। যিনি ইহাকে অবগত আছেন তিনি সর্বকালেই হৃদয়ে ব্রহ্মলাভ করেন (অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি। তাতে তোমার পদদ্বয়, যদি করাহ উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥")। জড় শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিবলে সম্প্রসন্নতা লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে যিনি প্রকাশিত হন, সেই অশোক, অভয় ও অমৃত সম্প্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিভিন্নাংশরূপ বলিয়া সত্যবস্তু। এই আত্মা সেতু-স্বরূপ। ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত বলিয়া ইহা চিজ্জগতেও যাইতে পারেন, মায়িক জগতেও আসিতে পারেন। পতিত জীবসকলকে সাধুগণ পরমার্থ পথ-প্রদর্শক বলিয়াও তাঁহারা জগতের সেতু-স্বরূপ হইয়া থাকেন। জড়জগতে জীবাত্মার অস্তিত্ব-হেতুই মায়িক প্রকৃতি ক্রিয়াশীল।

জীবের অভাবে এখানে সমস্তই নির্জীব বা অচেতন হইয়া যায়। এই সেতুরূপ জীব পরিশুদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মধাম গমন করে, কিন্তু তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় তথায় গমন করিতে পারে না। জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি, দুষ্কৃতি—এই সমস্ত ব্যাপার জীবরূপ সেতুদ্বারা পরমার্থ-জগতে গমন করিতে পারে না। সমস্ত পাপ এই সেতু হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেন না ব্রহ্মলোক পাপবিহীন। অতএব এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অন্ধ-ব্যক্তি দৃষ্টিলাভ করে, ক্লিষ্ট-ব্যক্তির ক্লেশ দূরে যায়, সন্তপ্ত-ব্যক্তি তাপমুক্ত হয় এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিনরূপে পরিণত হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোকই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥ ১৩ ॥

চিচ্ছক্তেঃ পরতত্ত্বস্য স্বভাবস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বভাবস্তথা জীব-স্বভাবো মায়িকস্তথা ॥ ১৪ ॥

পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তির তিন প্রকার স্বভাব অর্থাৎ স্ব-স্বভাব (চিৎস্বভাব), জীব-স্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। মায়াবাদিগণ চিৎস্বভাবের বিচিত্রতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'বিচিত্রতা—মায়ার স্বভাব। মায়িক স্বভাব ত্যাগ করিয়া চিৎস্বভাব প্রাপ্তিমাত্রেই বিচিত্রতা দূর হয়। জীব সেই স্বভাবে স্থিত হইলে তাহাতে বিচিত্রতার অভাবে তিনি একত্বে লীন হন।' মায়াবাদীর এই যুক্তির ভিত্তিমূল কোথায়? উত্তর—মতবাদে। কোন্ শাস্ত্র বা কোন্ যুক্তি হইতে মায়াবাদী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপদিষ্ট চিদ্বিচিত্রতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, চিজ্জগতে ভগবৎস্বরূপ জীবগণের স্বরূপ, স্থান, চন্দ্রসূর্য্যাদি, আলোক, নদ-নদী প্রভৃতি সকলই উপাদেয়রূপে সুন্দর সমাহিত আছে। এই রসবৈচিত্র্যই চিৎ-স্বভাব। জীবস্বভাব—তটস্থ, মায়া ও চিৎ-এর মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থিত। মায়ার বশযোগ্যতা এবং চিচ্ছক্তির বশযোগ্যতা জীবস্বভাবে আছে। মায়িক-স্বভাব—চিৎ-স্বভাবের বিকৃতি; তাহা বহির্ম্মুখ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে। ১৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—ভগবানের পরাশক্তির তিনপ্রকার স্বভাব-সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন যথা—চিৎস্বভাব, জীবস্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবরূপ চিন্ময় সবিশেষের সহিত যোগযুক্ত হইলেই জীব পরমার্থধনে মহিমান্বিত হয়। চিৎস্বভাবের বিচিত্রতার নিদর্শন ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখা যায়। অদ্বৈতবাদীর নির্বিশেষ-অবস্থার কথা কেবল কল্পিত মতবাদ মাত্র, অতএব তাহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার ॥ ১৪ ॥

তিষ্ঠন্নপি জড়াধারে চিৎস্বভাবপরায়ণঃ।
বর্ত্ততে যো মহাভাগঃ স্বস্বভাবপরো হি সঃ ॥ ১৫ ॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ চিদনুশীলনং নাম দ্বিতীয়োঽনুভবঃ।

যে মহাভাগ জীব মায়ার জড়াধারে অবস্থিত হইয়াও চিৎস্বভাবপরায়ণ হন, তিনি স্ব-স্বভাব-পরায়ণ। অতএব মায়াত্যাগের অধিকারী।

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি-গ্রন্থে চিদনুশীলন নামক দ্বিতীয় অনুভব।

বিবেকাঞ্জলিঃ—এই অন্তিম শ্লোকে গ্রন্থকার মায়াত্যাগের অধিকার নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন,—মহাভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত ইহজগতে বিদ্যমান কালেই ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণদাসরূপ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন ও স্বরূপ-সিদ্ধি-রূপ মুক্তদশা লাভ করেন।

ভাগবতের প্রমাণ অনুসারে, 'মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'—ঈশ্বরে পরমানুরাগ-বিশিষ্ট ভক্ত-জীব সমস্ত জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার দৈহিক আসক্তিও বিনষ্ট হয়। এই প্রকারের ভক্ত, ভক্তির উন্নতির জন্যই দেহধারণ করিয়া থাকেন এবং বলেন,—

"ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।" ॥ ১৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ানুভবের বিবেকাঞ্জলি-বিবরণ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ভাঃ ১১,২০,১৭

সর্বফলের মূলরূপ এবং সুদুর্লভ, পটুতর নৌকাস্বরূপ এই মানবশরীর যদৃচ্ছাক্রমে লাভ হইয়াছে; গুরুরূপ কর্ণধার এবং আমার (শ্রীভগবানের) কৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা এই নৌকাকে চালিত করিয়া যে ব্যক্তি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয় না, সে বাস্তবিকই আত্মঘাতী।

● ● ●

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥ ভাঃ ১১,৯,২৯।

অনিত্য হইলেও পুরুষার্থপ্রদ এবং সুদুর্লভ এই মনুষ্যদেহ বহু জন্মের পর ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়া, যে পর্য্যন্ত এই মৃত্যুশীল দেহের বিনাশ না ঘটে, তাবৎকাল মধ্যেই বিবেকী পুরুষ পরম শ্রেয়ো লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন; কারণ বিষয়ভোগ প্রাণি-শরীরেও লাভ হয়, পরমার্থলাভ কিন্তু অন্য দেহে সম্ভব হয় না।

● ● ●

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ॥ ভাঃ ১১,২৬,২৬।

অতএব বিবেকী-পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই উপদেশ বচন দ্বারা মনের মলিনতা বিনাশ করিয়া থাকেন।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ভাঃ ১১,২,২৯।

জীবগণের পক্ষে পরমপুরুষার্থ সাধক এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবদেহ দুর্লভ, তার মধ্যেও ভগবৎপ্রিয়-জনগণের সমাগম অতিশয় দুর্লভ বলিয়া মনে করি।

● ● ●

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ভাঃ ১১,২,৪২।

ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একত্রে সংঘটিত হয়, তদ্রূপ শরণাগত পুরুষের হরিভজনকালে একত্রেই কৃষ্ণভক্তি, ভগবদনুভব এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় হয়।

● ● ●

এবং নৃণাং ক্রিয়া যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ভাঃ ১,৫,৩৪।

ইহজগতে জড়প্রবৃত্তিজাত কর্ম্মসকল জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়া যদি পরতত্ত্বে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় কল্পিত হইলে তাহাদের জড়সত্তার নাশ হয় এবং পরমার্থ-সাধক হয়।

● ● ●

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ভাঃ ১১,৫,৩৬।

এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন দ্বারাই সর্বযুগের সর্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

● ● ●

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ভাঃ ১১,২,৩৪-৩৫॥

অজ্ঞগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবান্ যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! ঐ সমস্ত ধর্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত হয় না, কিংবা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হয় না।

তত্ত্ববিবেক - তত্ত্বসূত্র - আম্নায়সূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর
সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশক ঃ —শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
২৯এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

মুদ্রণালয় ঃ—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন-তিথি ঃ—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা, ৩০শে দামোদর ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭.১১.১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশন-তিথি ঃ—অক্ষয় তৃতীয়া, **২৯শে বৈশাখ ১৪২০।**
১৩.০৫.২০১৩ খৃষ্টাব্দ
শ্রীগৌরাব্দ - ৫২৬

গ্রন্থবিনিময়ের আনুকুল্য ঃ— ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগ বরায় তে॥

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও অধ্যক্ষ—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ, তথা বৈষ্ণবগণের ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ স্মরণপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমার্থানুভূতি-সম্পন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই তিন গ্রন্থে বিচারিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য এবং তাৎপর্য্যৈক্য থাকায় ইহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুশীলন দ্বারা, মননশীল পাঠকগণ পরমার্থ বিষয়ে— প্রবেশ, পরিচয় এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্বতঃ না জানিলে পরতত্ত্বানুভূতি লাভ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়, ''সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।'' জড় ও পরমার্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্য হেতু, বর্ত্তমান জগতে সাধারণ মানবগণ ধর্মানুশীলন করিতে যাইয়া বহুভাগই অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কবলীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই সকল বিধর্মের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আত্মধর্মের আনন্দালোক লাভ করে। সুকৃতি ব্যতিত ভগবদ্বিশ্বাসের উদয় হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— ''হে অর্জুন, দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমাতে শরণাগত হয় না।'' অতএব সুকৃতিমান ভগবদ্বিশাসী পুরুষই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়, 'সারগ্রাহী' না হইলে পরমার্থকথা বোধগম্য হয় না।

'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর, স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মত বাদ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া সেইগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে এবং পরমার্থ-বিষয়ে সেই সকলের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে,—মনোধর্মমূলক মতবাদসমূহের নিরর্থকতা, আত্মানাত্ম-বিবেক, আত্মধর্মের অবিচ্ছিন্নতা, আত্মানুভূতির সাধনপ্রণালী, মুক্ত আত্মার অবস্থিতি, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান মূলক নিরপেক্ষ বিচার ইত্যাদি। এই গ্রন্থকে বলা যায়, 'পরমার্থ পথ

প্রবেশিকা'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বসূত্র' পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন। তৃতীয় গ্রন্থ আম্নায়সূত্রে ঠাকুর মহাশয় ষোড়শ প্রকরণ সমন্বিত ১৩০ সূত্র রচনা করিয়া সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার সম্মত সম্বন্ধ, অভিধয়ে ও প্রয়োজনত্ত্ব স্থাপন করিয়া পরমার্থ সাধকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত ষড়্বিধ লিঙ্গ এবং বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ ভজনরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। গ্রন্থ পরিচয় সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু লিখিলাম না। পাঠক মহাশয়গণ সাবহিত চিত্তে গ্রন্থ সাহিত্যের আস্বাদন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ইহজগতে প্রকট ছিলেন। নদীয়া জেলার বীরনগরে উলা গ্রামে তিনি গোবিন্দপুরের আঢ্য জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক জীবনে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মী এবং অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বাস্তববাদী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শী ঠাকুর মহাশয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে নিখিল লোক-হিতকারী ছিলেন। বহু ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য জীবনের মধ্যেও তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজন সাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পদ্য গদ্যময় বিপুল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, আদর্শ গৃহস্থা শ্রম ও ত্যক্তগৃহাশ্রম যাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অসীম নিষ্ঠা—এই সকল বিষয়ের পরিশীলনদ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়া জানা যায়।

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, ভজন রহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতাপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বিদ্ধদ্রঞ্জন ও রসিকরঞ্জন ভাষ্যদ্বয়—এই সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নির্মল বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন অপসম্প্রদায়দ্বারা বিকৃতরূপে গৃহীত, আচরিত এবং প্রচারিত হইতেছিল; ইত্যবসরে তিনি জগতে প্রকট হইয়া, পুরাকালে ভগীরথ মহারাজের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম পুনরায় ইহজগতে অবতরিত করাইলেন। আজ আমরা শ্রীল ঠাকুরের কৃতিত্ত্বের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হই। আশা করি, তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থরাজি বহুকাল পর্যন্ত পরমার্থের আলোকস্বরূপে ইহজগতে বিরাজ করিয়া সংসার সাগরে জর্জরিত জীবগণকে অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া উদ্ধার করিবে।

পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য সুযোগ্য পথ-প্রদর্শকের অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়। সৎপুরুষের অভাব ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাচুর্যের ফলে জনসাধারণের পক্ষে

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ কিন্তু দুর্লভ হয়। সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের সাহায্যে এই ন্যূনতা কিছু অংশে নিবারণ করা যায়। পরমার্থের আলোক-প্রদায়ক গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা গ্রন্থকর্তার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে গ্রন্থকর্ত্তা-সাধুর সঙ্গ লাভ হয়; এবং এই সঙ্গের ফলে কৃতী পাঠকের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয়। আশা করা যায়, কালজয়ী সনাতন ধর্মের সার সর্বস্বদ্বারা রচিত এই তত্ত্বগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে সরল-হৃদয় শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণের পারমার্থিক উন্নতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি এবং অনুসন্ধিৎসুগণের সৎসন্ধান—এই সকল লাভ হইবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি এবং ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কোনরূপ কৃত্রিম উপায়দ্বারা তাহাকে উদয় করান যায় না। আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে জাগরিত করিবার প্রকৃত বিধান এই গ্রন্থসমূহে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পাঠক মহাশয়গণ তাহা বিচার সহকারে অনুশীলন করুন। পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন নাস্তিক্য ও ধর্ম্মান্ধতা, বিষয়বুদ্ধি ও শুষ্কবৈরাগ্য, বন্ধ্যাতর্ক ও জড়-ভাবুকতা—এই সকল নিরর্থক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত সুমতি লাভ করেন। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ রূপ সদাচারের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল সুফল প্রদান করিবে।

আমার পূজনীয় গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ এবং সহানুভূতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে নূতন নূতন মঠাদি স্থাপন করিবার অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থের প্রচার অধিক মহৎকার্য।' প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত এই ভক্তিবিনোদ বাণীদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নিজে অবাঙ্গালী হইয়াও এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থত্রয় সম্পাদনের এবং পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহসে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'ভক্তিবিনোদবাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।' এই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বাণী এস্থলে স্মরণ করি।

গ্রন্থ প্রকাশনের অদম্য ইচ্ছা আমার অসম্যক অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদ্রদেশীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকাল হইতেই ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা সফল হইল। বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাঠকগণের সুবিধা, নিজের অনুশীলন এবং গ্রন্থোপযোগের বৃদ্ধ্যর্থ এই সংস্করণে যথামতি কিছু অংশ অধিকরূপে সংযোজিত করিলাম। তত্ত্ববিবেকের 'বিবেকাঞ্জলি' নামক তাৎপর্য্য, তত্ত্বসূত্রের শ্লোকসমূহের ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ, এবং আম্নায়সূত্রের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ,—এই সকল মূলগ্রন্থের সহিত এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানি না। কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে গুণগ্রাহী পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীমন্নারদ বলিয়াছেন, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ ; সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া!' অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিমূলক কর্ম্মই জীবের উপযুক্ত কর্ম্ম এবং শ্রীহরিতে জীবগণের মতি যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপিকরণ, বিবরণ, অনুবাদকরণ, মুদ্রণের ব্যবস্থা, গ্রন্থ-প্রস্তুতীকরণের কার্যাদিসকল স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া নারদ মহর্ষি প্রোক্ত কর্ম জ্ঞানাদির কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে দৃষ্ট হয়,—'হে বিপেন্দ্র সর্ব প্রযত্নদ্বারা বৈষবশাস্ত্র সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃকামী মানবগরের কর্তব্য। চক্রপাণি শ্রীহরির তুষ্ট্যর্থ এই সকল সনাতন শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনুশীলন করিবে।.........' বহুদিনের পরে এই অমূল্য গ্রন্থত্রয় শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব কৃপায় এইভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাবোৎসবের স্মারকরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরমার্থলিপ্সু সজ্জনগণ ইহার অনুশীলন করুন। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি অনাত্মধর্মের কবল হইতে জগদ্বাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-মন্দাকিনীর মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করুন।

মাদৃশ-দুর্ব্বলচিত্ত ও পারমার্থিক বলহীন পতিত ব্যক্তির অভিলাষ সকল কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরর্থক হওয়া স্বাভাবিক। কার্য্যারম্ভের পরে অনুভব করিলাম, বামুনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়, এবংবিধ বৃহৎকার্যে উদ্যত হওয়া আমার পক্ষে কতই না অসঙ্গত! 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কবিবাক্য পদে পদে স্মরণ করি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ভাষায়,— 'শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কোটি কণ্টকরুদ্ধঃ। সুতরাং আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রস্তুতীকরণার্থ অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 'বলহীনের বল বলরাম'—এই কথাকে ভরসা করিয়া আমার কর্ত্তব্য পরিপালন করিলাম। ভগবান্ যেহেতু দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়াশীল, করুণাময়ের করুণাই আমার চরম সম্বল।

যাহাই হউক, নানা বিঘ্নের মধ্যেও আমার পক্ষে অঘটিত ঘটনারূপ এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য সম্পন্ন হওয়া কেবল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা এবং শ্রীশ্রীগৌহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকমল পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীভক্তিমলয় গিরি মহারাজ, শ্রী অসীমকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতি যোগামায়া মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিভা পাল যদি উৎসাহ ও অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্কল্প কেবল স্বপ্নরূপেই থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য মহারাজ ও শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীর সহানুভূতি ও সময়োচিত সাহায্যদির জন্য তাহাদের নিকটও আমি ঋণী। মুদ্রণের হরফ ও মুদ্রণালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর কর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধিকিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি আমি চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সর্বশেষে শ্রীহরিনামপরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা এই অধমের প্রতি সিঞ্চন করুন; তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল হইল মনে করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মাঘী-পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, চেতলা,
কলিকাতা-৭০০ ০২৭

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
তারিখ—১৩ই ফাল্গুন ১৪১৯
ইং ২৫-০২-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশকের নিবেদন

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগুরুসেবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ হয়েও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় এত কঠিন তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক সম্পাদনা করিতে পারিবেন তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার এই মেধাকে সকল পাঠকই ভূয়ষী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। তিনি ইতিপূর্বে এই তিনটি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করে সংবাদ পত্রে বহু প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস সেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিবেন।

ইতি—

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য উপাস্য
শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জিউ
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন
শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন

শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কুশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেহম্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২ ॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেহঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূধর্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেহজ্জ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পাঞ্চৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো ॥ ২৪ ॥
পাঞ্চৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্ধ্বে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেঽথ কনিষ্ঠিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুর্যীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধবজ পবী জম্বুর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোহম্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সংপতাকম্ ॥ ৯ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুর্ভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ ॥ ১০ ॥
অবিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য়॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভূনহে যমের সে অধিকার পাত্র॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ

এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী—
ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থরত্ন-সমূহ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান মঠাচার্য্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজের করকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত হইল।

বিষয়-সূচী

তত্ত্ববিবেক

তত্ত্বসূত্র

আম্নায়সূত্র

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী ম দা ম্না য় সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত

এবং

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক

গ্রন্থরাজ

ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ

ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ ষোড়শক।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী তত্ত্ব সূত্র

তত্ত্ব প্রকরণম

প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্ব সূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া॥

(গ্রন্থকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেছেন,—সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে সর্বাগ্রে প্রণাম জানাইয়া এই তত্ত্বসূত্র নামক গ্রন্থ, ব্যাখ্যার সহিত বঙ্গ ভাষায় বিবৃত করিতেছি)।

এই তত্ত্বসূত্র অনাদি অনুভবসিদ্ধ অতএব অখিল বেদের সারভাগ বলিতে হইবে। ইহা ভারদ্বাজ চৈতন্য সম্ভূত অতএব সাত্বত-শাস্ত্রের মূল বলিলেই হয়। এই গ্রন্থে একমাত্র তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি। চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি)।

তথাহি যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি সপ্তম মন্ত্রং,—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ॥

(যে সময়ে সর্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে তাঁহার শক্তির অভিন্নত্ব ও শক্তির ভগবদধীনত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে)?

তথাহি গীতোপনিষদি চোক্তং ভগবতা,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

(হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সুতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে, অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে)।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারেনোক্তং—

ধ্যায়েৎ তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্। নিরীহমতি নির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
সর্বেশং সর্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং। সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ম্॥

(পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর-স্বরূপ শ্রীহরির সতত ধ্যানই জীবের কর্তব্য। প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষোত্তম নিরীহ, নির্লিপ্ত, নির্গুণ এবং অনন্ত চিন্ময়রূপধারী। সেই ভগবান্ সকল দেবতাগণের প্রভু ও সর্বকারণের-মূল কারণ। সেই অব্যয়স্বরূপ পরমপুরুষ ত্রিকাল-সত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে চিন্ময়ধামে বিরাজ করেন)।

তথাহি মার্কণ্ডেয়পুরাণে চতুর্থাধ্যায়ে কথিতং,—

যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরং। যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা ॥

(পরতত্ত্ব হইতেছেন অণোরণীয়ান্ এবং মহতো মহীয়ান্—অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীহরি এভাবে সমস্ত জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে এবং অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ পর্যন্ত সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থান করেন ; সেই অজ ভগবানের অপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু ও বৃহত্তরবস্তু আর কিছুই নাই)।

তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব সম্পাদনের সহিত একটী সংশয় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বই সমস্ত পদার্থ। পদার্থান্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই। এই সংশয় মীমাংসা করণার্থে তত্ত্ব শব্দকে পর পদবাচ্য করা হইয়াছে। এই সূত্রে বিচার্য এই যে, সূত্রকার ভগবৎ পদার্থকেই কেবল তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটীকে পদার্থ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিৎ ও অচিৎ দৃশ্য-জগতে পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। ভগবদ্-বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা প্রযুক্ত পদার্থ সংজ্ঞা হইতে পারে না। কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিলেই তাহার যদি কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তবে ঐ শব্দকে পদ কহা যায় এবং পদের লক্ষিত দ্রব্যকে পদার্থ কহা যায়। ভগবদ্বিষয়টী যুক্তির অতীত অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন,—

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

(যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম)।

এ প্রযুক্ত ভগবান্ তত্ত্বপদবাচ্য, পদার্থ পদবাচ্য নহেন। পদার্থ হইতে ভগবান্ ভিন্ন, কিন্তু পদার্থ কদাচ ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকিয়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এ বিষয়টী অনুভবসিদ্ধ কিন্তু যুক্তি কর্তৃক বিচারিত নহে। অতএব সূত্রকার তত্ত্ব প্রকরণে প্রথম সূত্রটী এইরূপ স্থাপিত করিলেন,—

একঃ পরোঃ নান্যঃ ॥ ১ ॥

এক এবাদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ তদন্যঃ কোঽপি পরো নাস্তীত্যর্থঃ 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চনেতি' শ্রুতে।

(পরমেশ্বর এক অখণ্ড তত্ত্ব ও তাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ কোন দ্বিতীয় বস্তু কোথায়ও নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে,—এই বিশ্বসৃষ্টিরর পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুমাত্র ছিলেন। কঠ ও বৃহদারণ্যক অনুসারে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই বহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত)।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা সারগ্রাহিজনপ্রিয়ঃ। দীনকারুণ্য পূরাব্ধির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥

তৎকৃপামৃত বিন্দূদ্যৎ পিপাসস্তোকিতাশয়ঃ। প্রাচীন তত্ত্ব সূত্রাণি বিবৃণোমি যথা মতি।।

("সারগ্রাহিজনগণের প্রেমাস্পদ, দৈন্যভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি কারুণ্যের প্রবর্দ্ধমান সমুদ্রসদৃশ, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ প্রভু মদনমোহন সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার কৃপামৃত কণা বর্ষণের জন্য চাতক-পক্ষীর ন্যায় পিপাসাযুক্ত আশয় গ্রন্থকার বৈদিক পরম্পরাপ্রাপ্ত এই তত্ত্বসূত্রসকল যথামতি ব্যাখ্যা করিতেছেন)।

নন্বু অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাসাদি সূত্রকারৈ-রথ শব্দস্য মঙ্গল সূচকস্য তত্তৎ জিজ্ঞাসা পদস্য তত্তদ্‌ বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা পুরুষেণ কর্তব্যেতি পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ীভূত ধর্ম্মব্রহ্মরূপ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বস্তুসূচকস্য চোপন্যাসেন মঙ্গলাচরণং বিষয়াদিসূচনরূপং প্রতিজ্ঞাঞ্চ কৃত্বা শাস্ত্রমারব্ধং তত্ত্বসূত্রকারেণ তু তদকৃত্বা কথং শাস্ত্রমুদক্রান্ত মিতিচেন্ন, অস্মিন্‌ শাস্ত্রে প্রথমতঃ সূত্রে পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ প্রস্তাবেন পৃথক্‌ মঙ্গলাচরণস্যানাবশ্যকত্বাৎ এতচ্ছাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রয়োজনীভূত বস্তুনঃ স্বপ্রকাশত্বেন স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয় গোচরতয়াচ পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ তদর্থং জিজ্ঞাসা কর্তব্যেতি বিষয়সূচনদ্বারা প্রতিজ্ঞায়া অপ্যনুচিতত্বাৎ তদনাদৃত্য প্রথমত সূত্র মরচয়েতি।

(বেদব্যাসাদি সূত্রকারগণ তাঁহাদের রচিত ব্রহ্মসূত্র, ধর্মসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা', 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি বচন প্রয়োগে মঙ্গলসূচক 'অথ'—শব্দ দ্বারা তত্তৎ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান-লাভেচ্ছু পুরুষের জিজ্ঞাসা বচন দ্বারা প্রারম্ভিক সূত্র রচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পুরুষের জ্ঞান-বৃত্তির অধীনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর সূচনার উপক্রমে এভাবে মঙ্গলাচরণ অথবা বিষয়াদিসূচনরূপ প্রতিজ্ঞাবচনদ্বারা তত্তৎশাস্ত্রসকল প্রারম্ভিত হইয়াছে। এই তত্ত্বসূত্রকারেরও তদনুরূপ প্রথা অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না কি? এখানে 'অথ' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ ব্যতীত এই শাস্ত্রের প্রারম্ভীকরণের কারণ কি? এই প্রশ্নের সম্ভাবনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, এই শাস্ত্রে পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণের প্রস্তাব হেতু পৃথক্‌ মঙ্গলাচরণের অনাবশ্যকতা সূচিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জীবের চরমপ্রাপ্য বস্তুর স্বপ্রকাশত্ব স্বভাব-হেতু তাহা শুদ্ধ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়-বৃত্তি দ্বারাই অনুভূত হয়। পরতত্ত্ব, জিজ্ঞাসুব্যক্তির ইচ্ছাকৃত জ্ঞানের অধীনস্থ নয় বলিয়া তদ্বিষয়ে সাধারণ প্রথায় জিজ্ঞাসা এবং প্রতিজ্ঞাবচনের অনৌচিত্য নিবন্ধন, সাধারণ প্রথা অনাদর করিয়া তত্ত্বসূত্রকার বিলক্ষণ প্রথায় এই প্রথম সূত্র রচনার সূচনা করিয়াছেন)।

যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা যায় তিনি একমাত্র তত্ত্ব। অন্য কোন পদার্থকে পরতত্ত্বপদে উপলব্ধি করা যায় না।

অগুণোপি সর্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ॥ ২॥

স চ পরমেশ্বরঃ অগুণোপি গুণাতীতোপি সর্বশক্তিমান্‌ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণা-গম্যত্বাদিত্যর্থঃ। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি' শ্রুতেঃ।

(একমেবাদ্বিতীয় সেই পরমেশ্বর, লৌকিক গুণত্রয়ের অতীত হইয়াও সর্বপ্রকার শক্তির অধীশ্বর হইয়া থাকেন। লৌকিক প্রমাণসকল ভগবত্তত্ত্বে কার্যকারি হয় না বলিয়া তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।৮) বলেন,—সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে প্রধানও কেহ নাই। ইঁহার পরাশক্তি বিভিন্ন প্রকার এবং তাহা স্বরূপানুবন্ধী, যাহা জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সংবিদ্, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তি নামে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে)।

নন্থ একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্য সহায়রাহিত্যেন বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বিবিধ কার্যকর্তৃত্বং কথং ঘটত ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি।

(সেই অদ্বিতীয় একবস্তু ভগবান অপরের সহায়-রহিত বলিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ইত্যাদি বিবিধ কার্য তাঁহার দ্বারা কিভাবে সম্পন্ন হইতে পারে ? এই শঙ্কার সমাধানরূপে গ্রন্থকার বলিতেছেন যথা,—)

সেই পরমেশ্বর গুণাতীত। গুণ দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। চিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে কিছু গুণ পরে কথিত হইবে সে সমুদায় অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়া প্রকৃতির অতিরিক্ত। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ হইবে সে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতির অন্তর্ভূত। এই দুই প্রকার গুণের এস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ~~সংক্ষেপতঃ ইহাই বক্তব্য যে পরতত্ত্ব ঐ উভয়বিধ গুণের অতীত~~। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, গুণাতীত তত্ত্বের সহিত গুণময় পদার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, যুক্তি দ্বারা বিশেষ আলোচনা করিতে গেলে কোন- সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত ঘটে না। সম্বন্ধ অবশ্যই স্বজাতীয়তার অপেক্ষা করে, ইহাই দৃষ্টজগতে প্রত্যক্ষ। তেজ ও তিমিরের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মশালী পদার্থের সম্বন্ধ কখনই চিন্তা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। এই সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধিত্ব প্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিবারণ করণার্থে এই স্থলে তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। দৃষ্টজগতে যাহা লক্ষিত হইতেছে তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি ? ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা পর্ব্বতের ধূম দৃষ্টে অগ্নির নিরূপণ হয়। বাৎস্যায়নকৃত গৌতম সূত্র-ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, "মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি" মেঘের উদয়দৃষ্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা কেবল দৃষ্টপদার্থের লিঙ্গ অনুসারে অদৃষ্ট অন্য কোন পদার্থের অনুমান হয় ইহাই স্বীকার হইল কিন্তু পরপদার্থের কোন প্রকার লিঙ্গ জগতে দৃষ্ট না হওয়ায় এ প্রকার অনুমান ঈশ্বর সম্বন্ধে অকর্তব্য। 'লিঙ্গ দর্শনেন অপ্রত্যক্ষোর্থোঽনুমীয়তে' ইহাই অনুমানের বিধি। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক অনুমান তদ্রূপ নহে। ঈশ্বর-উপলব্ধিকে অনুমানই কহা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধজ্ঞান। গৌতম কর্তৃক প্রত্যক্ষ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং', বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যে 'ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং তৎ

প্রত্যক্ষং'। তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সন্নিকর্ষে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎকার তাহাকে প্রত্যক্ষ কহিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে, তাহাকে কেবল্ জ্ঞানের দ্বার বলা যায়, এইমাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয় তবে অন্তঃপুরস্থ পদার্থকে প্রত্যক্ষ কহিবার দোষ কি? বরং উহাই নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ-বাচ্য হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানকে আত্মার পক্ষে অনুমান কহা যাইতে পারে। বিচারকের আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না যেহেতু তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ; তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির দ্বারা জগদীশ্বর উপলব্ধ হন ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ অতএব লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন তাহার নাই। দৃষ্টান্তরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমানতা যদিও অলৌকিক তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অপ্রমেয়ত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ইহা সিদ্ধ হইল। তথাহি ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকেনোক্তং—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ। দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

(সর্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্য-অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণদ্বারা অন্তর্যামীরূপে সর্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন)।

তথাচ চতুর্থ স্কন্ধে বিংশোধ্যায়ে,—

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ। সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥

(ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। (১) তিনি এক, কিন্তু জীব অনেক। (২) তিনি নিত্য-শুদ্ধ কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। (৩) তিনি নিত্য-নির্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপ-ভ্রমক্রমে মলিন হয়। (৪) তিনি নির্গুণ—কখনই প্রাকৃত গুণ-সঙ্গ করেন না, জীব বাসনা-দোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। (৫) তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে পারেন। (৬) তিনি সর্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু। (৭) তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তি শূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হয়। (৮) তিনি অন্তর-রহিত আত্মা, জীব তদাত্মক। (৯) তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য)।

তথাচ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, সপ্তম অধ্যায়ে;

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্। গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

(শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিলেন,—আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ-অগোচর হইলেও এই মানব-দেহস্থিত জীবগণ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ লক্ষণ-দর্শনে অনুমানবলে তৎসমুদয়ের প্রবর্তকস্বরূপ আমার সন্ধান করিয়া থাকেন)।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে,—

প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্বেষামভিবাঞ্ছিতং। স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতং ॥

(পূর্ণ স্বেচ্ছাময় পুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব এবং সমস্ত ভক্তগণের চির-অভিবাঞ্ছিত এই ইষ্টদেবকে পঞ্চরাত্রাগমদ্বারা উদ্দিষ্ট প্রভু বলিয়া জানিবে)।

পূর্বপক্ষকর্তা পূর্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা জগদীশ্বরের গুণাতীতত্ব ও সর্বশক্তি-সম্পন্নত্ব স্বীকার করিয়া এই প্রকার সন্দেহ করিতে পারেন যে, এবম্ভুত বিরোধী-সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ হইলে অযৌক্তিক বিশ্বাসের দ্বারা সত্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। এই সংশয় নিরসনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন যে, পরমেশ্বরের বিরোধ-সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে। বিরোধ-সামঞ্জস্য লৌকিক পদার্থে সম্ভব হয় না কিন্তু পরতত্ত্ব অলৌকিক। তাহা যদি অলৌকিক না হইবে তবে তাহার পরত্ব কি প্রকারে হইতে পারে ?

বিরোধভংজিকা শক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বরে,—

বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্নচিত্রং ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্মানাং সাহচর্যং ন চিত্রং নাশ্চর্যমিত্যর্থঃ। 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইতি শ্রুতেঃ ॥

(সেই পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্মসমূহের অবস্থান কোনরূপ আশ্চর্যকর নহে, পরন্তু স্বাভাবিক। শ্রুতিশাস্ত্র বলেন,— সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তপদযুক্ত। তিনি প্রাকৃত নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণ বিশিষ্ট। তিনি সর্বসাক্ষীস্বরূপ, সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুকর্ণযুক্ত চিন্ময়স্বরূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমযুক্তি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্বকারণ-কারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন)।

নন্বু নির্গুণত্বেঽপি সর্ব্বশক্তিত্বমিতি কথং বিরুদ্ধধর্মাবস্থিতিরিতি শঙ্কাং পরিহরতি।

(নির্গুণ-স্বরূপ পরতত্ত্ব কিভাবে সর্বশক্তিমান্ হইয়া থাকেন ? এই শঙ্কার সমাধানের জন্য গ্রন্থকার এই তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন,—তাঁহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের সাহচর্য বিচিত্র বা অলীক নহে)।

ঈশ্বরে অসংখ্য বিরোধী গুণসকল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহাই বিরোধসূচক। যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে নির্বিকার-পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর পালন করিতেছেন বলিলে অকর্তা-পুরুষে কর্তৃত্ব আরোপ হয়। ঈশ্বর সংহার করেন বলিলে, মঙ্গলময় পুরুষে অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর আছেন বলিলে, কালাতীত তত্ত্বে কালান্তর্গতত্ব প্রতিপাদন হয়। এই প্রকার বিরোধের অন্ত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাক্য ও মন উভয়ই ঈশ্বর

বিষয়ক বর্ণনে ও চিন্তনে অসমর্থ। যুক্তি দ্বারা এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইলে কখনই মীমাংসা হইবে না, বরং বিচারকের অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাকাদি ঋষিগণেরাও নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এরূপ অমঙ্গলজনক তর্ক হইতে যত শীঘ্র মনের নিবৃত্তি হয়, ততই মঙ্গল। ভক্তিবৃত্তিকে বিশ্বাস করাই এই অমঙ্গল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই বিশ্বাসের প্রথম অবস্থাকে শ্রদ্ধা বলা যায়, অতএব শ্রদ্ধাই মূল।

তথাহি গীতা, চতুর্থ অধ্যায়ে,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানস্য সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

(সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। যাহার নিষ্কাম-কর্মযোগে শ্রদ্ধা হইয়াছে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই পরা-শান্তি লাভ করে। তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তি—সর্বদাই সংশয়াত্মা; সেই প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না। তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে সুখলাভ হয় না, যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে)।

অতএব স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা জগদীশ্বরে বিরোধী-গুণ-সকলের সামঞ্জস্য স্বীকার করাই বিধেয়। তাহা না করিলে নাস্তিকতারূপ ভয়ানক ফলের উদয় হয়। ঈশ্বরে এরূপ বিরোধ সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে, যেহেতু তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই।

উপলব্ধ পদার্থের কোন একটী স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা এস্থলে প্রয়োজন।

স সচ্চিদানন্দো জ্ঞানাগম্যো ভক্তিবিষয়ত্বাৎ ॥ ৪ ॥

স চ পরমেশ্বরঃ সত্যজ্ঞানানন্দময় বিগ্রহোঽবাঙ্মনস গোচরো জ্ঞানেনাগ্রাহ্যঃ কেবলং ভক্তি-গ্রাহ্যত্বাৎ। 'যদ্বাচা নভ্যুদিতং যন্মনো ন মনুতে' ইতি শ্রুতেঃ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি স্মৃতেঃ।

(সত্যময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় বিগ্রহ এবম্ভূত পরমেশ্বর বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া জীবের জ্ঞানবৃত্তি তাঁহাতে প্রবেশ করে না; তিনি কেবল ভক্তি দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। কেনোপনিষদ্ বলেন,—যিনি প্রাকৃত বাক্শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, বাক্-ইন্দ্রিয়কে যিনি কথন-শক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই শরীর, জীব, জগৎ ইত্যাদি, যাহা লোক-কর্তৃক উপাসিত হইতেছে, ইহা ব্রহ্ম নহে। লোকে যাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি ও মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা মনন বা নিশ্চয় করিতে পারে না, কিন্তু তিনি লোকের মনকে জানেন বা অন্তঃকরণাদি প্রকাশিত বা বিষয়ীকৃত করেন,—ইহাই ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন। সেই লোক-বিলক্ষণ তত্ত্বকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সাধারণ লোক-কর্তৃক উপাসিত অর্থাৎ প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত এই শরীরাদি বা জীব ও জড়াদি বস্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১, ১৪, ২১) ভগবান্ বলেন,— 'সাধুগণের প্রিয় পরমাত্মা যে আমি, কেবল শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তি-দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকি। অধিক কি বলিব, আমাতেই নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে)।

নন্বেবম্বিধ বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম-বিশিষ্টস্য কথং জ্ঞেয়ত্ব ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

(এই প্রকারের বিরুদ্ধধর্মাদিগুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে কি করে জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,)

সেই সচ্চিদানন্দরূপ পরতত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষের দ্বারা দৃষ্ট নহেন, কিন্তু কেবল ভক্তির দ্বারা উপলব্ধ। সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলা যায়, ইহার বিচার করা কর্তব্য।

শ্রুতৌ যথা ; 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্'।

(সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বই ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ। ঈশ্বর,—নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক নহেন)।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

(সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সেই গোবিন্দ অনাদি, সকলের আদি এবং সকল কারণের মূল কারণ)।

বিষ্ণুপুরাণে সচ্চিদানন্দ শব্দের এই ব্যাখ্যা যথা,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনোগুণবর্জিতে॥

অস্য টীকা চ। হে ভগবন্ ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে সর্ব্বসংশ্রয়ে সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে একা অচিন্ত্য শক্তিঃ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিতি ত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতে ত্বয়ি গুণবর্জিতে সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাতীতে, হ্লাদতাপকরী সুখদুঃখময়ী মিশ্রাশক্তি র্ণো ভবতীত্যর্থঃ। অতএবানন্দাখ্য পরমানন্দময়ী শক্তিস্ত্বয়ি বর্ততে ইতি ধ্বনিতং।

(বিষ্ণুপুরাণে শ্রী ধ্রুবের ভগবৎস্তবে,—হে ভগবান্! সর্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি, 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্মলা ও নির্গুণস্বরূপে এবং একাকারে অবস্থিত")।

পরতত্ত্বের উপলব্ধাংশকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে হইবে। ঈশ্বর অপরিমেয় পদার্থ। অতএব তাঁহার সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ খণ্ডচৈতন্য-স্বরূপ জীবদিগের অপ্রাপ্য। কিন্তু যে কিছু অংশ জীবের ভক্তিবৃত্তি অর্থাৎ অনুভববৃত্তির দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহাই তাঁহার স্বরূপ।

জীব অন্তবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের আনন্ত্য কখনও কোন অবস্থাতেই জীব-কর্তৃক সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা হয় না। কেবল ভক্তির উন্নতির সহিত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারজনিত আহ্লাদ

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে এই মাত্রই সাত্বত পুরুষদিগের আশা। সেই এক পরতত্ত্ব যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ অনন্ত-শক্তির সমষ্টি একমাত্র অনাদি শক্তিকে বুঝায়। সেই অনাদি শক্তি অনন্তভাবে পরিণত হইতে পারে অতএব সেই শক্তিকে অনন্ত কহা যায়। সেই ভগবচ্ছক্তির বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তিমাহাত্মে চণ্ডী প্রথমাধ্যায়ে,—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সম্মোহিতং জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহে্র্তুভূতা সনাতনী। সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

(পুরাণে শক্তিমাহাত্ম অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। জগৎপতি শ্রীহরির অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়া অসীম প্রভাবযুক্তা, ইহা কোন বিচিত্র কথা নহে। যাহার ছায়ারূপা মহামায়া সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। ভগবচ্ছক্তিরূপা মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্ত পর্যন্ত প্রবলরূপে আকর্ষিত করিয়া মোহিত করে। এই সমস্ত সচরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াদ্বারা রচিত হইয়াছে, সেই মায়ার প্রসন্নতা ফলে মানবগণ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-রূপ সনাতনী ও বিদ্যা স্বরূপা শক্তি এবং সংসার-বন্ধনের কারণরূপ অবিদ্যাশক্তিও সেই সর্বেশ্বরেশ্বরী মায়া)।

পরমেশ্বরের সেই অনাদি-শক্তিকে অলঙ্কারের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া চণ্ডিকারূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জড়গুণে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবীদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে। অতএব ব্রহ্মকবি বেদব্যাস শক্তি-শক্তিমানের বিশেষ বিচারের জন্য এরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কোন কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা চণ্ডিকাকে অপরা-শক্তি ব্যাখ্যান করতঃ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাকে পরাশক্তি বলেন। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে মান্য নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্তির অদ্বয়ত্ব-প্রতিপাদন দেখা যায়। চণ্ডিকাদেবী পরমেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন,—

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে। মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চনে রতা॥

লক্ষ্মী বা দুর্গা বা অন্য কোন নামেই হউক ভগবানের যে এক পরাশক্তি তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইল, তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক এক অদ্বয়তত্ত্বে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ স্বীকৃত হইলেই তাহাকে পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক কহা যায়।

গীতায়াং নবমাধ্যায়ে চোক্তং ভগবতা ;

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

('এই ভূত-জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন ; উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া, ইচ্ছাময় যে আমি, আমা-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। কিন্তু হে ধনঞ্জয়,

সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ; আমি সেই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীন থাকি। আমি কিন্তু বাস্তবিক উদাসীন নই, চিদানন্দেই সর্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার বহিরঙ্গা-মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার 'স্বরূপ' তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। ঐ ভূত-সমূহ মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ-বিলাসেরই পুষ্টি হয়। জড়ীয় ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার উদাসীনভাব সহজে পরিলক্ষিত হয়।')

ফলতঃ ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি ও শক্তিমান। ঐ শক্তি আহ্লাদরূপা অর্থাৎ বিলাসিনী অতএব আনন্দভাবে জীবের গ্রাহ্য। শক্তিমান ভাবটীতে কেবলমাত্র চৈতন্য বুঝায় এবং উভয়ের অভেদ্য-ঐক্য সনাতন অর্থাৎ সৎ। এ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের' বিগ্রহ সচ্চিদানন্দই বলিতে হইবে। যে প্রদেশে যে কোন ধর্ম্মানুযায়ী পরতত্ত্বের অনুশীলন হউক না কেন, সচ্চিদানন্দত্বই মাত্র ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হয়। এই স্বরূপটী কদাচ যুক্তির দ্বারা বিচারিত হয় না, কেবল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত হয় মাত্র।

অনেকেই সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ সাকার কি নিরাকার এই বিষয়ে বহুতর বিবাদ করিয়া থাকেন। সাকারবাদিগণ কহেন যে, পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহার একটি নিত্যদেহ আছে।

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে শিববাক্য ;

'তেজোঽভ্যন্তরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা। দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ ॥

(বৈষ্ণবগণ সর্বদা ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরীণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করেন। হে নারদ, ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের আশ্রয় ব্যতীত নিত্যদাসরূপ জীবের ভগবদ্দাস্য কি প্রকার সম্ভব হয় ?)

পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মারূপে জ্ঞান করতঃ সর্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাৎ আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। পুনরায় নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিয়াছেন,—

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। গুণেন সজ্জতে দেহো নির্গুণস্য কুতো ভবেৎ ॥

(প্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত জীবগণের শরীর প্রাকৃত এবং ত্রিগুণময়। নির্গুণ বস্তু সর্বদা প্রকৃতির অতীত। নির্গুণতত্ত্বরূপ ভগবানের গুণময় প্রাকৃত-দেহের সম্ভাবনা কোথায় ?)

বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদীরা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় পরমেশ্বরের এককালে উভয় ভাবাপন্ন (অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার) হইতে সামর্থ্য থাকার স্বীকার করেন না। এ প্রকার বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অপিচ সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান একইকালে সর্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

তথাহি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে,—

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্তামূর্ত প্রভেদতঃ। অমূর্তস্যাশ্রয়ো মূর্তো মূর্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ ॥

অমূর্তঃ পরমাত্মাচ জ্ঞানরূপঞ্চ নির্গুণঃ। স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সতাং মতং ॥
অমূর্ত মূর্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ। ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈ-র্মণি তত্তেজসাবিব ॥

(শ্রী হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র অনুসারে,—পরতত্ত্ব সাকার ও নিরাকার দ্বিবিধরূপেই অবস্থিত। আনন্দময় ভগবান অচ্যুতই বাস্তবিক পরমানন্দময় মূর্তবিগ্রহ এবং এই সচ্চিদানন্দ মূর্তবিগ্রহই অমূর্তের (নিরাকারের) আশ্রয়স্বরূপ। তিনি কেবল-জ্ঞান মার্গে নির্গুণ ও নিরাকাররূপে অসম্যক্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তু বিচারে নিরাকার ও সাকারের ভেদ করার কোন প্রয়োজন নাই। বেদশাস্ত্রে স্থানে স্থানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে, যথা—মণি ও তাহার প্রকাশের মধ্যে যে ভেদ। বস্তুত একতত্ত্ববস্তুর দর্শন-ভেদই ইহার কারণ)।

কপিল-পঞ্চরাত্রে চ,—

দ্বে ব্রহ্মণি তু বিজ্ঞেয়ে মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ। মূর্তামূর্ত স্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ ॥

(ব্রহ্মবস্তুকে সাকার ও নিরাকার উভয়রূপেই জানিতে হইবে। মূর্ত ও অমূর্ত উভয়-স্বভাবযুক্ত প্রভু শ্রীমন্নারায়ণকেই ধ্যান কবিবে)।

বেদসকলও পরতত্ত্বের উভয়ত্ব স্বীকার করেন ; যথা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে মতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয় সবিশেষমেব ॥

(যে সকল শ্রুতি পরমেশ্বরকে নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত করে, তাহারাই অন্তে প্রাকৃত সবিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া অপ্রাকৃত বা চিন্ময় সবিশেষ স্থাপনা করে। শ্রুতিসকলের অভিমত যদি বিচার করা যায়, তবে সবিশেষবাদেরই প্রাবল্য সাধিত হয়)।

পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন তাহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার-নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অকর্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সকল ভক্তের গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার—ইহা বলা যাইতে পারে অতএব উভয় স্বরূপই তাঁহার স্বীকৃত। সাত্বত তত্ত্ব সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার নিরাকাররূপ বিবাদে সারগ্রাহীগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মনের বুদ্ধিবৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

এই স্থলে একটি সংশয় উদয় হইতে পারে অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি সর্বলোকের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের গ্রাহক হয়, তবে অনেকেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে কেন না পারেন ? এই সংশয়ের মীমাংসা এই যে, বৃত্তি হইতে বৃত্তির বিষয় যদি দূরে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিও অকর্মণ্য হইয়া হতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহ উদয় হয় না,

অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগের স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ প্রেমও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা অধিকতর জড়বিষয়ের আলোচনা করতঃ বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেমের আস্বাদক হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষ-কর্তা এরূপ বলিতে পারেন যে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি জ্ঞানের কোন সামর্থ্য নাই, তবে এই তত্ত্বসূত্রে বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল জপ, ধ্যান, বন্দনা, পূজা ও শ্রীমূর্তি-দর্শনাদি ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। তদুত্তরে বাচ্য এই যে, তত্ত্বসূত্র বিচারটী ব্রহ্মসূত্র, কর্মসূত্র ও সাংখ্যসূত্র বিচারের ন্যায় নিরস নহে। এই তত্ত্বসূত্র বাস্তবিক নিরুপাধিক ভক্তিসূত্র মাত্র। উপযুক্ত স্থলে দর্শিত হইবে যে, ভক্তি রাগরূপা মাত্র, জ্ঞানরূপা বা কর্ম্মরূপা নহে। ঐ রাগ যদি পরতত্ত্ব-স্বরূপ ভগবৎ-পদার্থে অর্পিত হয়, তবেই ইহার চরিতার্থতা স্বীকার করা যায়, নতুবা ইতর পদার্থে তাহা অনুগত হইলে সংসাররূপ ঘোর বন্ধন তাহার ফল হয়। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই সাধকের পরমার্থের মূল। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর শ্লোক বিচার করিলে ঐ শ্রদ্ধাকেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বলা যাইবে। শ্রদ্ধা-ব্যতীতই বা শ্রেয় কোথায় ? পদার্থ উপলব্ধ না হইলে তাহাতে রাগ কিরূপ হইবে ? জিজ্ঞাসা-ব্যতীতই বা কিরূপে পদার্থ উপলব্ধ হয় ? শুষ্কতর্ক ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অবশ্যই শ্রদ্ধার ব্যাঘাত হয় কিন্তু পরতত্ত্ব-বিচার তদ্রূপ নহে। আত্মার স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ-স্বরূপ যাঁহার বিচার নাই, তাঁহার রাগ উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইয়া ইতর পদার্থে উপগত হইলেও তিনি স্বীয় অপগতি বুঝিতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, জ্ঞানশূন্য রাগের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল ভজন ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি লক্ষণ-সকল প্রকাশ হইতেছে কিন্তু হয়ত তাঁহার রাগ ঔপাধিকভাবে কোন চিৎ বা অচিৎ-পদার্থে উপগত হওয়ায় তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। অতএব ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গু-বৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্ক পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক ; তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল-অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্য প্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন তাঁহাদিগকে নিতান্ত মুক্ত অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহাই এই তত্ত্বসূত্রের রহস্য।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ;—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তবু না পাইবে কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥

সেই সচ্চিদানন্দ-পদার্থকে যদি কেহ ভাণ বা অচিরস্থায়ী বা স্বরূপতা বশতঃ দেশকালের দ্বারা বদ্ধ ও আদি-অন্তযুক্ত কহেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ সূচিত হইয়াছে যথা,—

ননু পরমেশ্বরস্য ভক্তিগ্রাহ্যত্বে তত্ত্বে গ্রাহ্য জগদণ্ডঃ পাতিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কা নিরসনায় পঞ্চম সূত্রমারভতে,—

(কেবল ভক্তিদ্বারাই অনুভূত এই পরমেশ্বর কি কোন জাগতিক দেশকালের অধীনস্থ তত্ত্ব? এই সন্দেহ নিরসনার্থ পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন,)

স চ সত্যো নিত্যোঽনাদিরনন্তো দেশকালাপরিচ্ছেদাৎ ॥ ৫ ॥

স পরমেশ্বরঃ সত্যঃ, অসতঃ সত্তা প্রদত্ত্বাৎ সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। নিত্যো অবিনাশী বাঽরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতেঃ। অনাদিরনন্ত আদ্যন্ত-শূন্যঃ দৈশিককালিকোভয় পরিচ্ছেদ-শূন্যত্বাৎ সভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টঽত্যতিষ্ঠদিতি শ্রুতেঃ। সর্বমাবৃত্যতিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

(সেই পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, তিনি অসদ্বস্তুকে পর্যন্ত সত্তাপ্রদানে সামর্থ্য ধারণ করেন। অতএব তৈত্তিরী-য়োপনিষদ্ বলেন,— ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু সে সমুদয়ই অসৎ, জ্ঞেয় ও পরিচ্ছিন্ন, যিনি সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, নিরুপাধিক সত্তাবিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা দ্বারা বিকারাশ্রয় অচেতন ও বিকার সংস্পৃষ্ট অণু-চেতনকে নিরাস করা হইল। প্রকৃতি সতী হইলেও জড়া; মুক্তপুরুষগণ কেবল সঙ্কুচিত জ্ঞানের (পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) আশ্রয়, কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ পরমচেতন, এবং তিনি সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগণ দ্বারা অনন্তস্বরূপ শ্রীহরি। শ্রুতি বলেন,—এই পরমাত্মা নিত্য, অবিনাশী ইত্যাদি। তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই অর্থাৎ তিনি দেশদ্বারা অথবা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। শ্বেতাশ্বতরে (৩, ১৪)—তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বদা বর্তমান। তাঁহার অচিন্ত্য-বিভূতি দ্বারা তিনি সর্বদেশ সংস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। গীতায় (১৩, ১৩) ভগবান বলেন,—যেরূপ কিরণসমূহ সূর্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাব-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্যন্ত অনন্ত জীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান)।

সেই সচ্চিদানন্দ-পুরুষ সত্য, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। জগতে এমন কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না যাহার আদি নাই বা অন্ত নাই। সকল দৃষ্ট-পদার্থই কোন না কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন এককালে বিনাশ হইতে পারে। যাঁহারা ভৌতিক-পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করেন তাঁহারাও তাহাদের রূপান্তরাদির দ্বারা সৃষ্টি-সংহার স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরতত্ত্ব সেরূপ নহে। তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। দেশ ও কাল এই দুইটি ভাবের দ্বারা অসত্যত্ব, অনিত্যত্ব, আদিত্ব, সান্তত্ব এই ভাবসকলের স্থাপনা হয়। কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েই ঈশ্বর-কৃত, অতএব ঈশ্বরের উপর তাহাদের পরাক্রম নাই। তথা ভাগবতে,—

নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাং। (ভাঃ ৩,১১,৩৯)
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥ (ভাঃ ২.৯,১০)

(মৈত্রেয় ঋষি বলেন,—'হে বিদুর, পরমাণু হইতে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্তিশালী কাল সামর্থ্যযুক্ত হইলেও পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু দেহ, গেহাদির অভিমানী জীবের প্রতিই

আধিপত্য করিতে সমর্থ'। ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা যে ভগবদ্ধাম দর্শন করিলেন, সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজ ও তমোমিশ্রিত সত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ব বর্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সে স্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখের হেতুভূতা মায়া পর্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন)।

তথাচ কঠোপনিষদি,—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

(যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিহীন; যিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত; যিনি মহত্তত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন)।

অচিৎ-পদার্থ-প্রকরণে দেশ-কালের বিশেষ বিচার করা যাইবে; অতএব এক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এ স্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত তত্ত্ব অতএব সত্য, অনাদি ও অনন্ত।

সেই গুণাতীত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, সত্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্ব অবশ্য দুরূহ এবং কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞেয়, কিন্তু স্থষ্ট জীবদিগের শুষ্ক ধ্যানাস্পদ মাত্র—এইরূপ যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, তন্নিরসনের জন্য এইরূপ সূত্রিত হইল; যথা,—

নন্বেবমপ্রাকৃতস্য কথং প্রাকৃতবিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বমিত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি;—

(প্রাকৃতিক গুণের অতীত এবং প্রাকৃতিক দেশ-কালের অতীত যে পরমেশ্বরে কি প্রকারে প্রাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ইত্যাদি কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে? এই শঙ্কা নিরাকরণার্থ সূত্রিত হইল,)

পরোঽপি চিজ্জড়াভ্যাং বিলাসী বিশ্বসিদ্ধেঃ॥৬॥

চিজ্জড়াভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং পরোপি ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষসম্বন্ধাত্মক বিশ্বসৃষ্টি হেতোর্বিলাসী বিবিধবিলাস-ভাববান্ ভবতীত্যর্থঃ। স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম প্রজাঽমেয় ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

(ভগবান্ মায়িক প্রকৃতি ও জীবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ব। তাঁহার বিলাসেচ্ছা দ্বারাই প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধযুক্ত এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ঈক্ষণ শক্তি দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রমাণ ঐতরেয়োপনিষদ্, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্বে এই মায়িক প্রপঞ্চ কিছুই ছিল না। ভগবান ইচ্ছা করিলেন যে আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। ইহা প্রাথমিক সৃষ্টির অভিপ্রায়ের উক্তি। যেহেতু তিনি অনাদি সৃষ্টিরও আদিভূত। সমগ্র জগৎ-সৃষ্টির মূলে তাঁহরে ইচ্ছা বর্তমান। তিনি কেন লোকসৃষ্টির সংকল্প করিলেন? তাহার কারণ এই যে, ইহা তাঁহার শক্তি-বিলাস মাত্র। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ অনুসারে,—ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে ইচ্ছা করিলেন,—আমি বহুভাবে প্রকট হইব, সেজন্য দেব-মনুষ্যাদিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব। এই সংকল্প করিয়া

তিনি সৃষ্টব্য বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি দ্বারা জীবের কর্মানুসারে দেব-মনুষ্য তির্য্যগাদি ভেদে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তৎসমুদয় সৃষ্টির পর সেই সৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে পরমাত্মরূপে প্রবেশ করিলেন। পুনরায়, তৈত্তিরীয়ে,—বরুণনন্দন ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ করুন। বরুণ তদুত্তরে বলিলেন,—যাহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাহাতে গমন ও সর্বকতোভাবে প্রবেশ করে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর,—তিনিই ব্রহ্ম)।

সেই পরমেশ্বর স্বীয় অনাদি শক্তির অনুশীলন দ্বারা চিৎ ও অচিৎ, উভয়বিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিলাস করেন। এই বিশ্বে কতই আশ্চর্য কৌশলের দৃষ্টি হয়, কতই সুখময় ব্যবস্থা দেখা যায় এবং কতই রচনা-সামঞ্জস্য সর্বক্ষণেই লক্ষ্য হইতে থাকে! জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক-চৈতন্য কর্ত্তৃক যদি সৃজন হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য-সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল বিভাগের দ্বারা মানব জাতির বাসস্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কার্যবিভাগের দ্বারা সৌর-জগতের সৌন্দর্য ও কার্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থানের দ্বারা কালাকাল নিরূপণ এবং মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব কার্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদয় হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাসভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

কঠোপনিষদে,—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যত্র্ তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিদ্বারা দ্রষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত এই সচরাচর জগৎ-সমস্তই পরম-কারণ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের লীলার আধাররূপে ও তাঁহার দ্বারা নিয়মিতরূপে অবস্থান করে। সেই পরমেশ্বর পরম-দয়ালু হইয়াও মহান্ ভয়স্বরূপ। উত্থিত বজ্রস্বরূপ সেই প্রভুকে সকল জীবগণই ভয় করেন। তাঁহার ভয়ে সমস্ত দেবতাগণ নিয়মিতভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হন। এই প্ররব্রহ্মকে যে পুরুষ জ্ঞাত হয়, সে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্র হইতে নিস্তার লাভ করে বা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ যে শাসনকর্তা সেই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করে, সূর্য প্রজ্বলিত হয়; তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ুদেবতা ও পঞ্চম দেবতা যম—ইঁহারা সকলে ব্যস্ততা-সহকারে জলবর্ষণ, প্রাণিগণকে জীবনীশক্তি দান এবং তাহাদের দেহান্ত ইত্যাদিরূপ নিজনিজ কর্তব্য প্রতিপালন করেন। অতএব সর্বশক্তিমান্, সর্বেশ্বর, সকলের শাসক ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অমোঘ-শাসনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুব্যবস্থিত নিয়ামকত্বের হেতু)।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে,—

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং ; সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥

(ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেহহূতিকে বলেন,—আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য তাপদান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে ও মৃত্যু বিচরণ করিতেছে)।

তথাচ ভাগবতে দশম স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে,—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

(আত্মারাম ভগবানের বিলাসেচ্ছা যথা,—শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাযুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়া-বলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিচ্ছক্তিই যোগমায়া। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করা কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়ার কার্য)।

এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ হয় যে বিশ্বের মঙ্গল সাধনার্থে কোন বিলাসমান পুরুষ সমুদায় অলঙ্ঘ্য নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, বোধ হয়। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃজন ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থাকরণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছাপূর্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়-সঙ্গ বশতঃ, যে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। এই আবির্ভাব-সকলকে অবতার কহা যায়। অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্যন্ত কোন কোন মহর্ষিরা অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ, এবং কেহ কেহ চতুর্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বক্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐ প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কি এই দশটী অবতার অপ্রাকৃত লীলারূপে লক্ষিত হয়। এই অপ্রাকৃত লীলা চরিত পরোক্ষবাদরূপে পুরাণ-সকলে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা এই অবতার-বিজ্ঞান বিশেষ আলোচনা-দ্বারা বুঝিয়াছেন, সেই ভক্তিবিজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসাদে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ এ তত্ত্বের ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত বচনং—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

(প্রভাস খণ্ডে উল্লিখিত আছে যে,—এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধার সহিত কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন)।

তথাচ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রভুবাক্যং,—

কৃষ্ণের যতেক.খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নব-কিশোর-নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥

এই লীলাতত্ত্ব বিচার করা ভক্তগণের পক্ষে অতীব আবশ্যক; অতএব প্রভু বলিয়াছেন যথাঃ--

অতএব ভাগবত করহ বিচার। ইহা হৈতে পারে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥

পরোক্ষবাদ-বিচার সম্বন্ধে ভাগবতে চরমোপদেশ স্থলে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য,—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং।
বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতী-র্ন তু পারমার্থ্যম্॥

(মহা মহারাজগণ লোকে যশঃ বিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথু, পুরূরবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্বিভূতি মাত্র, পরমার্থ নয়। তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি। এই শ্রীমদ্ভাগবতে অমঙ্গলঘ্ন শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কেবল অমল-কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন)।

এই সমস্ত পুরাণ আখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে যদি নির্মল ভগবদ্ভক্তির উদয় না হয়, তবে লভ্য কি হইল? অতএব সকলেই লীলাতত্ত্বের সম্যগ্ বিচার করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করুন।

তথাহি গোপাল-তাপনী শ্রুতি,-—

আবির্ভাবা তিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী।
মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥

(ভগবান্ নিত্যবস্তু। ভক্তগণের দর্শনের যোগ্যতা অনুসারে পরতত্ত্ব জগতে এবং ভক্তহৃদয়ে সময়ে সময়ে আবিভূ ত ও তিরোভূত হন। গুণাবতাররূপে সেই ভগবানের অবতার শিব কৈলাসে তমোগুণের ক্রিয়ারূপ সংহারকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সত্যলোকে রাজসিক গুণযুক্ত সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন-করণার্থে ব্রহ্মারূপে এবং বৈকুণ্ঠ-লোকে বিশ্বরক্ষণার্থে সত্ত্বময়তনু বিষ্ণুরূপে শ্রীহরির গুণাবতার-সকল দৃষ্ট হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যমার্গের প্রেমভক্তগণের একান্ত প্রেমের আস্পদস্বরূপে দ্বিভুজ-মুরলীধর গোপবেশে নিত্যকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেন। সেই মানবাকার শ্রীকৃষ্ণই বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা)।

এই শ্রুতিদ্বারা অবতার-বিজ্ঞান যথেষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবতার-চরিত্র নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক নহে। ইহাকে কবীদিগের কল্পনাসিদ্ধ বলিলেও প্রাকৃত বলিতে হয় যেহেতু কল্পনা প্রাকৃত-পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিৎ ও অচিৎ—এই পদার্থদ্বয় পরমেশ্বরের কোন শক্তির চালনা দ্বারা প্রসূত হইয়াছে। যদিও একমাত্র ঐশ্বর্য্যরূপা শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায়, তথাপি চিৎ ও

অচিৎ—এ উভয়ই এতদূর বিরোধ-ভাবাপন্ন যে সাত্বত-বিচারকগণও চিৎকে চিচ্ছক্তি হইতে ও অচিৎকে মায়াশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-শক্তিদিগের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন তর্ক নাই কেন না এক পরমাশক্তি যাহাকে ঈশ্বরের সামর্থ্য বলিয়া উক্তি করা যায় তাহা ঈশ্বরাধীন হইলেও ঈশ্বরের অঙ্গই বলিতে হইবে, পদার্থান্তর বা তত্ত্বান্তরের কল্পনা করা যাইবে না। চিৎ-পদার্থের সৃষ্টিকালে সেই শক্তিই স্বচ্ছরূপা হইয়া প্রকাশ হয় এবং অচিৎ-পদার্থের উদয়কালে সেই শক্তিই গাঢ় তমরূপাপন্ন বোধ হয়। অতএব শক্তির একত্ব ও বহুত্ব বিষয়ক যেসকল ব্যক্তি তর্ক করেন, তাঁহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটি ভাবের উদয় হয় স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাব-সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্ত-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। উভয়-সিদ্ধান্তই সত্যমূলক। কিন্তু অনেকেই ঈশ্বর-শক্তি ও ঈশ্বরের ভেদ দৃষ্টি-করিয়া বিশুদ্ধ বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। অতএব পরবর্ত্তী সূত্রে ভগবচ্ছক্তির তত্ত্বান্তরত্ব পরিহৃত হইয়াছে।

পরশক্তেস্তত্ত্বান্তরত্বং পরিহরতি,—

তচ্ছক্তিস্তত্ত্বাধিক্যমিতিচেন্ন তদভেদাৎ ॥ ৭ ॥

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্টিকর্ত্ত্বাদিকং শক্ত্যপেক্ষঞ্চেৎ শক্তিরপি পৃথক্ তত্ত্বমস্তু ইত্যাশঙ্কাং পরিহরতি তদভেদাদিতি। তস্য পরমেশ্বরস্য তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অভেদাৎ শক্তির্ন পদার্থান্তরং শক্তিশক্তিমতোরভেদ ইতি ন্যায়াৎ নান্য-প্রমাণাপেক্ষা নহ্যগ্নের্দাহশক্তিরগ্নিভিন্নত্বেনোপলভ্যতে ইতি সর্ব্বলোক সিদ্ধত্বাৎ তথাপি স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি শ্রুতির্বর্ততে।

(যেহেতু সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন, তাঁহার এ সমস্ত কার্য্য-সম্পন্নার্থ শক্তির প্রয়োজন, তবে কি শক্তিরূপা, দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন,—তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন তত্ত্ব। এই অভিন্নত্ব-হেতু শক্তিকে স্বতন্ত্রপদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে না। বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিমত অনুসারে শক্তি-শক্তিমানের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অগ্নির দাহশক্তি অগ্নি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় না ইহা সর্বপ্রসিদ্ধ অতএব ইতর প্রমাণের কোন প্রযোজন নাই। আরও, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,—পরমপুরুষের স্বাভাবিকী অচিন্ত্য পরাশক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা)।

ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যের ভেদ নাই। তদুভয়ে মিলিতরূপে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অগ্নি ও দাহশক্তি যেমন স্বতন্ত্র হয় না, বজ্র ও কাঠিন্য যেরূপ অভেদ্য, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একই পদার্থের অংশীভূত, সূর্য্য ও রৌদ্র যেরূপ পদার্থদ্বয় হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর ও তদীয় পরাশক্তির দ্বৈত সম্ভাবনা নাই। লৌকিক তুলনা সকল দেওয়াতেও বিশুদ্ধতত্ত্বের প্রকাশ হয় না, যেহেতু ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডে সমলিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয় না।

যৎকালে ভক্তপুরুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তখন এই অদ্বয়ত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার মনে উদয় হয়। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—(১,২২,৫৪)

একদেশস্থিতস্যাগ্নে-র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

(এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তির বিকাশ এই অখিল জগৎ)।

কিঞ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে ঋষিরুবাচ ;--

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া। তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয়রাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে মহাদেববাক্যং ;—

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়য়া পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লীলাং রতিঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতেঃ॥

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শক্তি পরাধীনা, এই প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্য ভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধা-কৃষ্ণ একই পরমতত্ত্ব।

ননু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বে বিকারিত্বং প্রসজ্জেতেত্যাশঙ্কাং নিরস্যতি।

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা পরমেশ্বর কি বিকারগ্রস্ত হন না? এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ সূত্রিত হইল)।

কর্তাপ্যবিকারঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ॥ ৮॥

লোকে যঃ কর্তা ভবতি স রাগদ্বেষাদি বিকারবান্ ভবতি ইতি স্বকৃত নিয়মে স্বস্য স্বতন্ত্রত্বাৎ তাদৃশ নিয়মাধীনত্বাভাবাৎ স পরমেশ্বরো জগৎকর্ত্রাপি বিকাররহিতঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুতেঃ।

(ইহ জগতে দেখা যায়, যে পুরুষ কর্তা হয়, সে অনুকূল বিষয়ে আসক্তি এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ ইত্যাদি ভাবযুক্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর কিন্তু পূর্ণ-স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি কোন প্রকার নিয়মের অধীন নহেন। অনন্ত-বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সর্বদা বিকারশূন্য। শ্বেতাশ্বতর সেই পরমপুরুষের সর্বাতিশায়ী স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন যথা,—তিনি নিষ্কল অর্থাৎ প্রাকৃত আবরণশূন্য, অখণ্ড, এইজন্য প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য, অতএব শান্ত, নির্বিকার, নিরবদ্য, রাগদ্বেষাদিরহিত, নিরঞ্জন অর্থাৎ প্রকৃতি-সঙ্গরহিত এবং মুক্তির পরম সেতু, অর্থাৎ তিনি সংসার-সাগর পার হইবার পরম সেতু। ইঁহাকে আশ্রয় করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী)।

জগতে যত কিছু নিয়ম দৃষ্ট হয় সকলেই ঈশ্বরকৃত। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবল হইতে বিধি-সকল অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। বিধি-সকলের অলঙ্ঘ্যতাও ঈশ্বরের মহিমা বলিতে হইবে। বিধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি বিধিসকল সর্বদা সংসারে পরিচিত হয়। ঐ সকল বিধি সর্বকালে বলবান্। কাষ্ঠ ও অগ্নি সংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় ইহা শারীরিক-বিধি। কোন বিষয়ে উত্তম আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা মানস-বিধির বিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমজনক হইয়া থাকে। পরদ্রব্য-হরণ, লাম্পট্য ও মিথ্যা-বাক্য এ সকল আধ্যাত্মিক-বিধি-বিরুদ্ধ। এ সকল বিধি-বিরুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি যে কোন কর্ম করুন না কেন, তাহার অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। মানবগণ বিশেষ বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ কার্য করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক নিয়ম এই যে এক হস্ত পরিমিত দড়িতে আর এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে ; কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এ সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধি সকলের বিধাতা অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না। তথা কঠোপনিষদি,—

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥

(নচিকেতা যমধর্মরাজকে কহিলেন,—হে ভগবান্ আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ধর্ম ও অধর্ম্মের সম্বন্ধরহিত, কার্য-কারণরূপা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ সকল হইতে ভিন্ন যে পরমাত্ম তত্ত্ব তাহার সম্বন্ধে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন)।

তথাচ শ্রীমদ্ভাবগতে দশম স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে,—

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরং। পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥
তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥

(ভগবানের দামবন্ধনলীলার বর্ণনে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—সেই কৃষ্ণমূর্ত্তির অলৌকিকতা এই যে, তাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই—পূর্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্বাপর বহিঃ অন্তরে তিনি আছেন এবং তিনি জগৎ স্বরূপ। মানবাকারে পরিদৃষ্ট সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে যশোদামাতা নিজের আত্মজ জ্ঞানে প্রাকৃত বালকের ন্যায় উদূখলে বন্ধিত করিয়াছিলেন। নবনীত চৌর্যরূপ দোষে অপরাধী বালকের বন্ধনকালে সেই বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব হওয়ায় যশোদা তাহার সহিত অন্য রজ্জু যোগ করিলেন। সেই রজ্জুও দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইল। এইরূপ যতবার রজ্জু যোগ করিয়া পুত্রের বন্ধন চেষ্টা করিলেন, ততবারই রজ্জু দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইতে লাগিল)।

এই পবিত্র বর্ণনের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইতেছে। যে ব্যক্তি কর্তা হয় সে অবশ্যই ইচ্ছা সংযুক্ত বিকারবান্ হইবে ইহাও পরমেশ্বরের বিধি, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং উক্ত বিধির বাধ্য না হওয়ায় তিনি চিৎ ও অচিতের সম্বন্ধ সৃজন করিয়াও অবিকার থাকেন।

বিশ্ব সৃষ্টি প্রলয়াভ্যাং তস্য বৃদ্ধি হ্রাসাভাবৌ সূচয়তি,—

(ভগবান্ সর্বদা অপরিবর্তনশীল। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি ও প্রলয়াদি দ্বারা কখনই পরমেশ্বরের কোনরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটিত হয় না)।

সদৈকরূপঃ পূর্ণত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অনির্বচনীয় ব্রহ্মাণ্ড রচনায়াং বিশ্বপ্রলয়েঽপি সদা পরমেশ্বরস্য একরূপত্বং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ন ভবত ইত্যর্থঃ। যথা নদ্যাদি বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং সমুদ্রস্যোপচয়াপচয়ো ন-স্তঃ। তত্র হেতুঃ তস্য পরমেশ্বরস্য পূর্ণত্বাদিতি পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রচনারূপ অনির্বচনীয় ব্যাপারে এবং বিশ্বের প্রলয়ে পর্যন্ত সর্বদা সেই পরমেশ্বরের একরূপত্বই দৃষ্ট হয় ; কখন তাঁহার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে না। যথা নদী সরোবরাদির বৃদ্ধি-হ্রাসের ন্যায় সমুদ্রের বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না। ইহার কারণ এই যে, শ্রুতিগণের প্রমাণ অনুসারে সে পরমেশ্বর সর্বদা পরিপূর্ণ। ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়েই পূর্ণ অর্থাৎ সর্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলা-পূর্তির জন্য পূর্ণ-অবতারের পূর্ণ-স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন ; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না)।

সেই পরমেশ্বর সর্বকালে পূর্ণস্বরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। পরমেশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ অতএব বেদস্তুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীত গুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে ক্বচিদজয়াত্মনাচ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ (ভাঃ ১০-৮৭-১৪)

(শ্রুতিগণ ভগবান্‌কে কহিলেন,—'হে অজিত, তোমার জয় হউক। মহাদোষরূপ ত্রিগুণবিশিষ্টা অজা যে মায়া, তাহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। তুমি স্বরূপ-শক্তিদ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত আছ এবং চরাচর-বিশ্বের অখিল শক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদ্ আত্মশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মায়িকবিশ্ব সম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন)।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ অথচ জগতের সৃষ্টিকর্তা—এ বিষয়ে সংশয় এই যে, চিৎ ও অচিৎ সৃজনে তাঁহার কি প্রকার রুচি হয় ? এবং সেই ক্রিয়ার হেতু কি ? অতএব সূত্রিত হইল,—

পূর্ণরূপস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ।

কারুণ্যং তৎক্রিয়াহেতুর্নান্যদাপ্তকামত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তিহেতু কারুণ্যং করুণাবিলাস এব অন্যৎ কারণান্তরং নাস্তি আপ্তকামত্বাৎ। জীবানাং হি তৎ তৎ কামস্তয়া তত্তৎ কর্মনি প্রবৃত্তির্ভবতি, আত্মনঃ কামায়

সর্ব্বং প্রিয়ং ভরতীতি শ্রুতে. ঈশ্বরস্য ন তথা আপ্তকামত্বাৎ পূর্ণকামত্বাদিত্যর্থঃ। সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ, নানবাপ্তমবাপ্তব্যমিতি স্মৃতেশ্চ।

(পরমেশ্বর আপ্তকাম, অতএব প্রপঞ্চ-সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার প্রবৃত্তির কারণ একমাত্র তাঁহার করুণাবিলাস ব্যতীত আর কিছু নহে। জীবগণের কিন্তু তত্তৎ কামনার হেতু তত্তৎ কর্মের প্রবৃত্তি উদিত হয়। বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি অনুসারে, প্রপঞ্চে নিজ-প্রয়োজনেই সকল বস্তসমূহ জীবের প্রিয় হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কোন এতাদৃশ প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি সর্বদা পূর্ণকাম। ছান্দোগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্য-বিদ্যা ও দহরাকাশ অধ্যায়ে দেখা যায়,—সেই ব্রহ্মবস্তু সত্যকাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি। গীতা তৃতীয়াধ্যায়ে ভগবান বলেন,—হে পার্থ, আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক মধ্যে আমার কিছুই কর্তব্য নাই ; তথাপি আমি কর্মাচরণ করিতেছি ; কারণ আমি যদি কর্মত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্মত্যাগ করিবেন)।

পূর্ণকাম-পুরুষের লীলা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়। তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিদুর-কৃত প্রশ্নং—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ। লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ। স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥

(শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলা শ্রবণেচ্ছু বিদুর মৈত্রেয়-মুনিকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, পূর্ণচেতন-স্বরূপ, নির্বিকার ও প্রাকৃত-গুণাতীত শ্রীভগবানের গুনসম্বন্ধ ও ক্রিয়াসম্বন্ধ লীলার নিমিত্তই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? ভগবানের লীলা, বালকের ক্রীড়ার ন্যায়—এরূপও বলা যায় না ; কারণ, বালকদিগের কামই ক্রীড়া-প্রবৃত্তির হেতু, অন্য বালকের প্রবর্তনাও কখন কারণ হয়। আত্মারাম ও সর্বদা অন্য বস্তুর অসঙ্গহেতু অদ্বয়তত্ব শ্রীভগবানে কিরূপে কাম বা ক্রীড়েচ্ছা সম্ভব ?)।

শ্রী মৈত্রেনোক্তং উত্তরং—সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।

অস্য টীকা—ভগবতোঽচিন্ত্য শক্তেরীশস্য সেয়ং মায়া নয়েন তর্কেন বিরুদ্ধাত ইতি।

(প্রত্যুত্তরে মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন যে, ভগবানের অচিন্ত্য মায়া-শক্তির দ্বারাই তাঁহার এই সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়। যুক্তি ও তর্ক এ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারে না বলিয়া তর্কদ্বারা ইহা বিরুদ্ধভাবাপন্নরূপে বোধ হয়)।

এই প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, উত্তরটীও তদ্রূপ সন্তোষজনক। মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! তুমি একটী দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ যাহার উত্তর জীব-কর্তৃক হইতে পারে না। অতএব ভগবানের লীলার প্রতি বিশ্বাস করাই প্রয়োজন। তর্কের দ্বারা তদ্বিষয়ক কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। তর্ক সেই অপরিমেয় পদার্থে বা তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল তাহা স্বীকার করা যায় মাত্র।

তথাহি ভাগবতে (১, ৩, ৩৬)—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ॥

(শ্রী সূতগোস্বামীর উক্তি যথা,—অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রাণিসকলের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত ও স্বতন্ত্র থাকিয়া ষড ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল গন্ধগ্রহণবৎ সংস্পর্শ করিতেছেন। কিন্তু ষডেন্দ্রিয়-নিয়ন্তা হৃষীকেশ এই সকল কার্যে অসক্ত হন না)।

এই বিশ্বই তাঁহার লীলার আধারস্বরূপ অতএব ইহাকে বিলাস-সম্ভূত বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বিলাস-কার্যে স্বার্থ কি ; এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে তাহাতে স্বার্থ নাই, কেবল চেতন-পদার্থের প্রতি করুণাই এই বিলাসের হেতু।

তথাচ শ্রুতি,—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লি ষষ্ঠ অনুবাকে,—ভৃগু-মহর্ষি আনন্দকে ব্রহ্ম নিশ্চয় করিলেন। যেহেতু তিনি দেখিলেন—আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে, ক্রমশঃ পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে)।

চিৎপদার্থ প্রকরণম্

নন্বু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ায়াং করুণায়াঃ কারণত্বে কেষ্ করুণা কিমর্থং বা করুণা ইত্যপেক্ষাং জীবার্থমীশ্বরসৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি সর্ববেদান্ত সদ্ভাবাজ্জীব স্বরূপাবগমার্থং চিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকার ঃ-—

(বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াতে পরমেশ্বরের করুণাই কারণ—এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন হয়,—কাহার প্রতি করুণা এবং কি জন্যই বা করুণা ? ইহার বিবৃতিতে বলেন, জীবগণের কারণে পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদি কার্য করেন। সমস্ত শাস্ত্র-অভিমত অনুসারে চিৎস্বরূপ-জীবের স্বরূপ অবগতির জন্য সূত্রকার চিৎপদার্থ-প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন)।

চেতনাঃ পরানুগতাস্তদ্বিধিবশ্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অথ চেতনাশ্চৈতন্যবিশিষ্টা জীবাঃ বহুবচনোপদেশাৎ তেচ বহবঃ কিন্তু পরস্য ঈশ্বরস্য অনুগতাস্তেন নিয়মিতাস্তদধীনা ইত্যর্থঃ তৎকৃত বিধিবশ্যত্বাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তর্যময়তীতি শ্রুতেঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

(চৈতন্য-বিশিষ্ট জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ জীবগণ সংখ্যায় বহু বা অসংখ্য, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের অনুগত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন ও তাঁহার বিধির বশীভূত। ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায় সপ্তম (অন্তর্যামী) ব্রাহ্মণে,—'কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই জীবন, পরজীবন ও সর্বভূতকে নিয়মিত করেন ?' ইত্যাদি। কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম বল্লীতে,—'যিনি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষরূপে,

শরীর মধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্ম-রূপে আমিই অবস্থিত ; পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কার্য্য করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন)।

কোন কোন বেদান্তবাদীর মত এই যে, জীবাত্মা এক পদার্থ কিন্তু নানা আধারে নানারূপে প্রতিভাত আছেন। এই অযুক্ত-সিদ্ধান্ত নিরাকরণার্থে জীবকে বহুবচনের দ্বারা 'চেতনা' শব্দে উক্তি করা হইয়াছে। এ সমস্ত জীব ঈশ্বরানুগত যেহেতু ইহারা সকলেই তাঁহার বিধি-বশীভূত।

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে প্রথমাধ্যায়ে সদাশিব বাক্যং—

জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তাচ সুখদুঃখয়োঃ। কেচিৎ বদান্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ॥
বিদ্যমানা তিরোধানং তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ। দেহাদ্দেহান্তরং যাতি ন মৃত্যুস্তত্র কুত্রচিৎ॥

(ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ এই জীব মায়া-বদ্ধতাহেতু সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, মূল কারণবস্তু পরমেশ্বরের গুণ অনুসারে এই জীব নিত্যবস্তু। জীবের জগতে বিদ্যমানতা, তিরোধান, তিরোধানের পরে পুনরায় সম্ভব এই সমস্তই লক্ষিত হয়, এক দেহ হইতে অন্য দেহে জীবগণ গমন করেন কিন্তু জীব কোনকালে বিনষ্ট হয় না)।

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোধ্যায়ে,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং। জীবভুতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্বানীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—

("হে অর্জুন, এই মায়া-প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়-জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' বলা যায়। সমস্ত চিৎ ও অচিৎ-পদার্থ এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত অতএব ভগবৎস্বরূপে আমিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু)।

তথাচোপনিষদি,—শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি। (ছান্দোগ্য ৬, ৮, ৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।

গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন, 'হে শ্বেতকেতো তৎ ত্বং অসি'। কোন কোন বেদান্তবাদীরা বলেন যে হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম যাহাকে তুমি অনুসন্ধান কর। কিন্তু তত্ত্বমুক্তাবলী মায়াবাদ শতদূষণী গ্রন্থে গৌড়াচার্য পূর্ণানন্দস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদ-বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বিদ্যতে। তস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতরিৎ ভেদেঽর্পয়িত্বামতিং॥
তচ্ছব্দোঽব্যয়মেবভেদক ইতি তন্তত্র ভেদ্যো যতঃ। ষষ্ঠিলোপমিতা ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ॥

(অর্থাৎ বেদবিষয়ে যে তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য যাহা শুনা যায়, তাহার অর্থ জীবেশ্বর ঐক্য নহে। বেদতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, ইহা জীবেশ্বরের মধ্যে পরস্পর ভেদের পরিচয় মাত্র প্রদান করে। তস্য ত্বম্ অসি এই বাক্যে ষষ্ঠিলোপদ্বারা তত্ত্বমসি বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে অতএব প্রকৃত অর্থ হয়, তুমি তাঁহার অংশস্বরূপ)।

বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন, হে শ্বেতকেতো সেই পরমেশ্বরেরই তুমি, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইয়াছ। অথবা যদি বিবর্তবাদিদিগের অর্থ খণ্ডন না করা যায় অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি এরূপ যদি বলা যায়, তাহার অর্থ এই যে, অচিৎ-পদার্থে ব্রহ্মের কোন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি স্বয়ং চিৎ-পদার্থ অতএব তোমার স্ব-স্বরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।

কিঞ্চ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ধৃতং সাত্বতাং মতং 'বাসুদেব পরাদেবতা বাসুদেব পরাৎপর-মাত্মনঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি জীবয়তি জীবং করোতীতি জীবঃ। নতু স্বয়ং জীবঃ। সচাত্মা শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম। মমোভে শাশ্বতী তনু ইতি তদুক্তেঃ। তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ষষ্ঠ অঙ্ক ৭২ শ্লোকে,—সাত্বতগণই শিষ্ট। তাঁহাদের মত এই যে,— শ্রীবাসুদেবই পরমদেবতা, সেই পরমাত্মা হইতেই জীব-সৃষ্টিকর্তা সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন সঙ্কর্ষণ জীব, কিন্তু তাহা নহে ; সমস্ত জীবগণকে সঞ্জীবিত করিয়া যিনি রাখিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টিকর্তা সঙ্কর্ষণ। ভগবান্ বলিয়াছেন—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়ই আমার শাশ্বতী তনু, তাঁহা হইতেই জীব সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই অর্থ)।

জীবদিগের নিত্যানিত্যতা নির্ণয়ের জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

নন্মু অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিষু জীবানাং ব্রহ্মাভিন্নত্বা প্রতিপাদনেন কথমত্রজীবানামী-শ্বরাধীনত্বং সূত্রকারেন নিশ্চিতং ইত্যমাহ ;—

(এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ—ইত্যাদি কথাদ্বারা শ্রুতিতে জীবগণকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব কি প্রকারে সূত্রকার জীবগণকে ব্রহ্মের অধীনস্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তদুত্তরে,)

তেচানাদ্যনন্তাঃ পরশক্তিবিশেষত্বাৎ ॥ ১২ ॥

তে চ জীবা অনাদয়োনন্তাশ্চ যতঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিরূপাস্তচ্ছক্তেরাদ্যন্তরহিতত্বাৎ যথাগ্নের্বহবো বিস্ফুলিঙ্গা ইতি শ্রুতেঃ, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত ইতি স্মৃতেশ্চ।

(পরমেশ্বর যেমন অনাদি ও অন্তরহিত তত্ব, তাঁহার শক্তিরূপ জীবগণও আদি ও অন্ত-বিহীন। বৃহদারণ্যকে (২, ১, ২০ ও ৪, ৩, ৯)—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইয়াছে। গীতায় (১৫, ৭) শ্রী ভগবানের উক্তি,—জীবরূপ আমারই নিত্য বিভিন্নাংশ জীবলোকে প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া মনসহ ছয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করে)।

জীবের সত্তা-সম্বন্ধে অনেক বিবাদ আছে। কেহ কেহ কহেন জীব নিত্য, যথা নারদ পঞ্চরাত্রে শিবেনোক্তং—কেচিদ্বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ। শিব পুনরায় কহিলেন, কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা। প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ॥

(কেহ বলেন, মূল কারণ পরমেশ্বরের গুণ অনুসারে জীব নিত্য, আর কেহ বলেন, সূর্যের প্রতিবিম্বের সদৃশ জীব পুনরায় বিলীন হইয়া যায়, অতএব তাহা মিথ্যা, কৃত্রিম ও অনিত্য)।

বাস্তবিক জীবের নিত্যানিত্যের বিবাদ, তাহা অকারণ যেহেতু জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য অনাদি ও অনন্ত অতএব কারণগুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। জগদীশ্বর যে শক্তিদ্বারা জীবের সৃজন করিয়াছেন তাহাকে জীবশক্তি অর্থাৎ সন্ধিৎ কহি।

গীতায় ভগবদ্বাক্য যথা,--

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

এই অনাদি অনন্ত-শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণগুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ অতএব যদি কখনো জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে। এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়। জীবকে যখন জীবশক্তির পরিণাম বলিয়া স্বীকার করা গেল, তখন কারণগুণের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইহাতে আরোপিত হইতে পারে।

তথাচ গীয়তে,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা। (গীঃ ২.২৮)

(হে ভারত, অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ—এই অব্যবহিত কালমধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অব্যক্ত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য পরিবেদনার প্রয়োজন কি ?)।

তথাচ কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী অষ্টাদশ মন্ত্রং--

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

(এই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণও করে না, মৃত্যুবরণও করে না ; এই বিশ্বে, জীবাত্মা কোন বস্তুর কার্য্যও নহে, আবার কারণও নহে। এই আত্মা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত (অপরিবর্তনশীল), ক্ষয়-বৃদ্ধিরহিত, শরীরের বিনাশসত্বেও ইহার বিনাশ হয় না। এই সম্বন্ধে আরও গীতার 'ন জায়তে ম্রিয়তে' (২,২০) এবং 'য এনং বেত্তি হন্তারং' (২,১৯) শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্রের বিশেষণের দ্বারা জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরব্রহ্ম যে পরমেশ্বর তাঁহা হইতে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, ইহাই দর্শাইবার জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

জীবানাং পরশক্তি-বিশেষরূপত্বেঽভেদএবাপদ্যত ইত্যাশঙ্কায়াং ভেদং দৃঢ়ীকরোতি,—

(পরমেশ্বরের শক্তিরূপ জীবগণ কি পরমেশ্বরের সহিত কেবল অভিন্ন ? এই আশঙ্কার উত্তরে জীবেশ্বর ভেদ বিষয়ে দৃঢ়ীকরণ করিতেছেন)।

চিদানন্দস্বরূপা অপি পরতো ভিন্না নিত্যসত্যত্বাভাবাৎ ॥ ১৩ ॥

তে জীবাশ্চিদানন্দ স্বরূপা অপি পরতঃ পরমেশ্বরাৎ ভিন্না তত্র হেতু নিত্য-সত্যত্বাভাবাদিতি তত্রেয়ং প্রক্রিয়া জীবানাং সত্যত্বেপি তেষাং সত্তাপ্রদঃ পরমেশ্বর এব নিত্যসত্যঃ নতু তে তথা। নিত্যো নিত্যানামিতি সত্যস্য সত্যমিতি পরাৎ পরমিত্যাদি শ্রুতেঃ, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি স্মৃতেশ্চ।

(এই জীবসমূহ চিদানন্দস্বরূপ হইলেও পরমেশ্বর হইতে নিত্যকাল ভিন্ন ; তাহার হেতু এই যে, তাঁহাদের নিত্যসত্তার অভাব। তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মা সত্য হইলেও তাঁহাদের আশ্রয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই পরমনিত্য সত্য কিন্তু বিভিন্নাংশরূপ জীবগণ তদ্রূপ নহে। কঠোপনিষৎ (২, ২, ১৩) বলেন,—সমস্ত নিত্যবস্তুরূপ জীবাত্ম-সমূহের মধ্যে তিনি পরমনিত্য চেতন, অনন্ত সংখ্যক জীবাত্মার মধ্যে তিনি এক অদ্বিতীয় প্রভু, সমস্ত জীবগণের কর্মানুসার তাঁহা-দের কর্মভোগেব বিধান করেন, সেই সর্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে যে ভক্তপুরুষ নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিরন্তর অবস্থিতরূপে দর্শন করেন, সেই পুরুষই একমাত্র শাশ্বত পরাশান্তিরূপ ভক্তিসুখ অনুভব করেন, অন্য কেহ তাহা পায় না। অনুরূপ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬,১৩) উপনিষদে দেখা যায়। সেই পরমেশ্বরই শ্রুতিমত অনুসারে সত্যবস্তুসমূহের মধ্যে পরমসত্যবস্তু এবং শ্রেষ্ঠ হইতে পরম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু। গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে বলেন,—হে অর্জুন, তুমি বেদের নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ-তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট-তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ-শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ-ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে)।

জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমান ধর্মী হয়েন তাহা স্থিরীকৃত আছে। সমান ধর্মের প্রকৃতার্থ এই যে উভয়েই চিদানন্দস্বরূপ। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া অপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ দৃষ্টি করেন না। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্বিকার ও অপরিণত কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মের কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে এরূপ উপলব্ধি হয়। তথা তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত আছে,—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

(একই বৃক্ষে সহভাবে থাকিয়াও জীবাত্মা মায়ার দ্বারা শরীরে আত্মাভিমানবশতঃ নানাদুঃখে নিমগ্ন হয় এবং তাহার প্রতীকারে অসামর্থ্যবশতঃ বিমূঢ় হইয়া শোক করিতে থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের একান্ত অহৈতুক অনুগ্রহে সাধুগুরুর কৃপায় যখন দেখে যে, পরমেশ্বরই একমাত্র দুঃখ-নিবারণে সমর্থ, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য অর্থাৎ তাঁহাকেই ভক্তগণ উপাসনা করেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় কর্তা ; যখন লোক তাঁহার এই মহিমা জানে, তখন তাঁহার উপাসনা দ্বারা শোক-সাগর উত্তীর্ণ হয়)।

জীব যেকাল পর্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্বল, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক

থাকে না। এই শ্রুতির দ্বারা স্থির হইতেছে যে, জীবের পূর্ণতা নাই কিন্তু পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপ সত্য নহেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন জীবের সত্বা, অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্য-সত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য-নিত্য নহেন। ইহাতেই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। জীব খণ্ড-চৈতন্য কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য চৈতন্য। পূর্ব সূত্রে জীবের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভিন্নতা আছে। কোন কোন বেদান্তবাদিরা জীবের জীবত্ব-উপাধি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ভেদ স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করেন, অতএব সেই সকল বিচারক-দিগের মত-সমুদায়কে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করণার্থ এই সূত্রদ্বয় হইল।

ভেদাভেদ বিচারহেতুকং সম্প্রদায়ভেদং নিরূপয়তি,—

(জীব ও ঈশ্বরের মধ্যস্থিত ভেদ এবং অভেদ ইত্যাদি বিচারের উপর সম্প্রদায় সমূহের পরস্পর ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যথা,)—

তেষাং পরত্বং কেচিদপরেভেদমিতরেতুভয়ম্॥ ১৪॥

তেষাং জীবানাং পরত্বং ব্রহ্মরূপত্বং কেচিদ্বাদরায়ণাদ্যাঃ প্রতিপাদয়ন্তি অপরে কশ্যপাদয়স্তু ভেদং তেষাং পরমেশ্বর-ভিন্নত্বং বদন্তি। ইতরে শাণ্ডিল্যাদয়ঃ কেনচিদংশেন ভেদং কেনচিদংশেন অভেদঞ্চ ব্যাচক্ষতে। তত্র যথাযথং প্রমাণান্যপি দর্শিতানি। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি, দ্বা সুপর্ণা সযুজে সখায়াবিতি, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিত্যাদি শ্রুতয়ঃ।

(বাদরায়ণ ইত্যাদি ঋষিগণ জীবের ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদন করেন, কশ্যপাদি ঋষিগণ জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ স্থাপন করেন, আর শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ কোন অংশে ভেদ ও কোন অংশে অভেদের ব্যাখ্যা করেন। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১ ; ২, ৫, ১৯ এবং ৪, ৪, ৫, মন্ত্রে বলেন,— এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই, যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতরে ৪, ৬ শ্লোকে,— শরীররূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ পক্ষিদ্বয় অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করিয়া ক্লেশ লাভ করে, পরমাত্মা কিন্তু নিত্যমুক্ত অবস্থায় কেবল সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকেন, এখানে জীবেশ্বরভেদ দর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আরও দৃষ্ট হয় যে, জলমধ্যে পতিত চন্দ্রবিম্ববৎ কোনও অংশে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত একরূপে আর কোনও অংশে ভিন্নতা-হেতু বহুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে)।

জীব সম্বন্ধে তিন প্রকার আর্যমত দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত। কশ্যপাদি দ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—ঈশ্বর যেরূপ নিত্য পদার্থ, জীবও তদ্রূপ নিত্য, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই নিত্য-ভিন্ন। তাঁহাদের মতের পোষকতায় তৃতীয় মুণ্ডকে দৃষ্ট হয় যে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবর্তকে জীব বলেন, বাস্তবিক জীবের ভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। কঠো-পনিষদের নিম্নস্থ মন্ত্র তাঁহাদের মতের পোষক,—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥

(এই দেহে যিনি দেহস্বামীরূপে অবস্থিত, তিনি ইহার সহিত অসংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে, দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অতএব ইনিই সেই আত্মা)।

শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ স্বীকার করেন যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক্ষণে ভিন্ন, কিন্তু মুক্তিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পন্ন সম্ভব। অতএব বর্তমান দ্বৈত-পদার্থ পরিণামে অদ্বৈতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি,—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩,১৪,১) শাণ্ডিল্যবিদ্যায়,—এ সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ ব্রহ্ম হইতেই ইহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহতে জীবিত থাকে। অতএব শান্তভাব অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে)।

তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি (৩,১,৪),

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥

(যিনি প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর, তিনি সমস্ত প্রাণিদিগের মধ্যে প্রকাশিত আছেন, সেই সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সেই এক ঈশ্বরই বহুভাবে প্রকাশিত হন। যে ভক্তপুরুষ এই ভগবত্তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কখনই অতিবাদ বা তর্ক করেন না। তিনি কেবল সেই অন্তর্যামী ভগবানের সাথেই ক্রীড়ারত হইয়া থাকেন, সেই ভগবানের সহিতই রমণ করেন এবং লোক-সংগ্রহের জন্য ভগবানের আদেশরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম ভক্তির অনুকূলভাবে পরিপালন করেন। এবম্বিধ প্রেমিক-ভক্তকে ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে)।

নিম্নস্থ সূত্রে এই ভিন্ন-ভিন্ন মতের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে,—

নম্বেবং মতভেদ দর্শনেন প্রাণিনাং বুদ্ধিভ্রম এব স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং সর্বেষামৈকমত্যরূপং স্বমতং প্রকাশয়তি,—

সর্বেষাং সামঞ্জস্যং সাত্বতবিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ প্রমাণ সদ্ভাবাচ্চ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেষাং ঋষীণাং সামঞ্জস্যং ঐকমত্যমেব বিচারেণাধিগম্যতে তেষাং সাত্বতানাং ভগবত্তত্ব জ্ঞানীনাং জ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ অযথার্থাভাবাৎ তন্মতেষু পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ সদ্ভাবাদপীত্যর্থঃ। মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্যবদতাং কিন্নু দুর্ঘটমিতি শ্রীভগবদুক্তেঃ।

(এই প্রকারের মতভেদ দর্শনে সকলের বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হইবে না কি ? এই শঙ্কার নিরসনার্থ সূত্রকার সকলের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপনরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদের সূচনায় বলিতেছেন,—শাস্ত্রবিচারদ্বারা দেখা যায় যে অগ্রে প্রদর্শিত সমস্ত ঋষিবিচারে পরস্পর সামঞ্জস্য বর্তমান ; কারণ এই সমস্ত সাত্বত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান সর্বদা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ বিহীন, কেন না, সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১,১২,৪) শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—হে উদ্ধব ! যেহেতু সর্বত্র সর্বতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ যিনি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ বাক্যই সত্য হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই মদীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে)।

পূর্বোক্ত তিন মতেরই শ্রুতি-প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে অতএব সকলই সত্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ কশ্যপ, বাদরায়ণ ও শাণ্ডিল্য এ তিনজনই ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ-ভগবদ্ভাব-গ্রহণে সমর্থ অতএব স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়মূলক সিদ্ধান্ত-সকল কদাপি ভ্রান্ত হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতে যে ভিন্নতা বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে। তাঁহারা সকলেই একমত ; কেবল তাঁহাদের মতানুযায়ী যাঁহারা সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল কতকগুলি বাক্য লইয়া বিবাদ করেন। পরমেশ্বর এক অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত। তন্মধ্যে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি জীবের নিকট পরিচিতা। ঐ জীবশক্তির পরিণামে জীবসকল সৃষ্ট হইয়া বর্তমানকালে জীবিত আছে, পরে ঈশ্বর-ইচ্ছা অনুসারে তাহারা না থাকিতেও পারিবে। ইহাই মাত্র প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণদ্বয়সিদ্ধ।

যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদি,—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

(ভৃগুর প্রশ্নের উত্তরে পিতা বরুণ বলিলেন, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত ভূতসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার দ্বারা ঐ জাত ভূতবর্গ জীবিত আছে এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শেষে যাঁহাতে লীন হইতেছে, তাঁহাকেই ব্রহ্মবোধে বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম)।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অদ্বৈতপক্ষ স্থির হইল যেহেতু ব্রহ্মব্যতিরিক্ত তত্ত্বান্তর দৃষ্ট হইল না। দ্বৈত পক্ষও স্থির হইল যেহেতু বর্তমানকালে যে জীব ও অচিৎ দৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। দ্বৈতাদ্বৈত মতেরও পোষক সিদ্ধান্ত ইহাকে বলা যায় যেহেতু আদৌ ও অন্তে অদ্বৈত ও মধ্যভাগে দ্বৈত দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক সূত্রকার-ঋষিদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কেবল কাল্পনিক ভাষ্যকার এবং তদনুযায়ী তার্কিক শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে।

এক্ষণে জীবদিগের সাধারণ ধর্ম নিরূপিত হইতেছে যথা,—

এবং জীবস্বরূপং নিরূপ্য ইদানীং সর্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বকং পরমার্থ-ফলপ্রাপ্তয়ে উপায়বক্তুমুপক্রমতে,—

(অনন্তর, জীবের স্বরূপ নির্ণয়পূর্বক এখন সর্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্বক পরমার্থ-ফল প্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করিতেছেন)।

বিচার-রাগৌ চেতনধর্মৌ স্বরূপ-প্রবৃত্তি ভাবাৎ ॥ ১৬ ॥

বিচারোহি জ্ঞানজন্যঃ অতএব চেতননিষ্ঠঃ জ্ঞানস্য তৎ স্বরূপত্বাৎ রাগস্যপ্যানন্দজন্যত্বাৎ আনন্দস্য নিজরূপত্বাৎ চেতননিষ্ঠত্বং তৎপ্রবৃত্তিরূপত্বাচ্চ। সত্যং জ্ঞানমানন্দমিতি শ্রুতেঃ।

(জ্ঞানজন্যই বিচার উপস্থিত হয় অতএব চেতননিষ্ঠ জ্ঞানই চেতনের স্বরূপ এবং আনন্দপ্রাপ্তির জন্যই অনুরাগ প্রযুজ্য হয়। প্রকৃত আনন্দ কেবল চেতনকে আশ্রয় করিয়া থাকে যেহেতু আনন্দময় চেতনের প্রবৃত্তিই অনুরাগ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আনন্দবল্লীতে বলেন,—সেই ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ)।

বিচার ও অনুরাগই চিৎপদার্থের ধর্ম্ম। এ স্থলে জ্ঞানকে বিচার কহা যায়।

আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ যথা ব্রহ্মসূত্রে,—আত্মেতিত্ববগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচেতি।

(ব্রহ্মসূত্র ৪, ১, ৩ সূত্রে—সেই ঈশ্বরকে আত্মবুদ্ধিতেই অর্থাৎ আত্মার আত্মারূপে পূর্ণানুরাগ সহকারে উপাসনা করিবে, কারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে আত্মরূপেই অনুভব করেন এবং শিষ্যগণকে সেইভাবেই বুঝাইয়া থাকেন)।

কিঞ্চ ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তং (৭, ৭, ১৯),—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥

(ষড়্‌বিকার-রহিত এই আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্ব-কারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ এবং অনাবৃত। এই দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিতে পারিয়া মোহ-জন্য দেহাদিতে 'আমি', 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান পরিত্যাগ করেন)।

সকল বস্তুরই স্বরূপ ও প্রবৃত্তি এই দুইটী অঙ্গ আছে অতএব আত্মার স্বরূপ জ্ঞান, এবং অনুরাগই ইহার প্রবৃত্তি। সেই অনুরাগের পাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ অনুরাগ ইতর-পদার্থে হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোক্তি যথা,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৯, ২০, ১৯,—শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—হে ভগবন্, বিষয়াসক্ত অবিবেকী লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ তোমার প্রীতি অপসৃত না হউক ; অথবা হে লক্ষ্মীপতে ! তোমার স্মরণে একান্ত আবিষ্ট আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক)।

জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। মুক্তাবস্থায় জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যেরূপ থাকেন তাহা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য ; ইহা—নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির ও সনাতন। কিন্তু সেই আত্মা বদ্ধ হইয়া উপাধিদ্বারা বিকৃতপ্রায় হইয়া মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মনই কর্তা হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লুক্কায়িত হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত ভাবনিচয়কে জ্ঞান বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক মুক্তজীবের জ্ঞানের সহিত বদ্ধজীবের জ্ঞানের বিশেষ তারতম্য আছে। জ্ঞান নির্মল পদার্থ অতএব দেশ ও কালের ভাবে বাধ্য নহে এজন্য ভগবান্ উহাকে সর্ব্বগত

কহিয়াছেন ; যাহাকে এ অবস্থায় জ্ঞান কহা যায় সে, কেবল জ্ঞানের অবস্থান্তর মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নহে। বর্ত্তমান জ্ঞানের বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে কতকগুলি পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপলব্ধি ব্যতীত আর যতকিছু এক্ষণে জ্ঞান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকলি ইন্দ্রিয়মূলক। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে, ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটী অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থানদান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে। এই বৃত্তিকে ধারণা বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাবনিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প সাধনা দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করতঃ ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে। ঐ বিচারকে যুক্তি কহা যায়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায়। শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়ের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এইরূপে পরিণত হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

তথাহি ভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে বসুদেব বাক্যং :—

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥
যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনোবিকারাত্মকমাপপঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

(লোকে যেমন মনোরথের দ্বারা ইহলৌকিক রাজাদি দর্শন ও পারলৌকিক ইন্দ্রাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়ে ঐ রাজাদি ও ইন্দ্রাদির রূপ মনের দ্বারা ভাবনা করিতে করিতে জাগ্রদ্দশাতেই মনে মনে দৃষ্ট বা শ্রুতদেহ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রদবস্থার স্বাভাবিক দেহ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং স্বপ্নেও ঈদৃশ রাজাদিরূপ স্বশরীর প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ জীবও কর্ম্মবশে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পঞ্চত্ব প্রাপ্তিকালে, বিকারাত্মক চঞ্চল মন ফলাভিমুখী কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়া-কর্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে, যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তদবস্থ মন (মনোধর্ম্মের বশীভূত জীব) সেই সেই দেহ ও মনকেই 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া মনের সহিত জন্মান্তর গ্রহণ করে)।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ কঠোপনিষদে এইরূপে দৃষ্ট হয় (২, ৩, ১০),—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥

(ভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীবের যে অবস্থায় জ্ঞানসাধন চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে না, কেবলমাত্র শ্রীভগবানেই স্থিতি লাভ করে, সেই অবস্থাকেই পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ যোগসাধন বলিয়া থাকেন)।

সেই জ্ঞান যদিও মনরূপে পরিণত হয় তথাপি নষ্ট হয় না, তথাচ

কঠোপনিষদি,— ইন্দ্রিয়াণাং পৃথক্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

(জীবাত্ম-জ্ঞানের প্রকারান্তর বলিতেছেন। শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবোধই জীবের সংসারের কারণ, ইহার নাম অবিদ্যা, তাহার বিপরীত জ্ঞানের নাম বিদ্যা। জীবের ইন্দ্রিয়, শরীর, প্রাণ এই সকল পৃথক পৃথক জড়তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের বৃত্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা অনুসারে পরিবর্তন হয়। আত্মা কিন্তু চিন্ময় ও নিত্য, যাহার কোন প্রাপঞ্চিক কারণ নাই অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীব আর সংসার-দুঃখ ভোগ করেন না)।

আত্মার স্বরূপের এই প্রকার পরিবর্তন বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়। আত্মার অনুরাগরূপ প্রবৃত্তিও তদ্রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। এই বিষয়টী উত্তমরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নস্থ সূত্র হইল,—

তত্র রাগস্য অর্থানর্থোভয়মূলং প্রতিপাদয়তি, —

(বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে অনুরাগই অর্থ ও অনর্থ এই উভয়ের মূল,—ইহার প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন)।

পরেঽনুরক্তি স্বাভাবিকী শ্রেয়স্করীচ ইতরেষৌপাধিকী দুঃখপ্রদাচ ॥ ১৭ ॥

জীবনামিতি অনুবর্ততে। পরে ঈশ্বরে অনুরক্তি স্বভাবসিদ্ধা উৎকর্ষাদি শ্রেয়সম্পাদয়িত্রী চ ভবতি। ইতরেষু বিত্তাপত্য কলত্রাদিষু সা অনুরক্তিরৌপাধিকী সংসার-দুঃখ প্রদা চ ভবতীত্যর্থঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, অজাহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(জীবের প্রবৃত্তিরূপ অনুরাগের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছেন,--পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব অতএব উহা উৎকর্ষাদি শ্রেয় সম্পাদক হয়। বিত্ত, অপত্য, কলত্র ইত্যাদি মায়িক বস্তুর প্রতি জীবের অনুরাগ অর্পিত হইলে তাহা সংসার-দুঃখ প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদাদি বলেন,—পরমেশ্বরকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির তদ্‌ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। আরও শ্বেতাশ্বতর ৪, ৫ মন্ত্রে,---বদ্ধজীব মায়িক প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্যোপদেশ-জনিত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যান্ধকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্বে প্রকৃতি-ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না)।

পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলীকরণ যেমন উত্তাপের গুণ, দগ্ধকরণ যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প-বিকল্প যেমন মনের ধর্ম, তত্তৎকার্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগুণের স্বভাব সেইরূপ আত্মার পরমেশ্বর-অনুরাগই স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্ত অবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি। নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়। শরীরী জীবদিগের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে পরানুরাগ হয় কিন্তু উপাধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়। অনুরাগ একই বৃত্তি,

উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ বলা যায়। স্ত্রীসৌন্দর্যে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য বলা যায়। দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে দয়া কহা যায়। ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি প্রদত্ত হইলে স্নেহ হয়। উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে কৃতজ্ঞতা হয়। আনুকূল্যেরূপে উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি হয়। প্রাতিকূল্যরূপ উপাধি হইলে দ্বেষ হয়। এই প্রকার একটী বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্ত জীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে। কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে এমত নহে কিন্তু নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমাণে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্কারিতা। এই উপাধি সকলকেই ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা চোক্তং ভগবতা,—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

(ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভের উপদেশ স্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম, যতি ধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান-যোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কব ; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্বোক্ত ধর্ম্মপরিত্যাগ হেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি অকৃতকর্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে')।

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রপত্তিই পরানুরাগ। এই পরানুরাগ সম্পূর্ণ নির্মলরূপে শরীরিদিগের পক্ষে সম্ভব নহে কিন্তু দেহীদিগের কর্তব্য এই যে, শুদ্ধ বিচারের দ্বারা উপাধি পরিত্যাগের ক্রমশঃ অভ্যাস করেন। তজ্জনিত যে কোন পাপ অর্থাৎ ক্লেশ উদ্ভব হইবে তাহা ভগবান্ প্রসন্নতা দ্বারা মোচন করিবেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

পুনশ্চ গীতায়াং ভগবদুক্তি,

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষ্ ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥

(আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই, ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি)।

সর্বপ্রকার পাপকে ক্লেশ কহা যায়, ঐ ক্লেশ উপাধিকৃত অতএব সূত্র এই যে,— নন্নু চিদানন্দরূপস্য কথমনর্থসম্বন্ধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।

উপাধিকৃতাহি ক্লেশাঃ ॥ ১৮ ॥

জীবানাং সংসারোপাধিহেতুকাঃ ক্লেশরূপা অনর্থাভবন্তি, কপূয়াচরণাঃ কপূয়ান্ যোনিমাপদ্যন্ত ইত্যাদি শ্রুতেঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

(জীবাত্মা স্বভাবতঃ চিদানন্দরূপ, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চিদানন্দরূপ জীবের অনর্থ-সম্বন্ধ কি প্রকারে হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, নিরুপাধিক জীব চিদানন্দে স্থিত থাকে, কিন্তু দেহ-মন, রূপ সংসারোপাধিগ্রস্ত জীব জগতে আসিয়া ক্লেশ লাভ করে। এই সংসার-ক্লেশই জীবের পক্ষে অনর্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৫, ১০, ৭) মন্ত্রে,—যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মলাভ করেন, আবার যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ-কর্মফল অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা কুক্কুর যোনিতে বা শূকর যোনিতে বা চণ্ডাল যোনিতে জন্মলাভ করে। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২, ৬৩ শ্লোকে ভগবান্ বলেন—বদ্ধজীব বিষয়-চিন্তাদ্বারা বিষয়ের সঙ্গে আসক্ত-চিত্ত হয়, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়)।

জীবের নিরুপাধি অবস্থাটী নির্মল, সেই অবস্থায় জীব চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ব স্বরূপে স্থিত হইয়া নির্ম্মল পরানুরাগে প্রবৃত্ত থাকেন। তথাচ কঠোপনিষদি,—

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥

(হরিভজন দ্বারা যখন সর্বপ্রকারের ইতর কামনা বিনষ্ট হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সেই ভক্তের আর তুচ্ছ অবিদ্যা-সম্ভূত অহন্তা ও মমতা-বুদ্ধি থাকে না, তখন পার্থিব নশ্বর-ভোগের বাসনা চলিয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যাদির কার্য সমস্ত কামনার নাশক, অতএব ভগবদ্ ভজনের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণশীল-মনুষ্য মৃত্যুহীন হয়, সেইজন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সর্বপ্রথমে আবশ্যক। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ)।

পরানুরাগ-বিমুখ হইলেই ইতর পদার্থে অনুরাগ জন্মে। ইহাই জীবের উপাধি। তদ্দ্বারা জীবের মন-রূপ পরিণাম ও মনের অসদালোচনারূপ কর্ম্মফলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহপ্রাপ্তিরূপ বদ্ধাবস্থার ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সমুদায় ক্লেশ উপাধিকৃত। তথাহি বাজসনেয়োপনিষদি, তৃতীয় মন্ত্রে,—অসূর্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারাবৃত আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল প্রাপ্ত হয়)।

এই অসূর্য শব্দের অর্থ এই যে, যে অবস্থায় জ্ঞান-জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতে পারে না সেই অবস্থাতেই ইতরানুরাগী ব্যক্তিরা গমন করে। অর্থাৎ যে যে পদার্থ যে সকল ব্যক্তিরা কামনা করে, ঐ সকল জড়পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জীবের প্রাকৃতদেহ প্রাপ্তিই অসূর্যলোক গমন বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু এই অবস্থাতেই জ্ঞানজ্যোতি স্পষ্ট হয় না। সংসার-ক্লেশই জীবের ক্লেশ। শ্রীরূপ-গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে ক্লেশকে তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন যথা—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যাচেতি তৎত্রিধা।

(জীবের ক্লেশসমূহ 'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'—এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ'। পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ', জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম

'অবিদ্যা'। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবা মাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনষ্ট হয়)।

জীবের ইতরানুরাগই অবিদ্যা. যথা বাজসনেয়োপনিষদি,—

অন্ধং তম প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।

(যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন)।

বাসনাকে পাপবীজ কহা যায় এবং সাক্ষাৎ পাপকর্ম্মই পাপ। এই তিন অবস্থাতে ক্লেশ ব্যাপিত আছে।

এই উপাধিই অনর্থ। উপাধিনাশকে বদ্ধজীবদিগের পক্ষে অনর্থনিবৃত্তি কহা যায়। ঐ অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি যেহেতু অনর্থরূপ উপাধি না থাকিলে জীবের চিদানন্দপদ প্রাপ্তি হয়। অতএব সূত্রিত হইল,—

এবং জীবানাং উপাধিকৃত ক্লেশ-সম্বন্ধরূপং বন্ধং ব্যবচ্ছিদ্য ইদানীং মুক্তি-স্বরূপং বিশদয়িতুং সূত্রমারভতে।

অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বপদপ্রাপকত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

উপাধিকৃতত্বরবস্থাজনিতানর্থ-নিবৃত্তিরেব জীবানং সংসারমুক্তিঃ স্বস্য পদং চিদানন্দ স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তস্যা ইত্যর্থঃ সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ; আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(জীবগণের সংসার-বন্ধন রূপ উপাধিকৃত ক্লেশ সম্বন্ধে বলিয়া এখন জীবের প্রাপ্য যে মুক্তি, তাহার স্বরূপ জানাইবার জন্য সূত্রিত করিতেছেন। অনর্থ-নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ অনর্থ নিবৃত্ত হইবা মাত্র জীব নিজের স্বভাবে অবস্থিত হয়। পূর্ব উল্লিখিত উপাধি-সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত দুরবস্থারূপ অনর্থের বিনাশ ঘটিলেই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং নিজের চিদানন্দময়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অতএব এই স্বরূপ সংপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়, অষ্টম খণ্ড প্রথম শ্লোকে,— উদ্দালক আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, যখন বলা হয় যে কেহ সুষুপ্ত হইয়াছেন, তখন হে সোম্য, তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ-স্বরূপে গমন করেন। সেইজন্য লোকে ইঁহাকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই শব্দে নির্দেশ করে, কেননা তখন তিনি স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২, ৪, ১ ও ২, ৯, ১) শ্লোকে, অসীম আনন্দময় ভগবানের উপাসনাকারী অবিদ্যাজনিত কোন ক্লেশ ও অবিদ্যাকার্য গর্ভবাস-জন্ম-মরণাদি হইতে ভীত হন না, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনালব্ধ অনুগ্রহে সংসার হইতে বিমুক্ত হন)।

মুক্তি বিষয়ক অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি কহেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে যথা সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোক-বাসের নাম সালেক্য, ভগবৎ সমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎ স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং

ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য এই প্রকারে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকল প্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এ সমুদায়ই ভগবৎ সান্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্ বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ যেহেতু আনন্দরূপ চিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বর-বিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধ হয় না। অতএব সর্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সান্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি লক্ষণ দেখা যায়? অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'মুক্তি'—শব্দের প্রতি একটী বিশেষ বিদ্বেষ আছে। তাহা কেবল মুক্তি-বিষয়ক আলোচনার অভাব হইতে উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংবাদে সার্ব্বভৌমোক্তি,—

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার। তবু কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার।

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

তত্রৈব চৈতন্যদেবেনোক্তং সার্বভৌমং প্রতি,—

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥

মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়। নবম পদার্থে মুক্ত্যে কিম্বা সমাশ্রয়॥

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।

তত্র সার্ব্বভৌমোত্তরং—সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি॥

মুক্তি শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা আর ত্রাস। ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

তদনন্তরং—শুনিয়া হাসেন প্রভু ইত্যাদি।

এস্থলে চৈতন্যদেবের সারগ্রাহী শিষ্যগণ মুক্তি ও ভক্তি শব্দে স্বতন্ত্রার্থ করিবেন না; বরং যাহারা মুক্তি পদকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের বিচার-গাম্ভীর্যের প্রতি সন্দেহ করা যাইবে। বস্তুত মুক্তি ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং যাহারা ভেদ দৃষ্টি করেন তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটীকেই উপলব্ধি করেন নাই, ইহাই প্রতীত হইল। যখন ভক্তি ও মুক্তি উভয়েতেই কেবল ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ পরমানন্দই একমাত্র লক্ষণ, তখন মুক্তি শব্দকে ঘৃণা করত ভক্তি শব্দের আদর করা কেবল আভিধানিক বিবাদ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদিগের মুক্তি শব্দের প্রতি ঘৃণার এই এক কারণ দৃষ্ট হয় যে মুক্তি বলিলেই জীবের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ অত্যন্ত লয়কে বুঝায়, তথাহি তত্রৈব সার্ব্বভৌমোক্তি,—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে। তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহন না যায়ে॥

যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি। রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥

এ স্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত লয়। বাস্তবিক সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণবেরা গোপী-ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন

বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদ মাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্য-সূত্র যথা,—

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ।

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি। ঐ মুক্তি কি প্রকার, তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকারে বর্ণিত আছে (১, ২, ১৭)—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

(অর্থাৎ এই প্রণবই উপাস্য বা ধ্যেয় তত্বসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বা আশ্রয়। এই প্রণবকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যানাদি তাহা সর্বোৎকৃষ্ট সাধন হয়। ইহার উপাসনার ফলে—এই প্রণবোপাসক ব্রহ্মালোকে অর্থাৎ ভগবল্লোকে বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া পূজিত হন)।

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদ-প্রাপ্তি করায়, ঐ স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(বিষ্ণুলোকগত মুক্তপুরুষের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, কারণ শ্রীভগবানের যেরূপ জন্মমৃত্যু নাই সেরূপ তাঁহার উপাসকেরও তাহা নাই, চিন্ময় স্বরূপতা বশতঃ আত্মারও জন্ম-মৃত্যু নাই, সেই আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না, তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে নিত্যস্বরূপে প্রকটিত, সেই হেতু আত্মা স্বভাবতঃ অজ—জন্মরহিত, নিত্য—মৃত্যুহীন, শাশ্বত—অন্য বিকারশূন্য, তিনি পুরাতন হইয়াও নবীনের মত থাকেন, শরীর নষ্ট হইলেও শরীরান্তর্গত তাঁহার বিনাশ হয় না)।

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটী বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন, তাঁহাদের বিষয়ে মৃত্যু কঠোপনিষদে কহিয়াছেন যথা,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

(অবিবেকীর নিকট আত্মতত্ব প্রকাশ পায় না, কারণ সে প্রমত্ত অর্থাৎ বিষয়-ভোগাশার বশীভূতচিত্ত এবং বিত্তজনিত মোহে মূঢ় (ঘোর তমসাচ্ছন্ন), সে মনে করে—ইহলোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছু নাই, এইরূপ ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (যমরাজার) বশীভূত হইয়া থাকে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে)।

যুক্তি বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরলোকতত্ব বিচার করিতে

চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাহি কঠোপনিষদি—(১, ২. ৯),—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্,নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥

(ওহে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নচিকেতঃ, তুমি যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্কদ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়াও যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্, জ্ঞানের কারণ হইবে। আমি তোমার এই দৃঢ় সঙ্কল্পে বিস্মিত ও প্রসন্ন হইয়াছি যেহেতু বহু প্রলোভন সত্বেও তুমি সেই নিশ্চলা মতি হইতে বিচ্যুত হও নাই। তোমার মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর দেখি না, কারণ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন আর কেহ করে নাই)।

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে অতএব যাঁহারা সেই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান হয় না বরং নির্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের কেতু স্বরূপ,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভাঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৫, ২২ শ্লোকে দেখা যায়,—যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্য তত্ব। সেই অচিন্ত্যতত্ত্বসমূহকে নিশ্চয় তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নয়)।

তত্র ব্যাসসূত্র ; যথা ;—তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ।

(বেদান্তসূত্র ২, ১, ১১—তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মনুষ্যের বুদ্ধি-তারতম্যে এক তর্ক অন্য তর্ক দ্বারা ব্যাহৃত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের উপর নির্ভর না করিবা উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা ইত্যাদি স্বীকার করাই উচিত)।

৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ করা যাইবে। অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদ-প্রাপ্তি হয়। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীসূতেনোক্তং—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে-সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

(শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলেন,—নির্মল ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ে জাত কামনাসকলকে সমূলে নাশ করি। তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্ট হইলে সমুদায় কর্ম্মক্ষয় হয়)।

তথাচ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তি কথনং—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

(মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ জৈব স্বরূপে অথবা ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি)।

এ স্থলে সংশয় উপস্থিত হইল যে পরমেশ্বর পরম কারুণিক তবে জীবের অনর্থোদগম কি জন্য হইল, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সূত্র,—

চিৎপদার্থস্তু স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রঃ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ। কিন্তু জীবানাং স্বাতন্ত্র্যং হি তেষাং ক্লেশহেতুঃ ইতি প্রসিদ্ধং তর্হি তদ্দানেন কুতঃ ঈশ্বর প্রসাদ ভবতীত্যাশঙ্কয়ামাহ,—

জীবানামিতরানুরক্তিহেতুরীশ্বর-কারুণ্যং অতএব তেষাং স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধেঃ ॥ ২০ ॥

তেষাং স্বাতন্ত্র্যং তদুৎকর্ষায় ঈশ্বরেণ করুণয়া দত্তং। ততঃ পরমেশ্বরং বিস্মৃত্য স্বতন্ত্রতয়া জীবা ইতর বিষয়াসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি, ন তং বিদাথয় ইমা যদ্‌যুস্মাকমন্তরং বভূব ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশরূপ জীব পরমেশ্বর-প্রসাদ দ্বারা স্বভাবতই জড়-মায়া হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে। কিন্তু স্বতন্ত্রতাই জীবগণের পতনের এবং ক্লেশের হেতু ইহাই প্রসিদ্ধ, অতএব জীবের প্রতি স্বতন্ত্রতা-দান কি প্রকার ঈশ্বর-প্রসাদের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয় ? এই আশঙ্কা নিরসন করিতেছেন। জীবগণের ইতরানুরক্তির মূলে ঈশ্বরের কারুণ্যই দৃষ্ট হয়, যদ্দ্বারা তাহাদের অনুস্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়াছে। জীবগণের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বর কর্তৃক এই স্বাতন্ত্র্য প্রদত্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে, ভোগেচ্ছু জীবগণ বহির্মুখ হইয়া পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া ইতরবস্তুতে অর্থাৎ মায়িক বস্তু-সমূহে আসক্তচিত্ত হন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬, ৩, ২ মন্ত্রে,—মায়িক বিশ্বগত জীব ইচ্ছা করিল,—আমি প্রাণধারক আত্মারূপে অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্য যোনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জাগতিক নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করি)।

ইতরানুরক্তির দ্বারা জীবের ক্লেশ ইহা পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে কিন্তু পরমেশ্বর পরম কারুণিক, তবে তিনি জীবগণকে ইতরানুরাগ হইতে রক্ষা কেননা করিলেন ; এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা। জীবদিগকে যদ্যপি জড়ের ন্যায় স্বীয় নিয়মাধীন করিতেন, তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষ-সাধন কিরূপে হইত ? স্বাধীন কার্যের ফলেই উন্নতি বা অবনতি। উন্নত করিবার ইচ্ছায় জীবের স্বভাব স্বতন্ত্র করিলেন। যে সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বধর্ম্মরূপ ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগ-পূর্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনাবশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া জড়-সুখকে ভোগ করিতেছেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ আছেন।

তথাহি মুণ্ডকোপনিষদি,—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

(বিশুদ্ধান্তঃকরণ আত্মতত্ত্ববিদ্ পুরুষ যে সমস্ত লোক মনের দ্বারা কামনা করেন, এবং যে সকল ভোগের সঙ্কল্প করেন, সেই সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যাঁহার আত্মা স্বীয় স্বরূপে (কৃষ্ণদাস্যে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সকল কামনা বিলীন হইয়া একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই সর্বতোভাবে প্রকাশ পায়)।

এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট তাহা ঈশ্বর দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি লঙ্ঘনের জন্য যে ক্লেশ পাইতে হয়

তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত, কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয় তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে ইহা বলিতে হইবে। ঈশ্বরের দণ্ডবিধিই যে কারুণ্যের ফল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,—

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥

(হে ভগবান্, আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন, যে হেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতরূপে প্রাণিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী, যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইপাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি)।

অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

নন্বু পরমেশ্বরস্য নির্গুণস্য সচ্চিদানন্দময়স্য বিশ্বরচনাদি ক্ষমাকারো কীদৃশী বা শক্তি-রিত্য-পেক্ষায়ামচিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে ; শ্রীসূত্রকার ঃ—

মায়াশক্তিরচিদ্গুণবতী পরাবরকার্যরূপাচ॥ ২১॥

তত্র মায়ানাম পরমেশ্বরী শক্তিঃ মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেঃ। সাতু অচিৎপদার্থে ৗ জীবেশ্বরৌ তদ্ভিন্না সত্বাদি গুণ-বিশিষ্টা। পরাবর কার্যরূপা পরম মহৎ পরিমাণং অবরং নিকৃষ্ট পরিমাণং যৎ কার্যং তদ্রূপেণ পরিণতা ভবতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি অজা স্বরূপমুক্ত্বা তদিতরত্বমীশ্বরস্য দর্শিতং—

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং স্বরূপাং।
অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজান্যঃ॥

(প্রাকৃত গুণাতীত ও সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের বিশ্বরচনাদি ক্ষমতাবিশিষ্ট যে শক্তি তাহা কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তররূপে সূত্রকার অচিৎ-পদার্থ প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন,—এই মায়াশক্তি জড়গুণ সম্পন্না ও প্রাপঞ্চিক বিশ্বের সর্বপ্রকার কার্যরূপিনী। মায়া-নামক এই পরমেশ্বরী শক্তি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৪,১০) বলেন, এই মায়া হচ্ছে ভগবানের শক্তিরূপা প্রকৃতি ; পরমপুরুষ ভগবানই এই মায়াশক্তির অধিপতি বা শক্তিমান্ পুরুষ। এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াশক্তির পরিণাম দ্বারা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সংগঠিত হইয়াছে। সত্ব-রজ-তমো গুণময়ী এই মায়া হইতে বিশুদ্ধসত্বময় ঈশ্বর ও জীবসমূহ ভিন্নতত্ব। এই জড়মায়া প্রাপঞ্চিক জগতের বৃহত্তর

হইতে ক্ষুদ্রতম সমস্ত কার্য যাহা আছে, তদ্রূপে পরিণত হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অজারূপা মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে,—ভগবানের অপরা শক্তিরূপা এই মায়া ভগবানের অধ্যক্ষতা দ্বারা ত্রিগুণময় অসংখ্য জীবদেহ উৎপন্ন করে। ত্রিগুণময়তার জন্য এই মায়াকে ত্রিবর্ণাত্মিকারূপে বলা হইয়াচে যথা ; সত্বগুণ নির্ম্মলতা ও প্রকাশ গুণের কারণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণ রাগাত্মক বলিয়া রক্তবর্ণ এবং তমোগুণ অজ্ঞানরূপ ও আবরক বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ। চেতন-প্রকৃতিরূপ জীবগণ দুই প্রকার। একপ্রকার জীব ভগবদ বহির্মুখতাকে পোষণ করিয়া এই মায়িক প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া তার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে এবং তাহার বিচিত্র অনুভব-সকল নিজের কর্মানুসারে ভোগ করে। আর এক প্রকার জীবগণ ভগবদ্ভক্তি বলে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই মায়িক ভোগগুলিকে নিঃসার জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। বস্তুতঃ এই দুই প্রকারের জীবগণই স্বরূপতঃ অজন্মা ও অনাদি)।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবদৈশ্বর্যই একমাত্র ভগবানের আদ্যাশক্তি। বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে দৃষ্ট হয় যথা,—প্রলয়েঽপি সৌক্ষ্মাদ্বিভাগানর্হান্নুভূত সত্বাদি গুণাঃ তমঃ শব্দিতা মূল প্রকৃতিরজেত্যুচ্যতে সৃষ্টিকালেতূদ্ভূতসত্বাদি গুণবিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদি-শব্দিতা লোহিতাদ্যাকারা জ্যোতিরুৎপন্নেতি। মহানব্যক্তে লীয়তেঽব্যক্তমক্ষরেঽক্ষরং তমসীতি শ্রুতেঃ॥

(বেদান্ত সূত্র ১, ৪, ১০ এর গোবিন্দভাষ্যে,—প্রসিদ্ধি আছে, সেই প্রকৃতি প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াছিল, একেবারে তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—পৃথিবী জলে লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদিরূপে পৃথিব্যাদি অক্ষর পর্যন্তের তমেতে লীন হওয়া কথিত হইয়াছে, তমঃশক্তির পরব্রহ্মে ঐক্যই উক্ত হইয়াছে। ঐক্য শব্দের অর্থ—অতি সূক্ষ্মতাহেতু বিভাগের অযোগ্যত্বই, অন্য কিছু নহে। সত্বাদি গুণবিশিষ্ট, তমঃ শব্দবাচ্য, অজানাম্নী এই মূল-প্রকৃতির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে,—সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের উদ্ভব হয়, নামরূপের বিভাগ হয়, প্রধান, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রকৃতি নানা পর্যায় শব্দে শব্দিত হইয়া লোহিতাদি আকারে প্রকৃতি ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে)।

এ শক্তির অনন্ত প্রভাব অবস্থিত, তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রভাব মানব-কর্তৃক উপলব্ধ হয়।

যথা ; বাজসনেয়োপনিষদি, – বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

বিদ্যার দ্বারা চৈতন্য ও অবিদ্যার দ্বারা জড়ের উৎপত্তি হয়। ঐ জড়ের উৎপত্তিকারী যে অবিদ্যা তাহাকেই মায়া বলা যায়। যদিও মূল-প্রকৃতিকেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও নারদ পঞ্চরাত্রে এবং অনেকানেক শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তথাপি মায়া শব্দে অবিদ্যা প্রকৃতিই প্রশস্ত যেহেতু এই মায়া শব্দে যে তত্ব বোধ হয়, জীব তদন্তর্গত নহেন। জীব তদন্তর্গত না হওয়ায় জীবশক্তিকে ঐ মায়া হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করিলে ঐ মায়া মূল-প্রকৃতি হইতে পারে না। যেহেতু জীবশক্তি ও এই মায়াশক্তি উভয়েই এক মূল-প্রকৃতির বিভিন্ন প্রভাব মাত্র, যথা সাংখ্য কর্তৃক পুরুষ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—

মূল-প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

তথাচ ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যং (ভাগবত ২, ৯, ৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

(শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—আমার চিন্ময়-স্বরূপ ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, আমার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীভ আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা,—আভাস স্থানীয় জীব-মায়া ও তমঃ স্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদ্বস্তুর প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতিতিতেও ভগবৎ প্রতীতি নাই)।

সেই মায়া অচিৎ অর্থাৎ জড়ের মূল, তথাহি শাণ্ডিল্য সূত্রং—তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ।

তথাচ ভগবদ্গীতায়াং—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমার চিদ্বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্যে আমার অধ্যক্ষতা জানিবে। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচয়-জগৎ প্রসব করে, এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়)।

সেই মায়া গুণবতী তথাহি গীতায়াং—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রম্যা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করে, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন)।

প্রকৃতি যে কি পদার্থ তাহা কখনই উপলব্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়-সকল কেবল প্রকৃতির গুণকেই ব্যাখ্যা করে। এজন্য শাস্ত্রে প্রকৃতিকে অব্যক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে মন যাহা স্থির করে, তাহা কেবল গুণ মাত্র। বৈশেষিকেরা পরমাণু পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন যথা,—

কণাদসূত্রং চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকে। "সদকারণ বন্নিত্যং তত্র বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে--নিরবয়বং দ্রব্যমবধিঃ স এব পরমাণুঃ।

ভৌতিক পদার্থকে অনুকল্প দ্বারা তাহার বৈজ্ঞানিক সত্তা ও সামান্য গুণসকল নির্ণয় করা বিজ্ঞানের কার্য বটে, কিন্তু পরমাণুকে নিত্য, নিরবয়ব ও দ্রব্যের অবধি বলা যুক্তিযুক্ত নহে। পরমাণুকে যদি অনুত্বের অবধি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি ঐ অবধি কেবল উহার অণুত্ব গুণেরই হইল। সাক্ষাৎ প্রকৃতির অবধি প্রাপ্ত হওয়া গেল না, যেহেতু প্রকৃতিতে যেমত একটি অণুত্ব আছে তদ্রূপ উহাতে বৃহত্ব বলিয়া আর একটী গুণ আছে। অণুত্বের অবধি পরমাণু, তদ্রূপ বৃহত্বের অবধি পরম মহান্। অতএব পরমাণু বা পরম মহাম্ ইহাদের মধ্যে কোনটীই প্রকৃতির অবধি বলা যায় না। পরমাণু নামক প্রকৃতির কোন এক্ অণু অবস্থা স্বীকার করা যায় এই মাত্র যথা,—ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয়োক্তং—

চরমঃ সদ্বিশেষানামনেকোঽসংযুতঃ সদা। পরমাণুঃ সবিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥

স্বতএব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ। কৈবল্যং পরমমহান্নবিশেষো নিরন্তরঃ॥

(মৈত্রেয় মুনি কহিলেন, কার্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের চরম সূক্ষ্মাংশ, যাহা কার্যাবস্থা ও সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্য—ইহাকেই পরমাণু বলিয়া জানিবে। এই সকল একত্রীকৃত পরমাণু হইতেই মনুষ্যগণের পরমাণু সমষ্টিরূপ জীবদেহে দেহি-বুদ্ধির উদয় হয়। যাহার চরমাংশ পরমাণু, সেই প্রপঞ্চ-স্বরূপের স্বাভাবিক অবস্থায় যে ঐক্য, তাহার নাম পরমমহৎ, সমগ্র প্রপঞ্চই 'পরম-মহৎ' শব্দবাচ্য)।

এই দুই শ্লোকে স্থাপিত হইতেছে যে, মায়া-প্রকৃতির ক্লেশ-জড়তা ব্যতীত কোনও স্বরূপ নির্ণয় হয় না কিন্তু তাহার সদ্বিশেষের (অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার গুণের) চরম ও কৈবল্যকে পরমাণু ও পরম মহান্ কহা যায় মাত্র। কিন্তু ঐ পরমাণুতে যুক্তিবাদীদিগের ঐক্য-ভ্রম অর্থাৎ মূলতত্ত্ব-ভ্রম হইয়া থাকে তাহা নিরর্থক। প্রকৃতি গুণময়ী ; উহার অনেক গুণ আছে তন্মধ্যে বিস্তৃতি—আকৃতি গুণের সূক্ষ্ম ও মূল অবধি পরমাণু ও পরম মহান্‌রূপে কল্পিত হইয়াছে।

বাস্তবিক প্রাকৃত পদার্থের গুণসকলই উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞান তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা এই সকল গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিত্যগুণ যথা,--বিস্তৃতি, আকৃতি, স্থিতিবিরোধ, অনশ্বরত্ব, জড়ত্ব ও আকর্ষণ। নৈমিত্তিক গুণ যথা ;--ঘনত্ব, কাঠিন্য, স্থিতি-স্থাপকতা, ভঙ্গপ্রবণতা, ঘাতসহত্ব, তান্তবতা, ভিদাবরোধকতা, ভাস্বরতাপাদন, সান্তরতা, বিস্তার্যতা, সাঙ্কোচ্যতা, প্রভৃতি। অনুসন্ধানের সমাপ্তি নাই, অতএব ভবিষ্যতে অন্যান্য গুণেরও আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে অতএব শ্রীভগবদুক্তি যথা,—'মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিন্নু দুর্ঘটং।'

পরাবর শব্দে পর ও অবর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত কার্য জগতে দৃষ্ট হয়, সমুদায়ই মায়ার পরিণাম। গুণসকলের সম্মিলন ও বিয়োগ এবং অনুলোম ও বিলোম দ্বারা কার্যসকলের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। জড়পদার্থ-বিজ্ঞাপক পণ্ডিতেরা এই গুণসকলের ও তাহাদের পরিণাম সকলের ব্যাখ্যা করেন অতএব এস্থলে তদ্বিষয়ের বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

নন্নু তাদৃশী শক্তি স্বয়মেব স্বতন্ত্রতয়া জগৎ কর্ত্রীভবতু কিং পরাপেক্ষয়েত্যত আহ---

জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা চেতনপ্রেরিতা ভবতি সঞ্জাববৎ ॥ ২২ ॥

অতএব চেতন-ভিন্নত্বেন জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা কিঞ্চিদপি কর্তুমযোগ্যা কিন্তু চেতনেনং প্রেরিতা প্রবর্তিতা সতি অগ্নুত্তপ্ত সঞ্জাববৎ চেষ্টতে জগৎকর্ত্রী ভবতীত্যর্থঃ, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরমিতি শ্রীভগবদ্বচনাৎ।

(পরাবর কার্যরূপা এই গুণমায়া শক্তি কি স্বতন্ত্রভাবে জগৎকর্তৃত্বাদি করিতে পারে না ? তাহার পরাপেক্ষার কি প্রয়োজন ? এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—জড়তা বা অচৈতন্য-স্বরূপতা নিবন্ধন কোন প্রকার কার্যক্ষমতা-শূন্যা, কিন্তু পরমেশ্বরের বা চেতনের প্রেরণা বলে এই মায়াশক্তি কার্যে প্রবর্তিতা হন ; যেমন অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহ অগ্নির দাহিকাদিশক্তি-সংযুক্ত হয়। পরমেশ্বরের প্রেরণায় জড়মায়া জগৎকর্তৃত্বক্ষমতা লাভ করে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছাদ্বারা প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, তদ্দ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে এবং এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়)।

ঐ অচিৎ পদার্থ জড়তা বশতঃ স্বয়ং চেষ্টা করিতে পারে না ; কিন্তু চেতনের দ্বারা ক্ষোভিত হইলে কার্য করে।

যদি বলা যায়,—ঋতু-সকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পসকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। আর দেখ, গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্রসকল নির্গত হইয়া বৃহদ্বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্যে চেতনপ্রেরণা কোথা ? সমস্ত সঞ্চালনের কারণই অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ এবং উত্তাপকেই সঞ্চালক কহা যাউক, তদতিরিক্ত চেতন-প্রেরণা মানিবার প্রয়োজন কি ?

যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতন-প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ; বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে গুণ বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। প্রেমের আধিক্য জ্বর হইয়া গাত্রাদাহ উপস্থিত হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে। যৎকালে পার্থিব পদার্থসকল সৃষ্টি হয় নাই তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল, কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিতব্য শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় সৃষ্টি হইল. তথাচ শ্রুতৌ ;—

স ঐক্ষত, ম ইমাল্লোঁকানসৃজত। (ঐতরেয় উপনিষৎ)

(সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পরমাত্মা এইরূপ আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন)।

প্রাণিগণের জড়শরীরেও পরমশ্বরের চিৎসত্তা বর্তমান যথা, গীতাবচনং,—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(শ্রীভগবান্ বলেন,—আমি প্রাণিগণের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপানবায়ুর সংযোগে চারি প্রকারের অন্ন পাক করি। অতএব আমিই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বাক্যানুসারে সর্বত্র অবস্থিত)।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলোনোক্তং (ভা: ৩।২৯।১৯)

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিন্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্তবীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্॥

(জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্ষোভধর্মপ্রবণ প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থানে পরমপুরুষ শ্রীহরি জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশ-বহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে)।

ভগবানের ঈক্ষণই চেতণ-প্রেরণা যদ্দারা প্রকৃতির গতিশক্তি ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি শব্দের অর্থ প্রধান—শরীর। ঐ শরীর চেতনবিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে,

তাহাই উত্তাপরূপে বর্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণেব আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ, যদ্দারা সৌরজগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। তদন্তে বিশেষ ইক্ষণের দ্বারা জীবাত্মার প্রকাশ হইয়াছে অতএব জীবাত্মা স্বাধীনরূপে প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারেন।

ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জল-সংযোগের দ্বারা পর্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এরং তিথিযোগে জল-বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলেই ভগবানের ঈক্ষণজনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতা স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধিমাত্র অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। আকর্ষণ ও উত্তাপ যদিও পরিচালক হইতে সমর্থ, তথাপি তদুভয়ের নিয়ন্তাস্বরূপ চেতন-প্রেরণার নিতান্ত প্রয়োজন যেহেতু তদুভয়ের স্বাধীন চেষ্টা নাই। (সামবেদীয় তলবকারোপনিষদের ১৪ হইতে ২৮ মন্ত্র পর্যন্ত ইহার পোষক প্রমাণ)।

স্বাধীন চেষ্টা ও চালনারূপ ক্রিয়ার অনেক ভেদ আছে, তাহা বিচার করা কর্তব্য। কোন পদার্থ অগ্নিসংযোগ হইলে দগ্ধ ও শিথিল হইবে, কিন্তু সংযুক্ত অগ্নি নিজ-নিয়মিত কার্য ব্যতীত আর কোন স্বাধীন কর্ম করিতে পারিবে না। চেতনের স্বাধীন চেষ্টা কিন্তু সেরূপ নহে। চেতনের অত্যল্প প্রকাশরূপ কীটসকলও কোন কার্য করিতে করিতে অন্য কার্যে মনোযোগ করিতে পারে।

বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, প্রাকৃত পদার্থের স্বরূপই জড়তা। যেমন চিৎ পদার্থের স্বরূপ চিদানন্দ, তদ্রূপ প্রাকৃত-পদার্থের স্বরূপকে ক্লেশরূপ জড়তা কহা যায়। যেমন আনন্দ চৈতন্যের স্বরূপ, তদ্বিপরীত দুঃখই জড়ের স্বরূপ। জড়তাকে আধুনিক দর্শনবেত্তারা প্রকৃতির গুণ বলিয়াছেন কিন্তু বোধ হয় যে প্রাকৃত দর্শনের অধিকতর আলোচনার পর ঐ জড়তাকে প্রকৃতির স্বরূপরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। গুণসকল স্বরূপের বৃত্তি মাত্র। আকৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি গুণসকল শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জড়তাই ইহার স্বরূপ এরূপ অনুমিত হয়।

অতএব সূত্রে প্রকৃতির জড়তাপ্রযুক্ত কৃতিশূন্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সেই প্রকৃতি চেতন-প্রেরিতা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। অতএব 'ভবতি' শব্দ সূত্রে দৃষ্ট হয়। 'সপ্তাববৎ' এই উদাহরণে নিশ্চয়ভাবে দৃঢ়ীভূত হইল।

সাংখ্যের একটী মত এস্থলে বিচার্য। সাংখ্যেরা বলেন প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ নির্লেপ যথা,— 'প্রকৃতিঃ কর্ত্রী পুরুষস্তু পুষ্করপলাশবন্নির্লেপঃ।

যদিও সামান্য সাংখ্যেরা বাস্তবিক প্রকৃতিতে কর্ত্রী বলেন তথাপি কপিলদেবের মত তাহা নহে, যথা ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলবাক্যং :—

প্রকৃতেগু'ণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যতঃ স-ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ॥

(হে মনুপুত্রি দেবহূতে, আবার মতান্তরে, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্বিশেষ-প্রকৃতির ক্ষোভ-চেষ্টা উদিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয় অংশে কলন ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত)।

সাংখ্যেরা যে কেবল স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—এমতও নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রেও প্রকৃতির কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা আছে যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডি মাহাত্ম্যে প্রকৃতিং প্রতি ব্রহ্মবাক্য,—

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমস্ত্যন্তেচ সর্ব্বদা॥

এই প্রকার অনেক বাক্য আছে যদ্দ্বারা অদূরদর্শীগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিযা নির্দিষ্ট করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দন, চণ্ডমুণ্ডবিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করেন যে,—যে জড়পদার্থ দ্বারা যে কার্য সাধিত হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্ত্তৃতারোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে ধর্ম্মোচ্ছেদক, বিষকে প্রাণঘাতক, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলাতে যেরূপ তাহাদের কর্ত্তৃত্ব রূপক-বোধক মাত্র হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও জানিতে হইবে।

যদি কেহ কহেন যে প্রকৃতিকেই আমরা চৈতন্যরূপিনী বলি ; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে 'প্রকৃতি' নাম প্রদানপূর্ব্বক জড়ত্বকে 'পুরুষ' বলিলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তদোষ হয় না কিন্তু পুনরায় নাম-নির্ণয়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে দোষ হইতে পারে। এই নাম-সকল অনাদি-সিদ্ধ নহে। এই জগতে মানবগণ নিজ নিজ ভাববাচক নাম বস্তুতে অর্পণ করে। নাম নিরূপণের সময় একটী উপমাবৃত্তির কার্য দৃষ্ট হয়। 'পর্ব্বত-শৃঙ্গ'—নাম যখন পর্ব্বতের উন্নত অগ্রভাগকে দেওয়া যায়, তখন গরুর শৃঙ্গের সহিত কিছু তুলনা হয়। এই প্রকার আদি ব্যবহৃত দ্রব্যের উপমার দ্বারা নূতনাবিষ্কৃত পদার্থের নামকরণ হইয়া থাকে। চেতনাচেতন দুইটী পদার্থের যখন তত্বনির্ণয় হয়, তখন চেতনকে পুরুষ ও অচেতনকে প্রকৃতি বলি। সংসারে যেরূপ সৃষ্টি বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চেতনাচেতনের সংযোগ সৃষ্টি ক্রিয়াতে উপলব্ধি হওয়ায় স্বাধীন-কর্তা চৈতন্যকে 'পুরুষ' ও অস্বতন্ত্র কর্ত্রী ভবিতব্য শক্তি 'স্ত্রী' বলিয়া নামকরণ হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত পুরাতন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতিতে চৈতন্যকে পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা হইয়াছে। কেবল কতকগুলি তার্কিকেরা ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে চৈতন্য-রূপিণী বলিয়া তত্বগ্রন্থের বিবাদ ও গোলযোগ বৃদ্ধি করেন। ফলতঃ তাহারাও জড়পদার্থকে চেতনের অধীন বলিয়া স্বীকার করিবেন যেহেতু জড়তাই ঔদাসীন্য এবং পুষ্কর-পলাশবন্নির্লেপ এবং ক্রিয়াই চিদ্ধর্ম্ম অতএব পুরুষ-প্রকৃতির নাম পরিবর্তনে কিছু লাভ নাই।

মায়াশক্তির সহিত বদ্ধজীবের কি সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণার্থে এইরূপ সূত্রিত হইল,—

মায়াশক্তেশ্চেতনানাং বন্ধরূপত্বং দর্শয়তি।

সা পরেঽনন্নুরক্তানাং কারাবদ্দেহাদিবন্ধনরূপা ॥ ২৩ ॥

সা প্রকৃতি, পরে পরমেশ্বরে অনন্নুরক্তানাং অনুরাগশূন্যানাং স্বতন্ত্র স্বভাবাৎ তৎকৃতাজ্ঞা লঙ্ঘন-পরানাং দেহাদি বন্ধনরূপা ভবতি। যে চ মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথা শ্রুতমিতি শ্রুতেঃ।

(অণুচেতনরূপ জীবসমূহের বন্ধিকারূপে মায়া দর্শিত হয়। নিত্যপ্রভু-পরমেশ্বরে অনুরাগবিহীন জীবগণই মায়াবন্ধনের অন্তর্গত হন। ভগবদ্দত্ত অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণ ভগবানের আদেশ যখন লঙ্ঘন করেন, তখন জড়দেহাদিরূপ বন্ধন দ্বারা এই মায়াশক্তি সেই অপরাধী জীবগণকে বন্ধিত করিয়া দণ্ডদান করে। দেহ, গেহ, কলত্রাদিতে অহং-মম বুদ্ধিদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়িক বন্ধনে দুঃখপ্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলেন—বদ্ধজীবগণ প্রাপঞ্চিক কর্মদোষ এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান-দোষ দ্বারা দেহ ইত্যাদিকে শাশ্বত বুদ্ধি করিয়া বিনষ্ট হয়)।

সেই জড়ই বদ্ধজীবের দেহস্বরূপ। জীব চিদানন্দপদার্থ অতএব তাহার প্রাকৃত দেহের অপক্ষা নাই কিন্তু পরানুরক্তিরূপ স্বধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া বহির্ম্মুখ জীবগণ জড়দেহে যন্ত্রিত আছেন। এই দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সংকীর্ণ পদার্থ নহেন কিন্তু জড়দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ তাহা ভোগ করিতেছেন।

তথা কঠোপনিষদি,—**পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।**

(একাদশদ্বার-যুক্ত নরদেহ অজন্মা জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার আবরণরূপ বাসস্থান)।

গীতায়াং—সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

(অর্থাৎ সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ নিঃসৃত হয়। তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেই অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবগণকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটী গুণ বন্ধন করে)।

বদ্ধজীবের যে দেহ ও সত্ত্বা, তাহার কোন অংশ জীব এবং কোন অংশটী জীবের কারাগার ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। দেহাত্মাভিমানরূপ ব্যাধির দ্বারা জীবের অনেক ক্লেশ হয়। কখন কখন কেবল এই ব্যাধিক্রমে পরতত্বকে বিস্মৃত হইয়া বারম্বার বদ্ধ যন্ত্রণা হয়। জন্মবশতঃ ভেদাভেদ ও উচ্চ-নীচতা-জ্ঞান যে সকল ব্যক্তিদের মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকে, তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল অত্যন্ত দুর্ঘট, অতএব গীতায়াংশ্রূয়তে.—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

(অপ্রাকৃত গুণ-লব্ধ জ্ঞানিসকল প্রাকৃত-গুণদ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম-রূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগ-পূর্বক বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলের প্রতি সমদর্শন প্রযুক্ত 'পণ্ডিত'—সংজ্ঞা লাভ করেন)।

পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য অবগত হইতে না পারিয়া জ্ঞান ও ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ঐ সকল শাসন অযুক্তরূপে নিয়োগ করিয়া পারমার্থিক-হানি প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ পণ্ডিতলোকেরা বর্ণাশ্রমের শাসন প্রতিপালন করিয়াও সমদর্শী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির পক্ষে ঐ শাসনের দৃঢ়তার শিথিলতা করেন। অধিকার ও অনধিকার বিচার না করিলে কখনই বিধির মর্ম্মজ্ঞ হওয়া যায় না। মানবদেহ কেবল কারাগার মাত্র, ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ। অতএব ইহাতে যেকালপর্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ-অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন। এই দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তখন যে পদার্থ অবশেষ থাকে, তাহা—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥

(চতুর্দ্দশ সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

অতএব যাহা দেহের সহিত পতিত হয় তাহাই জড়প্রকৃতি ও তাহাই জীবাত্মার সংশোধনার্থে কারারূপ হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী পদার্থ দেহকে নির্মাণ করে,—এরূপ প্রাচীন বাক্য আছে। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এই পাঁচটীকে যদি সংক্ষেপ করতঃ চারিটী করা যায়; তথাপি আত্মা ও জড়দেহ বিশেষরূপে ভিন্ন থাকিবে। এই জড়তত্ত্বকে ভিন্ন করিয়া আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই জড় শব্দে কোন্ কোন্ পদার্থ বাচ্য হয় এবং জড়ের কি কি গুণ, ইহা উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া কেহ চৈতন্য-পদার্থের স্পষ্টোপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। এজন্য জড়তত্ত্বগ্রন্থ-সকলকেও আদর করা এবং সেই তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে পুরস্কৃত করা বিধেয়। অতএব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের বাক্য যথা,—

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্। যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥

(শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—মাতঃ, অতঃপর আমি আপনাকে তত্ত্বসমূহের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিব; ইহা বিদিত হইলে জীব প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্তিলাভ করেন)।

জীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া রোগ, শোক, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অনর্থের বশীভূত হইবে। যাহারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখকে অধিক জ্ঞান করে, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়। তাহাদের বাস্তবিক দুঃখকেই সুখ-ভ্রম হইয়া থাকে। চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার জড়ে কি সুখ হইতে পারে? জড়দেহের দাস্য করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য জীবসকল পরস্পর বিবাদ করিয়া অধঃস্থ হয়। জগৎকে ভোগের স্থল বলিতে গেলে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত হয় না। অতএব দেহাদিরূপ জগৎ জীবের পক্ষে কেবল কারাগার-স্বরূপ। জীবের আবাসস্থল অন্যত্র অন্বেষণীয়। বদ্ধাবস্থায় আমাদের বিচার দেশকালভাবে আবদ্ধ থাকায় ও প্রাকৃতগুণে জড়ীভূত হওয়ায়, কোন প্রকারে আমাদের স্বধর্ম্মের প্রতিরূপ মনে উদয় হয় না, কেবল আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা তাহার অস্তিত্বের কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি হয়। তাহাকে ধাম বা নিত্য অবস্থা কহা যায়। ঐ শুদ্ধ অবস্থা হইতে জীবের পতন হইলে এই জড়জগতে আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায়

উন্নত হইবার জন্য সংস্কৃত হইতে থাকে। কোন কোন জ্ঞানী পুরুষ এই ভৌতিক আবরণকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চকোষময় জীবকে ব্যাখ্যা করেন। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ—এই তিনটীকে ভৌতিক আবরণ এবং বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—এই দুইটীকে সূক্ষ্ম আবরণ বলা হয়। অধিকতর আলোচনার দ্বারা অনুমিত হয় যে, পরমেশ্বরে যাহাদের অনুরাগ খর্ব হয় তাহারাই স্বধাম হইতে চ্যুত হইয়া দেহাদিরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হয়। সূত্রে 'আদি'-শব্দ সমস্ত প্রাকৃত আবরণকে বুঝায়।

অনাদিরনন্তা চ পরমেশ্বরশক্তিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

সা প্রকৃতিরনন্তাচ পরমেশ্বরস্য শক্তিবিশেষত্বাৎ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপীতি স্মৃতেঃ।

(পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া এই জড়-মায়া শক্তিও আদ্যন্ত রাহিত্য লাভ করিয়াছে। ভগবদ্গীতায়(১৩,২০) শ্রীভগবদুক্তি যথা ;—"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধ জীবসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি' ও জীবই 'পুরুষ' ; পরমাত্মা—আমার তত্ত্বভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। জড়কালের পূর্ব হইতেই ইহারা অবস্থিত আছেন, জড়ীয় কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম হয় নাই। আমারই পরাশক্তি হইতে আমার পরম-অস্তিত্বরূপ চিন্ময়কালে উহাদের উদয় হইয়াছে ; জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব আমার নিত্য শক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট ; বাস্তবিক জীব শুদ্ধচিত্তত্ত্ব, মদীয় পরাশক্তিক্রমে তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায় তাহা জড়া-প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিত্তত্ত্ব কিরূপে,জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা তুমি বদ্ধাবস্থার যুক্তি ও জ্ঞানদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়া-প্রকৃতি-সম্ভূত, জীবের স্বধর্মগত তত্ত্ব নয়")।

অবিদ্যা পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তিসম্ভূতা অতএব কারণগুণে জীবের ন্যায় এই অচিৎ পদার্থকেও অনাদি অনন্ত বলা যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের নিত্য-সত্যতার সহিত ইহার সত্যতার তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু ইহার সত্যতা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি অনেক শ্রুতিদ্বারা এই বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক ঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

(ভগবন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অনুপ্রকাশস্থলীয়া তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়াপ্রকাশস্থলীয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ, মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্তভ্রমে তাহার জগৎ-সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেক বিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাচিংশতি তত্ত্বরূপ অর্থসমূহের মধ্যে জ্ঞ-তত্ত্বরূপ জীবের তুলনায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সেই ভগবান্ সর্বজ্ঞ। তিনি পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-বলে পূর্ণ ও স্বরাট্ স্বতন্ত্র। যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্বোধ্য, অতএব মোহজনক বিপুল বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। সর্গ অথবা সৃষ্টি ত্রিবিধ যথা চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তের স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ-পদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে। ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলই যথাযথরূপে নিত্য থাকে। ভগবদিচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল, শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতাক্রমে তরল হয়। ভগবৎ-সূর্যকিরণ স্থলীয় তদংশ-কণস্বরূপ জীব ভগবদ্বহির্মুখতাক্রমে বিবর্তধর্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎ প্রেমবিকারে তৎসেবা-সাধনে তৎপর হয়। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা। ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘট-কুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত। শক্তির কার্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক্, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদবিগ্রহ। সেই পরমসত্য স্বরূপ গোলোকব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় নাম স্মরণ, কীর্তন, ও রূপ, গুণ, লীলা ধ্যানসাধনাদ্বারা আমরা উপাসনা করি)।

অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কালকে নিত্যপদার্থে শ্রেণীভুক্ত করেন। অতএব সূত্রিত হইল, তস্যা অনাদ্যনন্তায়া অপি ঔপাধিকিং দেশকালাবস্থাং নিরূপয়তি সূত্রদ্বয়েন,—

কালেনার্থান্তরং বদ্ধানাং প্রকৃতিসম্বন্ধরূপত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

কালস্য পৃথক্ পদার্থত্বং কেচিন্মন্যন্তে যথা প্রকৃতেঃ কালরূপত্বে প্রমাণং মার্কণ্ডেয়পুরাণবচনং কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি। তন্মতং নিরাকরোতি কালোনাম ন পদার্থ বিশেষঃ, কিন্তু সম্বন্ধমাত্রম্।

(যদিও জড়মায়া অনাদি ও অনন্তা, তথাপি ইহা দেশ ও কালরূপ উপাধিদ্বয় দ্বারা যুক্ত দেখা যায়। তার মধ্যে কাল সম্বন্ধে সূত্রিত হইল যে কাল নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। তাহা কেবল বদ্ধজীবগণের প্রকৃতি সাম্বন্ধিক ভাবমাত্র। প্রকৃতিকে কালরূপিণী বলিয়া কালের স্বতন্ত্রসত্তা স্থাপনার্থ কেহ কেহ চেষ্টা করেন, তাহা এই সূত্রে খণ্ডিত হইল)।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে অনেক বিষয়কে কোন সাধারণ লক্ষণ দ্বারা সংক্ষেপ করতঃ কোন এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তত্ত্বসংখ্যার লাঘব করা যায়। অনর্থক পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কদাচ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সূত্রকার চেতন ও অচেতন এই দুইটী পদার্থ স্বীকার করিয়া অন্য সমুদায় পদার্থকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত কয়িয়াছেন। শাণ্ডিল্য ঋষিও এই দুই পদার্থ মাত্র স্বীকার করেন,—চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্।

নৈয়ায়িকেরা অনেক নিত্যপদার্থ স্বীকার করেন, তন্মধ্যে কালও তাঁহাদের মতে নিত্য। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে কালকে প্রাকৃত পদার্থ বলা যাইতে পারে যেহেতু ইহা অচেতন। অনেক স্থলে কালকে ভগবানের প্রভাব বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলেনোক্তং:— প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্
অহঙ্কার বিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥ (ভাঃ ৩,২৬,১৬)

(কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। সেই কাল হইতেই প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা ভ্রান্ত জীবের জীবনান্ত, পদ-বিলোপ, দ্রব্যনাশ ইত্যাদি ভয় জন্মিয়া থাকে)।

প্রকৃতি অবলম্বনপূর্বক যে সকল ব্যক্তিরা দেহাত্মাভিমানাসক্ত হন, তাহাদের কালরূপ ভগবৎ-প্রভাব দ্বারা ভয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে কাল প্রকৃতির পৌরুষ-সম্বন্ধবিশেষ। তাহা বদ্ধজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধ হইতে প্রকাশ পায়। জীবের অভাবে প্রকৃতি নির্জীব, তাহার কোনরূপ চেষ্টা থাকিত না। আরও যথা, জীব না থাকিলে প্রকৃতির সত্ত্বা উপলব্ধি কে করিত? প্রকৃতি নিত্য থাকিয়াও অর্থবিহীন থাকিত; অতএব চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির সত্ত্বোপলব্ধি ভাব,—তাহাই কাল। বদ্ধজীবদিগের পক্ষে কালের আদি-অন্ত নিরূপিত হয় না যেহেতু তাহাদের বিচার কালের অধীন। জীবের নিত্যমুক্ত অবস্থায় কালের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকে কিনা তাহার বিচার আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ 'সমস্ত সত্বাই কালের অধীন' এরূপ চিন্তা করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও কালান্তর্গত এরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর কখনই কালের বশীভূত নহেন কেননা, যে ব্যক্তি সমস্ত নিয়মের কর্ত্তা, তিনি কখনই কোন নিয়মের অধীন হইতে পারেন না। যদি কালকেই তাঁহার বিক্রম কহা যায়, তাহা হইলেও কাল তাহার বশীভূত হয়। কিন্তু অস্তিত্বভাব কখনই কালভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপে অনুভূত হয় না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাউক অথবা কালের স্বাধীন কোনপ্রকার অস্তিত্বের স্বীকার করা যাউক। শেষ সিদ্ধান্তই আমাদের স্বীকৃত, যেহেতু যুক্তিও তাহারই পোষকতা করে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব কালের বশীভূত নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইল। সামান্য প্রাকৃত পদার্থে অস্তিত্ব ও কাল পরস্পর সহযোগী। কিন্তু পরমেশ্বর অসাধারণ বস্তু, অতএব তিনি সাধারণ নিয়মের অধীন নহেন। জীবের মুক্ত অবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবল মাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধ-জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।

কালের বিচারের সহিত দেশেরও বিচারের প্রয়োজন, অতএব সূত্র,—

সৈবাধিষ্ঠানরূপিণী দেশসংজ্ঞিতা॥ ২৬॥

সৈব প্রকৃতিঃ জীবানাং অধিষ্ঠানভূতা আধাররূপিণী দেশ-সংজ্ঞিতা ভবতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ইতি শ্রুতেঃ। বৃক্ষোঽত্র প্রকৃতিময় আধারঃ।

(দেশ সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রকার বলিতেছেন, এই প্রকৃতিই বদ্ধজীবগণের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় বা আধার স্বরূপা হইয়া দেশ-শব্দে সংজ্ঞিতা হয়। মুণ্ডকোপনিষদের (৩, ১, ২) শ্লোকে,—শরীররূপ একই বৃক্ষে অর্থাৎ হৃদয়রূপ গুহায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অবস্থান করেন কিন্তু যতক্ষণ নিজের পরম সুহৃদ স্বরূপ পরমাত্মার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই জীবাত্মা সংসারের ভোগে মত্ত হইয়া থাকে, ততক্ষণ নিজের অসমর্থতা দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখকেই বরণ করে। বৃক্ষ শব্দে প্রাকৃত শরীর অথবা প্রাকৃত জগদ্রূপ আধার)।

এই দেশ সম্বন্ধে ষড়দর্শনবেত্তারা অনেক নামভেদজনিত বিবাদ করেন। কেহ আকাশ, কেহ দিক্, কেহ কেবল শূন্য এই প্রকার নাম লইয়া একই পদার্থকে নানারূপ করিয়া ব্যক্ত করেন। বাস্তবিক সকলেরই সাধারন সংজ্ঞা দেশ। দেশই আধার। ঐ দেশের একটী মাত্র গুণ আছে অর্থাৎ বিস্তৃতি যদ্দ্বারা পদার্থের ধারণ হয়। অনেকে পৃথিবীকে আধার বলিয়া এই বেদ প্রমাণ দিয়া থাকেন।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

বেদের বাক্যার্থ লইতে হইলে পৃথিবীই আধার হয়। কিন্তু সারগ্রাহী সাত্বত সম্প্রদায় বেদের মর্মার্থ গ্রহণেই তৎপর হন। তাহাদের বিচার-প্রণালী এই। পূর্বমন্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,--

দিব্যোহ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।

সেই পরপদার্থ প্রকৃতি হইতে স্বাধীন তত্ব। কিন্তু বদ্ধজীবের সম্বন্ধে কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃষ্ট হয়। তাহাও তাঁহা হইতে অর্থাৎ তাঁহার অনাদি ঐশ্বর্যশক্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। পুনরায় অবিদ্যারূপা মায়া অর্থাৎ জড়প্রকৃতিও সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ জড়রূপা প্রকৃতির অবয়ব খং-বায়ু প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া স্থূল আধাররূপা পৃথিবীও হইয়াছে। কিন্তু জড়-প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই আকাশ অর্থাৎ সমুদায় প্রাকৃত পদার্থের আধার। যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয়। পৃথিবী স্বয়ং কিয়দংশ আকাশকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে অতএব আকাশই পৃথিবীর আধার। আকাশ কেবল দেশ মাত্র। দেশকে কেবল দিক্ কহা যায় না, যেহেতু বিচারকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশই দিক্ হয় কিন্তু বিচারক স্বয়ং যে স্থলে অবস্থিতি করেন তাহা পরিত্যক্ত হয়। অতএব দেশ শব্দ প্রয়োগ করিলে অন্যান্য শব্দ প্রয়োগের যে দোষ, তাহা হইবে না। প্রকৃতিই যে আধার, তাহার স্মৃতি-প্রমাণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবস্তুতিতে দৃষ্ট হয় যথা,--আধারভূতা জগতস্তমেকা ইত্যাদি।

তয়া বদ্ধানাং চেতনামপি ভ্রমবাহুল্যং দর্শয়তি।

জড়ে বদ্ধস্যানন্দ ভ্রমো বৈকুণ্ঠভ্রমশ্চাসঙ্গাৎ ॥ ২৭ ॥

বদ্ধজীবানাং জড়পদার্থে দেহাদৌ স্বর্গে চ আনন্দ সুখমিতি বুদ্ধিভ্র্ম এব আসঙ্গাৎ আসক্তিহে´তো ভবতি। জড়ে প্রাকৃত-বস্তুবিষয়ে ভগবল্লোকে ইতি শ্রীভগবানিতি ভ্রমোঽপি আসঙ্গাৎ ভবতি ; তথাহি রজোধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিন ইতি শ্রীভগবদুক্তিঃ।

(দেশরূপ ইহজগতের আসক্তিদ্বারা বদ্ধজীবগণের ভ্রমোৎপাদন দেখাইতেছেন,—জড়বস্তুসমূহে মায়াবদ্ধ-জীবগণ আসক্ত হইয়া ইহাতে নিত্যবুদ্ধি এবং আনন্দ প্রাপ্তির ভ্রান্তিদ্বারা দিনযাপন করেন। দেহ, গেহ, প্রপঞ্চ, স্বর্গ ইত্যাদি দুঃখপ্রদ পদার্থে সুখের ধারণা কেবল বুদ্ধি-বিভ্রমেরই পরিচায়ক, অত্যধিক আসক্তির ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ৩, ১০, ২৬ শ্লোকে,—মনুষ্যগণে রজোগুণই অধিক, এইজন্য ইহারা কর্মতৎপর এবং দুঃখকর বিষয়কেও সুখকর মনে করিয়া থাকে)।

বদ্ধাবস্থায় জড়পদার্থে জীবের দুই প্রকার ভ্রমের উদয় হয়, অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম। ইন্দ্রিয়সুখকে আনন্দ বলিয়া যে ভ্রম তাহাকেই আনন্দভ্রম কহা যায়। এই আনন্দভ্রমও দ্বিবিধ অর্থাৎ দৃষ্টানন্দভ্রম ও শ্রুতানন্দভ্রম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়ভোগকে দৃষ্টানন্দভ্রম বলা যাইতে পারে এবং ইহজন্মে অনেক সুকর্ম্মকরণ দ্বারা পরলোকে দেবদেহপ্রাপ্তি দ্বারা অপ্সরসাদি ভোগাশাকে শ্রুতানন্দ কহা যায়। যথা কঠোপনিষদি,—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা'শনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

(নচিকেতা মৃত্যুদেবতার নিকট বলিলেন,—স্বর্গলোক যে বড়ই সুখকর ইহা আমি অবগত আছি। সেখানে কোনপ্রকারের ভয় নাই, কেহই সেখানে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ইহজগতে আপনার (মৃত্যুর) দ্বারা যেমন জীবগণের প্রাণান্ত হয়, সেইরূপ স্বর্গলোকে কাহারও মৃত্যু হয় না, এই লোকে ক্ষুধাপিপাসায় জীবিগণ কাতর হয় কিন্তু স্বর্গে তদ্রূপ নয়, স্বর্গবাসিগণ শোককে অতিক্রম করত আনন্দ উপভোগ করেন)।

এই প্রকার কর্ম্মপরা যে সকল শ্রুতি আছে, তাহারা মনুষ্যকে কর্মফলরূপ স্বর্গভোগাদি আশা দেয় এবং কখন কখন ঐ সকল কর্মদ্বারা ইহজন্মেই ইন্দ্রিয়-সুখ বৃদ্ধি করিবার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু এ সমুদায়ই প্রলোভন মাত্র। এই সকল সুখে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, তবে যে জীবের তাহাতে সুখ বোধ হয় তাহা নিতান্ত ভ্রম। স্ত্রীসম্ভোগ, আহার, গাত্রমার্জন, অনুলেপন, সুগন্ধিসেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য। ভোগ হইবা মাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপাই ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দনকানন, মেনকা-নৃত্য, উর্ব্বশী-ভোগ ও অমৃতপানেই বা কি নিত্য সুখ আছে? সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয় সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা মাত্র অতএব কঠোপনিষদে নচিকেতা কহিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

(হে সকলের অন্তপ্রদানকারী যমরাজ! আপনি যে সমস্ত ভোগ্যবস্তুসমূহের মহিমা গান করিলেন, সে সমস্তই ত ক্ষণভঙ্গুর। এই সকল অনিত্য বস্তুর সঙ্গদ্বারা বদ্ধজীব যে সুখ ভোগ করে, বাস্তবিক সে সুখ কেবল দুঃখ মাত্র। ভোগের এই পদার্থসকল কোন যথার্থ লাভ ত দেয় না, পরন্তু তাহা মানুষের ইন্দ্রিয়বল, ধর্ম্ম ইত্যাদি-সকল হরণ করিয়া লয়। আপনি আমাকে যত দীর্ঘায়ুই প্রদান করুন না কেন, অনন্তকালের তুলনায় তাহা

নগণ্য। ব্রহ্মাদি লোকপালগণের আয়ু পর্যন্ত এক না একদিন সমাপ্ত হয়। অতএব আপনার এই ভোগের দ্রব্যসকল আমি চাই না। আপনার উল্লিখিত রথ, হাতী, ঘোড়া, রমণীগণ এবং তাহাদের নৃত্যগীতাদিসকল আপনার নিকটই থাকুক)।

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদি,—
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

(নিজের কল্যাণকামী পুরুষের কর্তব্য এই যে, সকাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত সংসারসুখ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবেক দ্বারা সেই সকলের অনিত্যতা এবং দুঃখরূপতা অবগত হইয়া ভোগবাসনা হইতে সর্বতোভাবে বিরক্ত হইয়া কেবল পরমার্থের জন্য যত্ন করিতে হইবে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ জিজ্ঞাসুপুরুষকে সমিধ্ হস্তে লইয়া ভগবত্তত্ত্বদর্শী ও পরমাত্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট শ্রদ্ধা এবং বিনয়ভাব দ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে)।

(বিষয়ভোগে আসক্ত-চিত্ত মূঢ় মানবগণ সুখপ্রাপ্তির আশায় ইষ্টাপূর্তরূপ সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যভোগের অবসানে অবিলম্বে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে কিংবা শূকর-কুকুর-কীট-পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করে অথবা রৌরব ইত্যাদি ঘোর-নরক প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপক ভগবদ্ভজন, ধ্যান, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি কল্যাণকর সাধন সম্বন্ধে সেই মূঢ় মনুষ্যগণ সর্বথা অজ্ঞ হইয়া থাকে)।

জীবের ভক্তিসুখই স্বাভাবিক আনন্দ, তবে প্রকৃতি সঙ্গদ্বারা যে সুখ উপলব্ধ হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও ভ্রমজনিত ক্লেশ মাত্র। সঙ্গদোষ হইতে এই অনর্থ উদয় হইয়াছে। জীবাত্মা চিদানন্দ-স্বরূপ অতএব ইহার যে প্রকৃতিসঙ্গ অর্থাৎ জড়সঙ্গ এবং তাহা হইতেই ইহার স্বস্বরূপ বিস্মরণ ও দ্বিতীয় বস্তুরূপ প্রকৃতি হইতে সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ক্রমশঃ পতন হয়, তথাহি গীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—'সর্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্।'

প্রাকৃত সঙ্গদোষে প্রাকৃত বিষয়াভিধ্যানের দ্বারা জীবের স্বস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠস্বরূপ এ সমুদায় বিস্মরণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বর্গসুখকে আনন্দ বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং শ্রীভগবান ও ভগবদ্ধাম সম্বন্ধেও ভ্রম ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠ বোধ হয় এবং প্রাকৃত শরীরকে ভগবদ্দেহ বলিয়া ভ্রম হয়। যথা গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ,—
জন্ম কর্মচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি অঙ্গীকার করি, তাহা তত্ত্ববিচার দ্বারা যিনি অবগত হন, তিনি দেহত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। হে অর্জুন, আমার অন্তরঙ্গা-শক্তির অনুগ্রহে তাহারা আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অভাবে আমার জন্ম, কর্ম ও বিগ্রহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। সাধুকৃপাব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদিত হয় না)।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর বাক্য যথা, —

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের অধমূল ভ্রমক্রমে নিত্যবোধ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জলময় অথবা তত্তদ্ভাবাপন্ন কোন কাল্পনিক ধামকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিবেকদ্বারা তাহা তিরোহিত হয়। যথা গীতায়াং ১৫ অধ্যায়ে.—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্বা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

(জীবের সংসাররূপ দৃঢ়মূল কিন্তু বিনশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষকে অসঙ্গ শস্ত্রদ্বারা (অথবা সাধুসঙ্গ দ্বারা) ছেদন করিয়া সত্যবস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দ লাভে নিবৃত্ত হয় না)।

এই প্রাকৃত ভ্রম অতিশয় অনিষ্টকর অতএব সূত্রকার এই বিষম রোগের ঔষধি নিরূপণ করিতেছেন।

ইদানিমুক্ত ভ্রমনিবৃত্তিসাধনং দর্শয়তি,—

বিবেকেন ততো বিমুক্তিঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ পূর্ব্বোক্তাদুভয়বিধ ভ্রমাজ্জীবানাং বিমুক্তির্বিবেকাৎ জীবাত্মপরমাত্মনোস্তত্ত্ব বিচারাৎ ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্জেত; ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

(উক্ত দুই প্রকারের ভ্রম হইতে উদ্ধারের উপায়রূপে বলিতেছেন,—বিবেকের উদয়ে এই ভ্রম হইতে জীব নিস্তার লাভ করে। বিবেক-বিচার অর্থাৎ আত্ম, অনাত্ম, জীবাত্ম, পরমাত্ম, সাধ্য, সাধন ইত্যাদি তত্ত্বের সম্যক্ বিচার দ্বারা ভ্রমবিমুক্তি ঘটে। এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—কেহ যদি আত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া ভগবদ্দাসরূপ শুদ্ধ জীবাত্মাই আমি এরূপ অনুভব যখন প্রাপ্ত হন, তবে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় এবং কাহার প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন? মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—সর্বকারণ-স্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে

তত্ত্বতঃ জানার ফলে জীবের হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি মুক্ত হয়, সমস্ত সংশয় তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়, সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হয় এবং সেই জীব পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কৃপারূপ আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার-বিনাশ, বস্তুতত্ত্বজ্ঞান এবং সেবাপ্রাপ্তি ঘটায়)।

পূর্ব্বোক্ত দুই ভ্রম অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম কেবল বিবেকের দ্বারা তিরোহিত হয়। পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে যে এই দুই ভ্রম দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ, যাহা নচিকেতা অগ্রাহ্য করিলেন। এক্ষণে ভগবদ্‌গীতার বাক্যের দ্বারা বিবেকপ্রণালী কথিত হইতেছে,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ (গীতা ৪, ৩৩)

(যদিও এইসকল কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদিত হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদায় সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহাই জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, সমস্ত কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচনা রহিত হয়, তখনই এই ব্যাপার-সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচনা ক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুতঃ দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে)।

সেই জ্ঞানের অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন, (গীতা ৪, ৩৯)

শ্রদ্ধাবান, লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। যাহায় নিষ্কাম-কর্মযোগে শ্রদ্ধা হয় নাই, সে ব্যক্তি তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্বক সে সাধক অতি শীঘ্রই পরাশান্তি লাভ করে)।

যে কোন ঘটনায় হউক, যদি কোন ব্যক্তির ভ্রম-নিরসনের স্পৃহা জন্মে, তাহার উপায় অন্বেষণে যে প্রবৃত্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসও বলা যায়। কেহ কেহ স্বাভাবিক গতিক্রমে যখন অনর্থে অরুচিবোধ করেন, তখন তাঁহার এই শ্রদ্ধা হয়; যথা গীতায়াং—

অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ (১৬, ১৬)
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মন। কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ংত্যজেৎ ॥ (১৬, ২১)
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (৭, ১৬)

(অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত বিষয়ী পুরুষগণ বৈতরণী আদি অশুচি নরকে পতিত হয়। আত্মবিনাশী নরক-দ্বার তিন প্রকার—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম পুরুষ ঐ তিনটী পরিত্যাগ করিবেন। বৈধ জীবনাবস্থিত সুকৃত-ব্যক্তিদিগেয় মধ্যে চারিপ্রকারের লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য। ইঁহারা আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী যথা গজেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, ধ্রুব ও চতুঃসন। ইঁহাদের মধ্যে আর্তভক্তরাই বহু সংখ্যক)।

তথাচ ভাগবত প্রথম স্কন্ধে কুন্তীবাক্যং—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্রতত্র জগৎপতে। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্॥

(হে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিপদে আমাদের এমন বিপদ উপস্থিত হউক, যদ্দ্বারা প্রেমপ্রাপক ও মুক্তিদায়ক আপনার মঙ্গলময় দর্শন আমরা পদে পদে লাভ করি)।

কাহারো কাহারো সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সাধুর কৃপার দ্বারা এই শ্রদ্ধার উদয় হয়, যথা নারদ পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—

শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। অনিমিত্তাচ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা॥

যথা বৃক্ষলতানাঞ্চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ। বর্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্যকিরণেন চ॥

তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ। বর্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ॥

শ্রদ্ধার উদয় হইলে জ্ঞানোপদেশ এই প্রকার হয় যথা গীতায়াং—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(শ্রদ্ধালু সাধক আচার্যের নিকট যাইয়া নিজের অধিকার, কর্মজ্ঞানের ভেদ-বিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহার প্রথা এই,—তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন)।

উপদেশ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধামতত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ জড়ে বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধি বিগত হয় যথা গীতায়াং—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(মানব-চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, কিন্তু ভগবজ্‌জ্ঞান বিলক্ষণ এবং মানবচিন্তার অতীত। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ 'মনুষ্য' হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ-সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ স্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, এই ভগবজ্‌জ্ঞান গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে লভ্য হয়,—তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥)।

তত্ত্বানুশীলন পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হইলে প্রপত্তির উদয় হয় তথাহি গীতায়াং—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্য বস্তুর যে বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম, তাহা জানিতে পারিলে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পরম-চৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে এবং তখন অনুভবলাভ করে যে এই সমস্ত জগতে ভগবান্ বাসুদেবের সম্বন্ধ অবস্থিত, অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ যাহাদের ভগবৎপ্রপত্তি তাঁহারাই মহাত্মা ও দুর্লভ। এবম্বিধ ভক্ত,—স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র করয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি)।

বিবেকের দ্বারা কি স্থির হয়, তাহা বলিতেছেন,—

ন চ প্রাকৃতবদিন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বং বৈকুণ্ঠস্যাধক্ষজত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

নন্নু বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং দ্রষ্টুং তে মুনয়োগতা ইত্যাদৌ অনেক দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতীনাং বৈকুণ্ঠলোক গমনং শ্রীভগবদ্দর্শনং পুনঃ প্রত্যাগমনাদিকং বর্ণিতমস্তি কথমুচ্যতে অজ্ঞান জন্য এষ এব ইত্যাশঙ্কাং নিরাকর্তুমুনত্রিংশৎ সূত্রমারব্ধবান, শ্রীসূত্রকারঃ ন চেতি। ন চ প্রাকৃত ঘট পটাদি বিষয়বৎ ইন্দ্রিয়গোচরত্বং বৈকুণ্ঠস্য ভগবল্লোকস্য ভগবতো বা ভবতি অধোক্ষজত্বাৎ তস্য অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তত্রহ ইন্দ্রিয়-গোচরত্বেন বর্ণিতাস্তদ্বৎ বৈকুণ্ঠাদয়স্তু মায়াকল্পিত বৈকুণ্ঠঃ, পরাবৈকুণ্ঠ কল্পিতো যেন. লোকলোক নমস্কৃতং ইতি স্মরণাৎ। অন্যথা পুনঃ প্রত্যাগমন ন স্যাৎ স্যাচ্চেৎ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি শ্রীমুখোক্তিরপ্যন্যথা স্যাৎ। যতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি শ্রুতিশ্চ।

(অতীন্দ্রিয়-স্বরূপ হেতু বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত জগতের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ভগবদধিষ্ঠানরূপ বৈকুণ্ঠলোক যখন অতীন্দ্রিয় ধাম, কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায়, অনেক দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ইত্যাদীরা বৈকুণ্ঠগমন ও ভগবদ্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহা কি অজ্ঞগণের উক্তি ? এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন বৈকুণ্ঠধাম প্রাকতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। ঋষিগণের ইন্দ্রিয়গোচররূপে বর্ণিত বৈকুণ্ঠকে মায়িক বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মাণ্ডের সংশ্লিষ্ট বৈকুণ্ঠ বলা যায় ; কিন্তু পরাবৈকুণ্ঠকে জানিতে হইবে লোকলোক নমস্কৃতঃ অথবা সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ। এই পরাবৈকুণ্ঠ হইতে ইহজগতে প্রত্যাবর্তন নাই। যদি প্রত্যাগমন হয়, তবে ভগবানের শ্রীমুখবাণী 'যেখানে যাইয়া কেহ প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম' এবং 'আমাকে লাভ করিয়া হে কৌন্তেয়, কাহারও পুনর্জন্ম দৃষ্ট হয় না'—ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও আছে,—যাঁহাকে না পাইয়া প্রাকৃত বাণী এবং মন প্রতিনিবৃত্ত হয় ইত্যাদি)।

বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ কুণ্ঠতারহিত অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত। আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতি প্রকৃতির গুণ দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত গুণই কুণ্ঠতাযুক্ত। প্রাকৃত পদার্থে স্থিতি-বিরোধ নামক একটী গুণের আবিষ্কার হইয়াছে। ঐ গুণবশতঃ এক পদার্থকে স্থানান্তর না করিলে অন্য পদার্থ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পদার্থে ঐ গুণটী না থাকায় বিস্তৃতিরূপ প্রতি-বন্ধকতা নাই। অতএব তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে বৈকুণ্ঠ বলিয়া একটী স্থানের বর্ণনা অনেক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যথায় ঋষিগণ সময়ে সময়ে গমন করেন, তাহাকে যথার্থ বৈকুণ্ঠ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহাতে অনেক প্রাকৃত গুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ অপেক্ষা ঐ ধামের সূক্ষ্মত্ব বিবেচিত হওয়ায় তাহাকেও সত্বধাম কহা হইয়াছে যথা, তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।

এই পূর্ব্বোক্ত সত্বধামকে মায়িকবৈকুণ্ঠ কহা যায়। তদপেক্ষা একটী বিশেষ নির্ম্মল ধামের বার্তা আছে, ইহা অন্যান্য সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তত্র প্রমাণ এই যে.—

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকলোক নমস্কৃতঃ।

বৈকুণ্ঠ কল্পনাদির অর্থ ঐ মায়িক বৈকুণ্ঠে উত্তম সংলগ্ন হয় না ; কিন্তু পূর্ব্বাবধি তাহাতে বৈকুণ্ঠ নাম আরোপিত হওয়ায় ঐ সত্ত্বগুণের প্রতিভারূপ অবস্থাকে বৈকুণ্ঠনামে আবদ্ধ রাখিয়া স্বতঃসিদ্ধ-বিশ্বাস নিরূপিত নির্গুণ বৈকুণ্ঠ ধামকে নিত্য-বৈকুণ্ঠ বা গোলোকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, যথা নারদপঞ্চরাত্রে সদাশিব বাক্যং-—

গোলোকো নিত্য বৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মণো বৈকুণ্ঠ দর্শনং বর্ণিতং—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥

(বস্তুসিদ্ধির পরে ভক্ত আর প্রাকৃত জগতে থাকে না, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। ভগবান্ শ্রীহরি সম্পূজিত হইয়া ব্রহ্মাকে ঐশ্বর্যধাম স্বলোক দেখাইলেন। যে লোকের শ্রেষ্ঠ আর লোক নাই। সংক্লেশ, বিমোহ ও ভয় সেখানে নাই। সেই স্থানে ভগবান্ আত্মদৃক্-পুরুষগণ কর্তৃক সর্বদা সংস্তুত। সেখানে রজস্তম এবং তদুভয়মিশ্রিত সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই। কাল তথায় ভূত-ভবিষ্যৎ লক্ষণে ছিন্ন হয় না, সর্বদা বর্তমান লক্ষণে লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র তথায় অবস্থিত। জড়মায়া সেখানে যাইতে পারে না, অন্যের কথা কি ? শ্রীহরির অনুব্রত সুরাসুরার্চিত ব্যক্তিগণ সেখানে নিত্য অবস্থিত। সে ধামের নাম নিত্য-বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও সে ধাম বিরাজমান থাকে)।

অন্তরাত্ম-চক্ষুদ্বারা যখন ব্রহ্মা ঐ বৈকুণ্ঠধাম ও ভগবদ্বপু দর্শন করিলেন, তখন,—

তদ্দর্শনাহ্লাদ পরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্‌, যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে॥

(সেই ভগবৎস্বরূপ দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত ও অঙ্গ পুলকিত হইল। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। পরমহংস ভক্তগণের পথ অবলম্বন করিলেই সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয়)।

তত্রৈব দশম স্কন্ধে ব্রহ্মমোহাপনোদনে ব্রহ্মস্তোত্রে দ্বিতীয় শ্লোক :—

অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা কহিলেন,—আমার প্রতি কৃপাদ্বারা, ভক্তবাৎসল্যহেতু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় প্রকটিত ভবদীয় এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিংবা অন্যে কেহ সমর্থ নহে ; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য)।

পূর্বোক্ত বিবেকের দ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে যথা, (মুণ্ডকোপনিষদি)—

হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

(নির্ম্মল, নির্বিকার ও অখণ্ড সেই পরমাত্মা প্রকাশময় পরম ধামে নিত্যকাল বিরাজমান আছেন ; তিনি সর্বথা বিশুদ্ধ, সমস্ত জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রকাশক। এই পরতত্ত্বকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারাই অবগত আছেন)।

অনেক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার হইয়া ইহাকে ব্রহ্মপর কহিয়া থাকেন, ভগবৎপর বলিয়া স্বীকার করেন না। নিগূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইবে। প্রথমতঃ তত্ত্ব এক বই দুই নয়।

যথা চৈতন্যপ্রভু-ধৃত ভাগবতবচনং —

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান একতত্ত্ব হইলেও সাধন সম্বন্ধে কিছু ভেদ দেখা যায়। যথা, ভগবানই উপাস্য তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম তাহার জ্যোতিমাত্র এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ।

নারদ পঞ্চরাত্রে,— জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।

এ স্থলে জ্যোতিই ব্রহ্ম অতএব 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্,' 'মহৎযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদি গীতা বচনের পোষক হইল। এক অর্থে ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিমাত্র।

তদ্রূপ 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' ইত্যাদি গীতা বচনের দ্বারা পরমাত্মরূপে ভগবানই জগতে ব্যাপিত আছেন এরূপ সিদ্ধ হয়, অতএব পরমাত্মা ভগবানের অংশ হইয়া যায়।

বাস্তবিক অংশ ও জ্যোতি শব্দাদির অর্থ স্পষ্টকরণার্থে বাক্য প্রয়োগ মাত্র। মূলতত্ত্ব এই যে ভগবান্ সকল গুণের অতীত অতএব ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অতি বৃহত্ত্ব ও পরমাত্মত্ব অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মত্ব— এই উভয় গুণের দ্বারাই ভগবান ব্যাখ্যাত হন না। এজন্য শ্রীমন্মাহাপ্রভু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বাপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বকে সাধনা বিষয়ে পূর্ণত্ব-প্রকাশক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রহ্মশব্দে বা পরমাত্মশব্দে বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেন নাই। নতুবা তিনি এরূপ কিজন্য কহিবেন,—'সেই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই নামত্রয়র মধ্যে যে নামেই হউক্, বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বের বিশুদ্ধতাই প্রয়োজন অতএব প্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতার নিম্নলিখিত বচনটীই তদ্বিষয়ে মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন.—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই জীবের আলম্বন। কিন্তু সেই বিগ্রহে কোন প্রাকৃত গুণ আরোপ করিতে গেলে মায়িক মূর্তি হইয়া যায়। অতএব বেদ কহিলেন,—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশাবাস্য ৮)

(পরমভাগবত ভক্তপুরুষ ভক্তিনেত্রদ্বারা সর্বত্রই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন,—তিনি কর্ম্মফলজনিত প্রাকৃত সূক্ষ্ম অথবা পাঞ্চভৌতিক অস্থি-শিরা-মাংসাদিময় ষড়্‌বিকারযুক্ত স্থূল-দেহ রহিত, ছিদ্ররহিত, দিব্য সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহধারী ; যিনি সর্বদ্রষ্টা, সকলের জ্ঞাতা, সকলের নিয়ন্তা, সর্বাধিপতি। তিনি কর্মের অধীন নহেন, কিন্তু স্বেচ্ছা সহকারে প্রকটিত হন এবং অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত জীবগণের জন্য তাহাদের কর্মানুরূপ সমস্ত পদার্থ যথাযোগ্য সৃষ্টি এবং বিভাগের ব্যবস্থা করেন)।

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ইহার প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে দেবস্তুতি,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীন্মাধ্যন্দিনো জগুঃ। ত্বং হি তৎপরমং ব্রহ্মতুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ॥ দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ। তৎ ত্বংহি শব্দপরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতা বয়ং॥ একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্বৃহদারণ্যকোঽব্রবীৎ। তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ একো বৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্মকম্‌। শ্রুতিদ্বয়স্য বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোঽব্যয়ম্‌॥

সেই বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব বিচার করিতে হইলে প্রাকৃতপদে কি কি বিষয় বুঝা যায়, তাহা নিরূপণ করা কর্তব্য অতএব সূত্র হইল যে,—

অপ্রাকৃতস্য বৈকুণ্ঠস্য পূর্বোক্তমধোক্ষজত্বং স্থিরীকর্তুমিন্দ্রিয়াদীনাং প্রাকৃতত্বং প্রকটয়তি।

ইন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াস্তজ্জাতভাবাশ্চ মনসাসহ প্রাকৃতাশ্চিদুপাধিত্বাজ্জন্যত্বাচ্চ ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি কর্মেন্দ্রিয়ানি চ তেষাং বিষয়াঃ রূপ রসাদয়ঃ বিষয়পদমুপলক্ষণং কর্মেন্দ্রিয়-বিহিতগত্যাদিক্রিয়াশ্চ তজ্জাত ভাবাঃ বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিতমানসবিকারাশ্চ মনসাসহ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মকং মনোঽপি সর্ব্ব এব এতে পদার্থা প্রাকৃতা প্রকৃতি-সম্বন্ধিন এব চিদুপাধিত্বাৎ যতশ্চিৎ-পদার্থোপাধয় এতে জন্যত্বাচ্চ সৃজ্যকার্যবর্গত্বাৎ। এবমেতেস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানীতি তন্মনোঽসৃজত ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

(বৈকুণ্ঠধামের অতীন্দ্রিয়ত্ব স্থিরকরণার্থ ইন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্ব প্রকাশ করিতেছেন,—বদ্ধজীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, তাহাদের বিষয়রূপ যে প্রাকৃতরূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, কর্মেন্দ্রিয়সকলের গতি, গ্রহণ, শব্দোচ্চারণ, বিসর্জন ইত্যাদি ক্রিয়াসকল এবং এ সকল ইন্দ্রিয়-জাত মানস বিকার, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাব এবং একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ মন—এ সমস্তই কার্যরূপ সৃজ্যপদার্থ বলিয়া চিদ্রূপ-জীবাত্মার উপাধিস্বরূপ কেবল প্রাকৃত পদার্থ)।

সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের দ্বারা যত প্রকার ভাবের উদয় হয় এবং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন এ সমুদায় প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়সকল দেহময় অতএব ভৌতিক। ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যে সমুদায় ভাব বা আভাস অন্তঃস্থ হয়, সে সকলও ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ মাত্র। পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্বযান ও নদী-সকল যদিও প্রতিরূপাকারে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃস্থ হয়, তথাপি তাহারা প্রাকৃতই থাকে। ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ কখনই অভৌতিক হয় না। স্বর্গাদির ভাব মনে যে উদয় হয় সে সকলও প্রাকৃত। মনও প্রাকৃত পদার্থ। অনেক অদূরদর্শী পুরুষ মনকে অপ্রাকৃত বোধ করে, কিন্তু গাঢ় বিচার করিলে মনকে

প্রাকৃতই বোধ হইবে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, অতএব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক নহে। মনের ধর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-দত্ত ভাব-নিশ্চয়কে ধারণ করতঃ তাহাতে অনুভাবনা, বিভাবনা ও যুক্তিদ্বারা অনেক কল্পিত বিষয়ের উদয় করান। এ সমুদায় কার্যই জীবের বদ্ধাবস্থার কর্ম্ম। মুক্তাবস্থার জ্ঞান সাধ্য নহে, সিদ্ধরূপে অবস্থান করে। যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন উপাধিক বৃত্তি মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব কঠোপনিষদি,—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পবমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

(জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সমূহ বলবান্, বিষয়-সমূহ হইতেও মন বলশালী, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও এ সকলের স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। এই জীবাত্মার অপেক্ষা ভগবানের অব্যক্ত অথবা মায়া শ্রেষ্ঠ, মায়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান্, পরম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, কারণ তিনি সকলের পরাৎপর পুরুষ এবং সকলের পরমাশ্রয়)।

সম্বন্ধ প্রকরণম্

অথ চিৎপ্রকরণ-নির্ণীতানাং জীবানাং সচ্চিদানন্দপূর্ণ পরমেশ্বর প্রাপ্ত্যুপায় প্রদর্শনায় স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধদ্যোতকং চতুর্থ প্রকরণমারভতে তত্র ভক্তেঃ সিদ্ধান্ত লক্ষণমাহ।

ভক্তিঃ পূর্ণানুরক্তিঃ পরে॥ ৩১॥

পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অব্যবচ্ছিন্না অখণ্ডিতা অনুরক্তিরেব ভক্তিরিতি ভক্তের্লক্ষণং রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ।

(চিৎপ্রকরণে নির্ণীত জীবগণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনার্থ জীবেশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধরূপ ভক্তি সিদ্ধান্ত এই চতুর্থ-প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণানুরাগকেই ভক্তি বলা যায়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—সেই পুরুষোত্তম ভগবানই পূর্ণানন্দময় রসস্বরূপ। অনাদিকাল হইতে ঘোর সংসার-যাতনাগ্রস্ত জীবসমূহ কেবল এই রসময় ভগবান্‌কে পাইলেই আনন্দযুক্ত হয়।

নত্বা প্রভুপদাম্ভোজং প্রেমানন্দপ্রকম্পিতঃ। সঞ্চিনোমি প্রযত্নেন বিন্দূন্ ভক্তিসুধাম্বুধেঃ॥
নিত্যানন্দমহং নৌমি তথা সীতাপতিং প্রভুম্। হরিদাসং বৈষ্ণবাগ্র্যং পণ্ডিতঞ্চ গদাধরম্॥
শ্রীরূপং তদ্‌ভ্রাতরঞ্চ বন্দে ভক্তান্ মহাজনান্। যেষাং কৃপাজলোৎসিক্তা শ্রীকৃষ্ণ-করুণালতা॥
নরোত্তমাদীন্ বন্দেহং প্রেমভক্তি প্রবর্তকান্। সার্বভৌমং স্বরূপঞ্চ গোবিন্দাদীন্ প্রভোঃ প্রিয়ান্॥

বাল্মীকিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদং দেবদর্শনম্। ব্যাসং বৈয়াসকিং সূতং ভবং প্রহ্লাদমুদ্ধবম্,॥
সনকাদীন্ শৌনকাদীন্ বিষ্ণুরাতং মহোদয়ং। ভীষ্মঞ্চ কপিলং দেবং ধ্রুবং প্রাচীনবর্হিষম্॥
অম্বরীষং মহাত্মানং নবযোগেশ্বরাংস্তথা। সর্ব্বান্ ভাগবতান্ বন্দে প্রাচীনান্, ভক্তিকোবিদান্॥
এতেষাং বিশ্বমান্যানামঙ্ঘ্রিরেণু প্রসাদতঃ। মম মন্দমতেরস্তু ভক্তিব্যাখ্যানদক্ষতা॥

চিৎ ও অচিৎ এই উভয়বিধ পদার্থের পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে, অখণ্ডিতা অনুরাগকে ভক্তি বলা যায়। রাগ ও জ্ঞানে ভেদ এই যে, শুষ্কোপলব্ধিকে জ্ঞান ও রসযুক্ত উপলব্ধিকে রাগ কহা যায়। জ্ঞান কাঠিন্যসূচক কিন্তু রাগ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিন্তার সমাপ্তি হয় কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য হয়। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী। জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃতি হয়। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা দেখা যায়। জ্ঞান উদাসীন কিন্তু রাগ দাস্যপর। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। অতএব চিদানন্দময় জীব জ্ঞান ও রাগবিশিষ্ট অথবা জ্ঞান ও রাগাত্মক। জ্ঞান জীবের স্বরূপ এবং রাগ জীবের বৃত্তি। জীবের সেই অবস্থাকে মুক্ত বলা যায় যখন ঐ রাগরূপা প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অবস্থিতি করে। প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর যদিও তুলনা সম্ভব নহে, তথাপি সকলের বোধগম্য করিবার জন্য একটী তুলনা দেওয়া যাইবেক। প্রাকৃত পদার্থে একটী বিশেষ গুণ আছে তাহার নাম আকর্ষণ। প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে ইহা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। যে স্থলে পরমাণুসকল পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তথায় অধিক পরমাণু মিলিত পিণ্ড অল্প পরমাণুযুক্ত পিণ্ডকে আকর্ষণ করে। ইহার উদাহরণ এই যে, কোন দ্রব্য পৃথিবী দ্বারা আকর্ষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বে চিৎপদার্থসকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং সমুদায় চিৎপদার্থ পূর্ণ-চৈতন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয়। চিৎ পদার্থের আকর্ষণই রাগ। রাগরূপা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরস্পর থাকায় যদি কেহ ঈশ্বরে পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রতি উত্তর এই যে, যদিও চিৎ-পদার্থ সকল পরস্পর আকর্ষণ করে তথাপি তাহারা সকলেই পূর্ণ-চৈতন্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত হয় না। ইহার প্রাকৃত উদাহরণ এই যে যদি কোন ব্যোমযানস্থিত দুইটী পুরুষ পরস্পর বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে থাকে এবং ঐ ব্যোমযান বৃহৎপিণ্ড পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ পরস্পরাকর্ষণ কখনই বৃহদাকর্ষণের বেগকে কম করিতে পারে না।

এক্ষণে শাস্ত্র বিচার করা কর্ত্তব্য। তথাহি তলবকারোপনিষদি,—তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বন-মিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।

(সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরই সকলের আত্যন্তিক প্রিয়বস্তু। যদিও তাঁহাকেই সকলে কামনা করে, কিন্তু মায়িক অজ্ঞতাবশে তাঁহাকে না জানিয়া সংসার-সুখের অন্বেষণ করে। এই রহস্যকে জানিয়া সাধকের একান্তভাবে সেই পুরুষোত্তমের আনন্দময় স্বরূপের নিত্য নিরন্তর উপাসনাই কর্তব্য। এইভাবে নির্ম্মল-হৃদয়-সাধক যখন সেই সর্বপ্রিয় আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের সমস্ত প্রাণী সেই ভক্তকে নিজের সুহৃৎ মনে করিয়া তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করে, অর্থাৎ ভগবদনুভূত ভক্ত সকল প্রাণীর প্রীতিপাত্র হন)।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে,—

সর্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(সমস্ত অন্যাভিলাষিতাকে পরিত্যাগ করিয়া ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া আনুকূল্যময় চেষ্টা দ্বারা নির্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত দেহ ও অন্তঃকরণ দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়)।

তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে,—অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তি পুরুষোত্তমে। (৩, ২৯, ১২)

(শ্রীকপিলদেব বলেন,—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি উদাহৃত হইল, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অব্যবহিতা-শব্দে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম-যোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে, তদ্রহিতা)।

তথাচ তত্রৈব,— দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ (৩, ২৫, ৩২)

(বেদোদিত ক্রিয়া-বিষয়ক সত্বরজস্তমগুণলিঙ্গদ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে সত্ত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি, তাহাই ভক্তি। ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলানুসন্ধান রহিতা। তাহাই সাযুজ্য মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষের জঠরাগ্নি যেমন বিনা যত্নে ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ এই শুদ্ধাভক্তি বাসনাময় লিঙ্গ-শরীরকে অতি শীঘ্রই ক্ষয় করিয়া সংসার-মুক্তি প্রদান করে)।

তথাচ ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(কৃষ্ণসেবার অভিলাষ ব্যতীত অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, অভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ও স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি)।

তথাচ শাণ্ডিল্য সূত্রং—সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥

এই সমুদায় প্রমাণের দ্বারা সূত্রবাক্য উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিৎপদার্থ ও অচিৎ পদার্থের পরস্বরূপ যে পরতত্ত্ব তাহাতেই যে ভক্তি করা প্রয়োজন তাহা 'যা ভক্তি পুরুষোত্তমে, কৃষ্ণানুশীলনং, সত্ত্বএবৈকবৃত্তি এবং হৃষীকেশব-সেবনং'—এই সকল হইতে স্পষ্ট হইতেছে। পরমেশ্বরে যে অনুরক্তি প্রয়োজন তাহা আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ইত্যাদি বচন হইতে স্পষ্ট হইবে। পরমেশ্বরে ঐ অনুরক্তি যে পূর্ণভাবেই প্রযুজ্য,—তাহা 'অব্যবহিতা,—অহৈতুকী' প্রভৃতি শব্দ হইতে উপলব্ধ হয়। 'সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি' এই বেদবাক্য দ্বারা, ভৌতিক জগতে যে আকর্ষণের অবস্থান, তাহার ন্যায় ভক্তি যে সকল জীবের বৃত্তি তাহা প্রমাণ হইল।

এবং লক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ সর্ব্বত্রানমুপলব্ধেরধিকারিভেদেন ভক্তিভেদং নিরূপয়তি,—

তস্যাঃ স্বরূপং ফলমুপায়শ্চেতি॥ ৩২॥

জীবানাং মুক্তবদ্ধাবস্থা ভেদাদধিকারভেদেন ভক্তিস্বরূপং দ্বিবিধং ফলভক্তিরুপায়-ভক্তিশ্চেতি তত্র মুক্তজীবেষ্ ফলভূতা ভক্তিঃ সিদ্ধিরূপা প্রেমভক্তির্মুখ্যা বদ্ধজীবেষু উপায়-ভক্তিস্তু ভক্ত্যুপায়ভূত সাধনরূপা কিন্তু আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদৌ আয়ুস্কারণে ঘৃতে আয়ুস্তাদাত্মমিব ভক্তিসাধনেষু ভক্তিরিতি ব্যাপদেশো গৌণ এব, যথা-সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ইত্যাদৌ কীর্তনজপনমস্কারাদীনাং ভক্তিসাধনত্ব কথনাৎ ভক্তেঃ পৃথকত্বং প্রতিপাদিতমিতি।

(পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তিরূপ এই ভক্তি সর্বত্রই দৃষ্ট না হইবার কারণ এই যে জীবের শ্রেষ্ঠ-বৃত্তিরূপ এই ভক্তি অধিকার-ভেদে ভিন্ন হইয়া লক্ষিত হয়। ভক্তিস্বরূপের মুখ্য প্রভেদ সম্বন্ধে বলিতেছেন, ফলভক্তি এবং উপায়-ভক্তিরূপে ইহা দ্বিবিধ। ফলভক্তি বা সিদ্ধরূপা প্রেমভক্তি মুক্তজীবের বৃত্তিরূপে অবস্থান করে ; এবং বদ্ধ-দশায় উপায়ভক্তি অথবা ভক্তিপ্রাপ্তির উপায়ভূত সাধনভক্তিরূপে ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'আয়ুর্বৈঘৃতম্'—এই উক্তি অনুসারে ভক্তিই ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন। গীতায় দৃষ্ট হয়, আমার ভক্তিসাধক সাধুগণ সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন। এবং আমাতে শরণাপত্তি স্বীকার করিয়া দৃঢ়তা সহকারে আমার অনুশীলন করেন। ইহার দ্বারা প্রেম-ভক্তির উপায়রূপ সাধন-ভক্তি ব্যাখ্যাত হইল)।

রাগরূপা ভক্তিই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। অতএব জীবের অবস্থাভেদে ভক্তিও দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভক্তির নাম ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি। মুক্ত অবস্থার ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ অতএব তাহার কোন বিশেষণ নাই অতএব ফলরূপ বিশেষণ তাহাতে নিযুক্ত করা অনর্থক এরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু বদ্ধজীবেরা যখন ভক্তিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করিবে তখন কোন এক বিশেষণের দ্বারা মুক্ত অবস্থার ভক্তিকে ব্যাখ্যা না করিলে তাহার প্রকৃত বিচার হইতে পারে না। এই জন্যই ভক্তিকে ফলভক্তি কহা গেল, এবং সাধনকে উপায়ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইল। গীতাতেও এই প্রকার ভক্তির বিভাগ দেখা যায় যথা, (১৮, ৫২-৮৫)—

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

(বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযত কায়বাক্মানস, ধ্যানযোগ-বৈরাগ্যাশ্রিত ; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ ইত্যাদি হইতে পরিমুক্ত ; নির্মম ও শান্তপুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন। জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্যরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। ব্রহ্মস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরাভক্তি অর্থাৎ নির্গুণাভক্তি লাভ করেন। এই শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে আমার স্বরূপ এবং স্বভাব ভক্তজীবের বোধগম্য হয়। আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া জীব বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করে এবং আমার সঙ্গে (ভগবানের সঙ্গে) লীলায় যোগযুক্ত হয়)।

প্রথমে সাধন-ভক্তির দ্বারা পরাভক্তি অর্থাৎ ভাবভক্তি অর্জিত হয়। তদনন্তর ঐ ভাবের সহিত তত্ত্ববিচার থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যাহার থাকিলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ধাম-প্রবেশ হয় অর্থাৎ প্রেমরূপা বিশুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে নৈষ্ঠিকী ভক্তি কথনে সদাশিবেনোক্তং—'অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা।'

নৈষ্ঠিকী অনিমিত্তা উপায়ভক্তির দ্বারা হরিদাস্যরূপ ফলভক্তির লাভ হয়।

ইদানিং পরভক্তেরনন্যাপেক্ষিতাং দর্শয়তি,—

ফলভক্তে র্নাঙ্গমেকত্বাৎ স্বতসিদ্ধত্বাচ্চ ॥ ৩৩॥

ফলভক্তেরন্যাপেক্ষা নাস্তি একত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাৎ রাগবৃত্তিত্বেন স্বত সিদ্ধত্বাচ্চ ন সাধনাপেক্ষেত্যর্থ নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতেতি ভক্তিসিদ্ধান্তে দর্শনাৎ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিতি শ্রুতেশ্চ।

(পরাভক্তির অনন্যাপেক্ষা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, অদ্বিতীয়ত্ব-প্রযুক্ত ফলভক্তির কোন ইতর অঙ্গাদি নাই, তাহা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। জীবের পরমেশ্বরে অনুরাগ-বৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ ভাব বলিয়া তাহাকে কোন অন্য উপায়দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, কেবল এই স্বতঃসিদ্ধভাবকে হৃদয়ে প্রকট করাইবার চেষ্টাকেই সাধন বলা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও বলেন, এই পরমানুরাগরূপ আনন্দকেই ব্রহ্মবস্তুর রূপ বলিয়া জানিবে। অতএব পরাভক্তি অখণ্ড ও নিরপেক্ষা)।

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ফলভক্তির আভাসমাত্র বদ্ধজীবের পক্ষে প্রতীত হয়। গাঢ় সমাধি-রূপ বিচারযোগে উপলব্ধ হয় যে, মুক্ত অবস্থার ভক্তি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। বিশুদ্ধ রাগমাত্র তাহার স্বরূপ।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ রূপগোস্বামী বাক্যং—

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাম,

জ্ঞানবৈরাগ্যযোর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ ॥

যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে। সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা ॥

(কোনও কোনও ভক্ত্যঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের কথা শুনা যায় বটে কিন্তু ঐ প্রকার ফলশ্রুতি কেবল বিষয়ি লোকদের চিত্তবৃত্তিকেও ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার জন্য বুঝিবে, অন্তর্মুখ ভক্তগণ কিন্তু ঐসব অনায়াস-ভজনেও কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনে দুর্লভ ভক্তির মহাফলাদি শ্রবণ করতঃ রতিলাভ করেন বলিয়া রতিই মুখ্য ফল। তত্ত্বজ্ঞান ও জড়বৈরাগ্য উদিত হইলে ভক্তিমার্গ প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকৃত হয়, ভক্তিতে প্রবেশ হইলে তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহেতু জ্ঞান-বৈরাগ্যের ভাবনা করিলে ভক্তিবিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণ বলেন যে ভক্তিপ্রবেশের পর জ্ঞান ও বৈরাগ্য থাকিলে চিত্তের কঠিনতা হয় ; নানাবাদ নিরসনার্থ তত্ত্ববিচারই জ্ঞানের স্বরূপ এবং দুঃখসহন-অভ্যাসই বৈরাগ্যের স্বরূপ। এই দুইটির অভ্যাসে ক্রমশঃ চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব সুকোমল স্বভাববিশিষ্ট শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি

বিংশতি অঙ্গবিশিষ্ট ভক্তিই পরবর্তী (চল্লিশ অঙ্গযুক্ত) ভক্তিপ্রবেশের হেতু বা দ্বারস্বরূপ। ভক্তিমার্গে আয়াসসাধ্য সাধনাদি থাকিলেও তাহাতে শ্রীভগবানের রূপগুণাদি ভাবনা থাকায় এই ভক্তি সুকুমার স্বভাবই। ইহাতে বিষয়ৌদাসীন্য জাগৃত থাকিলেও হরিসম্বন্ধি বস্তুবিষয়ে যথেষ্ট আদর বর্তমান থাকায় ইহা রসময়। শুষ্ক বা নীরস নহে। সুতরাং শ্রীভগবদ্বিষয়ে নিজচিত্তকে আর্দ্র (রসায়িত) করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কর্ম-জ্ঞানাদি-নিরপেক্ষা ভক্তিরই যাজন করিবেন।

মুক্তজীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিই রাগরূপা ভক্তি; অতএব জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান আধার কিন্তু ভক্তি আধেয়। আধার আধেয়ের অঙ্গ নহে। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ রাগাভাব অতএব অভাবরূপী বৈরাগ্য কখনই রাগরূপা ভক্তির অঙ্গ নহে। জড়ে আসক্তি পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। পরমেশ্বরে অনুরাগ হইলেই সুতরাং জড় হইতে রাগ তিরোহিত হয়। যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু বিরোধিগুণপ্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে কিন্তু তাহার সহগামী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না। তথাহি ভাগবতে (১, ২. ১২)—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

(তত্ত্বজিজ্ঞাসাদি দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদ-পরম্পরাপ্রাপ্ত ও সদ্‌গুরু-দত্ত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন)।

যদি বল, সেবা ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও হইবে না। রাগরূপা ভক্তি প্রবৃত্তি-স্বরূপা অতএব ক্রিয়ারূপা। কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া যাহাকে মুক্তাবস্থায় সেবা কহা যায়। অতএব ভক্তিই স্বয়ং সেবা, এজন্য সেবাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া ভক্তির অঙ্গ বলা যায় না। ভক্তি নিরুপাধিক অতএব অঙ্গরূপ কোন উপাধি ভক্তিতে লক্ষিত হয় না।

যদি বল, অনুধ্যান (যাহা বদ্ধাবস্থায় শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরূপে পরিণত হয়) ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে। রাগ অনুধ্যানের সিদ্ধ অবস্থা অতএব শুদ্ধভক্তির অঙ্গ বলিয়া অনুধ্যানকে বলা যায় না। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্। ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্॥

(যাহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্মগ্রন্থি ছেদন করেন, তাঁহার কথায় রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন?)।

যদি বল সৎসঙ্গ ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও ঘটে না। বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচি-উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।

যথা—ভাগবতে তত্রৈব,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থা নিষেবণাৎ॥

(হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম শুশ্রূষা। ভাগ্যক্রমে এই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না। মহদ্ভক্ত সেবাই সুকৃতি। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎসঙ্গ লাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ-গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎ-সেবা লাভ হয়। মহৎ-সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা। প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক, সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয়)।

পুনশ্চ যদি মুক্তাবস্থায় মুক্তজীবদিগের পরস্পর অনুরাগরূপ আকর্ষণকে সাধুসঙ্গ কহা যায়, তাহা হইলেও তাহাকে ভক্তির অঙ্গ কহা যাইবে না। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তি রাগরূপা এবং ঐ রাগ স্বাভাবিকী চিৎপদার্থের পরস্পর আকর্ষণ মাত্র। পরমেশ্বর পূর্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ অতএব তিনি সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন এজন্য কৃষ্ণনামই তাহার মুখ্য নাম। তাঁহার অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে জীব-সমষ্টির সহিত যে রাগ-বিলাস, তাহাই জীবের নিত্য অভিধেয় তত্ত্ব। এই রাসবিলাসে জীব-দিগের পরস্পর আকর্ষণ ও তৎসমষ্টির কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকর্ষণই রাগরূপা ভক্তি। এস্থলেও মুক্তজীব-সঙ্গও রাগমাত্র। রাগ রাগের অঙ্গ হইতে পারে না অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গ সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ; কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নহে। অতএব গোপী-গীতায়াং গোপিকা বচনম্—

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাংবিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

(হে বীর, তোমার সম্ভোগরসবর্ধন, বিরহদুঃখনাশন, নাদিত বেণু কর্ত্তৃক সুষ্ঠুভাবে চুম্বিত, মনুষ্য মাত্রেরই ইতরাসক্তি বিস্মরণকারী মধুর অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর)।

ভাগবতের এই শ্লোকে স্পষ্ট বোধ হয় যে পরানুরাগেই একমাত্র ভক্তি লক্ষিত হয়, ইতরানু-রাগ তাহাতে থাকে না। জীব-সকলকে একত্র করতঃ আকর্ষণ করা ঐ স্বতঃসিদ্ধ-রাগের স্বভাব।

সিদ্ধরূপা পরভক্তিং নিরূপ্য উপায়-ভক্তিং নিরূপয়িতুমারভতে।

উপায়-ভক্তেঃ পরানুশীলনং প্রত্যাহারশ্চাঙ্গম্॥ ৩৪॥

পরানুশীলনং পরস্য ঈশ্বরস্য অনুশীলনং আনুকূল্যেন অনুচিন্তনং প্রত্যাহারঃ ইন্দ্রিয়-জয়াদিরূপং বৈরাগ্যঞ্চ উপায়-ভক্তেঃ অঙ্গং সাধনমিত্যর্থঃ। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ইতি ভগবদুপদেশাৎ।

(পরাভক্তির সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উপায়-ভক্তির নিরূপণ করিতেছেন। এই উপায়-ভক্তির দুই অঙ্গের মধ্যে পরমেশ্বরের অনুকূল অনুশীলনই পরানুশীলন এবং ইন্দ্রিয়-দমনাদিরূপ, জড়বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য প্রত্যাহার-নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতায় ভগবানের সর্বগুহ্যতম উপদেশ অনুসারে,—হে অর্জুন, আমার অত্যন্তপ্রিয় তোমার প্রতি চরম উপদেশ এই যে, তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমাতে ভক্তিযোগ অবলম্বন কর, সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ-স্বরূপ আমারই আরাধনা কর, এবং আমাকেই নমস্কার বিধান কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই চিন্ময়-স্বরূপের নিত্যসেবা লাভ করিবে)।

উপায়ভক্তির দুইটি অঙ্গ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ পরানুশীলন ও প্রত্যাহার। বদ্ধ জীবের পক্ষে উপায়-ভক্তিই অবলম্বনীয়। চিদানন্দ জীবের পক্ষে পরানুশীলনই আনন্দরূপা প্রবৃত্তির সংস্কার এবং প্রত্যাহারই চেতনরূপ স্বরূপের পঙ্কোদ্ধার বলিতে হইবে। বৈকুণ্ঠ অবস্থা হইতে প্রাকৃত অবস্থায় জীবের পতনই তাহার বদ্ধতা অতএব ক্রমশঃ পুনরাগমন-চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, যথা ভাগবতে,—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

প্রত্যাহারই মুক্তির সাধক। যদি কেবলমাত্র ভক্তিবৃত্তির আলোচনা করা যায় অর্থাৎ প্রত্যাহারের নিয়মিত সাধনের প্রতি মনোযোগ না করা যায়, তাহা হইলে ইতরানুরাগের প্রাচুর্যে ভক্তির উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির লক্ষণ পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বটে, কিন্তু লক্ষণই যে যথেষ্ট এমত নহে। রাগের লক্ষণ ইতরানুরাগেও দৃষ্ট হয় যেহেতু ইতরানুরাগও একপ্রকার রাগ। পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বেশ্যা, উপপতি, পতি, স্বর্ণ, অলঙ্কার, গৃহ, পশু প্রভৃতিতেও কাহার কাহার রাগ এত দৃঢ় হয় যে, ঐ সকল পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-ক্রমে অথবা অপচয় বা উন্নতিতে রাগের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল উদয় হয়। এই রাগ ছায়ামাত্র যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী। রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥

অতএব প্রত্যাহারের সহিত রাগের অনুশীলন না করিলে ছায়ামাত্রই থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরে রাগরূপা ভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভাগবতে,—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুতগৃহীতয়া॥

যদিও শুদ্ধরাগের কোনও অঙ্গ দেখা যায় না, তথাপি জড়কুণ্ঠিত রাগে প্রত্যাহার অবশ্যই অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে। ঐ জড়কুণ্ঠিত রাগের ঊর্দ্ধগামী চেষ্টাই পরানুশীলন এবং তাহার পক্ষে যে ভয়ঙ্কর বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক আছে তন্নিবারণের নাম প্রত্যাহার। বদ্ধাবস্থায় প্রতিবন্ধক নিবারণরূপ কার্যের সাহচর্য না পাইলে রাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি কোনও পুরুষে রাগের লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু প্রত্যাহার লক্ষিত না হয়, তাহার ঐ রাগ-লক্ষণকে ছায়া অথবা কৃত্রিম রাগ অথবা ইতরানুরাগে পরানুরাগ-ভ্রম বলিতে হইবে। অতএব রূপ-গোস্বামী বাক্য,—

কিন্তু জ্ঞান-বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি॥

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ। বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥

(কিন্তু জ্ঞানমার্গদ্বারা সাধ্য যে মুক্তি এবং বৈরাগ্যদ্বারা সাধ্য যে জ্ঞান,—এ সমস্ত কেবল ভক্তির সাহায্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-প্রবিষ্ট জনের পক্ষে বৈরাগ্য চিত্তকাঠিন্যকারক বলিয়া হেয়, পক্ষান্তরে বিষয়ভোগও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এক্ষণে কি কর্তব্য ? ইহার উত্তর এই যে, শ্রীহরিভজনে যাঁহার রুচিমাত্র জন্মিয়াছে, তাঁহার বিষয়াসক্তি গুরুতর হইলেও ভজন-ফলে ঐ বিষয়াসক্তি প্রায়ই বিলীন হইয়া যায়। ভক্তি-প্রবেশকালে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আসক্তি থাকিলেও ভক্তির পরিপাকে তাহাও সমস্তই নষ্ট হয়)।

যাঁহাদের ভাবরূপা রাগের উদয় হয়, তাহাদের এই নিম্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা শ্রীরূপ-গোস্বামী বাক্যং—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

(প্রেম-কল্পবৃক্ষের প্রথমাবস্থা ভাবরূপ অঙ্কুর যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিম্নলিখিত অনুভাব-গুলিও প্রকাশিত হইয়া থাকে,—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, নিরভিমানতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণানুবাদে আসক্তি এবং তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি)।

জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহার যে ভাব-ভক্তির সহচর তাহা এই বাক্যে উপলব্ধ হয়। প্রত্যাহার শব্দে কেবল ইন্দ্রিয়-জয় বুঝায় এমত নয়, কিন্তু চিৎপদার্থের ইতরানুরাগ হইতে নিবৃত্তিই বুঝায়। ইতরানুরাগ-নিবৃত্তি যে, রাগের উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অনেক স্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার একই কার্য দ্বারা ঘটিয়া থাকে। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার উভয়ই সম্পাদিত হয়। সামান্য বার্তা ও বৃথা গীতবাদ্যাদিতে কর্ণেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে কিন্তু কর্ণ যদি হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ বিক্ষেপ হইতে প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় এবং একই কালে ও একই উদ্যমে ভাগবতানুশীলনও হইল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে যাবতীয় পরানুশীলনের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সমুদায়ই প্রত্যাহার সম্পন্ন করে ; তবে কিজন্য প্রত্যাহারকে স্বতন্ত্রাঙ্গরূপে স্থাপনা করা হইল ? এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, যদিও সমুদায় পরানুশীলনের প্রক্রিয়াতে প্রত্যাহার হইয়া থাকে, তথাপি সমুদায় প্রত্যাহারের উদ্যমে পরানুশীলন নাই। রসনার প্রত্যাহার-সাধনার্থ যদি উত্তম দ্রব্যের আস্বাদন পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কেবল প্রত্যাহারই উদ্যম হইল তাহাতে পরানুশীলন হয় না। এস্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার এই দুইটিই উপায়-ভক্তির অঙ্গ বলিতে হইবে।

এক্ষণে পরানুশীলন কাহাকে বলিব ইহার নির্ণয়করণার্থে সূত্রকার কহিতেছেন,—

পরানুশীলন সাধনাদি গৌণভক্তেঃ প্রত্যঙ্গানি দর্শয়তি—

শ্রবণ-কীর্তনাদীনি পরানুশীলনোপযোগিত্বাৎ তৎ প্রত্যঙ্গানি ॥ ৩৫ ॥

অতএব উপায়-ভক্ত্যঙ্গস্য পরানুশীলনস্য উপযোগিত্বাৎ সাধনরূপত্বাৎ শ্রবণকীর্তনাদীনি তস্যাঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ উপায়ভক্তেঃ প্রত্যঙ্গানি। সততং কীর্তয়ন্তো মামিত্যত্র কীর্তনাদীনাং উপাসনাঙ্গত্ব শ্রবণাৎ।

(পরানুশীলন-সাধনরূপ উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্গ-সকল দেখাইবার জন্য সূত্রিত হইল যে,—শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভজন-ক্রিয়া-সকল যেহেতু পরানুশীলনের উপযুক্ত, তাহারা এই অনুশীলনের প্রত্যঙ্গরূপে নির্ণীত হইল। শ্রীভগবানের আদেশ দ্বারাও জানা যায় যে, 'সর্বদা আমার গুণগান কীর্তনাদিদ্বারা দৃঢ়ভাবে উপাসনা করিবে)।

ভাবযুক্ত সাধনকে পরানুশীলন কহা যায়। বদ্ধাবস্থায় ভাব সাধনকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভাবের বিশুদ্ধ অবস্থাকে প্রেম কহা যায় যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ,—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং। স্বয়ং প্রকাশরূপাঽপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥

(পূর্বোক্ত সাধন-ভক্তির স্তর রুচি ভগবৎ প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করিলে ভাব-ভক্তি হয়। উহার স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা, 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিতে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির স্বপ্রকাশ 'সংবিৎ' নামক বৃত্তিকে বুঝায়, 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ'—পদে ঐ স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী নামক মহাশক্তিই লক্ষ্য এবং ফলতঃ ইহাতে ঐ হ্লাদিনীর সর্বোর্ধ্ব অবস্থা মহাভাবও ধ্বনিত; সুতরাং সমবেত সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিদ্বয়ের সার-স্বরূপে ভগবৎ-নিত্য-পরিকরগণের হৃদয়ে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত ভগবানের আনুকূল্যেচ্ছাময় পরম-প্রবৃত্তিই বাচ্য। এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপ সূর্যের কিরণ-সদৃশ উদয়িষ্যমান প্রেম-সূর্যের প্রথম ছবিরূপ অঙ্কুর। প্রাপঞ্চিক ভক্তগণে ঐ ভাবের বৈশিষ্ট্যও দেখাইতেছেন—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপে ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশক হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত এবং উহাতে তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি-স্বরূপ লাভ করিয়াব্রহ্মবৎ স্বয়ং প্রকাশরূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়)।

মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত প্রেমকে ভাব কহা যায়। ভাবকেই বদ্ধাবস্থায় রাগের প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু ঐ ভাবরূপা প্রেমের অনুশীলন শারীরিক কার্যের দ্বারা করিলে সাধন নাম প্রাপ্ত হয়। ভাবব্যতীত সাধন কেবল পশুশ্রম-মাত্র যেহেতু তদ্দারা পরানুশীলন হয় না।

শাণ্ডিল্য সূত্রভাষ্যে ধৃত বচনং যথা, গঙ্গাজলে কিং ন বসন্তি মৎস্যাঃ দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি। ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ।

যৎকালে সাধকের সাধন-কার্য হইতে থাকে, তখন মনে ভাব ও আত্মায় প্রেম এই উভয়ই প্রদীপ্ত হয়। অতএব সাধন-কার্যে ভাব ও প্রেমরূপা রাগের ক্রিয়াদ্বারা পরানুশীলন হয়। সাধনই পরানুশীলন। সাধনকালে জীবের দেহ, মন ও আত্মা এ তিনই স্বীয় স্বীয় কার্যে যথাবিধি নিযুক্ত থাকেন। যদি এই প্রকার সুপ্রণালীতে কার্য না হয় তবে সাধন সুন্দররূপে হইল এরূপ বলা যায় না। অতএব সাধন শব্দের উল্লেখেই ভাব ও প্রেম উভয়ই উল্লিখিত হয় এরূপ প্রসিদ্ধ।

সাধনই পরানুশীলন। এই সাধন দ্বিবিধ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-সাধনকে রাগানুগাও বলা যায়। বিশুদ্ধ-রাগের ক্রিয়াকে রাগাত্মিকা বলে। রাগাত্মিকা ক্রিয়া জীবের মুক্ত অবস্থা ব্যতীত হয় না অতএব ব্রজবাসীদিগের পক্ষেই তাহা ঘটনীয়। বদ্ধজীবের পক্ষে রাগানুগা-সাধনই প্রাপ্য। প্রেমরূপী রাগ স্বাধীন ভাবে যখন সাধনাকে চালনা করে, তখন রাগানুগা-সাধন হয়। অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রত্যঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন, যেহেতু রাগ যখন স্বাধীনরূপে প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তখন সে কোন বিধির বশীভূত হয় না; অতএব শাস্ত্রে তাহার প্রত্যঙ্গ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সাধনের রস ঐ অন্তরঙ্গ-সাধনের অন্তর্ভূত।

বহিরঙ্গ-সাধন বৈধী। শাস্ত্রে যে সকল সাধনের নির্ণয় করিয়া বিধি স্থির করিয়াছেন, সেই সকলই বৈধী সাধন। বস্তুতঃ স্বাধীন-বিচারজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে শাস্ত্রবিধি প্রয়োজন নাই অর্থাৎ রাগানুগা হইয়া কর্ম করিলেই হয়, কিন্তু যাহারা বিবেকহীন এবং স্বাভাবিক রাগকে চিনিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে বৈধী সাধনও শ্রেয়ঃ।

যথা রূপগোস্বামী বাক্যং—যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥

(সাধনাদি বিষয়ের সাধারণ প্রবৃত্তিতে কোথাও লোভ, কোথাও বা শাস্ত্র-শাসনই প্রবর্তক হয়। যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হইয়া শাস্ত্র-শাসনই প্রয়োজক হয়, তাহাকে বৈধী বলে)।

এই বৈধী-সাধন ততদিনই কর্তব্য, যতদিন ভাবের আবির্ভাব না হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ,—বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রা তথা তর্ক-মনুকূল সপেক্ষতে॥

(এই সাধন-প্রকরণে বৈধ-ভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে, রতির আবির্ভাবে কিন্তু উহাদের অপেক্ষা থাকে না)।

ঋষিগণ আপনাপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যতপ্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে হরিভক্তি বিলাসে অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটী উপায় উদ্ধার করতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তত্র প্রমাণ তস্য বাক্যং—

হরিভক্তিবিলাসেস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ। কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দিশ্যন্তে যথামতি॥

এই বাক্য হইতে বোধ হয় যে বৈধ অঙ্গ শাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ আছে, যাহা অবলম্বন করিলে মূঢ়-লোকেরও ভাব উদয় হয়। কেবল মাত্র চতুঃষষ্টি অঙ্গই যে নির্ধারিত হইয়াছ এমত নহে। এই সমস্ত বৈধী-সাধন যে সকলই করিতে হইবে, এমতও নহে। ইহার মধ্যে যে কোন মুখ্য অঙ্গ আশ্রয় করা যায় তাহাতেই লাভ হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং,—সা ভক্তিরেক মুখ্যাঙ্গাশ্রিতা বা বহুলাঙ্গিকা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥

(শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মুখ্যভাবে একটি অঙ্গ সাধিত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ গৌণভাবে তাহাতে মিশ্রিত থাকে। এইরূপ ভক্তিকে 'একমুখ্যাঙ্গা' বলে এবং যাহাতে অনেকাঙ্গের মিশ্রণ হয়, তাহাকে 'অনেকাঙ্গা' ভক্তি বলে। স্বস্ববাসনানুসারে একাঙ্গা বা অনেকাঙ্গা ভক্তিতে নিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই সেই ভক্তি সিদ্ধি-দায়িনী হয়।)

এই সকল অঙ্গ-সাধনার ফল রতি যথা রসামৃত সিন্ধৌ,—

কেষাঞ্চিৎ কচিদাঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলং বহির্মুখ-প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ।

রতি উদয় হইলেই বৈধী সাধনের ফল হইল জানিতে হইবে, নতুবা সাধন মাত্রই ফল হয়।

এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামী পাঁচটি অঙ্গ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীমূর্তি-দর্শনে প্রীতি, ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ভক্ত-সহবাস, নামশ্রবণ-কীর্তন এবং মথুরা-মণ্ডলে বাস।

তথাচ গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং —

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপসেতে॥

পুনশ্চ তত্রৈব শ্রীমুখবাক্যং—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজাং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(যাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্যমনা হইয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকেই চরম তত্ত্ব জানিয়া ভজনা করেন। তাঁহারা সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন। আমার নিত্যদাস্য-লাভের জন্য অখিল চেষ্টা দ্বারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভক্তিযোগদ্বারা আমার শরণাপত্তি গ্রহণ করেন। শ্রীভগবান্ আরও বলেন,—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জান। যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই অবুঝ। এতাদৃশ অনন্য ভক্তসকল আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ প্রেমপ্রাপ্ত অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসপর্যন্ত সম্ভোগপূর্বক রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। নিত্যকাল ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমলপ্রেম-যোগ দান করি। তাহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামপ্রাপ্ত হন। আমার প্রতি নির্ম্মল ভক্তি আচরণকারীদের অনুগ্রহ করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল অলৌকিক জ্ঞানদ্বারা আলোক প্রদান করি, যাহা দ্বারা মোহরূপ অন্ধকার-সকল বিনষ্ট করি। কেবল আমাতে ভক্তিযোগদ্বারাই ইহা সম্ভব হয়, জ্ঞান বা তর্কমার্গে চিদালোক পাওয়া যায় না।)

গোস্বামী-বাক্য এবং ভগবদ্বাক্য উত্তমরূপে আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, পরমেশ্বরকে তত্ত্ববিচারের দ্বারা জানিয়া তচ্চিত্ত তদ্গতপ্রাণ হইয়া তাঁহার অপার মহিমা পরস্পর কীর্তন ও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়।

পরানুশীলনরূপ সাধনের আর এক প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানদ্বার এবং ইহাদেরই দ্বারা মন বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া পরানুশীলনে অক্ষম হইয়া পড়ে। রাগের ক্রিয়াকে অনুশীলন বলা যায়। বিষয়ানুশীলন দ্বারা রাগ ইতর পদার্থে নিযুক্ত হইলে আর পরানুশীলন কিরূপে হইবে? অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ-সকলেতে পরানুভব মিশ্রিত করিলেই

কেবল অনুক্ষণ পরানুশীলনেব সম্ভব। অতএব মনের দ্বারা ভগবদনুস্মরণ, চক্ষুর দ্বারা ভগবদ্-ভাবোদ্ভাবনক্ষম শ্রীমূর্ত্যাদি দর্শন, কর্ণ দ্বারা ভগবন্মহিমা শ্রবণ, রসনার দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী কথার অনুবর্ণন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ ভক্ষণ, নাসিকার দ্বারা ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদির আঘ্রাণ গ্রহণ এবং ত্বকের দ্বারা শ্রীমূর্তি স্পর্শ ও সাধুদিগের সহিত আলিঙ্গনই উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে হইবে।

শ্রীমূর্তিদর্শনের শাস্ত্র-প্রমাণ প্রসিদ্ধ, অতএব যুক্তি প্রমাণকেই দেওয়া যাইবে। ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্তি নাই সত্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নাই অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যাগ হয় কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না। আত্মাতে প্রেমদ্বারা পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ কিয়দংশ প্রতীত হন, কিন্তু মনে ধ্যানযোগে কিঞ্চিৎ প্রাকৃত ভাবাপন্ন শ্রীমূর্তির ভাবপ্রকাশ হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ঐ মূর্তি অধিকতর গাঢ় প্রাকৃতত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সাধকগণ ঐ ত্রিবিধ শ্রীমূর্তিতেই সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ভাবকে অর্জন করিবেন,—ইহাই বিধি। দেহ, মন ও আত্মা ঐ ত্রিবিধ অধিকরণে ভগবানের আবির্ভাবকে শ্রীমূর্তি কহা যায় অতএব শ্রীমূর্তি অবহেলনকারী পুরুষদিগকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেবল শুষ্কজ্ঞানী বলা যায়। আত্মাতে যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উদয় হয়, তখন ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তিদের ঐ সম্পূর্ণ-ভাব উচ্ছলিত হইয়া মনপর্যন্ত, তদন্তে দেহপর্যন্ত ব্যাপিত হয়। এইরূপ হইলে দর্শনেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী শ্রীমূর্তির প্রকাশ স্বভাবতই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব-প্রযুক্ত কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত সমুদয় ভাবই নির্দোষ। ফলকথা এই যে, যদি শ্রীমূর্তির দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী রতির উদয় হয়, তবে কেবল নির্বিশেষ চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? নির্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তার ফলই বা কি? কেবল আত্মপ্রসাদ মাত্র। সেই আত্ম-প্রসাদ যদি অধিকরূপে শ্রীমূর্তি-সেবকের প্রাপ্ত হয়, তবে শ্রীমূর্তির ও শ্রীমূর্তিসেবকের নিন্দা কেবল আসুরিক-যুদ্ধ মাত্র। ম্লেচ্ছদিগের,—প্রেম, ভাব ও সাধন ও তত্তৎ অধিকরণরূপ আত্মা, মন ও শরীর এই সকলের তত্ত্ব-বিচার এ পর্যন্ত না হওয়ায় এই শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে তাহাদের গাঢ ভ্রম আছে।

হরিস্মরণাত্মক শ্রবণ-কীর্তন বিষয়ে কোন পক্ষেরই বিবাদ নাই।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে,—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্। ন তথা ফলদং সৌ তে নারায়ণ কথা যথা॥

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—

তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে। ন যাতি নরকং শুদ্ধং সংক্ষীণাখিল কল্মশঃ॥

শ্রবণ-কীর্তনরূপ হরিস্মরণই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অন্য কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অংশে,—

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিস্মরণং পরম্॥

এই হরিস্মরণের সংখ্যা রাখার নাম জপ, অতএব জপকে পৃথক্ প্রত্যঙ্গ কহা যায় না। মালা-জপদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্মরণই হইয়া থাকে ; অতএব 'যেন তেন প্রকারেন কর্তব্যং স্মরণং হরেঃ' —এই শাস্ত্রবাক্যই জপের মূল। ধ্যান ও ধারণাও সংস্মরণ মাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র প্রত্যঙ্গতা স্বীকার করা যায় না।

অতএব ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নয় প্রকার ভক্তি লক্ষণে কিছু কিছু ভেদ আছে, কিন্তু সকলগুলিই স্মরণাত্মক। শ্রবণ-কীর্তনের মাহাত্ম্যের প্রমাণস্বরূপ ঐ বচনটী উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সেবনের প্রতি অনেক তর্কবাদীর সংশয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেকানেক স্থানে ভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, অতএব কেবল যুক্তিই এ স্থলে প্রয়োজন। নির্বিশেষ-বাদীগণ ভগবান্‌কে অমূর্ত ও পূর্ণস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি অর্পণ করা অযুক্ত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, আত্মপ্রসাদই উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। বাক্যের দ্বারা স্তব বন্দনাদি এবং ভগবানের মহিমা বর্ণন করারই বা প্রয়োজন কি ? ভগবান পূর্ণস্বরূপ অতএব তিনি কোনপ্রকার উপাসনা, স্তব, পূজা, বন্দনা বা কীর্তন বাঞ্ছা করেন না; তবে যে ভক্তগণ অহরহঃ তাঁহার যশকীর্তন করতঃ আর্দ্র হইয়া ভ্রমণ করেন, সে কেবল তাঁহাদের রাগোত্তেজিত কার্য বই আর কিছুই নহে। আত্মপ্রসন্নতাই তাহার মুখ্য ফল। তদ্রূপ পূজা ও ভোগাদির জন্য যে দ্রব্য-সংগ্রহ, তাহাও প্রেমোত্তেজিত বলিতে হইবে। যাঁহারা এই অপূর্ব প্রকরণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা ভক্তিহীন ও দুর্ভাগা। ভক্তের সমুদায় জীবনই ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ নিযুক্ত হয়, এ কারণ আহার-বিষয়েতেও ভক্তদিগের ঈশ্বর-ভাবের সহিত সংশ্রব আছে। অনিবেদিত দ্রব্য আহার করিলে স্বার্থসাধন-রূপ প্রলোভন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভক্তি-পূর্বক ভগবদর্পিত নিষ্পাপদ্রব্য ভোজন করিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রেমের কার্য হইয়া থাকে। প্রেমের অনুশীলন অত্যন্ত দুর্লভ অতএব যে কার্যের দ্বারা তাহা হয়, তাহারই মাহাত্ম্য আছে। ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র কহা যায় যেহেতু জড়ানন্দরূপ ভ্রম-পাপকে ইহার দূরীভূত করিবার সামর্থ্য আছে। ক্ষেত্র-মাহাত্মে দৃষ্ট হয়, 'ভোগোপি সাধয়তি যোগফলং হি যত্র।' কর্ম্মশাস্ত্রের শাসনরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই সর্বদা ভক্তির নিকট তুচ্ছ, অতএব বর্ণের উচ্চতা-নীচতা-রূপ যে অজ্ঞানবিধি তাহাও এই পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা সংস্কৃত হয়। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদকে অদ্ভুত বীর্য সম্পন্ন কহা যায়।

তুলস্যাদি আঘ্রাণের দ্বারা অপর লাম্পট্যবৃত্তির উত্তেজকরূপ তীব্রগন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ দ্রব্যর লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ ঘটে। কর্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপন করতঃ মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য এবং আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল-গন্ধ যুক্ত তুলসী চন্দনকে ভগবন্নিবেদিত করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন উভয়ই

হইতে পারে। বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধি আছে। কিন্তু অশ্বত্থ-পূজা প্রভৃতি সামান্য বিধির মধ্যে তাহা পরিগণিত। যদি বাস্তবিক ভক্তিক্রমে চক্রতিলকাদি ধৃত হয়, তাহা হইলে বৈধভক্তির উপকার করে; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সকল বাহ্যলিঙ্গ ধারণ করার নাম ধর্মধ্বজিত্ব। ধর্ম্মধ্বজীরা ভাগবতশাস্ত্রের অধিকারী নহে, অতএব তাহাদিগকে বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত সমান মান্য করা উচিত নহে। কেবল বাহ্য-চিহ্ন যাহারা ধারণ করে, তাহারা দাম্ভিক অতএব তাহাদের সহিত সদ্ধর্মালাপকরণ বা তাহাদিগকে ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতি ভাগবতে একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ। অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাং ॥

(শ্রীভগবান কহিলেন,—হে উদ্ধব! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। ইহা তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দধান, অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য নয়। দাম্ভিক ব্যক্তিরা অভিমানী; সর্বেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব যাহারা বিশ্বাস করেন না, তাহারা নাস্তিক; ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য উদ্ধার যিনি করেন, তিনি শঠ; যে ভক্তিবিষয়ক কথা শুনিতে শ্রদ্ধা না করে, সে অশুশ্রূষু; বহির্মুখ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ী—ইঁহারা অভক্ত; দৈন্যজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই দুর্বিনীত)।

সরলতার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবচিহ্ন ধৃত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আদর করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত এই যে, যদি বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিলে ভক্তির উন্নতি হয়, তবে সেই সকল চিহ্ন ধারণ করার আপত্তি কি আছে! বাহ্য চিহ্ন-সকলের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করিলে আন্তরিক বৃত্তির প্রতি স্বাভাবিক অমনোযোগ হইয়া উঠে। এ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। অন্তর্বৃত্তিকে বাহ্যচিহ্নের অধীন করা কদাচ বিধির মর্ম্ম নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে ভক্তি যদি অনুরাগই হয়, তবে অন্য জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাবকে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করার কারণ কি; যেহেতু সর্ব্বজীবে দয়া না করিলে ভক্তির উদারতা হয় না। উত্তর এই যে, যেমত মুক্তাবস্থায় রাগের একাঙ্গত্ব প্রযুক্ত ভ্রাতৃপ্রেমকে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় নাই, ভ্রাতৃপ্রেম ঐ রাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায়ও ভ্রাতৃপ্রেমকে পরানুশীলনের অঙ্গ বলা যায় না, অর্থাৎ পরানুশীলনের স্বরূপ বলা যায়। শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা যেমত পরভক্তি হয়, তদ্রূপ সাধুসঙ্গরূপ অঙ্গের দ্বারা পরভক্তির অংশভূত ভ্রাতৃপ্রেম পরিপক্ক হয়। অন্য জীবের প্রতি দয়াই যে ভক্তির অংশ, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কর্দমের প্রতি ভগবদ্বাক্যে প্রতীত আছে যথা,—

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্বাচাভয়মাত্মবান্। ময্যাত্মনং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাং ॥

(হে বৎস, তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীবে দয়া এবং পরে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাণি-মাত্রকেই অভয় প্রদান কর; এইরূপ করিলে সহস্রশীর্ষরূপী কারণার্ণবশায়ী পুরুষ আমাতে আত্মসহিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তোমার আত্মায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে)।

অতএব পরোপকার পরানুশীলনের অঙ্গ নহে কিন্তু তৎস্বরূপ জানিতে হইবে। যথা গীতায়াং পরমেশ্বর বাক্যং—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ-সুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি ;—সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটী ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহার এইরূপ হয়—তিনি সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারেও তিনি সর্বত্র সমদর্শী। সমস্ত জীবগণের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক সেই যোগী যখন আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভজন করেন, তিনি যেকোন অবস্থায় অবস্থান করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন।)

পুনশ্চ তত্রৈব,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥

(আমি সর্ব্বভূতের প্রতি মমতা আচরণ করি ; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি।)

পুনশ্চ তত্রৈব চরম সিদ্ধান্তে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(হে অর্জুন, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত ; পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি ঈশ্বর-প্রেরণা দ্বারা সহজে কার্য করিতে থাকিবে। হে ভারত, তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে)।

ভগবদ্ভক্তি ও সর্বজীবে দয়া এই দুইকে যিনি স্বতন্ত্র বৃত্তি করিয়া জানেন এবং তদনুযায়ী সাধন করেন, তাঁহার পরানুশীলন হয় না কিন্তু পরানুশীলনের আভাস মাত্র হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে কপিলদেব বাক্যং,—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥

অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

(হে মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত। সর্বজীবসমূহে আমার অধিষ্ঠানজন্য প্রাণিসকলকে যে বৈষ্ণববুদ্ধিতে সম্মান করে না, সে বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করিয়া থাকে। এই প্রকারের ব্যক্তির অর্চাপূজা কেবল বিড়ম্বন মাত্র। সর্বভূতে বর্তমান পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ যে কেবল প্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চামূর্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। পর-শরীরে অবস্থিত পরমাত্মরূপ আমাকে বিদ্বেষ করত যে ব্যক্তি স্ব-পর ভেদবুদ্ধি পোষণ করে, এরূপ অভিমানী, প্রাণিগণের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। হে নির্মলচিত্তা মাতঃ, প্রাণি-নিন্দক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা আমার অর্চা-বিগ্রহের পূজাদি করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হই না। যতদিন পর্যন্ত স্বীয় হৃদয়ে, সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি না হয়, অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ না হয়, তাবৎকাল শ্রীঅর্চাতে আমার পূজা বিধান করিবে। যে পুরুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী-মূঢ়ের মৃত্যু-স্বরূপ আমি তাহাকে উৎকট ভয় প্রদান করিয়া থাকি। অতএব আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত ও সর্বান্তর্যামী জানিয়া আমার পরমাত্ম স্বরূপের পূজা করিবে, ও সকলকেই দান, মান প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে)।

অতএব দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, দান ও মান প্রভৃতি যতপ্রকার পরোপকার লক্ষণ আছে, সে সকলি ভক্ত্যন্তর্ভূত। ইহার মধ্যে উচ্চ, সম ও অধম পাত্রভেদে মান, মৈত্রী ও দয়া ইহারা অনুরাগের স্বরূপাংশ অতএব ভক্তির অংশ। দান (ঔষধ, বস্ত্র, আহার, জল প্রভৃতি দান), আশ্রয় (বিপদকালে সহায়তা), শিক্ষা (অর্থকরী ও পরমার্থপ্রদায়িনী বিদ্যাদান) এই প্রকার ক্রিয়াসকল পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ। সূত্রকার সূত্রে শ্রবণ-কীর্তনাদীনি শব্দের দ্বারা এই সমস্ত উদ্দেশ করিয়াছেন।

পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া যায় না যেহেতু তাহাও অনেক। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গ-সকলের উল্লেখ করা গেল। সংক্ষেপতঃ শ্রবণ, কীর্তন, অনুস্মরণ ও পরোপকার ইহারাই প্রধান প্রত্যঙ্গ। এই পরানুশীলনরূপা ভক্তি কীদৃশী তাহা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে কথিত হইয়াছে,—

অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।

সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈক জীবানানন্দসিন্ধুবিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী॥

(ইনিই সে ভক্তিদেবী। কারণ ইঁহার নিকটবর্তী হইলেই মানবগণের অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ হর এবং তাহারা সদ্যই কৃতার্থ হইয়া থাকে। তখন অর্থ ও কামের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষও তুচ্ছবোধ হয়। জীবগণ আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়)।

এক্ষনে সূত্রকার প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছেন,—

ইদানিং পূর্ব্বোক্তোপায় ভক্ত্যঙ্গভূতস্ত প্রত্যাহারস্য স্বরূপং লক্ষয়তি—

দেহরথং মনঃ সারথি মিন্দ্রিয় হয় মাস্তিক্যজ্ঞানেন যুক্তবৈরাগ্যেন চ

বিষয়মার্গাচ্চৈনৈনিবর্ত্তয়েদেষ এব প্রত্যাহারঃ॥ ৩৬॥

অত্র দেহ এব রথং চেতনপ্রেরিতত্বাৎ মনঃ সারথিরূপং ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রিতত্বাৎ ইন্দ্রিয়ানি হয়া শরীর-রথচালকত্বাৎ ইহরথী জীব ইত্যাদি সূত্রকারস্যাভিপ্রেত অবগন্তব্যং আত্মানং রথিনং বিদ্ধি ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং। আস্তিক্য জ্ঞান যুক্তবৈরাগ্যোভয়বিধ সাধনেন পূর্বোক্ত রথাদীনামসদ্বিষয় মার্গাৎ ক্রমে প্রত্যানয়নং প্রত্যাহার লক্ষণং, শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃত গৃহীতয়া ইতি গীতায়াং।

(এখন সূত্রকার পূর্বোক্ত উপায়-ভক্তির অঙ্গরূপ প্রত্যাহারের স্বরূপ দেখাইতেছেন,—মানবশরীর হচ্ছে রথ, মনই সারথি, ইন্দ্রিয়বর্গ ঘোড়া, এইরূপ রথকে আস্তিক্যজ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্যদ্বারা বিষয়মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার নামই প্রত্যাহার। পাঞ্চভৌতিক দেহই এই রথ, চেতন-প্রেরণা দ্বারা চিদাভাসপ্রাপ্ত মনই সারথি যে ইন্দ্রিয়রূপ হয়-সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, রথকে চালাইবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহই হয়-বর্গ। জীবাত্মাই রথী অথবা রথের স্বামী এইরূপে অভিপ্রায়। কঠোপনিষদের প্রমাণ অনুসারে দেখা যায়,—এই আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। এই রথকে অনিত্য বিষয়রূপ পথ হইতে আস্তিক্য জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য এই দ্বিবিধ সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যানয়ন করিয়া ভগবদ্ধামের দিকে চালিত করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ অনুসারে,—ধারণা দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ নিশ্চল করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সমাধিতে অবস্থান করিবে, অন্য কিছু চিন্তা করিবে না)।

পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ-সকলে যে প্রত্যাহার দর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রদীপের ছায়ার ন্যায় রাগের অনুগামী; এজন্য তাহাদিগকে এক্ষনে স্বাধীন প্রত্যাহারের মধ্যে গণনা করা যাইবে না।

চিদানন্দ জীব বিষয়-মৃগয়ায় প্রবেশপূর্বক কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। জীবের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের নাম প্রত্যাহার, অতএব দেহকে রথের, মনকে সারথির, ইন্দ্রিয়-সকলকে অশ্বের সহিত তুলনা করত একটা রূপক ব্যাখ্যা হইয়াছে। এই রূপকের শ্রুতি-প্রমান কঠোপনিষদি,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

(সংসারের অতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ ভগবদ্ধাম লাভ করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, রথরূপণদ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন যথা,—জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত রথী, শরীর রথ, তাহার চালক বুদ্ধিরূপ-সারথি, মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রক প্রগ্রহ বা লাগাম রূপ রজ্জু। এই শরীরকে বুদ্ধির সাহায্যে জীবাত্মার প্রেরণায় বিষ্ণূপাসনায় নিয়োজিত রাখা কর্তব্য। বিবেকিগণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্ব কল্পনা করেন, শব্দাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বের সঞ্চরণ-ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-যুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখদির ভোক্তৃরূপে নির্দেশ করেন। যিনি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিরূপ সারথি-সম্পন্ন হন এবং নিগৃহীতমনা হন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সারথির আজ্ঞাধীন অশ্বগণের ন্যায় বশীভূত হয় অর্থাৎ ইচ্ছামত সৎপথে পরিচালনের যোগ্য হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ও মনোরূপ প্রগ্রহকে বশে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সমাহিতমনা শুচি পুরুষ সংসারের পরপারে যাইয়া অধিগন্তব্য শ্রীবাসুদেবের সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন)।

যাবতীয় শাস্ত্র জীবের উপকারের জন্য রচিত হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্রে যত প্রকার প্রক্রিয়া নির্ণীত হইয়াছে সে সমুদায়ই প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, বৈরাগ্য, সন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জব, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা এবং সাংখ্য এই প্রকার অনেক শব্দ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেহের, কতকগুলি মনের ও কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে। বৈরাগ্য, সন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই প্রকার যত প্রক্রিয়া কথিত আছে, সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ও অনেক প্রকার যোগসাধন শরীরের প্রত্যাহার সম্পন্ন করে। তিতিক্ষা, আর্জব, অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা, সাংখ্য এই প্রকার অনেক প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের নিগ্রহ সাধিত হয়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার ফল যে এক অর্থাৎ 'প্রত্যাহার সাধন' তাহা সমুদায় গীতাবাক্যে প্রমাণিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলি উদ্ধৃত হইল,—

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ ॥
সন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥
সন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(সাংখ্যযোগ বা সন্যাস দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও সেই স্থানেই গতি হয়। উভয় পদ্ধতি একই, কেবল নাম দুইটিই ভিন্ন; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন। যিনি কর্মে অকর্ম্ম এবং অকর্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, মুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্মানুষ্ঠাতা। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্মই কর্মসন্ন্যাসরূপ 'অকর্ম্ম' এবং কর্মত্যাগই তাহার নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান; অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি কর্মী নন, অকর্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, উভয়ই মঙ্গলজনক; তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই। হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—দুঃখজনক; যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন)।

এই সমুদায় সাধনের প্রক্রিয়া এস্থলে বর্ণন করার প্রয়োজন নাই যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রে ঐ সকল প্রক্রিয়া বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাই কথিতব্য যে, ঐ সমুদায় উপায় দ্বারা দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত হইলে আত্মার স্বরূপোপলব্ধি সম্পন্ন হয়। প্রাকৃত বিষয়সকল হইতে অতন্নিরাকরণ দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইলে আত্মার স্ববৃত্তিরূপ ভক্তির প্রকাশ হয়। তথাহি গীতায়াং—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

(এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় চিন্ময় অন্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখলাভ

করেন। এইরূপ ভক্তিসমাধি লাভ হইলে এই যোগী আত্মাকার বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্করহিত নিত্য যে সুখ তাহা অনুভব করেন এবং সে সমাধিতে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে আর বিচলিত হন না)।

পুনশ্চ তত্রৈব,—যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

(এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগত-কল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দলাভ করেন,—ইহাই ভক্তিসুখ)।

এই সমুদায় যোগসাধনের ফল যে ভক্তি তাহা ভগবান গীতায় কহিয়াছেন,
যথা,—যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(যত প্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অন্তরাত্মারূপ আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করেন।)

এই সকল দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক সাধনের দ্বারা দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক পাপসকল নষ্ট হয়। ঐ সমস্ত পাপ জীবের আত্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ের পক্ষে সর্বদা ব্যাঘাত জন্মায়। সমূহ পরানুশীলন উপায়-ভক্তির একটী অঙ্গ, তদ্রূপ ভক্তি-সাধনরূপ প্রত্যাহারও তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ জানিতে হইবে। এই পাপসকল পরিত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় ও ভক্তি স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, যথা গীতায়াং—

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাং। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ॥

(যাঁহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকারকরতঃ প্রভূত পুণ্য কর্ম দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়; তাঁহারা ক্রমশঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন এবং ক্রমে আমার নিত্য স্বরূপের দর্শন লাভ করেন)।

অনেকের মনে **একটী** দৃঢ ভ্রম আছে যে সাংখ্য, যোগ, কর্ম্ম ও তপস্যা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ফল আছে। তাঁহারা মনোযোগপূর্বক গীতার অষ্টমাধ্যায়ের শেষ সিদ্ধান্ত-শ্লোক শ্রবণ করুন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদংবিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার 'জ্ঞান' ও 'কর্ম' আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তুমি তাহা ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট পরমধাম প্রাপ্ত হও)।

অদ্বৈতসাধনও প্রত্যাহারের একটী প্রত্যঙ্গ। ইহার দ্বারা চিত্তের সম্যক্ প্রত্যাহার সাধিত হইতে পারে; যথা ভাগবতে দ্বাদশে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেবস্য চরমোপদেশম্—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥

('আমিই ব্রহ্মাখ্য পরমধাম এবং পরমপদ ব্রহ্মই আমি'—এইরূপ বিচার পূর্বক নিরুপাধিক ব্রহ্মবস্তুতে চিত্ত সমর্পণ করিলে তুমি বিষাক্ত মুখ দ্বারা স্বপদে দংশনরত তক্ষককে, নিজদেহকে এবং এই বিশ্বকে আত্মবস্তু হইতে পৃথগ্রূপে দর্শন করিবে না)।

এই প্রকার অদ্বৈত চিন্তার ফল গীতায় ভগবদ্ কর্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

(জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরাভক্তি অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন)।

অহংকাররূপ বিষয় বন্ধন হইতে আত্মাকে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্বে স্থাপনা করিলে আর চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে পরাভক্তিরূপ নিরুপাধি দ্বৈতসিদ্ধি হয়।

প্রত্যাহারের অঙ্গও অনেক। ঋষিগণ বহুবিধ উপায়ের দ্বারা প্রত্যাহার সাধন করিবার বিধান করিয়াছেন। ঐ সমুদায় অঙ্গই যে সাধন করা কর্তব্য এরূপ নহে। যেরূপ পরানুশীলনের পক্ষে এক বা অধিক অঙ্গ বিধি হইয়াছে তদ্রূপ প্রত্যাহারের পক্ষেও জানিতে হইবে। অতএব অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশ এই,—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥

(যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মদর্পিত কর্ম আচরণ কর ; তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষতত্ত্বে চিত্তস্থৈর্যরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি মদর্পিত কর্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান হইয়া কর্মের ফল ত্যাগ কর)।

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কোন পূর্ব্ববিহিত বা ভাবী নিশ্চিতব্য উপায়ের দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয় তাহাই প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গ অতএব তত্তৎ প্রত্যঙ্গের নিশ্চিত সংখ্যা দেওয়া যায় না।

প্রত্যাহার উপায়-ভক্তির অঙ্গবিশেষ হইলেও অবিবেকী লোকের পক্ষে তাহা বিপদ-জনক হয়। অনেকেই তপস্যা, কর্ম, অদ্বৈতজ্ঞান, যোগ, ঋত, ব্রত প্রভৃতি প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গকে মুখ্যফল বলিয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতির দ্বাররুদ্ধ করেন ; ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যেহেতু পরিশ্রম করিয়া যদি মুখ্য ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের এক শেষ হইল বলিতে হইবে। শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীগণ যদি কটকস্থ কোন পান্থ-নিবাসকে ক্ষেত্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর দুর্ভাগা কে আছে? অতএব সাধকগণ সাবধানতাপূর্ব্বক উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্গ-সকলকে কেবল উপায়রূপে জ্ঞান করিবেন, কখনই ফল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।

উপায়ভেদে সাম্প্রদায়িক-ভেদ হইয়া থাকে অতএব যে কাল পর্যন্ত সকলেরই উপায়কে 'উপায়' ও ফলকে 'ফল' বলিয়া নিশ্চয় থাকে, সেকাল পর্যন্ত পরস্পরের উপায়ের ভিন্নতা প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিবাদ অপ্রয়োজন।

অতএব দ্রষ্টব্য এই যে, আস্তিক্য-জ্ঞান ও যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যাহারকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

নন্থ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি শ্রুতিসিদ্ধান্ত ডিণ্ডিমস্য জাগরুকতয়া জ্ঞানে আস্তিক্য পদং কিমর্থ-মুপন্যস্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীসূত্রকারঃ।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ ॥ ৩৭ ॥

তত্র জ্ঞানাদাস্তিক্য জ্ঞানাদীশ্বরতত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ মুক্তিঃ বন্ধনমুক্তিঃ, জ্ঞানাৎ বিষয়-জ্ঞানাৎ শুষ্কজ্ঞানাচ্চ বন্ধঃ সংসার বন্ধনং ভবতীত্যর্থঃ ; সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ইতি জ্ঞানস্য বন্ধকত্বং শ্রীভগবতোক্তং।

(জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এই সিদ্ধান্ত-ঘোষ দ্বারা জাগ্রত হইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জ্ঞানদ্বারাই যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন জ্ঞানের সহিত আস্তিক্য পদ কিজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—জ্ঞানদ্বারা মুক্তি যেমন হয়, জ্ঞানদ্বারা বন্ধনও হয়। জ্ঞান যদি আস্তিক্যযুক্ত হয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিপাদক হয়, তবেই তাহা জীবের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি-সম্পাদক হয় ; নচেৎ বিষয়-জ্ঞান, শুষ্ক-জ্ঞান ইত্যাদিরূপ জ্ঞানসকল কেবল সংসারবন্ধন বর্ধন করে। ইহার প্রমাণ, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য হইলেও ইহাই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞানসঙ্গ ও সুখের সঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে)।

নিরুপাধি দ্বৈত জ্ঞানদ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান যখন বিষয়-জ্ঞান অর্থাৎ নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা জীবের দৃঢ় বন্ধন হয়--ইহা সর্ব-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে নাস্তিকের সিদ্ধান্ত এই যে, "অহো কুত্র কর্ম, কেন দৃষ্টং, কদা, কেন বা উপার্জিতম্! জন্মান্তর-কৃতমিতি চেৎ তদেব নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধর্ম্মতয়া, শরীরিণামনিয়তং। বস্তুতো জগদেতদসদিতি সর্বমিদং ভ্রম এব।" এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। ইহাকে কেবল বিষয়-জ্ঞান বলা যায়। সাধারণ পশুদিগেরও এই সিদ্ধান্ত যেহেতু তাহারা পূর্ব ও পর এই দুই অবস্থার আলোচনা করে না, এবং তাহাদের কর্মফলের উপলব্ধি নাই, কেবলমাত্র প্রবাহরূপ স্বভাবকে স্বীকার করে অতএব তাহারা কেবল ইন্দ্রিয়সেবায় দিনপাত করতঃ মরণান্তে নিকৃষ্ট অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জীবের সত্তা অস্বীকার করত যাহারা একমাত্র ব্রহ্মে পর্যবসান হয়, তাহারা শুষ্ক জ্ঞানী। তাহারা চিদানন্দময় জীবকে এরূপ জ্ঞানজালে আবদ্ধ করে যে কদাচ তাহাদের আর মুক্তি হয় না। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সংস্পর্শানন্দ অনন্তকাল পর্যন্ত সেবন করিয়া যে সকল পুরুষেরা নিরুপাধি হয়, তাহারাই কেবল যথার্থ মুক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

নির্ব্বাণভুক্ পুরুষদিগকে মুক্ত বলা যায় না. যেহেতু তাহারা সত্ত্বগুণের বিকাশরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায় নির্গুণ সুখাস্বাদন করিতে পারে না। তথাহি চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে রামানন্দরায় বাক্যং—

নির্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা শ্চূষন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।

শ্যামামৃতং মদনমন্থর গোপরামানেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥

(অরসিক জ্ঞানিগণ নির্বাণ-রূপ নিম্বফল চুষিতে থাকুন। শ্রীনামতত্ত্বরসবিদ্ আমরা কিন্তু,—মদনাবেশে মন্থরগতিবিশিষ্ট গোপরামাগণ নয়ন-কটাক্ষে যে শ্যামরস পান করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করিব)।

তত্রৈব পুনশ্চ কে মুক্তাঃ ইতি চৈতন্যদেবস্য প্রশ্নে শ্রীরামানন্দ সারগ্রাহিণা প্রদত্তং—

প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগেন রাগে প্রীতিঃপ্রেমাতিশয়িনী হরের্ভক্তিযোগেন যোগে।

আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥

(পুনরায় সেই প্রসঙ্গেই, শ্রীচৈতন্যদেবের, 'মুক্ত কাহারা ?' এই প্রশ্নের উত্তররূপে সারগ্রাহী শ্রীরামানন্দ রায়ের উত্তর যথা,—শ্রীহরির চরণদ্বয়ে অনুরাগের সহিত যাহাদের নৈকট্য, জড়বিষয়রাগে নহে ; নিরতিশয় প্রেম-সহকারে হরিভক্তিযোগে যাহাদের প্রীতি, অষ্টাঙ্গযোগে নহে ; প্রণয়হর্ষমূর্তি ভগবানের উপদেহে (অঙ্গরাগে) যাঁহাদের আস্থা, জড়দেহে নহে ; তাহারাই সরস-প্রকৃতিযুক্ত প্রকৃত মুক্ত ; অন্য মুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত মুক্ত নহেন)।

অতএব ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিংশতি, একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানকে অতিক্রম করতঃ ঐ অধ্যায়ের চতুঃষষ্ঠি শ্লোক হইতে ব্যাখ্যাত যে নির্গুণ জ্ঞান, তাহা অবলম্বন করিলে রামানন্দরায়োক্ত মুক্তির আবির্ভাব হয় যথা ;—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(এক্ষণে তোমাকে সর্বগুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। গীতাশাস্ত্রে যত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি। আমার ভক্ত হইয়া তুমি আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, ইহা দ্বারা তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই এই নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিতেছি। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগতিই গ্রহণ কর, এবং আমার প্রীত্যর্থই অখিল চেষ্টা কর। তাহা হইলে সমস্ত প্রকারের পাপ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব)।

এই প্রকার আস্তিক্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা,—যুক্ত বৈরাগ্যমিতি যুক্ত পদোপদানে প্রায়ঃ সূচয়তি।

বৈরাগ্যান্মুক্তিঃ বৈরাগ্যাৎবন্ধশ্চ ॥ ৩৮ ॥

যুক্ত-বৈরাগ্যমিতি যুক্ত পদোপদানেন সূত্রকারস্যায়মভিপ্রায়ঃ বৈরাগ্যং দ্বিবিধং যুক্তবৈরাগ্যং ফল্গু বৈরাগ্যঞ্চেতি তত্র যুক্ত বৈরাগ্যং নাম ফলানাসঙ্গেন ঈশ্বরার্পণেনচ সদাচারানুসারেন যথাবিধি

শৌচ চরিত্রানুষ্ঠানং তস্মাৎ জীবানাং সংসারবন্ধবিমুক্তিঃ অনাশ্রিত্য কর্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসি চ যোগিচেত্যাদীনি বহূনি গীতাবাক্যানি দ্রষ্টব্যানি। ফল্গু বৈরাগ্যং তু নীরসং চিত্তকাঠিন্য হেতুভূতং গর্বাতিশয় সম্পাদকং তুচ্ছং মর্কট বৈরাগ্যমিতি ব্যপদিশতি অতএব সংসার দুঃখপ্রদং। ন ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশু ইত্যাদি শ্রুতেঃ স কৃত্বা রাজসং ত্যাগঃ নৈব ত্যাগফলং লভেৎ, মিথ্যাচার স উচ্যতে ইত্যাদি গীতা বচনং।

(বৈরাগ্য পদের সহিত যুক্ত শব্দের যোগদ্বারা সহজে জানা যায় যে বৈরাগ্য, যুক্ত বা উপযুক্ত এক প্রকার, আর অনুপযুক্ত বা ফল্গু অন্য প্রকার। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত সৎকর্ম এবং সদাচার পালন করিয়া ঈশ্বরার্পিত চিত্তবৃত্তিদ্বারা যথাবিধি শৌচাচার, সচ্চরিত্রানুষ্ঠান দ্বারা জীবগণের সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়; শ্রীভগবানের উপদেশে যথা,—নিরগ্নি অর্থা- অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগ করিলেই যে সন্নাসী, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্ধনিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টা শূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গ যোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্মফল ত্যাগপূর্বক যিনি কর্তব্যকর্ম্মসকল করেন, তাহাকেই 'সন্যাসী' এবং 'যোগী' এই উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই প্রকারের বহু গীতাবাক্য দৃষ্ট হয়। ফল্গু বৈরাগ্য অত্যন্ত নীরস, চিত্তকাঠিন্যের কারণ, অতিশয় গর্ব উৎপাদন করে এবং তুচ্ছ; ইহা 'মর্কটবৈরাগ্য' আখ্যাদ্বারা সাধুজনকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কেবল সংসার দুঃখকেই প্রদান করে। শ্রুতির উক্তি অনুসারেও,—কেবল ত্যাগদ্বারাই কেহই পরমপদ লাভ করে না। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—নিত্যকর্মের সন্যাস সম্ভব নয়; ভ্রমক্রমে যাঁহারা নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই তামসত্যাগ। যিনি নিত্যকর্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই রাজস ত্যাগ; তিনি ইহা দ্বারা ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন না। গীতা তৃতীয়ে,—যাহার চিত্ত শোধিত হয় নাই, তাহার কর্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়)।

বৈরাগ্য গ্রহণ করিবামাত্র জীবের সংসার মুক্তি হয় এইরূপ একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইতে অবৈষ্ণব সম্মান ও সহবাসরূপ একটি বৃহদনর্থ উৎপত্তি হইয়াছে। বৈরাগ্য দুই প্রকার অর্থাৎ যুক্ত ও ফল্গু। কেবল মাত্র বৈরাগ্য কিছু ধারণ করত ভ্রমণ করিবার দ্বারা এক প্রকার ফল্গু বৈরাগ্য আচরিত হয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত সাধুদিগের অপমান ও সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের তদনুকরণ দ্বারা অধঃপতন হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু বাক্যং—

মর্কট বৈরাগী সব বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

সমুদায় ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিয়া যাঁহারা সংসার হইতে দূরীভূত হন, তাহাদের বৈরাগ্যও ফল্গু। তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(মুমুক্ষুজন-কৃত প্রাকৃত বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি মহাপ্রসাদাদি বস্তুর যে পরিত্যাগ, তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য কহে; ইহা ভক্তিমার্গে অনুপযোগী। প্রসাদাদি প্রার্থনা না করা এক প্রকার বৈরাগ্য, এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা অপরাধরূপে পরিগণিত)।

তথাচ গীতায়াং—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥

তথাচ ভাগবতে একাদশে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্বাক্যম্।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥

(শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ববিষয়ের আসক্তি-বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম, কূপখননাদি পূর্তকর্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এ সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না)।

অতএব অভক্তিপর বৈরাগ্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কিন্তু যুক্ত বৈরাগ্যই প্রত্যাহার-সাধক জানিতে হইবে। সমস্ত কর্তব্যকর্ম্ম নিষ্কামরূপে সাধন করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। তথাহি গীতায়াং।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুনঃ। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

নহি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

পুনশ্চ তত্রৈব বিধীয়তে।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহঃ। শরীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

(হে অর্জুন, যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক। দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। অতএব যিনি সমস্ত কর্মফল ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী। পুনশ্চ,—যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয়-শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্মফলে আবদ্ধ হন না! তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া, ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ-চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম-জনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না)।

অতএব দেহযাত্রা সম্যক্ নির্বাহের যে সকল প্রয়োজনীয় কর্ম, তাহা বৈরাগ্যেরই অঙ্গ যেহেতু তাহারা প্রত্যাহারের সাধক, কদাপি বাধক হয় না।

অতএব গীতায়াং

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

(নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মসমূহে নিয়ত চেষ্টাবিশিষ্ট, পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারী ব্যক্তির যোগ দুঃখহরণকারী হয়। যখন সাধকের চিত্তবৃত্তি জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সেই পুরুষ সমস্ত জড়কামশূন্য হইয়া যোগযুক্ত হইয়া পড়ে)।

অপিচ তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই অখিল কর্মের উদ্দেশ্য। বিষয়াসক্তির দ্বারা এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিশেষ ব্যাঘাৎ ঘটে এজন্য বৈরাগ্যকে শ্রেয় বলা হইয়াছে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরানুশীলনের বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহারই একমাত্র সহচর। দেহধারী পুরুষদিগের পক্ষে বৈরাগ্য ব্যতীত পরানুশীলন নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু গাঢ় বিবেচনা করিলে শরীর থাকা সত্বে কর্ম্মের অভাব হইতে পারে না। যদিও অভ্যাসের দ্বারা অনেক কর্ম্মের সংক্ষেপ করা যায় সত্য, কিন্তু ঐ অভ্যাসে যে কাল বিগত হয় তাহা স্বল্প নহে অতএব কর্ম্ম সংক্ষেপের জন্য অভ্যাসের দ্বারা কালাতিপাত না করিয়া কেবল শারীরিক কর্ম নির্বাহপূর্বক তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় জীবন ব্যয় করা কর্তব্য ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সারগ্রাহী চূড়ামণি সূত কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদিরতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোর্থায়োপ কল্পতে। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহ কর্মভিঃ॥

(শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে বলিলেন,—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ উৎপন্ন না করিতে পারে, তখন কেবল পরিশ্রম মাত্রই তাহার ফল হয়। ত্রিবর্গজনিত লৌকিক ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গ্যধর্ম ত্রিবর্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্য ধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম লাভ হয় বটে, কিন্তু কামেই ধর্ম্মের একান্ত পর্যবসান নয়। কাম যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্মের ফল, তাহা অপবর্গ ধর্মে নাই। আপবর্গ্য-ধর্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্মে নাই। নিষ্পাপভাবে সহজে জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য ধর্মের তাৎপর্য। কর্মকাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে, তাহা এই ধর্মের অর্থ নয়)।

আহার, নিদ্রা, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ প্রভৃতি যতপ্রকার শারীরিক অভাব আছে, ঐ সকলকে ন্যায্য উপায়ের দ্বারা বিশেষরূপে নিয়মিত করিলে পরানুশীলনের বিশেষ সাবকাশ হয়। এই নিয়মকেই যুক্ত-বৈরাগ্য কহা যায় অতএব ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী কহিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য মুচ্যতে॥

(অনাসক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূলে যথোপযুক্ত বিষয়ভোগ করতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধি মহাপ্রসাদ-মাল্যচন্দনাদি বস্তুতে যে আগ্রহ হয়, তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে, ইহাই ভক্তি প্রবেশযোগ্য অথবা ভক্তির সহচর, উপযুক্ত বৈরাগ্য)।

এ প্রকার বিবেচনা করিলে একপত্নীব্রত, অনালস্য, যুক্তাহার, যুক্ত নিদ্রাবান্, যুক্তগন্ধসেবী, যুক্তবাক্, সৎকথাশ্রবণশীল, যুক্তাশ্রমী এবং পরানুরাগব্যাকুল গৃহস্থপুরুষেরাই যথার্থ বৈরাগী ও মুক্ত। তদতিরিক্ত কোন শ্রেণীর যুক্তবৈরাগ্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার যুক্ত বৈরাগ্যের দ্বারাই প্রত্যাহার সুসম্পন্ন হয়। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, যদি প্রত্যাহার অসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রত্যাহারের যত্ন না

করিয়া যদি কেহ কেহ কেবল পরানুশীলনই করে, তাহার কি ফল হইবে ইহার সমাধানার্থ পরবর্তী সূত্র হইল।

নন্বেবমুক্তস্য ক্রমস্য ভঙ্গে বৈপরীত্যেচ অনিষ্টমেবস্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি,—

প্রত্যাহারাসম্পত্তেঃ পরভক্ত্যসিদ্ধাবপি নাধঃপতনম্ ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহারো যদ্যসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা পরাভক্তির্ন সিদ্ধতি তথাপি নাধঃপতনং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ কর্ম্মাপূর্তো কর্ম্মজড়ানামিব অধঃপতনং জন্মনা অবস্থায়া বা ন্যূনত্বং ন স্যাৎ। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতীতি গীতা বচনাৎ।

(পরানুশীলন প্রত্যাহারযুক্ত হইলেই ভক্তিপথে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু এই সাধনে যদি কাহারও ক্রমভঙ্গ হয়, তাহারা কি বায়ুচালিত ছিন্নমেঘের ন্যায় অনিষ্টপ্রাপ্ত হয় না ? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন;—সাধনপথে যদি সাধকের প্রত্যাহার সিদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ পরানুশীলন দ্বারা পরাভক্তি সিদ্ধ না হইলেও সাধক অধঃপতনগ্রস্ত হয় না, ইহাই দৃষ্ট হয়। প্রত্যাহার সম্পন্নতা বিহীন সাধকভক্তগণ যদিও বিষয়বন্ধনের প্রতিনিবৃত্তির অভাবে প্রায় কর্মসঙ্গি হইয়া পড়েন, তবুও তাহারা পরানুশীলনের প্রভাবে একই স্তরে অবস্থান করিয়া অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবেন। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে,—হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী অর্থাৎ আমাতে ভক্তি যাজনকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের কখনই ইহলোক সুখ ও পরলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় না। পরবর্তী জন্মে তাঁহারা আমার ভজনের সুযোগ লাভ করেন)।

মনুষ্যের পাপ অনেকবিধ, তন্মধ্যে অনৃত, চৌর্য, জীবহিংসা, মাদক সেবন, লাম্পট্য, আলস্য, অর্থলোভ, পরনিন্দা, মহদতিক্রম, বৃথা কালক্ষেপণ, বঞ্চনা, পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি, রাজবিদ্রোহ, নৃত্যগীতছলে অসৎ সঙ্গ, অজ্ঞান ও অহংকার ইহারা প্রধান শ্রেণীভুক্ত। এই সমুদায় ও অনেকানেক অন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়াই প্রত্যাহার। যদিও পাপ প্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, তথাপি বহুকাল অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা স্বভাব-প্রায় হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বা বৃত্তির ন্যায় কার্য করিতে থাকে। পুরাতন চৌরদিগের চৌর্য বৃত্তিই তাহাদের কার্যের উত্তেজক। লাম্পট্য বৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া একপত্নী ব্রতত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক পশুসদৃশ ব্যক্তিরা বেশ্যা ও পরস্ত্রী গমন করে। মাংসভোজন করিতে করিতে রাক্ষস-স্বভাব দৃঢ়ীভূত হইলে জীবহত্যা স্বাভাবিক বৃত্তি হয় অর্থাৎ জীবের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ দয়া লুক্কায়িত হয়। বদ্ধজীব সকল এই প্রকার নানাবিধ অস্বাভাবিক বৃত্তির কিঙ্কর হইয়া সংসারে নিতান্ত আসক্ত থাকে। প্রত্যাহারের তাৎপর্য এই যে, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল অস্বাভাবিক বৃত্তিকে দমন করিলে স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তির গৌরব হইয়া উঠে। মনুষ্য জীবন অতিশয় স্বল্প অতএব সমুদায় অস্বাভাবিক বৃত্তিকে এক জীবনের মধ্যে পরিত্যাগ করা সুসাধ্য নহে। অতএব প্রত্যাহার-সাধক পুরুষের কর্তব্য এই যে, প্রথমে আপনাকে পরীক্ষা করত কতপ্রকার পাপবৃত্তি প্রবল আছে তাহার নির্ণয় করেন। ঐ বৃত্তি-সকলের মধ্যে যে প্রধান বৃত্তি, তাহার দমন করিবার যত্ন করিলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহা দমন হইতে পারে। একটী বৃত্তি দমন হইলে অন্য আর একটী ব ত্তির প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য।

অতএব গীতায় কথিত আছে,—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্‌। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

এই সকল পাপের একটী সংখ্যা করিয়া রাখা সকলের উচিত। যদিও অনেকে সমুদায় পাপ-প্রবৃত্তির বশীভূত নহেন, তথাপি সমুদায় পাপের বিশেষ সংখ্যা থাকিলে উপরতির সাধনের উপকার হয়।

যে পাপ দমন হইয়া গেল, তাহাকে সংখ্যাপত্র হইতে বহির্ভূত করিয়া অবশিষ্ট পাপের নিরোধের জন্য যত্ন পাইতে হইবে। এক ব্যক্তির পরমায়ুর মধ্যে অবশ্য দশটী পাপ দমন হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাও বিশেষ যত্ন করিলেই হইতে পারে, নতুবা সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। অনেকেই ইহার বিশেষ যত্ন না করায় পাপকে পাপ বোধ করিয়াও ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু যৎকালে এই প্রকার পাপের বশ ও দমন হইতে থাকে, তৎকালে পরানুশীলনও কিছু কিছু প্রয়োজন। নতুবা তাহা শুষ্কবৈরাগ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? যাঁহারা এই প্রকার প্রত্যাহারের যত্ন করেন, তাঁহাদের প্রত্যাহার যদিও সম্পূর্ণ না হইতে হইতে মৃত্যু হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু মৃত্যুই শেষ অবস্থা নহে, মৃত্যুর পরে যে অবস্থান্তর আছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসমূলক। ঐ ভাবী অবস্থায় পূর্ব অভ্যাস-ক্রমে ফল হইবে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাপ হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা আছে। তথা গীতায়াং—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥

অনেকেই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরানুশীলনের কোন কোন প্রত্যঙ্গ সাধন করেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-প্রত্যাহারের যত্ন করেন না; তজ্জন্যই তাঁহাদের সাধনভক্তির ভাব ও প্রেম-রূপ উন্নত অবস্থা হয় না, কেবলমাত্র পরানুশীলনবৃত্তি জাগ্রত থাকে। অনেককে লাম্পট্যপ্রিয় দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা ভগবদ্ভজনোল্লেখে পুলকাশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করেন, ইহাতে অনেকেই এরূপ সন্দেহ করেন যে প্রত্যাহার সম্পন্ন না হওইাও তাঁহাদের ভাব বা প্রেমের উদয় হইয়াছে। এটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে যেহেতু যাহার ভাব বা প্রেম উদয় হইবে, তাহার আর প্রাকৃত বিষয় লাম্পট্য সম্ভব হয় না। অতএব যাহাদের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় নাই, তাহাদের পুলকাশ্রু ঔপাধিক মাত্র জানিতে হইবে। অতএব রূপগোস্বামী বলেন যে,—

কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।

পুনশ্চ কহিলেন যে,—

সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং। হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতীঃ রতিঃ ॥

তাহাকে প্রবিবিম্ব কহিলেন,—

আশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ। ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ ॥

এ প্রকার প্রতিবিম্বও ভাল, কিন্তু যথার্থ সাধুদিগের প্রতি অপরাধ হইলে তাহাও ক্ষয় হয় এবং যথার্থভাবও ক্ষয় হয় যথা,—

ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈন্যূ‍র্নজাতীয়তামপি ॥

(কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়—ভক্তদের যম-নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবাকরণে সর্ব্বতোভাবে অভীপ্‌সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। ভুক্তি-মুক্তির কামনাপ্রযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদির অমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্তিতে অনধিকারী কর্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে সেই ভাগবতী রতির উদয়ের সম্ভাবনা হয়? এই প্রকারের ব্যক্তির কোন রতি লক্ষণ যদি উদয় হয়, তাহাকে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস বলিয়া জানিতে হইবে। অশ্রুপুলকাদি দুই একটি চিহ্নের বিদ্যমানে রতি বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইয়া যে রত্যাভ্যাস—ভোগ ও মোক্ষাদির সৌখ্যাংশব্যঞ্জক হয়, তাহাকে 'প্রতিবিম্ব' বলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয় পার্ষদাদির নিকট অপরাধ ঘটিলে ভাবও একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যম অপরাধে ঐ ভাব আভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অল্পাপরাধে ন্যূনজাতীয়তা প্রাপ্তি করে অর্থাৎ উজ্জল রতিমান্ সাধক দাস্যরতি এবং দাস্যবান্ জন শান্তাদি রতিপ্রাপ্তি করে)।

অতএব ক্রমশঃ প্রত্যাহারের যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্পন্ন হইবার আয়ু নাই বলিয়া আশঙ্কা করিতে হইবে না যেহেতু প্রত্যাহারকে সহচর না করিলে প্রেমের প্রাদুর্ভাব হইতে পারিবে না।

অতএব সূত্র হইল যে,—

প্রত্যাহারসমৃদ্ধ্যা সাধনং ভাবস্তয়ৈবভাবাৎ প্রেম ॥ ৪০ ॥

ননু ভক্তেঃ কীদৃশ উত্তরোত্তরং শ্রেষ্ঠ ক্রম ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যাহারেতি। প্রত্যাহারস্য সমৃদ্ধ্যা অভ্যাসবশেন উত্তরোত্তরাধিক্যেন ভক্তেরুত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ভবতি প্রথমতঃ সাধনং ভাবঃ সাধনাত্মিকা ভক্তির্ভাবরূপা ভবতি তয়ৈব ভাবাৎ প্রেম তয়ৈব প্রত্যাহার সমৃদ্ধ্যা সহিতা সতি ভাবভক্তি প্রেমরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ইতি গীতাবচনং প্রমাণম্।

(প্রত্যাহারযুক্ত ভক্তিসাধন ক্রমে ভাবভক্তিরূপে পরিণত হয়, এবং প্রত্যাহার-সম্পন্ন ভাবভক্তি ক্রমে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। প্রত্যাহার অভ্যস্ত না হহলে ভক্তির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানের শ্রীমুখোক্তি অনুসারে, গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে,—হে ধনঞ্জয়, আমাতে যদি চিত্তকে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে না পারিলে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর)।

প্রত্যাহারের যতই সমৃদ্ধি হয় সাধকের আত্মা ক্রমশঃ ততই নির্ম্মল হইতে থাকে। আত্মা যতই নির্ম্মল হয়, ভগবানের স্বরূপ ততই নির্ম্মলরূপে সাধকের নিকট প্রতীত হয়। অতএব ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধ-সূত্ররূপ ভক্তিও ক্রমশঃ নির্ম্মলত্ব লাভ করে। সাধনের জড়ত্ব ভাবে নাই এবং ভাবের প্রাকৃতত্ব প্রেমে থাকিতে পারে না। যদিও সাধনেই ভাব ও প্রেম মন ও আত্মা এই দ্বিবিধ অধিকরণ-ভেদে পূর্ব্বেই অর্থাৎ ৩৫ সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে, তথাপি সাধনের জড়ত্ব পরিত্যাগ অবস্থা ও ভাবের অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্তিরূপ নির্মল প্রেমাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। সাধন অবশ্যই

সর্ব্বকাল ভাব ও প্রেমের অধীন থাকিবে। ভাব কোন সময়ে সাধন হইতে স্বাধীন হইয়া কেবল প্রেমের অধীনতা স্বীকার করিতে থাকিবে। কিন্তু প্রেম যখন মুক্ত আত্মায় অবস্থিতি করে, তখন ইহার সাধন বা ভাবের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, যেহেতু তৎকালে ইহাকে নিরুপাধিক রাগ বলা যায়। ভক্তি শব্দে এই সমুদায় অবস্থাকে বুঝায়। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে দ্বিতীয় লহরীতে কহিলেন,

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা।
কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সাধনাভিধা॥
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

(পূর্ব্বোক্ত এই ভক্তি,—সাধন, ভাব ও প্রেম নামে ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়। সাধন ও সাধ্যরূপা ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা হইলেও এস্থলে আপাততঃ প্রতিতীর জন্য ভেদত্রয় বিবেচিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা এই উত্তমা ভক্তি অনুষ্ঠিতা হইলে তাহাকে সাধনভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে শুদ্ধসত্ব-বিশেষরূপে (কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিরূপে) নিত্য বর্তমান ভাবের ঐ হৃদয়ে স্বয়ং স্ফুরণ হয় বলিয়া কৃত্রিমতা-শঙ্কা হইতে পারে না। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ইহারা সকলে পর্যন্ত অকৃত্রিম। সুতরাং এই স্থলে সাধ্যতা-অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রাদুর্ভাব মাত্রই বুঝিতে হইবে। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করায়ে উদয়')।

এই বিশুদ্ধ প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ ভাবোত্থ এবং প্রসাদোত্থ। ভাবোত্থ প্রেম দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ বৈধ ভাবোত্থ ও রাগানুগা ভাবোত্থ। ভাবও তদ্রূপ দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনোত্থ ও প্রসাদোত্থ। সাধনোত্থ ভাবও দুই প্রকার অর্থা বৈধী সাধনোত্থ ও রাগানুগ সাধনোত্থ। এই সকল বিভাগের মূল উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, উন্নতি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধ ও স্বাধীন। ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত স্বাধীন উন্নতির কোন হেতু দেখা যায় না। বিধি অনুসারে যে উন্নতি, তাহাই সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। কদাচ কোন ব্যক্তিতে প্রসোদোত্থ স্বাধীন উন্নতি লক্ষিত হয়। বৈধ উন্নতিই প্রত্যাহারের উপর নির্ভর করে অতএব সাধনের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার সম্পন্ন হইলে ভাবের উদয় অবশ্যই হইবে এবং ভাবের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার যুক্ত হইলে প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

এই উন্নতি বিচারেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধানুযায়ী ভক্তির ভেদ বিচার করা কর্তব্য। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তি হয়। পরব্যোমনাথ, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণজ্ঞানে কেবল নিরুপাধি কেবলা প্রেমই দেখা যায়। কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-সকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্ গুণ বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্তৃক জীব

অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ আকর্ষণ শব্দবাচক অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিত কেবল নিত্যসম্বন্ধ। এই কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তিদ্বারা ততদূর প্রাপ্য নহেন, যেরূপ নিরুপাধি কেবল প্রেমের বশীভূত। অতএব সাধন-ভক্তির উন্নতি হইতে হইতে উপযুক্ত কালে জীবের কেবল সাধনরূপ মধুরসাধন অবলম্বন করা উচিত। মধুর রস ব্যতীত কেবল প্রেমের আর স্থল নাই, ইহাই জ্ঞাতব্য। জীবের প্রাকৃত সম্বন্ধ অপগত হইলে নিরুপাধিভাবে কৃষ্ণসঙ্গানন্দই রতিভাব হইয়া মহাভাব পর্যন্ত অসীমরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ইহাই বাস্তবিক মধুর প্রেম। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং॥

(আনন্দ স্বরূপা রতিই নিরপেক্ষভাবে অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহচর্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরমসীমা প্রেমকে লাভ করে)।

রূপগোস্বামী পুনশ্চ কহিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(প্রেমোদয়ের প্রাথমিকক্রম এই যে,—প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপের নাশ, তারপর নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনে বিক্ষেপরহিত সংযোগ, তারপর রুচি অর্থাৎ ভজনে বুদ্ধিপূর্বক অভিলাষ, তৎপরে আসক্তি অর্থাৎ স্বারসিক আকর্ষণ, তদনন্তর ভাব ও তৎপরে প্রেম উদিত হয়। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের সাধারণ ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে)।

সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

জ্ঞানসূর্যস্য হি রশ্ময়ঃ শাস্ত্রাণি॥ ৪১॥

নম্বু নানা শাস্ত্রেষু নানামতবাদিনাং নানাবিধ সিদ্ধান্ত সমূহে কমপ্যেকং সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য তচ্ছাস্ত্রাধীনতয়া যততাং জীবানাং অবশ্যং শ্রেয়ঃ স্যাৎ কিমনেন তত্ত্বসূত্র পরামর্শা পরিশ্রমেণ ইতি চেৎ ন, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানাবলম্বনমৃতে জীবানামৈকান্তিক শ্রেয়সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদায়িতুং পঞ্চমং প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকারঃ জ্ঞানসূর্যস্যহীতি। হি পদং নিশ্চয়বাচকং হেতুবাচকং বা। জীবানাং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমেব সূর্যঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অজ্ঞানধ্বান্তধ্বংসকত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাচ্চ। তস্য রশ্ময়স্তদংশভূতানি তৎসম্ভূতানি সর্বাণি শাস্ত্রানীত্যর্থঃ। ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়তঃ ইতি শ্রুতেঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইতি ব্রহ্মসূত্রকারেন ব্যাসেনাপ্যেতদেব নির্ণীতং।

(নানাবিধ ধর্ম্মমতবাদীরা তাহাদের রচিত শাস্ত্রসমূহে বহুবিধ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তারমধ্যে যে কোন এক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিলেই জীবগণের শ্রেয় সম্পাদন হইতে পারে, এই তত্ত্বসূত্র নামক গ্রন্থের পরামর্শের আবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে কোন একটাকে অবলম্বন করিলেই যে শ্রেয়ঃ সাধন

হয়, তাহা নয়। একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেই জীবগণের ঐকান্তিক শ্রেয় লাভ হয়; এই বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই পঞ্চম পরিচ্ছেদরূপ সিদ্ধান্ত-প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। সনাতন শাস্ত্র-সমূহ সকলই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ চিন্ময় সূর্যের কিরণ-স্বরূপ। জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে সূর্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যেহেতু তাহা সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানরূপতিমির বিনাশী এবং সর্ব্ববিধ পরমার্থ প্রকাশক। তাঁহা হইতেই উৎপত্তি প্রাপ্ত এবং তাঁহারই অংশরূপ এই শাস্ত্রসমূহ সকলই সেই জ্ঞানসূর্যের কিরণ-সমূহ। শ্রুতি-প্রমাণও একথার অনুমোদন করে ; যথা ব্রহ্মসূত্রে,—সনাতন শাস্ত্রদ্বারাই পরধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়)।

নারায়ণং নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণঞ্চ স্বয়ম্ভুবম্। নারদং তত্ত্বসারজ্ঞং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্।
মধ্বাচার্যং ততো বন্দে তচ্ছিষ্যান্ সম্প্রদায়িনঃ। কলৌ যস্মিন্ সম্প্রদায়ে সাক্ষাচ্চৈতন্যবিগ্রহঃ॥
আবিরাসীন্নবদ্বীপে সর্ব্বসিদ্ধান্তসাগরঃ। সারগ্রাহিগণা যস্য সৈন্যভূতাঙ্কিতৌমতাঃ॥
ন বাহ্যং লক্ষণং তেষাং বিনা কৃষ্ণানুশীলনম্। সম্প্রদায় স্বপক্ষত্বে সারত্যাগো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
সারগ্রাহিজনাস্তস্মাৎ সম্প্রদায়রতা ন হি। যৎসম্প্রদায়ে যৎসত্যং তৎসারমিতি তন্মতম্॥
তত্র তেষাং প্রমোদোহি তদ্ধর্ম্মিশু চ মিত্রতা। বহু সজ্জন সাহায্যে দুঃসাধ্যমপি সিদ্ধ্যতি॥
মিথঃ সাররসালাপো মিথ আনন্দকারণম্। সর্ব্বেষাং সম্প্রদায়ানামেতদ্বৈ ফলমদ্ভুতম্॥
তস্মাচ্ছ্রীগৌরদাসানাং মাধ্বীয় জনসংগ্রহঃ। তত্রাপি বহবঃ সন্তি বাহ্য চিহ্নাবলম্বিনঃ॥
সম্প্রদায়ানুরোধাত্বা তত্ত্বাজ্ঞানতোপি বা। কেচিত্তচ্চিহ্ন শূন্যাশ্চ সারগ্রাহিতয়া মতা॥
লাভপূর্ণা দোষমুক্তাঃ সঞ্চরন্ত্যবধূতবৎ। তেষাং বিশুদ্ধবুদ্ধীনাং কৃষ্ণতত্ত্ববিবেকিনাম্।
নমামি চরণাম্ভোজং যুক্তবৈরাগ্য ধারিণাম্।

জ্ঞান সূর্যস্বরূপ এবং অখিল শাস্ত্র তাহার কিরণমাত্র এই বাক্যের দ্বারা প্রতীত হয় যে, কোন শাস্ত্রেই সমস্ত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল, এবং ঐ জ্ঞানই ঈশ্বর দত্ত বলিয়া জানিতে হইবে। সহৃদয় ঋষিগন পরব্রহ্মের নিকট হইতে ঐ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যান্য জীবের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে ঐ মূল জ্ঞান কিয়দংশে বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রযুক্ত লিপিবদ্ধ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-সকলকে বেদ বলা যায়। কখনও কখনও জ্ঞান বলিয়া তাহাদের আখ্যা হয়। জীবের চিদানন্দত্ব প্রযুক্ত যেমত তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত আছে, তদ্রূপ বেদসকলের জ্ঞানাকারতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে ব্রহ্ম কহা যায়। ঐ বেদবিদ্যা দুই প্রকার যথা মুণ্ডকোপনিষদি,—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

(শৌনকের নিকট মহর্ষি অঙ্গিরা কহিলেন,—ব্রহ্মবেত্তা মুনিগণ বলেন যে মানবের জানার যোগ্য দুই প্রকারের বিদ্যা আছে ; এক 'পরা' এবং আর এক 'অপরা'। তারমধ্যে, যে বিদ্যার দ্বারা ইহলোক এবং পরলোক বিষয়ক ভোগ, তাহার প্রাপ্তি সাধনের জ্ঞান পাওয়া যায়, এসব ভোগের অবস্থিতি; তাহার উপভোগের বিধান,

ভোগসামগ্রির রচনা এবং তাহা উপলব্ধি করার নানা সাধন ইত্যাদির বর্ণনা—এই সমস্ত অপরা বিদ্যা। যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারি বেদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা সমস্ত বর্তমান। আরও,—বেদের যথার্থ উচ্চারণাদি বিধির উপদেশ 'শিক্ষা', যাগ-যজ্ঞাদির বিধান হচ্ছে 'কল্প', শব্দার্থবোধের নিয়ম ও শব্দপ্রয়োগাদির নিয়মরূপ 'ব্যকরণ', বৈদিক শব্দার্থ কোষরূপ 'নিরুক্ত', বৈদিক ছন্দাদির সম্বন্ধে বিবরণ 'ছন্দ', গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি, কালাকাল বিচার ইত্যাদির নাম 'জ্যোতিষ'—এই প্রকার চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গ মোট দশ প্রকার বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যাও বেদশাস্ত্র হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে)।

এই অনাদি জ্ঞান হইতে প্রথমে প্রণব তদন্তে গায়ত্রী, তদন্তে একমাত্র বেদ এবং শেষে চারিটী বেদ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বেদসকলে প্রবাহক্রমে লেখকদিগের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত সংযুক্ত হইয়াছে। তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভাগবতে ভগবদ্বাক্যম্--

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণী যং বেদ সংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎ পুত্রা দেব দানব গুহ্যকাঃ। মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ স বিদ্যাধর চারণা॥

কিং দেবা কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ। বহ্বস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃ সত্ত্ব তমো ভুবঃ॥

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা। যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়োর্নৃণাং। পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥

অতএব ক্রমশঃ অনেক পাষণ্ডমত-সকলও শাস্ত্র বলিয়া চলিতেছে। এজন্য সর্ব্বজীবের সম্পত্তি-স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই শাস্ত্র-বিচারকালে একমাত্র কেতু-স্বরূপ হওয়া উচিত। এ প্রযুক্ত একাদশে কথিত হইয়াছে।

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

(ভ্রমর যেরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, বুদ্ধিমান্ পুরুষও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই সারভাগ গ্রহণ করিবেন)।

বেদবাক্য-সকলের যথার্থ অর্থ নির্ণয়করণার্থে যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, বশিষ্ট, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র নামধেয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও অনেক পুরাণ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমহাদেব অনেকগুলি তন্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সমুদায় ব্যাখ্যার সহিত বেদের বিচার করাই সংসারী লোকের কর্তব্য। কিন্তু এ সমুদায় সম্পন্ন হইলেও নিজের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক যেহেতু ব্যাখ্যাকর্তা ও তাহাদের টীকা কর্তারা সর্ব্বত্র স্বচ্ছ নহেন। কোন কোন স্থলে টীকাকর্তাদিগেরও সন্দেহ দেখা যায় এইজন্য বেদের শাসন এই যে, কঠোপনিষদি,--

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।

দংদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

(যখন এক অন্ধ ব্যক্তি, পথপ্রদর্শকরূপে আর একজন অন্ধকেই প্রাপ্ত হয়, তখন সে তাহার অভিলষিত স্থানে গমন করিতে না পারিয়া কন্টকপ্রস্তরাদির আঘাত, কূপে পতন ইত্যাদি দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়, তদ্রূপ যে মূঢ় ও তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি মহাজনগণের বাক্য অনুসরণ না করিয়া নিজেকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত মনে করিয়া আপাত-রমণীয় ঐহিক ভোগসুখে মত্ত হইয়া নরজীবন বিনষ্ট করে, সে অন্তে পশু, পক্ষি, কীটাদি নিকৃষ্ট যোনীতে এবং নরকাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মজন্মান্তরে যন্ত্রণা ভোগ করে)।

অতএব স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীন জ্ঞানের আলোচনা সর্বত্র প্রয়োজন ইহাই শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব মূলকে অবহেলা করত যে সকল পুরুষেরা শাখার উপর নির্ভর করে, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে হইবে? যদি বল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় সিদ্ধান্ত হইল, তবে শাস্ত্রে আদর করিবার প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে, বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান অজ্ঞান-তিমিরের দ্বারা আচ্ছন্ন আছে; ক্রমশঃ প্রত্যাহারযুক্ত পরানুশীলনের দ্বারা সমাধির আবির্ভাবে লুক্কায়িত সত্য-সমূহ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়। সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্যন্ত যে কতই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ঋষিগণ সময়ে সময়ে সমাধিযোগে অনেক নূতন বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আবিষ্কৃত তত্ত্বকে শাস্ত্র কহা যায়। একতত্ত্ব অন্য তত্ত্বের প্রকাশক হয়, এজন্য আবিষ্কৃত তত্ত্বসকলকে যত্নপূর্বক লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এ প্রকার না করিলে কোন তত্ত্বেরই চরমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সামান্য উদাহরণ এই যে,—ইষ্টক গঠন, চূর্ণ প্রস্তুতকরণ ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম যদি কোন এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে তাহা কর্ত্তৃক কদাচ গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপার সম্পাদিত হইত না।

মূল শাস্ত্রকর্তা ব্রহ্মা স্বীয়াবিষ্কৃত তত্ত্বকে অন্যান্য নানা তত্ত্বাবিষ্করণ দ্বারা বিবৃদ্ধিকরণার্থ নারদকে উপদেশ করেন। যথা ভাগবতে—'সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতৎ বিপুলীকুরু।' আবিষ্কৃত সত্যসকল ক্রমে ক্রমে শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া কোন ভাবী কার্যের উপকার হয়; অতএব যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিচার-কুশল হইলে কখনই শাস্ত্র নিন্দা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্যরূপ এই ভক্তিতত্ত্ব যাহাদের বিচার নাই, তাহাদের শাস্ত্র বহন করা কেবল পরিশ্রম মাত্র, অতএব যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে তৃতীয় সর্গে ভরদ্বাজং প্রতি বাল্মীকি বাক্যং—

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্। সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিঃ॥

(এই জড়জগতের দৃশ্যসকল বাস্তব সত্য নয়। এখানে যাহা যেমন প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক তেমন নহে। অতএব দৃশ্যময় জড়জগৎকে অতিক্রম করিয়া বাস্তব বস্তুর সন্ধান লাভ করিতে হইবে। জাগতিক দৃশ্যকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলে তাহা জীবকে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ করে। অতএব দৃশ্যরূপ মায়িক বন্ধন হইতে নিবারণই মুক্তি প্রদান করে)।

শ্রীমদানন্দ বোধেন্দ্র সরস্বতী কৃত অস্য শ্লোকস্য টীকা,—নতাবদন্যঃ চিদ্ব্যতিরিক্তস্য জড়তয়াচ অনুভবত্বাযোগাৎ। আত্মৈব চেৎ স পূর্ব্বমেবাসীদিতি কিং শাস্ত্রেণ ইত্যাশঙ্ক্যাহহ দৃশ্যমিতি। সত্য

মাত্মৈবানুভবঃ তথাপ্যসৌ দৃশ্যসহকৃতোনতদনুভবঃ কিন্তু মনসো বৃত্তিরূপেনাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বোধনবিদ্যা নাশাত্তদুপানক দৃশ্যমার্জনং দৃশ্যাং কালত্রয়োজ্জা নাস্তীত্যেব রূপং সম্পন্নং চেন্নিত্য সিদ্ধান্তরূপাপি পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিস্তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানাদুৎপন্নেব ভবতীতি কেবলস্তদ্দ্বারা স্বরূপভূতোপ্যনুভবঃ শাস্ত্রফল-মিত্যর্থঃ ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥

অতএব সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় নির্ণীত হইবে কিন্তু অখিল শাস্ত্রকে ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বরণ করা কর্তব্য। কিন্তু যাহাদের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান অপরিষ্কৃত, তাহাদের পক্ষে ঐ বিধি নহে। শাস্ত্রের বিধিবাধ্যত্বের সম্বন্ধে সূত্রিত হইল যে,—

শাস্ত্রমক্ষমেষু বলীয়ো বিবেকিনাং নৈতত্তন্মূল প্রাপ্তেঃ ॥ ৪২ ॥

ননু যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ইতি গীতা বচন প্রামাণ্যেন পাসনাৎ শাস্ত্রমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জীবানাং প্রবৃত্তেঃ শাস্ত্রীয় নিয়মাধীনত্বাৎ কথং শাস্ত্রবিধিং বিনা শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ শাস্ত্রমক্ষমেষ্বিতি। অক্ষমেষু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানোদয়হীনেষু অতএব বিধিরচনায়াং স্বয়ং অসমর্থেষু জীবেষু শাস্ত্রং বলীয়ং বলবত্তরং নিয়ামকম্। বিবেকিনাং স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞান সম্পন্নানাং অতএব তত্তৎ শ্রেয়স্কর বিধিরচনায়াং স্বয়ং সামর্থ্যবিশিষ্টানাং নৈতৎ। এতৎ শাস্ত্রং ন নিয়ামকং ন শাসন সমর্থং তন্মূলপ্রাপ্তেঃ। তেষাং শাস্ত্রাণাং মূলভূতস্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্য প্রাপ্তত্বাৎ। এতদেব সর্ব্বাণি শাস্ত্রানি অবিদ্যাবদ্বিষয়কানীতি শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে স্পষ্টীকৃতং যত্তু যঃ শাস্ত্রবিধি-মুৎসৃজ্যেতি ভগবদ্বচনং তৎ স্বশ্রেয়ঃ জ্ঞানশূন্যানাং স্বচ্ছন্দতয়া নিষিদ্ধকর্মাসক্তানাং শাস্ত্রীয় বিদ্ধ্যধীনতয়া নিয়মানুরূপ প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দ্রষ্টব্যং শাস্ত্রমপি অশাসিত জীবানাং শাসনার্থমিত্যবধেয়ং অন্যথা যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। ইত্যাদিষু ভগবচ্ছিক্ষায়াঃ বৈফল্যাপত্তেঃ অলমতি বিস্তরেণ।

(শাস্ত্রের বিধিবাধ্যত্ব কাহার উপর কি প্রকার? এই সম্বন্ধে বলিতেছেন যে,—আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি-গণের পক্ষে শাস্ত্রের শাসন প্রবল কিন্তু স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মূল যে ভগবজ্জ্ঞান তাহা অবগত আছেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাদিগকে ঐরূপ শাসন করে না। গীতায় ভগবদুক্তি যথা,—শাস্ত্রের মঙ্গলকর বিধি পরিত্যাগ পূর্বক যিনি কামাচারে বর্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। এই বচন প্রমাণানুসারে এবং শাসনরূপক্রিয়া দ্বারাই 'শাস্ত্র' শব্দের বুৎপত্তি হওয়ায়, জীবগণের প্রবৃত্তি যদি শাস্ত্রের নিয়মের অধীন না হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রবিধি ব্যতিরেকে কি প্রকারে তাহাদের শ্রেয় সম্ভবপর হয়? তার উত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন,—স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান যাহাদের উদয় হয় নাই, এমন অক্ষম ব্যক্তিগণ নিজের উপযুক্ত বিধিরচনায় অসমর্থ বলিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ বৈদিক শাস্ত্র সকল তাহাদের প্রতি প্রবল শাসনের নিয়ম বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্ বিবেকী পুরুষগণ নিজের উচিত মঙ্গলকর বিধিরচনায় সমর্থ বলিয়া তাহাদের প্রতি শাস্ত্র-শাসন ঐরূপ নহে। শাস্ত্রের মূলস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের প্রাপ্তিই ইহার কারণ। জগতের

বহুভাগ মানবগণ বিষয়ী, মূঢ় এবং অবিবেকী বলিয়া শাস্ত্র সমূহের বহুতর শাসন-বাক্য সকল তাহাদের পক্ষেই প্রযুজ্য। নতুবা নিজেদের শ্রেয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবে পতিত মনুষ্যগণ নিষিদ্ধাচাররূপ স্বচ্ছন্দবৃত্তির অধীনে দুষ্প্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবান গীতা দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন,—পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম মোহকে পরিত্যাগ করে, তখন তাহা শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত বিষয় হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। আরও; হে অর্জুন, বেদপ্রতিপাদিত ত্রিগুণময় জ্ঞান-কর্ম্মসমূহের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া তুমি ত্রিগুণাতীত ভক্তিযোগ যাহা বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য, তাহারই অনুষ্ঠান কর। এই সমস্ত উপদেশের মধ্যে বর্তমান সূত্রের যে তাৎপর্য তাহাই পাওয়া যায়। ফলকথা এই যে, অজ্ঞ জীব শাস্ত্রবিধি স্বীকার করিয়া উন্নত হইবে ; শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্ বিজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্রের শাসনকে অতিক্রম করিয়া চরম যে বাস্তব বস্তু, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইবেন)।

অনেক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে কতিপয় যুক্তি দর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও তদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। যথা গীতায়াং ষোড়শাধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বচনম্,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্তুমিহার্হসি॥

(শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। অতএব সমস্ত কার্যাকার্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের যে প্রকৃত তাৎপর্য কৃষ্ণভক্তি, তাহা অবগত হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর)।

তথাচ মনু-সংহিতায়াং দ্বাদশ অধ্যায়ে,—

বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্। তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনম্॥

ভগবদুক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক কামচারী হয়, তাহার মঙ্গল নাই। এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, (গীতা ১৭, ১)—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠাতু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥

(হে কৃষ্ণ, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্তশ্রদ্ধাদ্বারা যদি উপাসনা করে, তবে সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানযোগব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্ব সংশুদ্ধি তাহা কি লাভ করিবে? অতএব আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক বলা যাইবে?)

ভগবান এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন, তাহা উত্তম বিচার করা প্রয়োজন। সমস্ত সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলেও অনেকেই এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এমত বোধ করিবেন না। বাস্তবিক সমস্ত অধ্যায়ই ইহার উত্তর। উত্তরের তাৎপর্য এই যে, যদি সাত্বিকী শ্রদ্ধাচারণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি কেহ পরিত্যাগ করে, তাহার নিষ্ঠা প্রশস্ত যেহেতু শাস্ত্রবিহিত হোম, দান, তপ প্রভৃতি শ্রদ্ধারই বশীভূত অতএব সাত্বিকী শ্রদ্ধার দ্বারা কৃত কর্ম্মসকল ভগবদ্যোগণোপযোগী বলিতে হইবে।

ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক এই যে,—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

(হে অর্জুন, নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায়ই অসৎ। সেই সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন। শাস্ত্রবিধির ত্রিগুণময় নিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ শ্রদ্ধারূপ ভক্তিপথকে অবলম্বন করাই শ্রেয়)।

তদ্রূপ মনুও শাস্ত্রের প্রাধান্য বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই প্রকার কহিলেন,—

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥

এই প্রকার যাবতীয় শাস্ত্রবাক্যে শাস্ত্রের গৌরব দেখা যায় এবং মীমাংসাস্থলে জ্ঞানের নিকট শাস্ত্রের লাঘবতা দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রকর্তারা ঐ বিষয়টী পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন না। তাহার হেতু এই যে, যে সকল সমর্থ পুরুষ শাস্ত্রের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাঁহারা স্বীয় জ্ঞান-যোগে শাস্ত্রকর্তাদের ইঙ্গিত অনুযায়ী শাস্ত্র হইতে স্বভাব.বশতই স্বাধীন হইয়া শাস্ত্রকে কেবল মন্ত্রীরূপে বরণ করত নিজবুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রের পরামর্শ মত নির্দোষ কর্ম্মাচরণ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবলে বিধিরচনাকরণে অসমর্থ এবং অজ্ঞানবশত কার্য্যাকার্যের নির্ণয় করিতে না পারিয়া কামচারী হইয়া ক্লেশ পাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের অধীনতা বিষয়ক বিধিই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে স্বাধীন হওয়ার যে কোন পথ থাকে তাহা তাঁহাদের জানা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহারা তদ্বিষয়ের অধিকারী হইলেই ঈঙ্গিতক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব যে বিবেকী পুরুষ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে শাস্ত্র শাসন করিবে না, কেবল উপদেশ প্রদান করিবে; কিন্তু অক্ষম পুরুষদিগকে শাস্ত্র শাসন করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে। নতুবা কামচারতঃ তাহাদের অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

যদি বল, শাস্ত্র অক্ষম-পুরুষদিগকে উপদেশের দ্বারা মঙ্গল করুন, শাসন করিবার প্রয়োজন কি? তবে শ্রবণ করুন; অক্ষম পুরুষদিগের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহারা স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। কিন্তু স্বভাববশতঃ যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই করে। তাঁহাদের স্বভাব প্রায়ই ইন্দ্রিয় পোষক, এজন্য শাস্ত্র নানাবিধ ছল, বল ও কৌশলের দ্বারা তাহাদের মঙ্গল বিধান করিতে যত্ন পান। কখনও নরকের ভয় প্রদর্শন করেন, কখনও বা স্বর্গের সুখভোগের প্রলোভন দেখান। কখনও বা প্রকৃতি অনুসারে কার্যের দ্বারা সংস্কার করেন। অনেকানেক শাস্ত্রে মাদক সেবন, বহু স্ত্রী সংসর্গ ও জীবহত্যার বিধি দেখা যায়। ঐ সকল বিধি কেবল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্যের দ্বারা অবৈধাচারী ব্যক্তি-গণকে ক্রমে ক্রমে বিধির বশীভূত করত ভবিষ্যতে নিবৃত্তি পথাবলম্বী করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিধির সহিত যে ফলের উল্লেখ আছে তাহা রোচক মাত্র।

তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বাক্যম্,—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্। শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥

(কর্ম্মজনিত স্বর্গাদি-ফলশ্রুতি মানবগণের পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী নহে, পরন্তু লড্ডুক প্রদানাদিরূপ আশ্বাসবাক্য যেরূপ বালকের ঔষধসেবনে রুচি উৎপাদন করে তদ্রূপ মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ বিবক্ষায় কর্ম্মে আগ্রহার্থ এই ফলশ্রুতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)।

যদি বল এই অপূর্ব তত্ত্বসূত্রও ত শাস্ত্র, তবে ইহাতে কিজন্য এই নিগূঢ় শাস্ত্রতাৎপর্য প্রকাশ-রূপে ব্যাখ্যাত হইল? তবে তাহার উত্তর এই যে, এই তত্ত্বসূত্র স্বাধীন ভাগবত পুরুষদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এইসকল বিচার জানিবার অধিকারী। এই সূত্রের বলে তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইবে, এই প্রযুক্ত শ্রী সূত্রকার এই বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

আচার, ব্যবহার, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিষয়ক ব্যবস্থা-সকলও যুক্তিমূলক। বিবেকী পুরুষেরা তদ্বিষয়ে যে শাস্ত্রবাক্য আছে তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বাধ্য হন না। অক্ষম পুরুষদিগের পক্ষে তত্তদ্বাক্যশাসন গ্রহণ করা কর্তব্য।

একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বচন যথা,—

শুদ্ধাশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ॥
ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ। দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্॥
দেশকালাদি ভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম। গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

(হে অনঘ, দ্রব্যের যোগ্যত্ব-অযোগ্যত্ব সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছি। সমানবস্তুসকলের মধ্যেও ধর্ম্ম-বিষয়ে কখন শুদ্ধি ও কখন অশুদ্ধি দৃষ্ট হয়, ব্যবহার বিষয়েও পাত্রভেদে কখন গুণ ও কখন দোষ দৃষ্ট হয় এবং দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ এক প্রকার ক্রিয়াতেও কখন শুভ ও কখন অশুভ বিহিত হইয়াছে। আমি মনুপ্রভৃতিরূপে ধর্ম্মভার বহনকারিগণের কল্যাণার্থ এতাদৃশ আচার নির্ণয় করিয়াছি। হে সত্তম, কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচের জন্যই আমাকর্তৃক দেশকালাদি পদার্থ এবং ব্রীহি প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যরাশির গুণদোষ বিহিত হইয়াছে)।

ভগবান্ মনুও এই প্রকার শাস্ত্রতাৎপর্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সকল কর্ম্মকাণ্ডের ও বর্ণাশ্রম-কাণ্ডের ব্যবস্থা ও বিচার বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করত জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় সম্বন্ধে রহস্য সিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন,—

প্রবৃত্তং কর্মসংসেব্য দেবনামেতি সাম্যতাং। নিবৃত্তং সেব্যমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ ১॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ২॥
যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ ৩॥
এতদ্দ্বিজন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥ ৪॥

তৃতীয় শ্লোকে দ্বিজোত্তম শব্দে জ্ঞানসংস্কৃত সমদর্শী পুরুষকে বুঝায়; নতুবা চতুর্থ শ্লোকে সাধারণতঃ মানবের জন্ম সাফল্য ব্যক্ত করিয়া বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিষয় উক্তি করিতেন না।

কুল্লুক ভট্টের টীকায় জন্মসাফল্য কেবল ত্রৈবর্গিকদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। বস্তুত ভট্ট মহাশয় ইহার উদারার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যেহেতু তিনি হেতুবাদ দ্বারা চতুর্থ শ্লোকের অবমাননা করিয়াছেন।

তথাহি মহাভারতে,—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞা-সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

(সাত্ত্বতপুরাণ, স্বায়ম্ভুব-মনুর সঙ্কলিত ধর্ম, ষড়ঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারিটী ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আপ্তোপদেশবাক্য ; তর্কপন্থায় এই চারিটীকে হনন করিবার প্রয়াস বিধেয় নহে)।

কুল্লুক ভট্টের অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে সর্ব্বস্মৃতিসার গীতাবাক্যের অনাদর হইবে।

তথা ভগবদ্বাক্যং—মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥

(হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিতে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। যখন অন্ত্যজ-জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিসকলে আমার ভক্তিদ্বারা শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে পারেন ইহাতে সন্দেহ কি ?)

এ বিষয় সূত্রকার ৪৪ সূত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন।

এক্ষণে ভক্তদিগের শাস্ত্রের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন,—

ভক্তের্ন শাস্ত্রং তদ্বিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ॥ ৪৩॥

জ্ঞানি সামান্যে শাস্ত্রস্যানিয়ামকতয়ামুক্ত্বা ভক্তপক্ষে বিশেষমাহ। ভক্তেঃ ন শাস্ত্রং ভক্তে অন্তঃশুদ্ধিজ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্টতয়া ভক্ত্যধিকারিণি জীবে শাস্ত্রং কর্মবিধিপ্রতিপাদকং ন নিয়ামকং তদ্বিধেঃ তেন ভক্তেন কৃতস্য পরানুশীলনাদিবিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্ব ভাবাৎ। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ। স্বকৃতপরানুশীলনাদিবিধিনা স্বস্য কৃতার্থত্বাৎ ন পরকৃতবিধিপ্রাপকং শাস্ত্রাপেক্ষা ভক্তস্যেতি। কিমহং পুণ্যং নাকরবং, কিমহং পাপমকরবং তত্র কঃ শোকঃ কো মোহঃ ইতি শ্রুতেঃ। যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাঽসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি গীতাবচনাৎ।

(ভগবদ্ভক্তসাধুগণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, অতএব তাঁহাদের ক্রিয়াদিসকল কখনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এ প্রযুক্ত তাঁহারাও শাস্ত্র-শাসনের অতীত। বিবেকপ্রাপ্ত জ্ঞানিসকল শাস্ত্রের নিয়ামকতার অধীন নহেন একথা বলিয়া এখন সূত্রকার জানাইতেছেন যে ভক্তপক্ষে ইহা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণশুদ্ধি, জ্ঞানবৈরাগ্যের সম্প্রাপ্তি ইত্যাদির জন্য ভক্ত্যধিকারী জীবগণের প্রতি শাস্ত্রের কর্ম্মাদিবিধি প্রতিপাদক শাসন বিধেয় নহে, কারণ ভক্তগণের অনুষ্ঠিত পরানুশীলন বিধি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সহিত অবিরোধ অর্থাৎ এক। ভক্তিলব্ধজীবগণ

ভগবৎপ্রেম প্রাদুর্ভাবহেতু নিজেদের ভগবদনুশীলনবিধি নিজেরাই ব্যবস্থাপিত করিয়া লইবার ক্ষমতা বিশিষ্ট বলিয়া অন্য ঋষিগণ কর্তৃক কৃত শাস্ত্র বিধির অপেক্ষা তাঁহারা রাখেন না। শ্রুতি বলেন যথা,—কোন পুণ্য কার্যই আমি করি নাই, কোন পাপই বা আমি করিয়াছি ; অতএব এই সম্বন্ধে শোকের বা মোহের কি বা কারণ থাকিতে পারে ? ভগবানের শ্রীমুখোক্তি যথা ;—পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে)।

পূর্ব্বসূত্রে বিবেকীদের উপর শাস্ত্রের শাসন নাই এরূপ দর্শিত হইয়াছে কিন্তু ভক্তির সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ দর্শিত হয় নাই। পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ সূত্রের ভাষ্য দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে যে, বিবেক হচ্ছে প্রত্যাহার মাত্র অতএব উপায়-ভক্তির অঙ্গ। বিবেকী পুরুষের যখন শাস্ত্র বশীভূততা স্বীকার করা গেল না, তখন ভক্তের পক্ষেও শাস্ত্রের শাসন শক্তি কখনই স্বীকার করা যায় না। রাগই ভক্তির স্বরূপ অতএব রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু বৈধভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির সাহায্যে আবশ্যক।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ--নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।
বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥

(ব্রজবাসিগণের প্রীতিভাব ও কৃষ্ণসেবায় যে সাধকের লোভোৎপত্তি, তাহাতে শাস্ত্রবিধি অথবা কোন প্রকারের যুক্তি কার্যকরী নহে। সাধন প্রকরণে বৈধভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে, কিন্তু রতির আবির্ভাবে উহাদের অপেক্ষা করে না ; রাগভক্তিতে কিন্তু প্রথম পর্যায়-প্রবৃত্তি হইতে লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, ইহাই রাগভক্তির মহোৎকর্ষ)।

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাল পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ভক্তিরও উদয় হয় নাই, ততদিবস সাধক শাস্ত্রের উপদেশকে নিজের বিবেকশক্তির দ্বারা বিচার করিয়া লইবেন অতএব কিছু কিছু শাস্ত্রবাক্য-সম্মত কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। কিছুমাত্র ভক্তি উদয় হইলেই স্বীয় সাত্বিকী শ্রদ্ধানুযায়ী বিধিরচনা করিতে থাকিবেন। স্বীয় বিধি দৃঢকরণার্থে সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তেরা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকিবেন। ইহার মধ্যে অদ্ভুত এই যে, স্বীয় সাত্বিকী শ্রদ্ধাক্রমে ভক্তের যে সকল বিধি রচিত হয়, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কখনই হইবে না যেহেতু ভক্ত ও শাস্ত্রকর্তা উভয়ই জ্ঞানের সাহায্যে বিধিরচনা করেন। যদিও কোন একটী ভক্তবিধি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তথাপি ঐ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-স্থলে উভয়েই অবশ্য ঐক্য হইবে। ভক্ত স্বভাবতই স্ত্রীলাম্পট্যে ও জীবহিংসায় বিরত থাকায় তাহার বিধি অনেক তন্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বোধ হয়। কিন্তু ঐ সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নিবৃত্তিই লক্ষিত হয়। যথা মনু সংহিতায়াং ১০ম অধ্যায়ে,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। এতৎ সামাসিকং ধর্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষ আশ্রমরূপ শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও কোন অত্যাচার করেন না। অতএব মনু কহিলেন,—

বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈবলোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

তত্ত্বজ্ঞ ভক্তপুরুষেরা কোন নূতন ব্যবস্থা করিলে যদি ঐ ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক শাস্ত্রে লিখিত হইয়াও না থাকে, তথাপি তাহাকেই শাস্ত্র বলিতে হইবে, তাহা মনুর সম্মত।

যথা,— অনাম্নাতেষু ধর্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥ পুনশ্চ.—একোহপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ। সবিজ্ঞেয়ঃ পরাধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোহযুতৈঃ॥

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মই যে দ্বিজত্বের কারণ তাহা মনু কহিয়াছেন,—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাং। সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

বিবেকসংস্কার ও জন্মসম্বন্ধে দ্বিজত্বের যে পুরাতন বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয় নিরাকরণ জন্য এ সূত্র হইল,—

ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ স তস্যা জ্ঞানপরত্বাৎ॥ ৪৪॥

ভক্তের্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণীয়ো নবেতি সংশয়ং নিরাকরোতি। ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ প্রাকৃতা বৈধভক্তা বিধিমাচরন্তনাম্। কিন্তু অপ্রাকৃত নির্গুণ তুরীয়ভক্তৌ সম্পন্নানাং বর্ণাশ্রমরিধির্নাচরণীয়ো নাদরণীয়শ্চ যতঃ তস্যা শুদ্ধভক্তের্জ্ঞানান্তরজায়মানত্বং জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ইত্যাদৌ শ্রীভগবতা নির্ধারিতঃ। অত্র জ্ঞানে সতি কর্মত্যাগঃ সর্বত্র সিদ্ধান্তিতোঽস্তি। কিমুত তদুত্তরকালীন পরমভক্তৌ জাতায়ামিতি কৈমুতিকন্যায়োপি সূত্রকারেণ সংসূচিতঃ। জ্ঞাননিষ্ঠ-বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। স্বলিঙ্গানাশ্রমাং নস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরাঃ॥ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদৌ ভগবদুপদেশোঽপি তথাবিধঃ। ন চ তত্র ধর্ম্মত্যাগেন পাতিত্যশঙ্কা অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ইতি তত্রৈব সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রীভগবতঃ প্রতিজ্ঞা দার্ঢ্যাৎ।

(বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মবিধি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি প্রযুজ্য নয়, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তিহেতু ভক্তগণ কর্ম্মাধিকারকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভক্তগণ কি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালনরূপ নিয়মের আধীন? এই সংশয়কে বর্তমান সূত্রে নিরসন করা হইয়াছে। প্রাকৃত বৈধ ভক্তদের পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার বিধেয় হইলেও অপ্রাকৃত ভূমিকা অথবা নির্গুণ তুরীয় অবস্থার ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বর্ণাশ্রম বিধি পালন করা বা আদর করার প্রয়োজন নাই; কারণ তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা জাগতিক বন্ধন সকল ছিন্ন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে,—এই সমস্ত জগৎ ভগবান্ বাসুদেবেরই অধীন এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বহু জন্মের পরে আমাতে শরণাগত হয়, এরূপ মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। চতুর্বিধ সুকৃতিমান্ পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানকষায় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্যান্য তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপলাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্মীদিগের পরিণামে তত বিশুদ্ধ হয় না।। ভক্তসঙ্গ-ক্রমে চরমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি লাভ হইয়া পড়ে। সাধন দশায় তাঁহাদের মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানি ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়,—শ্রীশুকাদির ভগবৎ কৈঙ্কর্য জড়াতীত বিশুদ্ধ চিন্ময়।

জ্ঞানীদের প্রতিই যখন কর্ম্মবন্ধন থাকে না, তখন জ্ঞানী অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত ভক্তের প্রতি কি কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে ? কৈমুতিকন্যায় দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১,১৮,২৮) ভগবদুক্তি যথা,—যিনি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মোক্ষবিষয়েও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া আমার ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্যাসধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের অতীতরূপে যথোচিত ধর্মাচারণ করিবেন। গীতায় ভগবানের চরম উপদেশেও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ অনন্য ভক্তের পক্ষে বিধেয় হয়েছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীহরি ভক্তের সর্ব্বপাপহরণের আশ্বাসন প্রদান করিয়াছেন)।

আর্যজাতীয় পুরুষেরা আপনাদিগকে চারিবর্ণে এবং সাংসারিক ব্যবস্থাকে চারি আশ্রমে বিভাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্যাস এই চারিটী আশ্রম।

বর্ণ চারিটীর লক্ষণ মনু কহিয়াছেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

এই চারিবর্ণ ব্যতিরিক্ত যে সকল মনুষ্য, তাহারা অন্ত্যজ এবং আর্যজাতির মধ্যে গণনীয় নহে। এই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি-বিষয়ক মনুবাক্য,—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥

বাস্তবিক ব্রাহ্মণই জীবসমূহের আদর্শ, অতএব এই প্রকার বিভাগ কেবল উচ্চাবচ গুণের দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যথা,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাং চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

এই স্বভাবজ কর্মকেই স্বধর্ম্ম কহা যায় এবং ঐ স্বধর্মে উন্নতি চিন্তাই জীবের কর্তব্য, যথা গীতায়াং—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥

কোন প্রকার শিক্ষা ব্যতিরিক্ত যে প্রকৃতি প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই স্বভাব কহা যায়, যথা গীতায়াং—

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ ॥

কোন একটী বালকের প্রথম জ্ঞানোদয় কাল হইতে বৃত্তি পরীক্ষা করিলেই তাহার স্বভাব স্থির করা যায়। এই স্বভাব হইতেই মনুষ্যসকলের বর্ণ নিরূপণ করাই তত্ত্বশাস্ত্রের গুহ্য পরামর্শ অর্থাৎ জন্মাদির দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবার যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল ঐহিক বিষয় মাত্র, পারমার্থিক নহে। শাস্ত্রে ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। বর্ণাশ্রমও বিবেচনা করিলে দুই প্রকার। অর্থাৎ সংসার নির্ব্বাহোপযোগী এবং পরমার্থপ্রদ। পারমার্থিক বর্ণে ভক্তদিগেরই অধিকার এবং প্রচলিত প্রথা কেবল অক্ষম পুরুষদিগের জন্য বলবান্। এই তত্ত্বরহস্য সর্বশাস্ত্রেই ইঙ্গিত দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্বণি দানধর্মে সদাশিব বাক্যম্—

ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমসর্ব্বত্র মে মতিঃ। নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি বিশুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি। বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্ব্বৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
নো যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণম্॥
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈবপূজ্যতে। অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং যদ্‌বৃত্তমপি পূজয়েৎ॥

শ্রীমনু কহিয়াছেন,—

জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্যাদন্যান্নরা কুর্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা যে বেদবিহিত, তাহা মনু স্বীকার করেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি॥

এই স্থলে ভগবদগীতা বাক্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যথা,—

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন॥

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরং প্রতি সারগ্রাহিণো নারদস্য বচনম্,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রেত্যাদি গৃহে যদি শমদমবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে সকল পুরুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তত্ত্বরহস্য বুঝিতে না পারেন এবং তজ্জন্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমকে কেবল অকারণ বহন করিতে আনন্দবোধ করেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। অতএব সারগ্রাহী মহাশয়েরা তাঁহাদের প্রতি করুণাপূর্ব্বক এই তত্ত্বের উপযোগী অন্যান্য উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে প্রচলিত প্রথার বিপরীত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করাইবেন। বিশ্বামিত্রের চরিত, শৌনকের ইতিহাস,

ঋষভদেবের ভরতাদি শতপুত্রের বর্ণবিভাগ, কশ্যপের পুত্রবিভাগ, করুষ হইতে কারুষ নামক ক্ষত্রিয়-জাতি এবং তাহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টি ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি, দেবদত্ত ক্ষত্রিয় হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ হোত্রক হইতে জহ্নুমুনির জন্ম, পুরুবংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, ভরতবংশে ভরদ্বাজ, অজমীঢের বংশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ক্ষাত্রেয়ের উৎপত্তি, এইসকল ও অন্যান্য নানা বিবরণ দ্বারা যখন সন্দিহানের মন প্রসন্ন হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমের মূলতত্ত্ব তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। নতুবা অনধিকারীকে বিশেষ গূঢ়তত্ত্ব একেবারে অর্পণ করিলে তাহারই অমঙ্গল হয়। তথাহি গীতায়াং—ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

এই উপদেশ অনুসারে বাদরায়ণ ঋষিও শূদ্রদিগের বেদাধিকার বিষয়ে অনেক সাবধানের সহিত বিচার করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে,—

শুচাস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতেহি। তথা ছান্দোগ্যে জানশ্রুতির্হি পৌত্রায়ণ ইত্যাদি। অশূদ্র হইয়াও অর্থাৎ শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও শোক দর্শনে তাঁহার শূদ্রত্ব স্থিরীকৃত হইল। পুনরপি ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্য কর্ত্তৃক দানশীলতা দৃষ্টে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপিত হইল। এই বেদ-আখ্যায়িকা দ্বারা স্বভাবলিঙ্গ হইতে পারমার্থিক বর্ণ নিরূপিত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। অতএব তদনন্তরে ব্যাসের এই সূত্র দৃষ্ট হয় যথা,—

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

তদন্তরে এই সূত্র,—সংস্কারা পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ॥

তদন্তরে স্বভাব সংস্কারই যে বর্ণের মূল তাহা দেখাইতেছেন,—তদভাব নির্দ্ধারেণ চ প্রবৃত্তেঃ।

ছান্দোগ্যে। নাহমেতদ্বেদভো যদ্গোত্রোঽহমস্মীতি,—সত্যবাক্যের দ্বারা অজ্ঞাত-গোত্র জাবালির গৌতম কর্তক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ও তদ্বর্ণে সংস্কার দৃষ্ট হয়। অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে যাহারা শূদ্র, তাহাদিগের বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করা যায় না। কিন্তু জন্মলিঙ্গ সকল সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত সংশ্রব রাখে না। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

অজ্ঞহিতার্থং গ্রাহ্যং কর্ম্ম ন বিরোধি॥ ৪৫॥

ননু কিং ভক্তৈঃ সর্বথৈব কর্মত্যাজ্যমিত্যাশঙ্কায়াং কর্মণি হেয়োপাদেয়াংশ বিভাগং বিধত্তে শ্রীসূত্রকারঃ অজ্ঞহিতার্থমিতি। অজ্ঞানাং অজ্ঞান মলিন সত্বানাং অতএব জ্ঞান ভক্ত্যনধিকারিণ্যাং হিতার্থং বিহিত কর্ম্মসু অশ্রদ্ধানিবৃত্যর্থং বর্ণাশ্রমাদি বিহিতং নিত্য নৈমিত্তিকাখ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং করুণয়া কর্তব্যমিত্যর্থঃ অন্যথা যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন কর্মত্যাগং পরমার্থাপ্রাপ্তশ্চ উভয় বিভ্রংশেন তেষাং সর্ব্বার্থনাশঃ স্যাৎ। অতএব লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসীতি শ্রীভগবদাজ্ঞাপি তথাবিধৈব কিন্তু ন বিরোধি। ভক্তি বিরোধি চিত্তবিক্ষেপ ফল বন্ধনং পরদ্বেষাদি

দোষজনকং কাম্যং নিষিদ্ধাদিকং কর্ম্ম ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ানিতি গীতোক্তঃ।

(অজ্ঞলোকগণের হিতসাধনার্থ ভক্তগণ উচিত কর্ম্মসকল গ্রহণ করিবেন কিন্তু ভক্তিবিরোধী কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিবেন। ভক্ত যদি কর্ম্মবিধি বন্ধন হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হয়ে থাকেন, তবে তিনি কি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন? এই আশঙ্কার নিরসনার্থ কহিতেছেন, কর্ম্মের হেয়াংশ বর্জন করিয়া অজ্ঞলোকের হিতের জন্য কর্ম্মের উপাদেয়াংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাদের জ্ঞানবৃত্তিমলিন, অতএব জ্ঞান ও ভক্তিতে অনধিকারী, এরূপ কর্ম্মীগণের হিতসাধনার্থ অর্থাৎ তাহাদের বিহিত কর্ম্মে অশ্রদ্ধা নিবারণার্থ বর্ণাশ্রমাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম ভক্তরা কিঞ্চিৎ গ্রাহ্য করিবেন। মূঢ়লোকের প্রতি ভক্তগণের ইহা করুণারূপ কর্তব্য। নতুবা, যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ—এই ন্যায়ানুসারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণে সকল অজ্ঞব্যক্তিরাই অনধিকার পূর্ব্বক কর্মপরিত্যাগ করিয়া লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় উন্নতি হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহাদের সর্ব্বার্থনাশের নিবারণার্থ, লোকসংগ্রহের জন্য ভক্তব্যক্তিরা উপযুক্ত কর্ম পরিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু চিত্তবিক্ষেপাদি ফলদায়ক ভক্তিবিরোধী কর্ম ভক্তরা কখন করিবেন না এবং অনুমোদন করিবেন না। পরদ্বেষাদি দোষজনক কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধকর্ম ইত্যাদি কখন কর্তব্য নয়। শ্রীভগবানের উক্তি,—যাহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং লোকদ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শান্ত ভক্তসকলই আমার প্রিয়। যাহারা শরীরস্থ ভূত-সকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যাদিদ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং শরীরাভ্যন্তরস্থিত আমাকে অবজ্ঞা দ্বারা কৃশ করিয়া দুঃখপ্রদান করে, তাহারা অসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত)।

পণ্ডিতেরা কর্মকে দুইভাগে বিভক্ত করেন অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহা নিত্য এবং যাহা নিমিত্তক্রমে কর্তব্য হয়, তাহা নৈমিত্তিক। অনেকানেক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকারি পণ্ডিতগণ নিষ্কাম দেবপূজাকে এবং একাদশ্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্রতকে নিত্যকর্ম মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি বৈদিককর্ম-সকলকে নৈমিত্তিক কর্ম বলেন। তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে, বেদোদিত সমস্ত বিধানই কর্ম্ম, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি নৈমিত্তিক।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম আর এক প্রকার বিভক্ত হয়। জীবের মুক্ত অবস্থার চিন্তা করিলে সেই অবস্থায় রাগরূপা যে বৃত্তি, তাহার অনুশীলনই জীবের নিত্য কর্ম বলা যায় এবং সেই অবস্থায় কোন নৈমিত্তিক কর্ম নাই। বদ্ধাবস্থায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার উপযোগী যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলনরূপ যে কর্ম, তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম কহা যায়; বাস্তবিক তাহা নিত্যোপযোগী মাত্র, সাক্ষাৎ নিত্য নহে; যেহেতু সেই কর্মই নিত্য, যাহা জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যুক্তবৈরাগ্য ও পরানু-শীলনকে নিত্য বলিলেও দোষ হয় না, যেহেতু তাহাও মুক্ত অবস্থায় নিরুপাধিকরূপে অবস্থিতি করেন। এতদতিরিক্ত বদ্ধাবস্থায় ভোগেচ্ছানুগ যে কর্ম, তাহাই কাম্য। এই কাম্যকর্মও অধিকারভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ। সূত্রে নিঃস্বার্থ কাম্য কর্মেরই উল্লেখ আছে। ভক্তসকলের বিবেক-পূর্ণতা প্রযুক্ত নিত্য কর্মই প্রশস্ত যথা গীতায়াং—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতেহ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন। কর্মেন্দ্রিয়ঃ কর্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ। শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে ভক্তের নিত্যকর্মসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে এই সূত্রে নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কাম্য কর্মেও ভক্তের বাধা না থাকা প্রকাশ হইল। যদিও ভক্তসকল নিঃস্বার্থ কাম্যকর্মের অধিকারী, তথাপি ঐ সকল কর্ম করিবার সময়ে বিশেষ বিচারের প্রয়োজন। যে নৈমিত্তিক কর্মেতে নিত্যকর্মের ব্যাঘাত দেখা যাইবে, তাহা নিতান্ত অকর্তব্য। যে নৈমিত্তিক কর্ম নিত্যকর্মের বিরোধী হইবে না, তাহাই অজ্ঞহিতার্থে ভক্তের কর্তব্য।

তথাচ গীতায়াং,—

কর্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥
প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জতে গুণ কর্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ॥

মূঢ়লোকেরা কাম্যকর্মসকল স্বার্থসাধনার্থ করে, কিন্তু ভক্তেরা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারার্থে তন্মধ্যে যে সকল ভক্তিবিরোধী না হয়, এমত কর্ম সহৃদয়রূপে আচরণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাধীন উপদেশ।

যথাধিকারমবস্থিতির্নোপর্যধস্তাৎ॥ ৪৬॥

ননু যদি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মত্যাগঃ শেয়ান্ তর্হি অজ্ঞা অপি কর্ম্মত্যাগেন কৃতার্থা ভবেয়ুঃ কিং কর্মাচরণেন ইত্যাশঙ্কায়ামাহ যথাধিকারমবস্থিতিরিতি। জীবানাং স্বস্বাধিকারানুরূপা অবস্থিতিরুচিতা নতু উপরি নাধস্তাৎ স্বধর্ম্মাদুৎকৃষ্টং নিকৃষ্টন্বা নাচরণীয় মিত্যর্থঃ স্বে-স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ইতি ভগবদ্বাক্যম্।

(সমস্ত মানবগণের নিজ নিজ অধিকারানুরূপ অবস্থায় স্থিত হইয়া সমস্ত কর্মাদি করাই শ্রেয়। নিজের অধিকার অপেক্ষা উচ্চ অথবা নীচ কর্ম দোষাবহ হয়। যদি বলা যায়, কর্মানুষ্ঠান হইতে কর্মত্যাগই অধিক শ্রেয়স্কর, তবে মূঢ়ব্যক্তিসকলও কর্মত্যাগদ্বারা কৃতার্থ হউক ; কর্মাচরণ দ্বারা কি প্রয়োজন ? এই আশঙ্কার নিরাকরণকল্পে বলিতেছেন,—অধিকার বিচারের আবশ্যকতা। প্রত্যেক জীবের অধিকার-সম্মত স্বধর্মই উচিত ফল প্রদান করিবে। অধিকার-বহির্ভূত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দুই প্রকারের কর্ম্মও আচরণযোগ্য নহে। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি যথা,—যে ব্যক্তির যাহা অধিকার তাহাই তিনি করিবেন, স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ, অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ, এইটাই গুণ-দোষের নির্ণয়। গীতা বচনেও দেখা যায়, স্বধর্ম পরিপালনে নিধন প্রাপ্তিও শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম অবলম্বন ভয়ের কারণ হয়)।

অধিকার বিচারপূর্বক কার্য করা সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। এই বিষয়টীর বিশেষ বিচার না থাকায় সাংসারিক অনর্থ সকল উদয় হয়। কর্ম্মসকল কর্তার ভাবী স্বভাবকে নির্ণয় করে। পূর্ব্ব অভ্যাসের দ্বারা যে স্বভাব নির্মিত হইয়াছে তাহাই বর্তমান ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকী উন্নতির দ্বারা ইহজন্মেই উচ্চ স্বভাবকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন। ইহাতে জন্ম প্রভৃতি ঘটনা ব্যাঘাত করিতে সক্ষম হয় না। যথা ভাগবতে একাদশে ভগবদুক্তিঃ,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—

স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষঃ নির্ণয়ঃ॥

সমস্ত ভগবদ্গীতার তাৎপর্য এই যে, বর্তমান স্বভাব এককালীন পরিত্যক্ত হয় না। ক্ষত্রিয় স্বভাববিশিষ্ট অর্জুনের একেবারে (অর্থাৎ প্রথমে অন্যান্য উপযুক্ত অভ্যাসের দ্বারা স্বীয় স্বভাবের উন্নতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব সংগ্রহ করার পূর্ব্বেই) বৈরাগ্য অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষার ফলস্বরূপ নির্ব্বেদ লাভ হইতে পারে না। অতএব সমস্ত গীতার উপদেশ এই যে, বর্তমান স্বধর্ম্ম যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাতে ক্রমশঃ প্রত্যাহারের অভ্যাস করতঃ স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী উন্নতির যত্ন করিতে হইবে। সহসা অনিয়ম পূর্ব্বক স্বধর্ম ত্যাগ করিলে, হয় রাজসিক নয় তামসিক ত্যাগ হইবে। এবং ত্যাগজন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে না। এই তাৎপর্য ব্যাখ্যায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি ভগবদুপদেশের বিচার করুন। উদ্ধব ও অর্জুন উভয়েই ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং উভয়েই ভগবৎ প্রমুখাৎ একই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অর্জুন নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করতঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন,—

নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

কিন্তু উদ্ধব নিম্নলিখিত বচন উচ্চারণ করত প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন,—

নমোস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধিমাং। যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধব ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন হওয়ায় তদ্ধর্মে অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীসূত্রকার সর্ব্বজীবকে নিজ নিজ অধিকার বিচারপূর্ব্বক কার্য করিতে বিধান করিতেছেন। উদ্ধব যদি ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাও অনর্থজনক হইত এবং অর্জুনের ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করা কখনই উচিত হইত না। নিগূঢ় বিচার করিলে ইহাও প্রতীত হয় যে, শম-দমাদিহীন ব্রহ্মকুলোদ্ভব ব্যক্তির ব্রহ্মবৃত্তি করা অনুচিত এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে তদ্ধর্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও পতিত হন।

মনু উপসংহারে কহিয়াছেন,—

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ। তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি॥

পক্ষান্তরে কোন শমদমাদি বিহীন পুরুষ নীচগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ বৈরাগ্যাদি ধর্ম অনুপযুক্তরূপে

অবলম্বন করেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবজ ধর্মের বিপরীত আচরণ করেন, তাহারও মঙ্গল নাই এবং যে সকল পুরুষ ঐ সকল শঠের বাহ্য চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব বা উচ্চ স্বভাবত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও তদ্দোষে দূষিত হন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

যাহারা এই প্রকার অখিলবেদ-বিহিত অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদ্য স্বধর্মের বিরোধে তর্ক করে, তাহাদের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

অতএব যাঁহারা এই স্বধর্মবিরোধি বেদনিন্দকদিগকে সমাদর করিবেন, তাহারাও বৈষ্ণবপদ বাচ্য হইবেন না। কিন্তু সকল সদসৎ ব্যক্তিদিগকে সমানরূপে দর্শন করিবার বিধি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্টি হয় যথা ;—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

এই সমদর্শন বলিলেই প্রথমে সদসৎ উভয়কে তুল্য করা হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হয়, কিন্তু ভগবান্ কপিলদেব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সমদর্শনের নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন যথা,—

জীবা শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো ততঃ। তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোভ্যধিকস্ততঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূত মকর্তুঃ সমদর্শনাৎ। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্॥

(হে পূতচরিত্রে, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন ধান্যবৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, নির্জীব প্রস্তর হইতে প্রাণবৃত্তিশালী জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উদ্গাম-অবকাশাদি জ্ঞানবন্ত বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ। স্পর্শবেদী বৃক্ষাদি পদার্থ হইতে রসবেদী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার গন্ধবেদী ভ্রমরাদি উৎকৃষ্ট, গন্ধবেদী প্রাণী হইতে আবার শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেদী কাকাদি শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে বহুপদ যুক্ত জীব, তদপেক্ষা চতুষ্পদ পশুগণ শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ আরও শ্রেষ্ঠ ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ অধিক শ্রেষ্ঠ। বেদ তাৎপর্যবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এই মীমাংসক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কারণ মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ নিষ্কাম, সুতরাং অনুষ্ঠিত ধর্মের ফলাভিসন্ধি তাহাতে নাই। অতঃপর, যে ব্যক্তি আমাতে তাঁহার অখিল চেষ্টার ফল এবং দেহ অর্পণ করেন, অতএব

অব্যবহিতভাবে আমাতে শরণাগত, আমিই একমাত্র সমস্ত ক্রিয়াফলের ভোক্তা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করেন, এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না। চিত্ত দ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মানপূর্বক প্রণাম করিবে)।

যাহার অধিকার বোধ নাই তাহাকে বেহই বিশ্বাস করিবে না যেহেতু সে সমুদয় অনিয়মিত কার্যে ব্যস্ত হইতে পারে। যদি কেহ নিজ অধিকার নির্ণয় করিতে না পারেন, তাঁহাকে ভগবান্ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(অধিকার বিচার বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। তত্ত্বদর্শী গুরুকে তুমি প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন)।

আশঙ্কা উত্থিত হইল যে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভজনেও কি এই প্রকার অধিকারগত বাধা আছে ? তদুত্তরে এই সূত্র দৃষ্ট হয়,—

কাম্যেতরভক্তির্ন শস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাদনিত্য ফলত্বাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

নন্বু কর্মমার্গেপি পিতৃদেবাদ্যুপাসনস্যাপি বহুবিধ শ্রেয় সম্পাদকত্বাৎ কথং সর্ব্বথৈব কর্ম্মণোঽশ্রেয়স্ত্বমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ কাম্যেতি। কাম্যা কামফল নিমিত্তকা ইতরভক্তি পরমেশ্বরাদিতরেষু জীবকোট্যন্তর্গতেষু ভক্তির্ভগবদ্ ভক্তানাং ন প্রশস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাৎ বহুবিধ দেবতা কাণ্ড শ্রুতিস্মৃতি-পর্যালোচনয়া তত্তৎ পিতৃদেবাদিনাং তত্তৎ বিধি নিয়মানুসারেণ যজন পূজনাত্মক গুরুতর নানা কর্মানুষ্ঠানেন চিত্তবিক্ষেপকারণত্বাৎ বহুবিত্তব্যয়ায়াসং রাজসং কর্ম তন্যতে। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনামিতি গীতাবাক্যাৎ। অনিত্য ফলত্বাচ্চ কৃষিবাণিজ্যবৎ অল্পকালোপভোগ্য-সুখ-প্রদত্বাৎ ঐহিক ধনপুত্রাদি পারলৌকিক পিতৃদেবলোকাদি বিনশ্বরফলপ্রদত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজত। তদ্‌যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মযদাজিনোপি মাং ইতি স্মৃতেঃ।

(অধিকার বিচারে, কর্মীর উপাসনা এবং ভক্তের উপাসনার মধ্যে বহু অন্তর বর্তমান। ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন ; কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে কৃত বিভিন্ন দেবতাদির পূজা ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়। তাহা অনিত্যফল প্রদান দ্বারা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করে এবং চিত্তের বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে। যদি কেহ বলেন, কর্ম্মমার্গেও ত পিতৃগণ, দেবতাসমূহ ইত্যাদির উপাসনা দ্বারা অনেক প্রকারের শ্রেয় সম্পাদন করা যায়, অতএব কর্ম্মকে শ্রেয়বিহীন বলা হয়েছে কেন ? এই আশঙ্কার জন্য সূত্রে বলিতেছেন,—পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত ইতর জীবসমূহরূপ পিতৃ-দেবাদিতে ভক্তি অর্পণ করা ভক্ত্যধিকারীর প্রতি উচিত নহে। কাম্যফল প্রদায়ক এই ইতর-উপাসনা যদিও শ্রুতি ও স্মৃতির অন্তর্গত বহুবিধ দেবতাকাণ্ডদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি এই সকল কাম্যফলদান দ্বারা সাধকের

চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করে। বহুবিত্তব্যয়াদি আয়াসসাধ্য এই কর্ম্মসকল রাজস বলিয়া জানিবে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যথা,—গৌণ ভক্তিযোগে মদেক-নিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয়; তাহা অনেক বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্ত কামনা বিশিষ্ট, তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির মত এই গৌণ ভক্তি অল্পকালোপভোগ্য সুখ প্রদান করে, যথা ঐহিক ধন, সন্তানাদি, পার-লৌকিক পিতৃলোক, দেবলোকাদি বিনশ্বর ফলদায়ক। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত কাম্যফল স্বর্গবাসাদি, পুণ্যক্ষয়দ্বারা অল্পকালমধ্যে বিনষ্ট হয়। অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে, যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা ভূতলোকই লাভ করে, যাঁহারা নিত্যচিৎতত্ত্বস্বরূপ আমারই উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন)।

ভগবত্তত্ত্ব প্রকরণে দৃষ্ট হয় যে ভগবানই একতত্ত্ব, কিন্তু তদধীন চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী পদার্থ আছে। এই সূত্রে যে 'ইতর' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা চিৎ ও অচিৎ পদার্থবোধক। ভক্তি রাগ-স্বরূপা, এবং যদিও ইহার একটী শাখাবৃত্তি চিৎ পদার্থ সমুদায়ে ব্যাপ্ত আছে, তথাপি ইহার মূলবৃত্তি পরমতত্ত্বাশ্রয়া জানিতে হইবে। যদি কোন চিৎ পদার্থে ভ্রমানন্দবশতঃ ঐ মূল বৃত্তি উপগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাম্য ও ইতর ভক্তি কহা যায়। ঐ কাম্য ও ইতর ভক্তি প্রশস্ত নহে যেহেতু তদ্দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও অনিত্য ফলেব উদয় হয়। এ বিষয়ে জীবের সর্বদা সাবধান থাকা উচিত। অতএব গীতোপনিষদি,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ॥ ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

চিৎ বা অচিৎ যে কোন পদার্থকেই পূজা করুক না কেন, সমস্ত পূজার উদ্দেশ্যই ভগবান্ যেহেতু ঐ সকল কামী মনুষ্যের কামনা সিদ্ধকরণে কেবল ভগবানেরই সামর্থ্য আছে। এজন্য ঐ সমস্ত পূজা দ্বারা ভগবৎ পূজাই হয়, কিন্তু ভগবানের পূজা নির্গুণ অতএব ঔপাধিক পূজা অবিধি হওয়ায় ভগবৎ পূজার ফল যে নিরুপাধিক প্রেম তাহা লাভ হয় না, কেবল দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি সামান্য ফলের লাভ হয়। এ প্রযুক্ত সমুদায় কাম্যভক্তি পরিত্যাগপূর্বক ভগবদ্ ভজনই কর্তব্য।

পরব্রহ্মের ভজনে সর্ব্বজীবেরেই অধিকার আছে। কেবল সাধকের চিত্তের মলিনতা প্রযুক্ত ভগবানের আবির্ভাব পঞ্চ প্রকারে প্রসিদ্ধ। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ প্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে জড়পদার্থ, তদন্তে জড়ের মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ পর্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম ভজনে অধিকারী। রাগের

নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ। অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। কাম্যেতররূপ অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না। কোন সময় অন্য দেবভজনরূপ সুদুরাচার করিলেও কৃষ্ণভজনরূপ পরম সদাচারের অনধিকারী হয় না; গীতায়াং—অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্য সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥

কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়। এই অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে অধিকার বিচার আছে জানিতে হইবে। কৃষ্ণভজনে যে সকলের অধিকার আছে; তাহা রূপগোস্বামী কহিয়াছেন যথা.—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।

সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া যে ইহাকে লঘু মনে করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানও এই নিরুপাধি ভগবদ্ভক্তির নিকট ক্ষুদ্র; ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

তথাচ তন্ত্রে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

অধিকারী বিচারে অক্ষম-লোকদিগকে ক্রমশঃ উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি অবস্থার সিদ্ধান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যথার্থরূপে কোন্ সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহা নির্ধারণ করণাভিপ্রায়ে সূত্রকার কহিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবতসিদ্ধান্ত এব গরীয়ান্ বিজ্ঞানময়ত্বাৎ সর্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ॥ ৪৮॥

নন্বস্মিন্ সিদ্ধান্ত প্রকরণে কো বা সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠতয়া বিচারিত ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামিতি। সর্বার্থনির্ণয়মূলভূত প্রমাণাভ্যাং প্রত্যাক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবত সিদ্ধান্ত এব সর্ব্বসিদ্ধান্তেভ্যো গরীয়ানিত্যবগম্যতে। তত্র ভাগবত সিদ্ধান্তো নাম ভগবতা মহাভারতে অর্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি চতুঃশ্লোক্যা ব্রহ্মাণং প্রতি উপদিষ্টো যঃ সিদ্ধান্ত স এব ভাগবত শাস্ত্রস্য জন্মাদ্যস্য যত ইত্যুপক্রম্য নমামি হরিং পরম্ ইত্যুপসংহারেণ নানোপাখ্যান প্রশ্নোত্তরাদিভির্নির্ধারিত সোপি ভাগবতানাং ভগবদ্ভক্তানাং স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয়েন নিশ্চিত সিদ্ধান্তঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কর্ম্মজ্ঞানাদিবাদীনাং সিদ্ধান্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতর ইত্যর্থঃ বিজ্ঞানময়ত্বাৎ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ত্বাৎ সর্ব্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ সর্বস্মিন্ দেশে সর্ব্বেষামপ্রাকৃত বুদ্ধিবিবেকশালিনাং মহাজনানাং সর্ব্বস্মিন্ কালে ভূতা ভবন্তিচ ভাবিনো বা যে সিদ্ধান্তো স্তদাশ্রয়ত্বাৎ তন্মূলভূতত্বাৎ ভাগবতসিদ্ধান্তস্য সর্বতঃ শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাব। অতএব দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ইতি শ্রীভগবতোক্তং। সর্ব্ববেদান্ত সারং তৎ শ্রীভাগবতমিষ্যতে তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিদিতি শ্রীসূতোক্ত্যা।

(বিশুদ্ধ আত্মার স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং তদনুগত অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানময়তা এবং সর্ব্বমূল আশ্রয়রূপতার হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে নির্ধারিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত প্রকরণে কোন্ শাস্ত্র সিদ্ধান্তকে গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তররূপে বলিতেছেন। এই ভাগবত সিদ্ধান্তের শিক্ষা,—শ্রীভগবান্ দ্বারা মহাভারতে অর্জুনের প্রতি শ্রীগীতোপদেশে, একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি উপদেশে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুঃশ্লোকীতে ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্বে সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ শ্লোকদ্বারা আরম্ভ করিয়া নমামি হরিং পরং এই শ্লোক পর্যন্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নানাপ্রকারের উপাখ্যান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি-দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা নির্ধারিত এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপী সিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম ও জ্ঞান ইত্যাদি বিষয় প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ হইতে এই পরাভক্তি প্রকাশক পরমহংস সংহিতা তত্ত্ববিজ্ঞান-পরিপূর্ণ বলিয়া, সমস্ত সৎ সিদ্ধান্ত সমূহের আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া এবং সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত যুক্তিযুক্ত বিবেকীগণ বা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত মহাজনগণ কর্তৃক আশ্রিত বলিয়া এই নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফলস্বরূপ গ্রন্থরাজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র। পরমভক্ত-গণকে ভগবান্ যে বুদ্ধিযোগ দান করিয়াছেন তাহা এই ভাগবতেই দ্রষ্টব্য। শ্রী সূতগোস্বামীর উক্তি অনুসারেও,- এই শ্রীমদ্ভাগবত,—সমস্ত বেদ-বেদান্তের সারসর্বস্ব ; ইঁহার অমৃত রসের অস্বাদন যাঁহারা একবার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কোন নিকৃষ্ট শাস্ত্রে প্রীতিলাভ করিবেনা)।

তত্ত্বসূত্রকার কেবল দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বিচারকের সাক্ষাদুপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও লিঙ্গদ্বারা অনুমানকে অনুমাণ-প্রমাণ কহা যায়। উপমানকে প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু তাহা কেবল একটী বিচারের প্রক্রিয়া মাত্র। ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শব্দ বলিয়া একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন।

যথা মনু,—প্রত্যক্ষানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ত্রিবিধাগমং। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্ম্ম শুদ্ধিমভীপ্সিতা॥

তত্ত্বসূত্রকার কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তবে কি তিনি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না ?

উত্তর এই যে, যখন জ্ঞানকে সূর্য ও শাস্ত্রকে রশ্মি বলিয়াছেন, তখন বেদাদি শাস্ত্র অবশ্যই তাহা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু শব্দ-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানমূলক যেহেতু ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা কতকগুলি শাসন ও উপদেশ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এবং কতকগুলি অনুমানের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য শব্দ তৃতীয় প্রমাণ হইতে পারে না। শব্দের কোন অংশ প্রত্যক্ষ ও কোন অংশ অনুমান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব লাঘচার্থ দুইটী প্রমাণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সূত্রকারের প্রত্যক্ষ ও অনুমান বিচার অন্যান্য দর্শনবেত্তাদিগের বিপরীত। বিচারকের সাক্ষাৎকার বিষয়ই প্রত্যক্ষ, অতএব যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই 'প্রত্যক্ষ' এবং তদতিরিক্ত সমুদায় সিদ্ধান্তই 'অনুমান'।

এই প্রকার প্রত্যক্ষানুমান-সিদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহাই ভাগবত সিদ্ধান্ত এবং তাহা সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রকৃত বিচারের আশ্রয় বলিয়া সর্বসিদ্ধান্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা ভাগবতে একাদশে, সপ্তম অধ্যায়ে

ভগবদুপদেশ,—

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়সাবনুবিন্দতে॥

(হে উদ্ধব! আত্মাই মনুষ্যের নিজের বিশেষভাবে গুরু হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ পুরুষ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ ও অনুমানবলে স্বীয় পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে)।

গীতায়াং—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

(বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে)।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত উপদেশ, ভগবানের দত্ত উপদেশ এবং সকল বিবেকী ভাগবত 'মহোদয়' গণের সিদ্ধান্ত—এই তিন প্রকার অর্থ হয়। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রোপদেশ বিচারপূর্ব্বক যে স্বাধীন ভক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তাহাই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অতএব তাহাকে ভাগবত-সিদ্ধান্ত বলা প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত দেশ-কাল-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিহীন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যদি বিমল সিদ্ধান্ত হয়, ভাগবত সিদ্ধান্ত তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যদি বল, এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দেশিক কে, তাহার নিবারণার্থ এই সূত্র হইল যথা,—

চৈতন্যস্য সর্বাচার্যস্যাবির্ভাবে ন গুর্বন্তরম্॥ ৪৯॥

ননু তাদৃশ ভাগবতসিদ্ধান্ত জ্ঞানং গুরূপসত্তিং বিনা কথমুপপদ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ চৈতন্যস্যেতি। সর্বেষাং তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিণাং সারগ্রাহিনাং বৈষ্ণবানামাচার্যস্য শ্রীচৈতন্যস্য ভগবতঃ আবির্ভাবে সতি তৎ প্রকাশানন্তরমিত্যর্থঃ ন গুর্বন্তরং ইতরো গুরুর্ন গ্রাহ্যঃ নোপাসিতব্য ইত্যর্থঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রতিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

(সর্ব্বাচার্যস্বরূপ জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে অপর গুরুর প্রয়োজনাভাব দেখাইতেছেন। এই প্রকারের ভাগবতসিদ্ধান্ত জ্ঞান গুরূপদেশ ব্যতীত কি লব্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন চৈতন্যদেবই এই সিদ্ধান্তের গুরু এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু। তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীরূপ সারগ্রাহীগণের অর্থাৎ বৈষ্ণবসকলের আচার্যরূপ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে ইতর গুরুর মতবাদসমূহের আর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাদের উপাসনারও প্রয়োজন নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রগুলি তাহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করেন, আত্মবুদ্ধি প্রকাশক সেই প্রকাশময় পরমেশ্বর শ্রীহরিকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার একান্ত ভক্তদিগের হৃদয়ে অনুকম্পা সহকারে কামনারূপ অন্ধকারকে বিনাশ করিয়া আমার আত্মভাবরূপ অলৌকিক জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহা আলোকিত করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমাকেই সমগ্র বিশ্বের জগদ্‌গুরু আচার্য বলিয়া জানিবে)।

বৈধভক্তির প্রথম অঙ্গই গুরুপাদাশ্রয়। গুরুমাহাত্ম্যে নারদ পঞ্চরাত্রোক্তি যথা,—গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎজ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ। তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ॥

সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে। তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততম্॥

হরিভক্তিবিলাসে,—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ। ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥

একাদশ স্কন্ধেচোক্তং ভগবতা,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

তত্রৈব যোগেশ্বর বাক্যম্—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রুতৌ চ,—তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ।

তত্ত্বজ্ঞানার্থে সদ্গুরু আশ্রয় করা কর্ত্তব্য ইহা এই সকল প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু গুরূপসত্তি সম্বন্ধেও একটী অধিকার বিচার আছে যথা তন্ত্রে শিববাক্য।

ভগবদুক্তি একাদশে চ,—

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। অজিজ্ঞাসিত সদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ॥

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ। যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধো তথা দেহী গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

এই বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। জড়ভরত ও ঋষভদেব প্রভৃতির চরিত্র সর্বদা আলোচ্য। নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মস্থিত যে চৈত্যগুরু, তাঁহার উদয় হইলে অন্যগুরুর প্রয়োজনাভাব হয়। কিন্তু ঐ চৈত্যগুরুর উদয় হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, ঐ জিজ্ঞাসা অপরাপর গুরুর নিকট করিতে হইবে যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।

পুনশ্চ ভাগবতে চতুঃশ্লোকী মধ্যে,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥

এই সূত্রের আর একটী অপূর্ব ব্যাখ্যা হইতে পারে। সকল সারগ্রাহী পুরুষদিগের আদি-প্রবর্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব হইয়াছে, তখন অন্য গুরুর প্রয়োজন কি? যদি কেহ বলেন যে চৈতন্যদেব কেবল গৌড়ীয় নামক একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক; তিনি কি প্রকারে

সর্ব্বাচার্য হইতে পারেন ? তাহার উত্তর এই যে ; হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বাচার্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্যগুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্মমধু পান করিতে থাকুন।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে,--

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধা-কৃষ্ণাখ্য লীলাময় খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাব্ধিশ্রম শমনকরী ভক্তসংকল্প সিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্য কল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ॥

(ব্রহ্মানন্দ ভেদ করিয়া যাঁহার অগ্রভাগ বিরাজ করিতেছে, যাঁহাতে রাধা-কৃষ্ণ নামক লীলাময় খগমিথুন অভিন্নভাবে বাস করিতেছেন, যাঁহার ছায়া সংসার পথের শ্রান্তিহারিণী, সেই ভক্তসঙ্কল্প সিদ্ধিদাতা চৈতন্যরূপ কোন কল্পবৃক্ষ এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন)।

সেই পরমগুরু চৈতন্য হইতে সারগ্রাহীগণ কি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ শেষ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইল যথা,--

পরে পূর্ণানুরক্তিরিতরেষু তুল্যা জড়ে যুক্তবৈরাগ্যঞ্চেতি সারগ্রাহি মতম্ ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তপ্রকরণস্য সারং স্পষ্টীকরোতি পরে ইতি। পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অখণ্ডিতাঽব্যবধানানন্দময়ী অনুরক্তির্জীবস্য স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ স্বহৃদয়ে প্রকটনীয়েত্যর্থঃ। ইতরেষ্ পরমেশ্বর-ভিন্নেষু চিদ্রূপেষু তুল্যা তত্তদবস্থ জীবানুরূপা অনুরক্তিঃ অয়ং অর্থঃ মতিবৈষম্যাৎ উৎকৃষ্ট-মধ্যম-নিকৃষ্টতয়া ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়মানেষু তেষু যথাক্রমং গৌরব-মৈত্রি-করুণরূপা ত্রিবিধা অনুরক্তিঃ কর্তব্যা অবিষম মতিনাস্তু তথা প্রতীত্যভাবেন তেষু ক্রমেণৈব অমৎসরাঽবিবাদানবজ্ঞারূপাবা অনুরক্তিঃ কিংবা সর্ব্বজীবানামীশ্বরাবির্ভূতত্বাৎ সর্ব্বেষ্বপি ভ্রাতৃস্নেহাত্মিকা বা কর্তব্যেত্যর্থঃ। জড়ে অচিৎ পদার্থে বিত্তাপত্য কলত্র মিত্রগৃহক্ষেত্রাদিষু প্রিয়তরা প্রতীয়মানেষু তেষু তেষু জড়বস্তুষু যুক্তবৈরাগ্যং যথোপযুক্ত স্বীকার ব্যবহারাদিরূপং সম্পাদনীয়মিত্যর্থঃ ইতি সারগ্রাহিণাং তত্তৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদ বর্জিতানাং বৈষ্ণববর্যানাং মতমিত্যলমতি বিস্তরেণ অত্র প্রমাণানি বহূনি শ্রুতিস্মৃতি রূপানি তত্তৎপ্রকরণেষু পূর্ব্বোক্তানি দ্রষ্টব্যানি। ইতিতত্ত্বসূত্র বিবরণং সমাপ্তম্। হারীতান্বয় সম্ভূতো গোপীনাথাভিধঃ কৃতী। বিবৃতিং তত্ত্বসূত্রাণাং চকার বিদুষাং মুদে ॥ জগন্নাথ ক্ষেত্রবাসী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতঃ। জগন্নাথ প্রসাদেন তত্ত্বব্যাখ্যামচীকরৎ ॥ গ্রন্থ গৌরব ভীত্যাচ সংক্ষিপ্তং বিবৃতং ময়া। বিস্তারয়ন্তু সুধীয়ো বহুব্যাখ্যান যুক্তিভিঃ।

(সিদ্ধান্ত প্রকরণের সারকথা এই শেষের সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমেশ্বরে অখণ্ডিতা অর্থাৎ অব্যবচ্ছিন্ন আনন্দময়ী অনুরক্তিই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, যাহা সাধক নিজ হৃদয়ে প্রকট করাইবেন। ইতর জীব-কোটীর প্রতি তাহাদের চেতনের উন্মেষানুরূপ অনুরাগ দ্বারা সম্মান করিতে হইবে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট মানবগণের প্রতি যথাক্রমে গৌরব, মৈত্রী ও করুণারূপ ত্রিবিধ অনুরাগই কর্তব্য অথবা তাহাদের প্রতি অমৎসর, অবিবাদ ও অনবজ্ঞারূপ অনুরক্তি; কিংবা সর্বজীবে ঈশ্বরাধিষ্ঠানহেতু তাহাদের সকলের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ কর্তব্য। বিত্ত, অপত্য, কলত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রিয়করূপে প্রতীয়মান জড় বা অচিৎ পদার্থ সকলে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনীয়। অর্থাৎ তত্তৎ জড়বস্তুর প্রতি যথোপযুক্ত স্বীকার ও ব্যবহার সম্পাদনই কর্তব্য। ইহাই সারগ্রাহীগণের অর্থাৎ পরস্পর সম্প্রদায়-কলহশূন্য বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠগণের মত। অতিবিস্তারহেতু এই পর্য্যন্তই ব্যাখ্যাত হইল। এই সম্বন্ধে পূর্বের সূত্র-সকল মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির বহুবিধ প্রমাণসকল ত ঃ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। ইতি তত্ত্বসূত্রের দেবনাগরী ব্যাখ্যারূপ বিবরণ সমাপ্ত। হারীত গোত্রোৎপন্ন শ্রীগোপীনাথ নামক কৃতী ব্যক্তি দ্বারা ইহার (সংস্কৃত) ব্যাখ্যা কৃত হইল। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে ইহা প্রীতিপ্রদান, করুক। জগন্নাথ ক্ষেত্রবাসী-মুক্তিমণ্ডপের এই পণ্ডিত কর্তৃক জগন্নাথদেবের প্রসাদ দ্বারা তত্ত্বসূত্রের এই ব্যাখ্যা সাঙ্গ হইল। গ্রন্থগৌরবের ভয়ে সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল; সুধী ব্যক্তিগণ বহুবিধ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান দ্বারা ইহা বিস্তার করুন)।

সারগ্রাহী ধর্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরবেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবত্তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই এক প্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র উভয়ই দৃষ্ট হইল। জড়পদার্থ সকলে যথাযোগ্য আস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন। বিচার করিলে এরূপ সারধর্ম আর কুত্রাপি নাই।

ইতি শ্রীতত্ত্বসূত্রং সম্পূর্ণম্।

তত্ত্ববিবেক - তত্ত্বসূত্র - আম্নায়সূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর
সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশক ঃ —শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
২৯এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

মুদ্রণালয় ঃ—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন-তিথি ঃ—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা, ৩০শে দামোদর ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭.১১.১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশন-তিথি ঃ—অক্ষয় তৃতীয়া, **২৯শে বৈশাখ ১৪২০।**
১৩.০৫.২০১৩ খৃষ্টাব্দ
শ্রীগৌরাব্দ - ৫২৬

গ্রন্থবিনিময়ের আনুকুল্য ঃ— ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগ বরায় তে॥

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও অধ্যক্ষ—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ, তথা বৈষ্ণবগণের ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ স্মরণপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমার্থানুভূতি-সম্পন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই তিন গ্রন্থে বিচারিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য এবং তাৎপর্য্যৈক্য থাকায় ইহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুশীলন দ্বারা, মননশীল পাঠকগণ পরমার্থ বিষয়ে— প্রবেশ, পরিচয় এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্বতঃ না জানিলে পরতত্ত্বানুভূতি লাভ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়, ‘‘সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।’’ জড় ও পরমার্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্য হেতু, বর্ত্তমান জগতে সাধারণ মানবগণ ধর্মানুশীলন করিতে যাইয়া বহুভাগই অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কবলীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই সকল বিধর্মের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আত্মধর্মের আনন্দালোক লাভ করে। সুকৃতি ব্যতিত ভগবদ্বিশ্বাসের উদয় হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— ‘‘হে অর্জুন, দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমাতে শরণাগত হয় না।’’ অতএব সুকৃতিমান ভগবদ্বিশাসী পুরুষই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়, ‘সারগ্রাহী’ না হইলে পরমার্থকথা বোধগম্য হয় না।

‘তত্ত্ববিবেক’ নামক প্রথম গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর, স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মত বাদ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া সেইগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে এবং পরমার্থ-বিষয়ে সেই সকলের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে,—মনোধর্মমূলক মতবাদসমূহের নিরর্থকতা, আত্মানাত্ম-বিবেক, আত্মধর্মের অবিচ্ছিন্নতা, আত্মানুভূতির সাধনপ্রণালী, মুক্ত আত্মার অবস্থিতি, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান মূলক নিরপেক্ষ বিচার ইত্যাদি। এই গ্রন্থকে বলা যায়, ‘পরমার্থ পথ

প্রবেশিকা'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বসূত্র' পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন। তৃতীয় গ্রন্থ আম্নায়সূত্রে ঠাকুর মহাশয় ষোড়শ প্রকরণ সমন্বিত ১৩০ সূত্র রচনা করিয়া সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার সম্মত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনত্ত্ব স্থাপন করিয়া পরমার্থ সাধকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত ষড়্‌বিধ লিঙ্গ এবং বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ ভজনরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। গ্রন্থ পরিচয় সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু লিখিলাম না। পাঠক মহাশয়গণ সাবহিত চিত্তে গ্রন্থ সাহিত্যের আস্বাদন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ইহজগতে প্রকট ছিলেন। নদীয়া জেলার বীরনগরে উলা গ্রামে তিনি গোবিন্দপুরের আঢ্য জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক জীবনে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী এবং অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বাস্তববাদী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শী ঠাকুর মহাশয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্যদরূপে নিখিল লোক-হিতকারী ছিলেন। বহু ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য জীবনের মধ্যেও তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজন সাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পদ্য গদ্যময় বিপুল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, আদর্শ গৃহস্থা শ্রম ও ত্যক্তগৃহাশ্রম যাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অসীম নিষ্ঠা—এই সকল বিষয়ের পরিশীলনদ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়া জানা যায়।

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, ভজন রহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতাপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বিদ্ধদ্রঞ্জন ও রসিকরঞ্জন ভাষ্যদ্বয়—এই সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নির্মল বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন অপসম্প্রদায়দ্বারা বিকৃতরূপে গৃহীত, আচরিত এবং প্রচারিত হইতেছিল; ইত্যবসরে তিনি জগতে প্রকট হইয়া, পুরাকালে ভগীরথ মহারাজের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম পুনরায় ইহজগতে অবতরিত করাইলেন। আজ আমরা শ্রীল ঠাকুরের কৃতিত্বের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হই। আশা করি, তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থরাজি বহুকাল পর্যন্ত পরমার্থের আলোকস্বরূপে ইহজগতে বিরাজ করিয়া সংসার সাগরে জর্জরিত জীবগণকে অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া উদ্ধার করিবে।

পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য সুযোগ্য পথ-প্রদর্শকের অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়। সৎপুরুষের অভাব ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাচুর্যের ফলে জনসাধারণের পক্ষে

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ কিন্তু দুর্লভ হয়। সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্গ্রন্থের সাহায্যে এই ন্যূনতা কিছু অংশে নিবারণ করা যায়। পরমার্থের আলোক-প্রদায়ক গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা গ্রন্থকর্তার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে গ্রন্থকর্ত্তা-সাধুর সঙ্গ লাভ হয়; এবং এই সঙ্গের ফলে কৃতী পাঠকের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয়। আশা করা যায়, কালজয়ী সনাতন ধর্মের সার সর্বস্বদ্বারা রচিত এই তত্ত্বগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে সরল-হৃদয় শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণের পারমার্থিক উন্নতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি এবং অনুসন্ধিৎসুগণের সৎসন্ধান—এই সকল লাভ হইবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি এবং ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কোনরূপ কৃত্রিম উপায়দ্বারা তাহাকে উদয় করান যায় না। আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে জাগরিত করিবার প্রকৃত বিধান এই গ্রন্থসমূহে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পাঠক মহাশয়গণ তাহা বিচার সহকারে অনুশীলন করুন। পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন নাস্তিক্য ও ধর্ম্মান্ধতা, বিষয়বুদ্ধি ও শুষ্কবৈরাগ্য, বন্ধ্যাতর্ক ও জড়-ভাবুকতা—এই সকল নিরর্থক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত সুমতি লাভ করেন। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ রূপ সদাচারের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল সুফল প্রদান করিবে।

আমার পূজনীয় গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ এবং সহানুভূতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে নূতন নূতন মঠাদি স্থাপন করিবার অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থের প্রচার অধিক মহৎকার্য।' প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত এই ভক্তিবিনোদ বাণীদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নিজে অবাঙ্গালী হইয়াও এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থত্রয় সম্পাদনের এবং পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহসে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'ভক্তিবিনোদবাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।' এই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বাণী এস্থলে স্মরণ করি।

গ্রন্থ প্রকাশনের অদম্য ইচ্ছা আমার অসম্যক অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদ্রদেশীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকাল হইতেই ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা সফল হইল। বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাঠকগণের সুবিধা, নিজের অনুশীলন এবং গ্রন্থোপযোগের বৃদ্ধ্যর্থ এই সংস্করণে যথামতি কিছু অংশ অধিকরূপে সংযোজিত করিলাম। তত্ত্ববিবেকের 'বিবেকাঞ্জলি' নামক তাৎপর্য্য, তত্ত্বসূত্রের শ্লোকসমূহের ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ, এবং আম্নায়সূত্রের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ,—এই সকল মূলগ্রন্থের সহিত এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানি না। কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে গুণগ্রাহী পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীমন্নারদ বলিয়াছেন, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ ; সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া!' অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিমূলক কর্ম্মই জীবের উপযুক্ত কর্ম্ম এবং শ্রীহরিতে জীবগণের মতি যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপিকরণ, বিবরণ, অনুবাদকরণ, মুদ্রণের ব্যবস্থা, গ্রন্থ-প্রস্তুতীকরণের কার্যাদিসকল স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া নারদ মহর্ষি প্রোক্ত কর্ম জ্ঞানাদির কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে দৃষ্ট হয়,—'হে বিপেন্দ্র সর্ব প্রযত্নদ্বারা বৈষবশাস্ত্র সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃকামী মানবগরের কর্তব্য। চক্রপাণি শ্রীহরির তুষ্ট্যর্থ এই সকল সনাতন শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনুশীলন করিবে।.........' বহুদিনের পরে এই অমূল্য গ্রন্থত্রয় শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব কৃপায় এইভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাবোৎসবের স্মারকরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরমার্থলিপ্সু সজ্জনগণ ইহার অনুশীলন করুন। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি অনাত্মধর্মের কবল হইতে জগদ্বাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-মন্দাকিনীর মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করুন।

মাদৃশ-দুর্ব্বলচিত্ত ও পারমার্থিক বলহীন পতিত ব্যক্তির অভিলাষ সকল কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরর্থক হওয়া স্বাভাবিক। কার্য্যারম্ভের পরে অনুভব করিলাম, বামুনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়, এবংবিধ বৃহৎকার্যে উদ্যত হওয়া আমার পক্ষে কতই না অসঙ্গত! 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কবিবাক্য পদে পদে স্মরণ করি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ভাষায়,— 'শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কোটি কণ্টকরুদ্ধঃ। সুতরাং আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রস্তুতীকরণার্থ অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 'বলহীনের বল বলরাম'—এই কথাকে ভরসা করিয়া আমার কর্ত্তব্য পরিপালন করিলাম। ভগবান্ যেহেতু দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়াশীল, করুণাময়ের করুণাই আমার চরম সম্বল।

যাহাই হউক, নানা বিঘ্নের মধ্যেও আমার পক্ষে অঘটিত ঘটনারূপ এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য সম্পন্ন হওয়া কেবল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা এবং শ্রীশ্রীগৌহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকমল পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীভক্তিমলয় গিরি মহারাজ, শ্রী অসীমকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতি যোগামায়া মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিভা পাল যদি উৎসাহ ও অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্কল্প কেবল স্বপ্নরূপেই থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য মহারাজ ও শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীর সহানুভূতি ও সময়োচিত সাহায্যদির জন্য তাহাদের নিকটও আমি ঋণী। মুদ্রণের হরফ ও মুদ্রণালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর কর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধিকিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি আমি চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সর্বশেষে শ্রীহরিনামপরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা এই অধমের প্রতি সিঞ্চন করুন; তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল হইল মনে করি।

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মাঘী-পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, চেতলা,
কলিকাতা-৭০০ ০২৭

তারিখ—১৩ই ফাল্গুন ১৪১৯
ইং ২৫-০২-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশকের নিবেদন

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগুরুসেবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ হয়েও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় এত কঠিন তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক সম্পাদনা করিতে পারিবেন তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার এই মেধাকে সকল পাঠকই ভূয়ষী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। তিনি ইতিপূর্বে এই তিনটি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করে সংবাদ পত্রে বহু প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস সেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিবেন।

ইতি—

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য উপাস্য

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জিউ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন
শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন
7/85.

শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কুশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেঽম্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেঽঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূধর্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব॥ ২৩॥
মধ্যাতলেঽজ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পাঞ্চৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো॥ ২৪॥
পাঞ্চৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্ধ্বে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেঽথ কনিষ্ঠিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ॥ ২৫॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুর্যীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধ্বজ পবী জম্বুর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥ ১॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোঽম্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সংপতাকম্॥ ৯॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং·তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ॥ ১০॥
অবিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে॥ ১১॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য়॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভূনহে যমের সে অধিকার পাত্র॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ

এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী—
ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থরত্ন-সমূহ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান মঠাচার্য্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজের করকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত হইল।

বিষয়-সূচী

তত্ত্ববিবেক

তত্ত্বসূত্র

আম্নায়সূত্র

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী ম দা ম্না য় সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত

এবং

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক

গ্রন্থরাজ

ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ

ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ ষোড়শক।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্

শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণম্

ওঁ হরিঃ ॥ অথাত আম্নায়সূত্রং প্রবক্ষ্যামঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃওঁ ॥

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্যবিগ্রহম্ । কেন ভক্তি বিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ ॥
প্রমাণৈরষ্টভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্ , অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
ত্রিংশোত্তর শতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া । পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ ইতি ॥ ১ ॥

সর্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক এবং শ্রুতিপ্রমাণকে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান করিয়া আমরা শ্রীআম্নায়সূত্র বলিতেছি।

জগতের আচার্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তি-বিনোদ উপাধিক কোন ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছয় প্রকারের লিঙ্গ অবলম্বন করতঃ সমস্ত বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি আশ্রয়পূর্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণবসকল ইহা স্বচ্ছন্দে পাঠ করুন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব এই অষ্টবিধ প্রমাণ এবং উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি তাৎপর্য-নির্ণয়ের লিঙ্গ। অভিধা, লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের বৃত্তি। তন্মধ্যে অভিধাবৃত্তিই মুখ্যা। যে স্থলে অভিধা অসম্ভব, সে স্থলে লক্ষণাদির প্রয়োগ। ॥ ১ ॥

যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ দ্বারাই অর্থোপলব্ধি করিয়া কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বা পরিত্যাজ্য, তাহা নির্ণীত হয়। যদিও দশবিধ প্রমাণ প্রচলিত আছে ; আম্নায় সূত্রকার আর্ষ ও চেষ্টা এই দুইটীর স্বতন্ত্রত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি সম্ভব—এই অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই অষ্ট প্রকারই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শব্দের সাধারণ অর্থে, বিষয় সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়

দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির কারণ, কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া তদ্রূপ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান, যুক্তি বা পরামর্শ দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়। উপমান,— প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা সাধ্যের সাধন বা অন্য পদার্থের পরিচয়। শব্দ,—আপ্তবাক্য অথবা ভগবৎ কথিত অপৌরুষেয় বাক্যসমূহ অথবা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান। ঐতিহ্য— প্রচলিত জনশ্রুতিই ঐতিহ্য ; ইহা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ইতিহাসাদি জ্ঞান। অনুপলব্ধি অথবা অভাব অর্থাৎ দর্শনে অনুপলব্ধি ; যাহা পাওয়া যায় না, তাহার 'অভাব। অর্থাপত্তি— কার্য বা পরিণামের দর্শন দ্বারা তাহার মূল কারণের বিচার কল্পনা যাহা করা যায়, তাহাই অর্থাপত্তি। সম্ভব—সহস্রের মধ্যে শতের সম্ভাবনাকে সম্ভব বলে।

বেদার্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি যথা,—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥

(প্রাচীন ভাষ্যকারগণকৃত শ্লোক)

সূত্রাকারে নিবদ্ধ ব্রহ্মসূত্রাদির তাৎপর্য নির্ণয়ে অন্তরায় বিহীনতার জন্য প্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

বিবেচনাপূর্বক আরম্ভই উপক্রম ; যে বিষয় লইয়া গ্রন্থারম্ভ হয়, তাহাকে উপক্রম বলে। গ্রন্থের সমাপ্তি বা যে বিষয়ে গ্রন্থ পর্যবসিত হয়, তাহাকে উপসংহার বলে। উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। প্রণিধানযোগ্য বিষয়ের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথনকে অভ্যাস বলে, যাহা দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অপূর্ব্ব অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও বর্ণিত বিষয়ের নাবীণ্যতাই অপূর্ব্বতা। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়বস্তুটি গ্রন্থ প্রমাণ দ্বারাই বোধগম্য হইয়া অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নাম অপূর্বতা ফল। সাধারণতঃ বৈদিক বিধিবাক্যের তাৎপর্যব্যাখ্যাকে অর্থবাদ বলে। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যে প্রশংসা বা তদিতর বিষয়ের গর্হণকে বলা হয় অর্থবাদ। এই অর্থবাদরূপ উপায় আবার তিন প্রকার যথা,— গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। বিষয়বস্তুর সঙ্গতি, সিদ্ধি অথবা যুক্তিযুক্ততাকে উপপত্তি বলা যায় ; অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য বা ব্যাখ্যা সর্বথা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই।

শব্দবৃত্তি বা শব্দের অর্থপ্রকাশিকা যোগ্যতা তিন প্রকার যথা, মুখ্যা (অভিধা), লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যাবৃত্তিও আবার রূঢ়ি ও যোগা ভেদে দ্বিবিধা। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়া যে বৃত্তি শব্দের অর্থবোধ করায়, তাহাই রূঢ়ী। যোগ অর্থাৎ যোগ-রূঢ়বৃত্তি, ইহার উদাহরণ যেমন, পঙ্কজ অর্থে পদ্ম। ইহা যৌগিক বৃত্তিতে প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্নার্থ বুঝায়, যেমন 'মৃগাঙ্ক' শব্দে নিশাকর চন্দ্রকে বুঝায়। মুখ্য অর্থের বাধা ঘটিলে লক্ষণাবৃত্তিযোগে শব্দের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য অর্থ বোধ হয়—যেমন 'গঙ্গায় ঘোষ' অর্থে গঙ্গাতটে ঘোষ পল্লী। এই লক্ষণাও তিন প্রকার যথা,—জহৎ স্বার্থা, অজহৎ স্বার্থা, জহদজহৎ-স্বার্থা। আর গৌণীবৃত্তিতে কথিত অর্থের লক্ষিত গুণযুক্ত সাদৃশ্য

বুঝায়, যেমন 'সিংহ দেবদত্ত' বলিলে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী দেবদত্তকে বুঝায়। যখন অভিধা-লক্ষণাদি বৃত্তি স্ব স্ব অর্থবোধ করিয়া স্তব্ধ হয়, তখন যে বৃত্তির বলে উদ্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহা ব্যঞ্জনা (বা গূঢ়ার্থবোধিকা) বৃত্তি। এই সকল শব্দবৃত্তিগুলি পদ ও বাক্যত্ব প্রাপ্ত শব্দ-সমূহের অর্থ-প্রকাশে প্রযুক্ত।

প্রাচীন ভাষ্যকারগণ কি প্রকার সতর্কতার সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। [১]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্যে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকে। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।৮ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবতে। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২ ॥

তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয় ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্য ৬।২।১ শ্লোকে, উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্বে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয় বস্তুই বর্তমান ছিলেন। বৃহদারণ্যকে ৫।১ শ্লোক,—ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হন। লীলাপূর্তির পরে পূর্ণ অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণপূর্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন, পরমেশ্বরের পূর্ণত্ব কোন-ক্রমে হানিপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সনাতন শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরাৎপর পরতত্ত্ব। তাঁহার গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর স্বরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্যময় রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে,—সৃষ্টির আদিতে আমিই একমাত্র ছিলাম, জড়ব্রহ্মাণ্ডাদি আমা হইতে পৃথক্ কিছু ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি পূর্ণরূপে অবস্থান করি, এবং প্রলয়ান্তেও সচ্চিদানন্দরূপ আমিই একমাত্র থাকিব। আমার কোনকালে ক্ষয় নাই [২]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং অচিন্ত্য শক্তিকম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশস্যুঃ। একো বশী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে। পরমাত্মা হরিদেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥ শ্রীজীবগোস্বামী,—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণস্তা স্বরূপভূতাঃ স্বরূপাদভিন্ন শক্তয়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই তত্ত্ব নিত্য, এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি বিভিন্ন প্রকার, এবং তাহা জ্ঞান,

ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সম্বিৎশক্তি, সন্ধিনী শক্তি এবং হ্লাদিনী শক্তি নামে বিভক্ত হইয়া বেদাদি-শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। এই এক পরমেশ্বরই সমস্ত দেবতাদের স্বতন্ত্র প্রভু এবং সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলেন,—শ্রীহরিই সেই শক্তিমান, পরমপুরুষ এবং শ্রীই তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবান্ কেশবই পরমপুরুষ এবং শ্রীদেবী তাঁহার পরমাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, অগ্নি ও তার উত্তাপ যেমন, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহ বর্তমান; যাহা কেবল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মের শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত তত্ত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে বর্তমান। কেবল লীলার জন্য শক্তি ও শক্তিমান্ নিত্যকাল দ্বিধা প্রকটিত। [৩]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং সবিশেষম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থং অমৃতং বিশ্বধাম ॥ জ্ঞান শক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। সদা স্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য নূতনঃ। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ ॥ ৪ ॥

সেই পরতত্ত্ব সর্ব্বদা সবিশেষ ॥ ৪ ॥

সেই পরমাত্মা সংসার বৃক্ষের ফল শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি রহিত, ত্রিবিধ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তিনি মায়িক দেশ-কালের অতীত এবং তাঁহা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্তক, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিশ্বের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, শাশ্বতপুরুষ, জীব-হৃদয়ে বিরাজমান, ইহা জ্ঞাত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। সেই ভগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্যরূপ সমগ্র—জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ দ্বারা সর্বদা যুক্ত; তাঁহার সমস্ত গুণ সংপূর্ণ হেয়ত্ববর্জিত। ভগবানের গুণাবলী বর্ণনায় শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—তিনি সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, ত্রিকালসত্য বলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যনূতন পুরুষ, তাঁহার আকার সচ্চিদানন্দময় মহানন্দ-স্বরূপ এবং তিনি সমস্ত অচিন্ত্য সিদ্ধি দ্বারা সর্ব্বকাল সেবিত হইয়া থাকেন। [৪]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং নির্বিশেষঞ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫ ॥

কঠে। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ হরিবংশে। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠমভজেস্তৎ সনাতনম্ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ ৫ ॥

সেই তত্ত্ব নিত্য সবিশেষ হইয়াও নিত্য নির্বিশেষ ॥ ৫ ॥

সেই পরমাত্মা দুর্ব্বোধ্য কেন? শ্রুতিতে দেখা যায়,—প্রাকৃত শব্দ ভগবানকে নির্দ্দেশ

করিতে পারে না, তিনি প্রাকৃত স্পর্শের অগোচর, তিনি প্রাকৃত রূপবিহীন অতএব চক্ষুর বিষয় নহেন, তিনি প্রাকৃত রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং প্রাকৃত গন্ধহীন বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় নহেন, তিনি নিত্য; কিন্তু সেই পরমপুরুষকে, শাশ্বত পরমাত্মাকে তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের কৃপায় জানিয়া অপ্রাকৃত ভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সেবা করিলে জীব মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। হরিবংশেও শ্রীভগবদুক্তি যথা,—ব্রহ্মতেজরূপ দিব্যজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা সনাতন পুরুষ আমিই, যাঁহার ভজনাই জীবের কর্ত্তব্য। সেই পরমপুরুষের অঙ্গজ্যোতিরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নির্বিশেষরূপে জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনের জন্যই শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কে নির্বিশেষ বলিয়া সূচিত করেন। [৫]

ওঁ হরিঃ ॥ বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যং তদচিন্ত্য শক্তিত্বাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ কৌর্ম্মে। ঐশ্বর্যযোগাদ্-ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কদাচনঃ॥ শ্রীজয়তীর্থ মুনিঃ। ন কেবলং সামান্যতো বিচিত্র শক্তিরীশ্বরঃ কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান বিচিত্রশক্তিঃ॥ শ্রীজীবঃ। ধর্ম্ম এব ধর্মিত্বং নির্ভেদ এব নানা ভেদবত্বং অরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং ইতি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণ নিধিঃ।৬॥

সেই তত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তিপ্রযুক্ত সবিশেষ-নির্বিশেষরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম সমঞ্জসরূপে বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

সেই পরম পুরুষ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন; যেহেতু তিনি প্রাকৃত পদরহিত হইয়াও দ্রুত গমন করেন এবং প্রাকৃত হস্তহীন হইয়াও সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল কথা শ্রবণ করেন। জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে জগতে কেহ জানেন না; তিনি অবাঙ্মনসগোচর, ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনযুক্ত ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাঁহাকে দেখেন। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে আদিপুরুষ, পূর্ণপুরুষ, ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। কূর্ম্মপুরাণে যথা,--ঐশ্বর্য্য-যোগযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ লীলাময় পুরুষ বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধার্থসূচক গুণগণ দ্বারা অভিহিত হন। তথাপি পরমপুরুষের সমস্ত গুণসমূহ মঙ্গলময়, যেহেতু কোনপ্রকারের দোষ তাঁহাতে কদাচ দৃষ্ট হয় না॥ শ্রীজয়তীর্থ মুনি বলেন,--ঈশ্বরের শক্তি কেবল বিচিত্র বা আশ্চর্য্যকর নহে, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সর্ব্বদা তাঁহার অচিন্ত্য পরমাদ্ভুত শক্তিমত্তা বর্ত্তমান॥ শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি অনুসারে,—ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান অনন্ত গুণসমূহের সমুদ্র। তাঁহার বিরুদ্ধগুণের উদাহরণ যথা,—একই পুরুষে ধর্মের এবং ধর্মিত্বের অবস্থান, ভেদবিহীনতা এবং ভেদময়তা, রূপরাহিত্য এবং সচ্চিদানন্দ সুন্দররূপ, সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং মধ্যমাকার কৃষ্ণবিগ্রহত্ব, এই সকল যুগপৎ এবং পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে নিত্যকাল তাঁহাতে বর্ত্তমান ॥৬॥

ওঁ হরিঃ ॥ সবিশেষত্বমেব বলবদিতরানুপলব্ধে ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং। তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ মহাবরাহে। সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাদ্যস্য পরাত্মনঃ। হেয়োপাদেয়রহিতাঃ নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥ পরমানন্দ সন্দোহ জ্ঞানমাত্রা চ সর্বতঃ দেহ দেহি ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ শ্রীজীবঃ। অখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্য স্ফূর্তি লক্ষণত্বেন স্ব প্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব ॥ ৭ ॥

নির্বিশেষ অবস্থা উপলব্ধ হয় না বলিয়া সবিশেষ অবস্থা বলবান ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ও আরণ্যোপনিষৎ বলেন, আকাশে অবস্থিত সূর্যকে চক্ষু যেমন অবাধে দর্শন করে, তদ্রূপ বিষ্ণুর যে পরমপদ দিনমণি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই পরমপদ দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন। সেই বিষ্ণুপদ চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব। মহাবারাহ পুরাণ বলেন,—বিষ্ণুর স্বাংশভূত অবতার সকলই নিত্যকাল শাশ্বতরূপে বর্তমান আছেন। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক কোন প্রকার হেয় বা উপাদেয় গুণ তাঁহাতে নাই। চিন্ময় পরমানন্দ পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানে দেহ এবং দেহীর মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই, যাহা জীবে কিন্তু বিদ্যমান। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,—অখণ্ডতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ নিজের সর্ব্বব্যাপী প্রভাবলয়রূপ ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় স্বরূপেই সামান্যভাবে ভক্তের দৃষ্টিতে গোচরীভূত হন। ভক্তিনেত্রবিহীন অর্থাৎ ভক্ত্যন্ধ জনের নিকটেই ভগবান্ উপলব্ধ না হইয়া নির্বিশিষ্টরূপে বিচারিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চিন্ময় সবিশেষ, এবং অধিকারী ভক্তগণের নিকট সর্বদা ওই রূপেই অনুভূত হইয়া থাকেন। [৭]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান—রূপেণ তচ্চতুর্দ্ধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ভাগবতে। ভক্তিযোগেন মনসা সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রযাম্ ॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ শ্রীজীবঃ। একমেবং পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ তদ্রূপবৈভব জীব প্রধান রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে ॥ ৮ ॥

সেই বলবান্ সবিশেষতত্ত্ব স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্বিধরূপে নিত্য বর্তমান ॥ ৮ ॥

সেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্বকারণ-কারণ, তিনি কালেরও কাল, ঐশ্বর্য, কারুণ্য, ঔদার্য, মাধুর্য প্রভৃতি অসংখ্য দিব্য কল্যাণগুণের আশ্রয়, নানাবিধ বস্তুরচনাকুশল ও সর্ব্বজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতির ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই ভক্তিমার্গের সাধককে মুক্তি প্রদান করেন ও বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-বন্ধন প্রদান করেন, সমস্ত জগতের তিনি পালনকর্তা। ভাগবতে যথা,—ব্যাসদেবের

চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে তিনি পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়া-তত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন। চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশরূপ জীব জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণ; মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব এই জীবকে ব্যাসদেব দেখিলেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আপনাদিগকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন। মায়াকৃত কার্যসকলকে অভিমান দ্বারা নিজকৃত বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে,—একমাত্র যে পরমতত্ত্ব ভগবান্ তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা--স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব (অন্তরঙ্গা শক্তি), জীব ও প্রধান (মায়াশক্তি) এই প্রকার চতুর্বিধভাবে অবস্থান করেন। [৮]

ওঁ হরিঃ ॥ অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মকম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

কঠে। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ভাগবতে। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ পাদ্মে। অচিন্ত্যয়ৈব শক্ত্যৈব একোঽবয়ববর্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগ সম্পদা ॥ শ্রীজীবঃ। স্বমতেঽচিন্ত্য ভেদাভেদাবেব। ইতি শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ সূত্রভাষ্যং সমাপ্তং ॥ ৯ ॥

এই চতুর্বিধ প্রকাশ নিত্য হইলেও অচিন্ত্যরূপে যুগপৎ পরস্পর অভেদ ও ভেদাত্মক ॥ ৯ ॥

যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে বর্তমান, এক, সর্ব্বনিয়ন্তা, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ নিজেকে বিভিন্নাংশে দেব-তির্যক্ মনুষ্যাদি অনেক প্রকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, হৃদয়াকাশে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে যে সকল বিবেকী ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্তন-মননাদি উপায়ে নিরন্তর সাক্ষাৎকার করেন, সেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহাদের নিত্য সুখ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের সেই শাশ্বত সুখ হয় না। চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবদুক্তি যথা,—এই জগতে মহাভূত-সকল সমস্ত উচ্চ ও নীচ বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে (পৃথ্বি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদিরূপে) অপ্রবিষ্টরূপে বর্তমান। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে ভক্তগণের প্রমাস্পদ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ পূর্ণ-স্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিত আছি। পদ্মপুরাণে যথা,—অমি সর্বদা এক অদ্বিতীয় এবং অবয়বাদি বর্জিত হইয়াও অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ হইয়াও আমার অচিন্ত্য পরাশক্তির প্রভাবে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া যোগৈশ্বর্যদ্বারা বিচিত্র ক্রীড়াসকল অনুষ্ঠিত করিয়া থাকি। শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি যথা,—নিজ মতের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ এই সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হয়। [৯]

ইতি শক্তিমত্তত্ত্বপ্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

শক্তিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদিতি পর শক্তেঃ প্রভাবত্রয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। নতস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি-র্বিধিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ ॥ বিষ্ণুপুরাণে। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সচ্চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি ॥ ১০ ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ এই তিনটী এক পরাশক্তির তিনটী প্রভাব ॥ ১০ ॥

সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার পরাশক্তি বিভিন্ন প্রকার। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে স্বরূপশক্তি—জ্ঞান, বল, ক্রিয়া রূপা অথবা সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপশক্তিগত হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ বৃত্তিও পূর্ণ চিন্ময়। মায়াবদ্ধ জীবের সত্তায় এই ত্রিবিধ ব্যাপার গুণসম্মিশ্রণ দ্বারা হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা – এই ত্রিবিধ ভাব পাইয়াছেন কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত পরমেশ্বরে ঐ শক্তি নির্ম্মল ও নির্গুণভাবে অবস্থিত। [১০]

ওঁ হরিঃ ॥ সৈব স্বতোঽন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং ॥ অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণু-শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ শ্রীজীবঃ। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ ॥ শ্রীকবিরাজঃ। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়া শক্তি ॥ ১১ ॥

সেই পরাশক্তিই স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা ॥ ১১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—নানাবিচারের পর ব্রহ্মবিদগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মভূতা অচিন্ত্য শক্তিকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করিলেন, ঐ ভগবচ্ছক্তি ভগবানের স্বকীয় সার্ব্বজ্ঞাদি প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিতা। বহিরঙ্গা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী যাহা অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা রজোগুণাত্মিকা, জলরূপে, শুক্লবর্ণা সত্ত্বগুণাত্মিকা এবং পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা তমোগুণাত্মিকা। একই দেহরূপ বৃক্ষে থাকিয়া বিমুখ জীব ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ সংসারে ডুবিয়া যায় এবং মায়ায় মুহ্যমান হইয়া উদ্ধারের উপায় না পাইয়া দীনতাবশতঃ দুঃখ করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে,—বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া। শ্রীজীব-গোস্বামীও বলেন যে পরমেশ্বরের শক্তি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিবিধা। [১১]

ওঁ হরিঃ ॥ তদীক্ষণাচ্ছক্তিরেব ক্রিয়াবতী ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শক্তিপ্রকরণং সমাপ্তম্।

প্রশ্নোপনিষদি। স ঈক্ষাং চক্রে ॥ ঐতরেয়ে। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ সৃজত ॥ বামন পুরাণে। তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তীঃ প্রবোধয়ন্। একা এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা ॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্তা, জড়রূপা প্রকৃতি নহি ব্রহ্মাণ্ডকারণ। মায়া দ্বারে সৃজে তেঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্র ভাষ্যে শক্তিপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

সেই সবিশেষ তত্ত্বের ঈক্ষণ হইতে শক্তি ক্রিয়াবতী হন ॥ ১২ ॥

প্রশ্নোপনিষদে যথা,—সেই ভগবান্ আলোচনা করিলেন বা ঈক্ষণ করিলেন। ঐতরেয় উপ্‌নিষদে,—তাঁহার ইচ্ছা হইল—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। সেই পরমাত্মা এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। বামনপুরাণে—সেই সেই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক শক্তিকে চেতনীভূত করেন। ভগবানের এক পরা শক্তিই ভগবানের দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রেরিত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্যসকল সহজে সম্পন্ন করেন। গীতায় ভগবানের উক্তি যথা,—আমার বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। [১২]

ইতি শক্তিতত্ত্বের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

স্বরূপ প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপং ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ। তত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ভাগবতে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।

স্বরূপ তিন প্রকার ॥ ১৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্তে খ্যাত, সেই পরম-ব্রহ্মে জীব, শব্দাদি বিষয়রূপ প্রপঞ্চ ও প্রেরয়িতা নিয়ামক ঈশ্বর—এই তিনটিই সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই তিনেরই পরম আশ্রয় সেই পরমব্রহ্ম। তিনি প্রপঞ্চাদির আশ্রয় হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত অবিনাশী কূটস্থ। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত মানিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হন এবং তাঁহার সেবাফলে গর্ভবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু—এই পঞ্চবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই

তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি; চিদ্বিস্তারক পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি; চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় বা পূর্ণ প্রতীতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে জ্ঞানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গ দ্বারা পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গ দ্বারা ভগবদ্রূপে সেই পরতত্ত্ব প্রকাশ পায়। [১৩]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৪ ॥

তলবকারে। যদ্বাচানভ্যুদিতং যন্মনসা ন মনুতে যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি ॥ মাণ্ডুক্যে। সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। গীতায়াং। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য যেন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥১৪॥

জ্ঞান-মার্গে সেই স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে প্রকাশ ॥ ১৪ ॥

কেনোপনিষদে,—যে তত্ত্ব প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, যাঁহাকে বুদ্ধি ও মন দ্বারা কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, যাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা লোক দেখে না, জড় শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে লোকে শুনে না, লোকে যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহকেই ব্রহ্ম বলিয়া তুমি জানিবে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে,—শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবদ্বারা বাচ্য এই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, ইহারা সকলেই পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ। এই যে জীব-শরীর মধ্যে প্রত্যগাত্মা আছেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম। চারিটি মাত্রা লইয়া যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম প্রণব বাচ্য, তন্মধ্যে বৈশ্বানর প্রভৃতি তিন পাদের পরে যিনি তুরীয় বা চতুর্থ পাদরূপে প্রতিপন্ন হন, তিনিই সেই আত্মা ওঙ্কার বাচ্য। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বস্বরূপ আমিই জ্ঞানিদিগের চরম-গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞান চক্ষুদ্বারা সেই পরতত্ত্বকে কেবল নির্বিশেষরূপে অনুভূত হয়, কিন্তু ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাঁহার চিন্ময় সবিশেষ-রূপ দৃষ্ট হয়। [১৪]

ওঁ হরিঃ ॥ যোগে বিশ্বময় পরাত্মা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৫ ॥

ঐতরেয়ে। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ ॥ শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মন্বীশো মনসাঽভিক্লিপ্তো য এতদ্বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি ॥ নারদীয় তন্ত্রে। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যানাথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পরমাত্মা যেঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥ ১৫ ॥

অষ্টাঙ্গাদি যোগ মার্গে বিশ্বগত পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ব প্রকাশ পান ॥ ১৫ ॥

ঐতরেয়োপনিষদে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পৃথগ্ ভাবে ছিল না, একমাত্র তিনিই ছিলেন, জগৎপ্রসবিনী বহিরঙ্গা শক্তি ও জীবশক্তি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান্ স্বাধীন সঙ্কল্প ও স্বাধীন শক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার ইচ্ছা হইল,—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে,—পরমপুরুষের অভিব্যক্তি স্থান হৃদয় প্রদেশ, তাহার পরিমাণ প্রত্যেক জীবের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণানুসারে, এজন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইল। তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ এজন্য এবং দেহরূপ পুরে শয়নকারী অথবা সর্ব্বকামনার পূরক কিংবা সর্ব্বপালক অতএব তিনি অন্তরাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন যেমন জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন, দেহস্থ পরমাত্মা তাদৃশ নহেন, তিনি সর্ব্বকালেই সর্ব্বাবস্থাতেই প্রাণীদের হৃৎপুণ্ডরীকে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত। নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা তিনি ধ্যানে প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানের প্রভু। যাঁহারা এই পরমাত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহারা মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—ভগবান্ বিষ্ণুর তিন প্রকারের বক্ষ্যমাণ অবতারকে ত্রিবিধ পুরুষাবতার বলিয়া জানিবে। মহত্তত্ত্ব স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং সর্ব্বজীবান্তর্যামী ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার, যাঁহাকে জানিলে জীব মায়া-মুক্ত হয়। এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশস্বরূপ, এজন্য গীতায় বলিয়াছেন,—'একাংশেন স্থিতো জগৎ'। [১৫]

ওঁ হরিঃ ॥ তদবতারাহ্যসংখ্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৬ ॥

চতুর্বেদশিখায়াং। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি॥ ভাগবতে। অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার। যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মার অসংখ্য অবতার ॥ ১৬ ॥

চতুর্বেদশিখায় দৃষ্ট হয়,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহই আমি; আমিই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি অবতার-সমূহের মূল পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতে,—হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ বহির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি ভগবান্ শ্রীহরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। ভগবানের ছয় প্রকার অবতারের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। [১৬]

ওঁ হরিঃ ॥ সর্বে চিচ্ছক্তিমন্তো মহেশ্বরাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৭॥

চতুর্বেদশিখায়াং। নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষহেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি॥ বারাহে। স্বাংশশ্চাথো বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে॥

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ। সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম॥১৭॥

অংশাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার সকলেই চিচ্ছক্তিমান মহেশ্বর ॥ ১৭ ॥

চতুর্ব্বেদশিখা বলেন,—এই অবতারসমূহের কোনরূপ প্রাকৃত জন্ম নাই, অজ্ঞানবন্ধন, বন্ধনমুক্তি ইত্যাদি কোন ব্যাপারই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সকলে পূর্ণ পুরুষ, জরাবিহীন, অমৃতময়, সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমানন্দময় ইত্যাদি। বরাহপুরাণ বলেন,—ভগবানের দুই প্রকারের অংশ বর্তমান, তাঁহাদের মধ্যে ভগবদবতার-সকল স্বাংশরূপ বিভুচৈতন্য এবং জীবসকল বিভিন্নাংশরূপ অণুচৈতন্য। ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে,—জগতের জীবসকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ প্রভুই জগদীশ্বর। সেই পরমপুরুষের সহস্র সহস্র অবতারসমূহ বর্তমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—ভগবানের সমস্ত অবতারগণ নিজ নিজ ধামে পরব্যোমে নিত্যকাল অবস্থান করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অবতার বলিয়া পরিচিত হন। [১৭]

ওঁ হরিঃ॥ ভক্তৌ পূর্ণপুরুষো ভগবান্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৮॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ গর্গ সংহিতায়াং পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ পরাৎপরো যঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ। স্বয়ং সদানন্দময়ং কৃপাকরং তং শরণং ব্রজাম্যহম্॥ শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী। স্বভাবতোঽপাস্ত-সমস্তদোষমশেষ-কল্যাণ গুণৈকরাশিং। ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্॥ ১৮॥

শুদ্ধ ভক্তিমার্গে সেই তত্ত্ব পূর্ণপুরুষ ভগবৎ স্বরূপে প্রকাশ॥ ১৮॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,—আমি জানিয়াছি, সূর্যের মত স্বয়ংপ্রকাশরূপ সেই জ্যোতির্ময় বিশ্বব্যাপী মহাপুরুষই ইনি। তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অর্থাৎ মায়ার অতীত। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। গর্গ সংহিতায়,—সেই পূর্ণপুরুষ অনাদি, নিত্য-নবীন, শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, পরাৎপর যিনি, তিনিই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং সদানন্দ পরিপূর্ণ, কৃপাবারিধি, গুণসমুদ্র, আমি তাঁহার শরণাগতি গ্রহণ করিলাম। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—সেই ভগবত্তত্ত্ব স্বভাবতঃ সমস্ত দোষশূন্য, কেবলমাত্র অশেষরূপ কল্যাণগুণরাশি, চতুর্ব্যূহের মূলরূপ; পরব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বদেবগণের আরাধ্য বস্তু। এতাদৃশ কমললোচন হরি-শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদি ধ্যান করি। [১৮]

ওঁ হরিঃ॥ ঔদার্য-মাধুর্যৈশ্বর্যভেদেন তৎ স্বরূপমপি ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১৯॥

শ্বেতাশ্বতরে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং

প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ গোপালোপনিষদি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥ মনুঃ। প্রশাসিতারং সর্ব্বেষাং অনীয়াংস মনোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্।। ভাগবতে। ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্রে। মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞী। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু। নবকুবলয় দাম শ্যামলো বাম জঙ্ঘা হিততদিতর জঙ্ঘঃ কোপি দিব্যঃ কিশোরঃ। ত্বমিব স স ইবত্বং গোচরোনৈব ভেদঃ কথয় রূপ্যমহো মে জাগ্রতঃ স্বপ্ন এষঃ ॥ ১৯ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও ঔদার্য স্বরূপ ভেদে ত্রিবিধ প্রকাশমান ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। সেই ভগবান্ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম নিয়ন্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমপূজ্য দেবতা, প্রজাপতিদিগেরও অধিপতি এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই সমগ্রবিশ্বের পরমেশ্বর স্তবনীয় পুরুষোত্তমকে আমরা ধ্যানকরি। সেই মহাপ্রভু সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী সর্ব্বোত্তম, সর্বশক্তিমান্ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্যে একমাত্র সমর্থ, জীবের নিগ্রহানুগ্রহ তাঁহারই অধীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই সত্ত্বগুণান্বিত অন্তঃকরণের প্রবর্তক যেহেতু তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশস্বরূপ অবিনাশী পরতত্ত্ব। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে গোপালতাপনী উপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানের নয়নদ্বয় বিকশিত নবীন কমলপুষ্পের ন্যায় সুন্দর এবং অরুণ-বর্ণযুক্ত, তাঁহার অঙ্গের প্রভা নীলনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার পরিধানের বসন স্থির বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ; তিনি দ্বিভুজ কিশোর নরাকৃতি গোপবেশ, অসীম মাধুর্যময় আত্মানন্দজনিত মৌনমুদ্রাসমন্বিত তাঁর মন্দহাস্যযুক্ত বন্দনারবিন্দ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপাদ কণ্ঠলম্বিত বনমালা ধারণ করিয়াছেন। মনু বলেন;—'সমস্ত জীবগণের শাসনকর্ত্তা সেই ভগবান্ স্বর্ণদ্যুতিবিশিষ্ট, সমাধি দশা লব্ধ বুদ্ধিগম্য, সেই মহাপ্রভুকেই পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে। ভাগবত বলেন,—দেবতাগণেরও পরমপ্রভুরূপ কাল সে পরমেশ্বরে কোন কার্যক্ষম হয় না। নারদপঞ্চরাত্রে,—মণি যেমন শিল্পীর কলাচাতুর্যদ্বারা নীল পীতাদি বর্ণ সমন্বিত হয়, তথা ভগবান্ অচ্যুতও ঐশ্বর্য, মাধুর্য, ঔদার্য প্রেমযুক্ত ভক্তগণের ধ্যান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। চৈতন্য চরিতামৃতও সেই পরতত্ত্বকে ঐশ্বর্য-বিগ্রহ নারায়ণ, মাধুর্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও ঔদার্য-বিগ্রহ চৈতন্যদেবরূপে স্থাপনা করে। সেই পরম দয়ালু চৈতন্যচন্দ্রই কলিহত জীবের সন্ত্রাণকর্ত্তা। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের উক্তি,— নব কুবলয়দামসদৃশ এক অনির্বচনীয় দিব্য কিশোর বাম জঙ্ঘার উপরি দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে প্রভো, তিনি তোমার ন্যায় এবং তুমি তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছ, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অহো ! ইহা কিরূপে আমার জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন ? [১৯]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বেন ধাম্নাত্মশক্ত্যা চ সোঽপ্যবতরতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপ প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

চৈতন্যোপনিষদি। গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীত সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি ॥ তলবকারে। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ কালিকাপুরাণে দেবীস্তুতৌ। যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। ন বিব্রবন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥ শ্রীগোবিন্দদাসস্য প্রার্থনা। হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে। গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত ভেল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥ হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার। দারুণ বিষয় বিষে, সতত মজিয়া রনু, মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥ এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু। গোবিন্দ-দাসিয়া কয়, অনলে পুড়িনু নয়, সহজেই আত্মঘাতি হইনু ॥ ২০ ॥

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ স্বীয় ধামের সহিত আত্মশক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ॥ ২০ ॥

অথর্ব বেদান্তর্গত চৈতন্যোপনিগদ্ বলেন,—মহাপুরুষ গৌরাঙ্গদেব সমস্ত প্রাণিগণেব অন্তর্যামী পরমাত্মা, তিনি ভক্তিযোগ বিস্তারার্থ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ যে প্রেমভক্তি তাহা জগজ্জীবকে বিতরণ করিবেন। তলবকার উপনিষদে,—পরব্রহ্ম বিষ্ণু দেবতাগণের অজ্ঞতা বুঝিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের সেই মিথ্যা অভিমান দূরীকরণার্থ স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে এক অদ্ভুত প্রাণিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ইত্যাদি। অনন্তর যক্ষ-রূপধারী শ্রীবিষ্ণু সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কালিকা পুরাণে দেবস্তুতিতে,—যাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মাদিদেবগণ, তপোধ্যান পরায়ণ মুনিগণ ইত্যাদি সকলে ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহার বর্ণনা কিপ্রকারে করিব ? শ্রীগোবিন্দদাসের প্রার্থনার মর্ম সহজে বোধগম্য হয়। [২০]

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ধাম প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তৎ স্বরূপ বৈভবং ধামনিচয়ম্ ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যং অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে,—নিত্য-সত্য-স্বরূপ ভগবানকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য ও তত্ত্বানুশীলন দ্বারা হৃদয়-কমলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে সেই বিশুদ্ধস্বরূপ পরতত্ত্বকে একান্ত ভক্ত যতিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া তৎফলে অবিদ্যাদি দোষমুক্ত হইয়া ভক্তিনেত্র দ্বারা দর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—ত্রিগুণময় তমোরূপা মায়াকে অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক অবস্থিত; যথায় মায়াতীত সিদ্ধপুরুষগণ থাকেন এবং শ্রীহরিদ্বারা নিহত দৈত্যগণও তথায় বাস করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তিদ্বারা প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বময় ধামেই শ্রীভগবান্ অবস্থান করেন। [২১]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্যোতির্ব্রহ্মণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২২ ॥

প্রশ্নে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ভাগবতে। মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ চরিতামৃতে। বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ নির্বিশেষ জ্যোতিবিম্ব বাহিরে প্রকাশ। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ২২ ॥

জ্যোতিই ব্রহ্মের ধাম ॥ ২২ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—শরীর শোষক ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রহ্মচারী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয় ॥ ভাগবতে,—দিগম্বর, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসীসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি অনুসারে সেই নির্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসাযুজ্যলব্ধ সাধকগণ লয়প্রাপ্ত হন। [২২]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশ্বং পরমাত্মনঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৩ ॥

কঠে। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। পাদ্মে। ত্রিপাদ বিভূতের্ধামস্ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্ব প্রোক্তা পাদাত্মিকা মতঃ ॥ শ্রীকবিরাজ। অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ আধার ॥ প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ! তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বই পরমাত্মার ধাম ॥ ২৩ ॥

প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং সর্ব্বলোক-নিয়ামক এই যে ব্রহ্ম, যাহা বিভু এবং সর্ব্বভীতিপ্রদ, উহা হইতে উৎপন্ন এই যাহা কিছু সমস্ত জগতকে কম্পিত করিতেছেন, যাঁহারা এই ব্রহ্মকে অবগত হন, তাঁহারা অমৃতত্বের অধিকারী। এই ভগবানের শাসনে অগ্নি দাহ করিতেছেন, সূর্য তাপ ও প্রকাশ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ুও নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। যমও ভয়ে কার্যতৎপর হইতেছেন। সমস্ত লোকপালগণের নিয়ন্তা যদি কেহ বজ্রোদ্যত করের ন্যায় না থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের

নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না। পদ্মপুরাণে,—ভগবানের চিন্ময়ধাম তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতিদ্বারা সংগঠিত এবং সমস্ত মায়িক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একপাদ বিভূতিদ্বারা রচিত হইয়াছে। ভগবানের একাংশ-স্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্রই অবস্থিত থাকিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে নিজের ঈক্ষণদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করা এবং সৃষ্টির পরে অন্তর্যামীরূপে তাহাকে চালিত করা, এই দুই কার্যদ্বারা পরমাত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধ থাকিলেও এই মায়িক প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন গন্ধ স্পর্শই নাই। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রভাব। [২৩]

ওঁ হরিঃ ॥ পরব্যোম ভগবতঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে ধামপ্রকরণং সমাপ্তম্।

তৈত্তিরীয়ে। ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ গীতায়াং। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ পাদ্মে। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ শ্রীকবিরাজ। প্রকৃতির পারে পরব্যোম নাম ধাম। তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি। সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক নাম। গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপে বৃন্দাবন ধাম ॥ ২৪ ॥ ইতি ধামপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তং।

পরব্যোম সংব্যোমই ভগবানের ধাম ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম বস্তু সৎস্বরূপ ও জড় দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলেন,—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দলাভে নিবৃত্ত হয় না। প্রকৃতির সীমায় অবস্থিত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া যে পরব্যোম ধাম অবস্থিত, তাহা ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন, অতএব সনাতন, শাশ্বত অমৃতস্বরূপ, অনন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় স্থান। এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ-প্রকোষ্ঠই কৃষ্ণধামরূপ গোলোক, যথায় শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম বিরাজিত আছে। [২৪]

ইতি ধাম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

বহিরঙ্গা মায়া বৈভব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ স্বরূপ বৈভব প্রতিচ্ছবিরূপা মায়া ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৫॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ভাগবতে। ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎ স্থান নিরোধ সম্ভবাঃ। তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ শ্রীজীবঃ। বহিরঙ্গয়া মায়য়াখ্যায়া প্রতিচ্ছবিগত বর্ণসাবল্য স্থানীয় বহিরঙ্গ বৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ। আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয় প্রকাশাৎ ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতঃ প্রতিচ্ছবি বিশেষঃ॥ ২৫॥

স্বরূপ বৈভবের প্রতিচ্ছবি মায়া॥ ২৫॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—সেই পরমেশ্বরকে জগতের এই সূর্য প্রকাশিত করতে পারে না, যথা চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সকল প্রাকৃত জ্যোতি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশিত করে না, এই অগ্নির কি ক্ষমতা আছে? স্বয়ং প্রকাশরূপ অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতি সেই ভগবানের অনুগ্রহ দ্বারাই এই সমস্ত জ্যোতিসমূহ প্রকাশ লাভ করে। ভাগবত বলেন, যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই এই সৃষ্ট জগতে প্রতিফলিত। এই মায়িক প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান্ স্বরূপে প্রতীয়মান। ভগবল্লীলার মুখ্য পঞ্চরস সকল চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়। তত্তৎ প্রতিফলন জগতের জড়ীয় জীব-সংসার। এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব তোমাকে দেখাইলাম। শ্রীজীব গোস্বামী মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বলিতেছেন,—মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলনজনিত নানা বর্ণের মিশ্রণ-স্থানীয় বৈচিত্র্যময় তাঁহার বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্মক প্রধান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। আভাস-শব্দে জ্যোতির্বিম্বের স্বীয়প্রকাশ হইতে ব্যবধানযুক্ত অর্থাৎ দূরস্থ প্রদেশে কিছু উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই বুঝাইতেছে। সেই আভাস যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই, মায়াও সেইরূপ। ইহা দ্বারা প্রতিচ্ছবি-পর্য্যায়ভূত আভাসধর্ম্মহেতু সেই মায়াতে 'আভাস' নামও শব্দিত হইয়াছে। [২৫]

ওঁ হরিঃ॥ প্রধানাদি পদবাচ্যা॥ হরিঃ ওঁ॥ ২৬॥

বৃহদারণ্যকে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে॥ শ্বেতাশ্বতরে। ক্ষরং প্রধানমিতি॥ মহাসংহিতায়াং। শ্রীভূর্দুর্গেতি যাভিন্না জীবমায়া-মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদ্ গুণমায়া জড়াত্মিকা॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যা শুক্লাদি ভেদা সমেপি তত্র॥ শ্রীজীবঃ। তস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্॥ ২৬॥

মায়াই প্রধানাদি পদবাচ্যা ॥ ২৬ ॥

শ্বেতাশ্বতর এবং ঈশাবাস্য মন্ত্রানুসারে,—আত্মার চিন্ময়ত্ব বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা অবিদ্যারূপা মায়ার ভজনা করেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। শ্বেতাশ্বতর বলেন,—ক্ষরণশীল ও পরিণামিনী এই প্রকৃতি ইত্যাদি। মহাসংহিতায়,—শ্রী, ভূ, দুর্গা ইত্যাদি নামধেয়যুক্ত ভগবানের সেই পরাশক্তি জীবমায়ারূপে, তাঁহার ইচ্ছাময়ী যোগমায়ারূপে এবং জড়রূপা গুণমায়ারূপে ত্রিবিধ-ভাবে প্রতীত হয়। শ্রীমন্নিম্বার্ক স্বামী বলেন,—প্রধান, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দবাচ্যা এই মায়া শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ইত্যাদি ত্রিবর্ণাত্মিকা বা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা বলিয়া অভিহিতা হইয়াছে। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,—আভাস শব্দদ্বারাও সেই মায়া সূচিত হইয়াছে। [২৬]

ওঁ হরিঃ ॥ গুণাত্মিকা স্থূললিঙ্গাভ্যাং চিদাবরণী চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অষ্টকৈঃ ষড্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ গীতায়াং। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ শ্রীজীবঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যা-স্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। ইয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি ॥ ২৭ ॥

মায়াই সত্ত্ব-রজ-তম গুণস্বরূপা, স্থূল ও লিঙ্গ দ্বারা চিদ্বস্তুকে আবৃত করে ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ব্রহ্ম-শক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে বর্ণন করিতেছেন,—মায়ার ছয় প্রকার অষ্টক যথা,—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই প্রকৃত্যষ্টক; ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই ধাত্বষ্টক; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই ঐশ্বর্য্যাষ্টক; ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই ভাবাষ্টক; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ—এই দেবাষ্টক; দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, আয়াসহীনতা, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই গুণাষ্টক; এই ছয় প্রকার অষ্টক-চক্রে যুক্ত বিশ্বচক্র। স্বর্গ প্রভৃতি লোক, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি ও অন্নাদি বহুবিধ বিষয়ক কামনা যাহার এক মহাপাশ। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ভেদে বিভিন্ন পথে সে চক্র ঘুরিতেছে। পাপ ও পুণ্য এই দুইটির নিমিত্তীভূত এক দেহেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহগ্রস্ত সেই বিশ্বচক্র ঋষিরা দর্শন করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে,—জগৎপতি শ্রীহরির যোগমায়ার অচিন্ত্য কার্য্যসমূহে বিস্ময়ের প্রয়োজন নাই; কারণ তাহার ছায়ারূপা মহামায়া সমস্ত জগজ্জীবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। তথা গীতায়, ভগবান্ বলেন,—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব জীবের পক্ষে স্বভাববশতঃ দুরতিক্রম্যা। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—মহামায়াশক্তি যদিও বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবসকলকেও আবৃত করিবার শক্তি এই মায়া ধারণ করে। বহির্মুখ জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে এই মায়া আবৃত করিয়া রাখে। [২৭]

ওঁ হরিঃ ॥ তস্মিন্ দেশ কাল কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—ছন্দাংসি যজ্ঞা ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ] তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধং ॥ ভাগবতে। সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণ সাম্যাবস্থা তমোমায়াদি শব্দবাচ্যা কালস্তু নিমিত্তভূতো জড়দ্রব্য বিশেষঃ কর্ম্মতু জড়মদৃষ্টাদি ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশীচ ॥ ২৮ ॥

সেই মায়াতেই দেশ-কাল-কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষ সকল বর্ত্তমান ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—চারিবেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দসমূহ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অন্যান্য শুভকর্ম্ম, সদাচারাদি ক্রিয়া, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং আরও যাহা কিছু বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করেন, এই সমুদয় বিশ্বপ্রপঞ্চই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকৃতি হইতে সৃজন করেন এবং এই সৃষ্ট জগতে বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সন্নিরুদ্ধ থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়োক্তিতে,—দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা বা কার্য্যকারণরূপা শক্তিই মায়া। হে মহাভাগ, এই মায়াশক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন,—প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। উহা তমোমায়াদি শব্দ বাচ্যা। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে সমর্থা হইয়া বিচিত্র জগৎ সৃজন করে। কাল হচ্ছে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত উপাধি বিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্য বিশেষ। কর্ম্ম জড় পদার্থ, অদৃষ্টাদি শব্দ ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। [২৮]

ওঁ হরিঃ ॥ বহিরঙ্গ বৈচিত্রস্তু অন্তরঙ্গ বৈচিত্র বিকৃতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণং সমাপ্তম্।

মুণ্ডকে। যস্মিন্ দৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষং ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ভাগবতে। ভূতানাং নভ আদিনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরং। তেষাং পরানুসংসর্গাৎ যথা সংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। যৈছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ বিদ্যাপতি ঠাকুরের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন। বহিরঙ্গ প্রাকৃত বৈচিত্র্য ইহার বিকৃতি। নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল। বিহরই নওল কিশোর, কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, নব নব প্রেম বিভোর। নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া নব কোকিল কুল গায়। নব যুবতীগণ, চিত উমতায়ই নবরসে কাননে ধায়। নব যুবরাজ, নবীন নাগরী মিলয়ে নব নব ভাতি। নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি ইতি ॥ ২৯ ॥ ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

বহিরঙ্গ বিচিত্রতা অন্তরঙ্গ বিচিত্রতার বিকার বিশেষ ॥ ২৯ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে—স্বর্গলোক, মর্ত্ত্যলোক, ও অন্তরীক্ষ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ, বায়ু এই সকলই পরব্রহ্মে গ্রথিত আছে। হে বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বাশ্রয় সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই জানিও। তিনিই তোমাদের এবং সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, অন্তর্যামী, পরমাত্মা, তাঁহাকে জানিয়া অন্য অপরা বিদ্যা ত্যাগ কর, যেহেতু এই পরমাত্ম জ্ঞানই সংসার-সাগরের পরপারে যাইবার পথ। ভগবান্ আনন্দময় বলিয়াই এই সংসারবদ্ধ জীবগণ পর্য্যন্ত আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ভাগবতে,—হে বিদুর, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমশঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের সহিত স্ব-স্ব কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকা হেতু উত্তরোত্তর পর পর ভূতের অধিক গুণ জানিতে হইবে। সূর্যের অবস্থান হেতুই যেমন আভাস অস্তিত্ব লাভ করে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরই অনুকরণে আভাসপ্রাপ্ত জড়া মায়া ব্রহ্মাণ্ডে কার্য করে। এইজন্য চিন্ময়বস্তু মায়িকবস্তু হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ হইলেও, ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সময় একপ্রকারই শ্রুত হয়; তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় উপরোক্ত অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন প্রসঙ্গে। [২৯]

ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবতত্ত্ব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ পরাত্ম-সূর্যকিরণ পরমাণবো জীবাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩০ ॥

বৃহদারণ্যকে। যথাগ্নে ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মন সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতরে। বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্তায় কল্পতে ॥ গীতায়াং। ভূমিরাপোনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ সূর্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালা চয় ॥ ৩০ ॥

পরমাত্মারূপ সূর্যের কিরণ পরমাণু স্বরূপ জীবসকল ॥ ৩০ ॥

বৃহদারণ্যক, জীব সম্বন্ধে বলেন,—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর বলেন,—এই জীবাত্মার পরিমান বহু সূক্ষ্ম, অর্থাৎ একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া সেই অংশকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের যেরূপ পরিমাণ সেইরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই জীব অনন্তরূপ চিন্ময় ধর্মের অধিকারী। জীব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলেন,—ভূমি,

জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই প্রকারে আমার মায়াশক্তি অষ্টবিধ ভেদবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত আমার একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরাপ্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তিনিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থাশক্তি' বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের সহিত যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার তটস্থা শক্তির পরমাণুরূপে পরিচয় লাভ করে, দুই প্রকারের উদাহরণ যথা, সূর্যের কিরণ পরমাণু এবং বৃহদগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহ। [৩০]

ওঁ হরিঃ॥ উভয় বৈভবযোগ্যাস্তটস্থ ধর্ম্মাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩১ ॥

বৃহদারণ্যকে। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং ॥ ভাগবতে। তস্মাৎ ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মানাং ॥ বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহ পরমোধিয়ঃ ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। অনাদি মায়া পরিমুক্তরূপং ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎ প্রসাদাৎ। বদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিল বদ্ধমুক্তং প্রভেদ বাহুল্যং তথাপি বোধ্যং ॥ ৩১ ॥

জীবসকল তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ স্বরূপবৈভব ও মায়াবৈভবরূপ উভয় বৈভবের যোগ্য ॥ ৩১ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড় জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সংযোগস্থলরূপ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। সন্ধি স্থানে থাকিয়া তিনি জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয়ই প্রত্যক্ষ করেন ॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশে—অতএব তোমরা গুণত্রয় সম্ভূত সমস্ত কর্মের বীজনাশক এবং জাগ্রদাদি বুদ্ধিপ্রবাহনাশক এই ভক্তিযোগ অভ্যাস করিবে। শ্রীনিম্বার্কস্বামী বলেন,—ভগবানের প্রসাদদ্বারাই বদ্ধজীব অনাদি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়। জীবগণের মধ্যে কেহ বদ্ধ, কেহ মুক্ত, আবার কেহ বদ্ধমুক্ত ইত্যাদি বহুপ্রভেদ দৃষ্ট হয়। [৩১]

ওঁ হরিঃ। স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময়াঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩২ ॥

বৃহদারণ্যকে। স্বপ্নেন শরীরমপি প্রহত্যা সুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরন্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ভাগবতে। আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্যস্বামী। অতঃ স্থিতঞ্চৈতৎ ন্যায়তো নিত্যং স্বরূপং চৈতন্য জ্যোতিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

জীবগণ স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—শরীর মধ্যে একাকী সঞ্চারী জীবাত্মা স্বপ্নাবেশে শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অথচ স্বয়ং ক্রিয়াশীল থাকিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃন্দের সূক্ষ্ম মাত্রাসকলকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থার

বাসনাময় বিষয়সকলকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি আবার জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন। ভাগবতে,—প্রহ্লাদ কহিলেন,—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত॥ শ্রীশঙ্করাচার্য স্বামীও বলেন,—এরূপভাবে অবস্থিত জীবাত্মা নিজের নিত্যস্বরূপে চৈতন্যরূপ-চিন্ময়বস্তু। [৩২]

ওঁ হরিঃ॥ অস্মদর্থাঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩৩॥

শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ডে। অহমর্থোব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্ন রূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষয় এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্যবৈ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার॥ ৩৩॥

জীবগণ প্রত্যেকেই অহং পদবাচ্য বস্তু বিশেষ॥ ৩৩॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশে অবস্থিত, স্বরূপতঃ প্রকাশময়, সূর্যের তুল্য সমস্ত বুদ্ধিইন্দ্রিয় প্রাণাদিকে চেতন প্রকাশ দ্বারা সম্পন্ন করিতেছে, এই জীবাত্মা আবার বদ্ধ দশায় নানাপ্রকারের মনোরথ ও অভিমান দ্বারা অভিভূত হইতেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্বের হেতু অপ্রত্যক্ষ এই জীবাত্মা বদ্ধ অবস্থায় মায়িক দেহাদি দ্বারা জরামরণগ্রস্ত হইয়া পরমেশ্বর হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়॥ পদ্মপুরাণে। এই জীবাত্মা অহং শব্দ বাচ্য, অবিনাশী, ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ এবং সনাতন বস্তু। তাহা দহনযোগ্য নহে, ছেদিত হয় না, জলে দ্রবীভূত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, এবং ক্ষয় রহিত। এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা স্বরূপত পরমপুরুষের দাস বলিয়া খ্যাত॥ জীব দুইপ্রকারে অবস্থান করে, যথা—মুক্ত দশায় এবং বদ্ধ দশায়; জীব যেহেতু অবিনাশী, যেকোন অবস্থায় অবস্থিত জীবসমূহে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অস্মৎ পদবাচ্য অর্থাৎ অহং পদদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। [৩৩]

ওঁ হরিঃ॥ জ্ঞানজ্ঞাতৃত্ব গুণকাশ্চ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩৪॥

মুণ্ডকে। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্নিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ভাগবতে। বিলক্ষণঃ স্থূল সুক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ। জ্ঞোঽতএব ইতি বেদান্তসূত্রং তদ্ভাষ্যে শ্রীবলদেবঃ। জ্ঞএব আত্মা জ্ঞান স্বরূপ তে সন্তি জ্ঞাতৃস্বরূপঃ॥ ৩৪॥

জীবগণ জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ গুণবিশিষ্ট॥ ৩৪॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—এই জীবাত্মা অণুত্বপ্রযুক্ত সহজে উপলব্ধ না হইলেও বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। পাঁচপ্রকারে বিভক্ত মুখ্যপ্রাণ-এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে,

জীবিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ চিত্তের সহিত আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। ভোগাশায়ুক্ত চিত্ত, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আত্মার প্রকাশকে রুদ্ধ করে। ভক্তির প্রভাবে যখন এ সমস্ত তত্ব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হয়, তখন সেই জ্যোতিস্বরূপ আত্মার জ্ঞান স্বরূপত্ব ও জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব প্রকাশিত হয়। ভগবান্ একাদশস্কন্ধে বলেন,—আমার তটস্থারূপা জীবশক্তির পরিণতিই জীবাত্মা। স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে বিলক্ষণতত্ব এই জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। ইহা যেমন দাহ্য দারু হইতে দাহক অগ্নি পৃথক্ এবং তাহা নিজেকেও প্রকাশ করে, যথা নিকটস্থ বস্তু সমূহকেও প্রকাশ করে। বেদান্তসূত্রেও জীবত্মাকে জ্ঞ-তত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন,—জীবসমূহ জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞাতৃ স্বরূপ তত্ব। [৩৪]

ওঁ হরি॥ পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৫ ॥

মুণ্ডকে—দ্বা সুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-অভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমী-শমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ভাগবতে। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽ-স্মৃতিঃ॥ শ্রীনয়নানন্দ দাস। কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন ধরম করম বহুদূর। অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়। কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়। চারিবেদ ষড় দরশন পড়িয়া সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। কিবা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন যেন, দর্পণে কিবা তার কাজে। বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। নয়নানন্দ ভনে, সেই সে সকল জানে, সর্বসিদ্ধি করতলে তার॥ ৩৫ ॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যাভিনিবেশ ঘটিয়াছে॥ ৩৫ ॥

জীবের পরেশবৈমুখ্য মুণ্ডকে যথা,—সর্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে; তন্মধ্যে একটী পক্ষী জীব বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল ফল বা কর্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বররূপ অন্য পক্ষীটী কেবল প্রয়োজক কর্তারূপে অবস্থান করিয়া এবং ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করে। জীব ও অন্তর্যামী পরমাত্মা একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, বহির্মুখ জীব দেহাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন গুরুকৃপাবলে অন্যভক্তগণ কর্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকবিমুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। শ্রীনয়নানন্দের কীর্তন দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হয় যে, পরমেশ্বরে অনুরাগবিহীন জাগতিক অনুষ্ঠান সকল কেবল সংসার দুঃখপ্রদ অতএব ব্যর্থ॥ [৩৫]

ওঁ হরিঃ ॥ স্ব স্বরূপ ভ্রমঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৬॥

বৃহদারণ্যকে। তদ্ যথা ত‍ৃণ জালায়ূকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যে-বমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ অয়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজা-পত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ভাগবতে। জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ। তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥ আত্মজায়াসুতাগার পশু দ্রবিণবন্ধুষ্ নিরূঢ় মূল হৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান ॥ ৩৬ ॥

সেই কারণেই তাহাদের স্বীয় স্বরূপ ভ্রম হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথা,—তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্ত-ভাগে গমন করিয়া অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক আপনাকে উঠাইয়া লয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া উহাকে অচেতন করিয়া—অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাকে তথায় উঠাইয়া লন। এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া— ইহাকে বিচেতন করিয়া—পিতৃলোক, গন্ধর্ব-লোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক, অথবা অপরাপর জীবের উপযোগী অভিনব ও অধিকতর উত্তম দেহান্তর নির্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নির্বৃতি লাভ করিয়া বিরাগ প্রাপ্ত হয় না। আহা, মায়ার কি মোহ! শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহুমানন করে ॥ বহির্মুখ জীব নিজের কৃষ্ণদাস্যত্ব বিস্মৃত হইয়া মায়ার দাস্যে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে ॥ [৩৬]

ওঁ হরিঃ ॥ বিষম কামকর্মবন্ধঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৭ ॥

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপ-কারী পাপোভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ভাগবতে। স দহ্যমান সর্বাঙ্গ এষামু-দ্বহনাধিনা। করোত্যবিরতং মূঢো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। কাম ক্রোধের দাস হইয়া তাহার লাথি খায় ॥ ৩৭ ॥

সেই কারণেই তাহাদের ভয়ঙ্কর কাম কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,--সেই জীবাত্মাই আবার যেরূপ কার্যকারী ও যেরূপ আচারী হন, সেইরূপই হইয়া থাকেন—শুভকারী হইলে সাধু হন এবং পাপাচারী হইলে পাপী হন, পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপকর্মের ফলে পাপবান্ হন। ভাগবতে শ্রীকপিলদেব বলেন,—কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঘোর দুঃখপ্রদ কামক্রোধের দাস্যে মগ্ন হইয়া এই বহির্মুখ জীবগণ তাহাদের লাথি খাইতে থাকে। [৩৭]

ওঁ হরিঃ ॥ স্থূল লিঙ্গাভিমান জনিত—সংসারক্লেশাশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৮ ॥

কঠে। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ভাগবতে। তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ। জরয়োপাত্ত বৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে॥ চরিতামৃত। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কভুস্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্য জনেরে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ৩৮ ॥

স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও সেই কারণেই স্থূল ও লিঙ্গাভিমানজনিত তাঁহাদের সংসার ক্লেশ হইয়াছে ॥৩৮॥

কঠোপনিষদে যমধর্মরাজ বলেন,—যে সকল সংসারী ব্যক্তি ঘনীভূত অন্ধকারের মত অবিদ্যার মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদির লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত পথ অবলম্বন করে, পরিণামে অন্ধকর্তৃক নীয়মান অপর অন্ধব্যক্তির ন্যায় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি, সংসার দুঃখই ভোগ করিয়া নিত্যকল্যাণ রূপ শ্রেয়পথ হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এইরূপ করিতে করিতে সেই পতিত ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি তাহার নির্বেদ জন্মায় না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালক হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্য ত' হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকারে ভগবদ্বহির্মুখতারূপ অপরাধের ফলে মায়াদ্বারা প্রদত্ত দণ্ডসকল সংসারবদ্ধ জীব নানা প্রকারে ভোগ করিতে থাকে। [৩৮]

ওঁ হরিঃ ॥ তৎ সান্মুখ্যাৎ সর্বক্লেশনিবৃত্তিঃ স্বরূপ প্রাপ্তিশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহানিঃ। মুণ্ডকে। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ শ্রীবিষ্ণুধর্মে। জন্মান্তর সহস্রেষু তপোধ্যান সমাদিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ভাগবতে। তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং শোকস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদ্‌বগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্নতেঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ চরিতামৃতে। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ৩৯ ॥

সেই পরমাত্ম সান্মুখ্য হইলে পুনরায় সর্বক্লেশ নিবৃত্তি ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—সাধুপুরুষের অথবা শাস্ত্রের কৃপাদ্বারা যখন এই সংসারবদ্ধ জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার ভজনা করে, তখন সে অহঙ্কার মমকার জনিত প্রাপঞ্চিক বন্ধন হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করে, জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় এবং ভগবৎ কৃপা বলে মায়াতীত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পূর্ণ কাম হয়। মুণ্ডকোপনিষদে,—যখন সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তি স্বর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা পরিশোভিত পরমপুরুষ শ্রীহরির দর্শন লাভ করেন, তখন সেই ভাগ্যবান্ ভক্ত নিজের সমস্ত পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য-পাপ সমূহ ক্ষয় করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া পরমেশ্বর সান্নিধ্যে নিজের চিন্ময়স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত

বলেন,—হে প্রভো, যে পর্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোকে বরণ না করে, সেই কাল পর্যন্ত তাহাদের দ্রবিণ-দেহ-সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্তিমূল দূর হয় না ॥ শ্রীবিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র বলেন,—পূর্ব পূর্ব সহস্র-জন্মে যাঁহারা তপস্যা, ধ্যান, সমাধিদ্বারা পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এমন মহাপুরুষগণের হৃদয়েই কৃষ্ণভক্তি উদয় হয়। সাধুসঙ্গে হরিভজনই চরম শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায়। [৩৯]

ওঁ হরিঃ ॥ অন্তরঙ্গোপলব্ধিস্তৎ সাম্মুখ্যাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রী আম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে জীবতত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্

কঠে। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ভাগবতে। আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেন দৃঢেন চ। ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥ বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ শ্রী জীবঃ। সাম্মুখ্যং দ্বিবিধং নির্বিশেষময়ং সবিশেষময়ঞ্চ। তত্রপূর্ব্বং জ্ঞানং উত্তরন্ত দ্বিবিধং অহংগ্রহোপাসনারূপং ভক্তি-রূপঞ্চ॥ চরিতামৃতে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়। তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়॥ কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥ ৪০॥ ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অন্তরঙ্গ উপলব্ধিই তাঁহার সাম্মুখ্য ॥ ৪০ ॥

অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ক্রম যথা কঠোপনিষদে,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ; এই বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের অধ্যক্ষতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় মিলন হয়; মন হইতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা বুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; দেহীরূপ আত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও প্রধান যেহেতু এই সমস্ত তত্ত্বের জীবাত্মাই প্রভু। অব্যক্তরূপা প্রকৃতি বদ্ধজীবের পক্ষে দুরত্যয়া বলিয়া জীবাত্মা হইতে সেই মায়া শ্রেষ্ঠা; আবার সেই মায়াশক্তি হইতে পরমেশ্বর শ্রীহরি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; সেই পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। তিনিই চরম বস্তু এবং জীবের পরমাশ্রয় স্বরূপ। এই পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও অত্যন্ত গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া তিনি কাহারও নিকটে সহজে প্রকাশ পান না। ঐকান্তিক ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা ভক্তযোগিগণ সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সেই শ্রীহরির দর্শন করেন। ভাগবতে,—আত্মতত্ত্ববোধ দ্বারা ও দৃঢ়বৈরাগ্য দ্বারা প্রথম পর্যায়ে প্রবৃত্তিমার্গে স্বধামপ্রাপ্য স্বর্গাদি প্রাকৃতরূপে সগুণময় ভাবে, তারপর নিবৃত্তিমার্গে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি নির্গুণ স্বরূপে এবং সর্ব্বশেষে ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট্, নিত্য স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। জীব স্ব-স্বরূপের এবং

পরস্বরূপের দ্রষ্টা। দারু হইতে যেমন দাহক-অগ্নি শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিলক্ষণ এই জীবতত্ত্ব শ্রেষ্ঠবস্তু। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ঈশ্বর সাম্মুখ্য দুই প্রকার যথা, জ্ঞানমার্গ দ্বারা নির্বিশেষ জ্ঞানময় অনুভূতি এবং দ্বিতীয় সবিশেষময় সাম্মুখ্যও দুই প্রকার যথা, অহংগ্রহোপাসনারূপ অভেদানুভূতি এবং ভক্তিমার্গে নিত্য সেব্য-সেবকরূপ প্রেমময় সেবানুভূতি॥ বদ্ধজীবের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে কোনও ভাগ্যে কোনও জীব যখন সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন ভক্তির প্রভাবে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণচরণপ্রাপ্ত হয়। বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া জীব ভক্তিবলে অন্তর্মুখীন হইতে পারিলেই ভগবানের সাম্মুখ্য লাভ করে। [৪০]

ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবগতিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সংসারদশাশ্চতস্রঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৪১॥

বৃহদারণ্যকে। তস্মিন্ শুক্লমূত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রাহ্মণা হানুবৃত্তেঃ॥ ভাগবতে। অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ চৈতন্য চরিতামৃতে। ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞান যোগত্যজি। ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হন ভক্ত্যে তার ভজি॥ ৪১॥

সংসার দশা চারিপ্রকার॥ ৪১॥

জগতের জীবগণ চারিপ্রকার দশা অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রেয়প্রাপ্তির উচিত ও অনুচিত মার্গ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণেরও মতভেদ দেখা যায়। বৃহদারণ্যকে যথা,—কেহ বলেন ঐ মার্গ শুভ্র, আর কেহ বলেন নীল, তথা পিঙ্গল, হরিৎ বা লোহিত ইত্যাদিরূপে ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া থাকেন। ভাগবত বলেন,—কামীপুরুষগণ এই সংসার-তরুর দুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃত্তি-ফলটি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটি ফল আছে, সে ফলই আমি। যাঁহারা ক্ষীর-নীর-বিচারচতুর সেই হংস সকল গুরু কৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারেন। সংসার তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই বেদতাৎপর্য অবগত আছেন। চৈতন্য চরিতামৃত সেই চারিপ্রকার পথের কথা বলেন যথা,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে জানা যায়। [৪১]

ওঁ হরিঃ॥ অবিদ্যয়া কর্ম্মদশা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৪২॥

কঠে। আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চ ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্র পশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃঙক্তে পুরুষ-স্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ অত্রিস্মৃতৌ। ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেনৈব যত্নতঃ।

ইষ্টেন লভ্যতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষ বিধায়তে এতদ্দশায়াং বিংশ ধর্ম্ম শাস্ত্র বিধিয়ঃ ॥ বেদান্ত স্যমন্তকে। বীজাঙ্কুরাদিবদনাদিসিদ্ধং কর্মা তৎ খলু অশুভং শুভঞ্চেতি দ্বিভেদং। বেদেন নিষিদ্ধ নরকাদ্যনিষ্টসাধনং ব্রহ্মণ হননাদ্যশুভং। তেন বিহিতং কাম্যাদিতু শুভং। তত্র স্বর্গাদীষ্টসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যং অকৃতে প্রত্যবায় জনকং সন্ধ্যোপাসনোঽগ্নিহোত্রাদি নিত্যং। পুত্র জন্মাদ্যনুবন্ধি জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিকং দুরিতক্ষয়করং চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তমিতি শুভং বহুবিধম্ ॥ ৪২ ॥

অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২ ॥

কর্মদশা সম্বন্ধে কঠোপনিষদে—অকরণে দোষাবহ কর্ম যথা; যে গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্মবিদ্ অতিথি অভুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন. সেই গৃহস্বামীর আশা. অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্তির বাসনা, প্রতীক্ষা অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্ত্যভিলাষ, সাধুসঙ্গ, প্রিয় সত্যবাক্য, ইষ্টাপূর্ত্ত, সমস্ত ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়, এমনকি পুত্র ও পশুবর্গ সকলই নাশ প্রাপ্ত হয়। অত্রি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণগণ যত্ন করিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম করিবেন। যেহেতু ইষ্টদ্বারা স্বর্গবাস এবং পূর্ত্তদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এরূপে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গের ব্যক্তিগণকে কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নানারূপ প্রলোভন এবং ফলশ্রুতির নির্দেশ দেখা যায় ॥ বেদান্ত স্যমন্তকে দৃষ্ট হয়, বীজের অঙ্কুররূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের উৎপত্তিরূপ বীজ এই দুইয়ের মধ্যে যেমন অব্যবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তদ্রূপ কর্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যে অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই কর্ম দ্বিবিধ—অশুভ এবং শুভ। তার মধ্যে বেদশাস্ত্রে যাহাকে নিষিদ্ধ-কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহা নরকাদি অনিষ্ট সাধন করে। ব্রহ্মহত্যাদি কর্মসকল অশুভপ্রদ, বেদবিহিত কাম্যকর্মাদি শুভপ্রদ হয়, যথা ইষ্ট-কর্মসাধন স্বর্গপ্রদ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম কাম্যফলপ্রদ, সন্ধ্যোপাসনাদি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য-কর্মসকল অকৃত হইয়া থাকিলে প্রত্যবায়জনক অর্থাৎ দোষপ্রদ হয়। পুত্রজন্মাদি কর্ম অনুবন্ধি, জাতেষ্টি সংস্কারাদি নৈমিত্তিক দোষদূরীকরণার্থ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রকারে শুভপ্রদ কর্ম বহুবিধ জানিতে হইবে। [৪২]

ওঁ হরিঃ ॥ বিদ্যয়া ন্যাসদশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৩ ॥

বৃহদারণ্যকে। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ। সর্ব্বভূতহিতঃ শান্ত-স্ত্রিদণ্ডীসকমণ্ডলুঃ একবায়ঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্যঃ। তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্য প্রকাশনেনাত্ম বিষয়ং স্বাভাবিক কর্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোক-মোহাদি সংসার ধর্ম চিচ্ছক্তিসাধনমাত্মৈকত্বাদি বিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

বিদ্যা দ্বারা ন্যাস বা নির্ব্বেদ দশা হয় ॥ ৪৩ ॥

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব? আপনি কেবল অমরত্বের সাধনই আমাকে বলুন।' যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিও সন্ন্যাসগ্রহণ

সম্বন্ধে বলিতেছেন,—নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী ব্যক্তি সর্ব্বজীবের হিতসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, একবস্ত্র ইত্যাদি সন্ন্যাস চিহ্ন ধারণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বিচরণ করিবেন এবং কেবল ভিক্ষার্থই গ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য বলেন,—যে বৈদিক মন্ত্র সকল বলিলাম, ইহারা আত্মার যথাযথ প্রকাশন দ্বারা আত্মার স্বভাব অনাবৃত করে, সহজে কর্ম'প্রভাবকে নিরাস করিয়া শোক-মোহাদিযুক্ত সংসারের অসারতা জ্ঞাপন করায় এবং আত্মায় চিন্ময় শক্তিসঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য-জ্ঞান উৎপন্ন করায়। [৪৩]

ওঁ হরিঃ ॥ ঔদাসীন্যান্নির্দ্বন্দ্ব দশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৪ ॥

তলবকারে। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। প্রলপন্ বিসৃজন, গৃহ্লন, উন্মিষন্নিমিষন্নপি ॥ ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈব গুণান, দোষান, ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি গোচরঃ ॥ চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের ঔদাসীন্য বিষয়ে। অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম। সর্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী। যার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥ ৪৪ ॥

ঔদাসীন্য দ্বারা নির্দ্বন্দ্বদশা হয় ॥ ৪৪ ॥

কেনোপনিষদে,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে কেহই জানিতে পারেন না, সেজন্য যিনি মনে করেন আমি পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ঠিক জানেন না; তাই বলিয়া আমি যে ব্রহ্মকে জানি না, তাহাও নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদিতও বটে অবিদিতও বটে। গুর্ব্বানুগত্যে শ্রৌতপথে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হয়, আবার আরোহ পথে নিজের অহমিকায় তিনি অবিদিত। আমাদের মধ্যে যিনি শ্রৌত পথে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনিও সাকল্যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। আবার যিনি বলেন,—ব্রহ্মকে জানেন নাই, তিনিও ব্রহ্মের স্বরূপের অনন্তত্ব ও অধোক্ষজত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন ॥ গীতায়,—কর্ম্ম-যোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই' এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ কার্যকালে মনে করেন, 'যে জড়দেহে আমি আছি, উহাই এই সকল করিতেছে, বস্তুতঃ আমি কিছুই করি না ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে,—আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়াও ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্ন্যাসধর্মসকল পরিত্যাগ করিয়া সেই আমার ভক্ত বিধিনিষেধের অনধীনরূপে যথোচিত ধর্মাচরণ করিবেন ॥ এরূপে ভগবদ্ভাবে বিভাবিত ভক্তিযোগী কর্ম্ম-জ্ঞান, ভোগত্যাগ ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বদশা অতিক্রম করিয়া ভগবন্নিষ্ঠতাই অবলম্বন করেন ॥ এইপ্রকার লক্ষণসমূহ ব্রহ্মভূত এবং শান্তভক্তের আচরণে দৃষ্ট হয়। [৪৪]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তৌ সর্ব্বত্রাত্মভাব দশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাস্যে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ভাগবতে। যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দান ধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঞ্জসা॥ শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্যভূতো মিথ্যা ন চ শ্রীপতি সংগ্রহেণ। শুদ্ধত্বমেতস্য নিবেদনেন স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতুজাতং॥ বৈরাগ্য ভোগাবিতি ভক্তি মধ্যে স্থিতাবুদাসিনতয়া খলু দ্বৌ। মহাপ্রসাদগ্রহণন্তু নিত্যং ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব ॥ ৪৫ ॥

ভক্তি হইলে সর্ব্বত্র চিন্ময় ভাবদশা হয়॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাস্য উপনিষদ্ বলেন,—এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরকর্ত্তৃক আবৃত বা ভোগ্য। অতএব ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিজ অদৃষ্টানুসারে প্রদত্ত বিষয়সমূহ ত্যাগধর্ম্মসহকারে (যুক্তবৈরাগ্য স্বীকারপূর্ব্বক) ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে ভোগ কর। অধিক ভোগ এবং অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিবে না। এই জগতে উক্তপ্রকারে বেদবিহিত ও ভগবৎ সেবাপর কর্মের সদনুষ্ঠানদ্বারা একশত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে। এরূপে সকলে সৎকর্ম্ম নিরত হইয়া জীবিত থাকিলে কখনো কর্মের ফলে লিপ্ত হইবে না অর্থাৎ হরিভজনের কর্ম্ম করিলে জগতে কোনরূপ লিপ্ত হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে—শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা দানধর্ম্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃসাধক শুভকর্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। শ্রীমধ্বাচার্য বলেন,—এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যেহেতু সত্যসঙ্কল্প শ্রীপতি নারায়ণের দ্বারা সৃষ্ট, ইহা সত্যরূপেই উদিত হইয়াছে এবং মিথ্যা নহে। এই জগতের বস্তুসমূহ ভগবন্নিবেদন দ্বারা শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, যথা স্পর্শমণিদ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত বৈরাগ্য ও ভোগ কেবল নিষ্প্রয়োজন; এই উভয়কেই ভক্তিদেবী উদাসীনরূপে নিজের সান্নিধ্যে আশ্রয় প্রদান করেন। ভক্তির অঙ্গরূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণাদি বিষয়-ভোগের মত দৃষ্ট হইলেও তাহারা সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। [৪৫]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশ্বৌকসস্তু প্রায়শঃ কর্মদশাপন্নাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৬ ॥

কঠে। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ভাগবতে। লোকে ব্যবায়ামিষ-মধ্য সেবা নিত্যোহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ চরিতামৃতে। ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ ৪৬ ॥

বিশ্ব নিবাসী জীবসকল প্রায়ই কর্ম্মদশাপন্ন ॥ ৪৬ ॥

কঠোপনিষদে যমধর্মরাজ বলেন,—ওহে নচিকেতা, তোমাকে আমি অনেক প্রলোভনই না দেখাইলাম, কিন্তু স্বভাবতঃ প্রিয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কার্যতঃ প্রিয়রূপ রমণীয় গৃহ, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুগুলি দিলেও তুমি সেগুলি নশ্বর, পরিণামে দুঃখ-দায়ক ও বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছ; এমনকি, এই সমস্ত বিত্তের প্রতিভূ এই সুবর্ণময়ী রত্নমালাও তুমি গ্রহণ কর নাই, যে বিত্তময়ী রত্নমালায় অধিকাংশ মনুষ্য আসক্ত হয়, অতএব তুমি ধন্য ॥ ভাগবত বলেন,—বেদের অর্থবাদে নিরত হইয়া কর্ম্মমীমাংসকেরা সিদ্ধান্ত করে যে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্যপান—এই সকল বেদের প্রেরণায় তত্তৎ যজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ঐসকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রী সঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য। বহির্ম্মুখ জীবসকল ভোগের অভিলাষ দ্বারা ভোগপ্রদায়ক কর্ম্মসকলে মগ্ন হইয়া থাকে। [৪৬]

ওঁ হরিঃ ॥ তেষাং কদাচিৎ সংসার গতি বিবেকঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেবহি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিস্যাৎ সম্বন্ধঃ সদ্গুরৌ তথা ॥ অনেক জন্মজনিত পুণ্যরাশি ফলং মহৎ। সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন। কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥ ৪৭ ॥

তাঁহাদের কখন কখন সংসার গতি বিবেক জন্মায় ॥ ৪৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরস্পর বিচার করিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্গণ, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টির কারণ কে? উত্তর হইল—ব্রহ্ম; যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে,—যাঁহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও প্রাণিবর্গ জন্মিয়াছে, জন্মাইবার পর যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে, যাঁহার দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয়ে লীন হইতেছে, তিনিই জগতের কারণ—ব্রহ্ম। যদি ব্রহ্মই কারণ হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? আমরাই বা কাহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি? বিশেষতঃ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাহা কি? অন্তে আমরা কিসের সহিত লয় প্রাপ্ত হইব? অর্থাৎ কোথায় আমাদের প্রকৃত অবস্থিতি হইবে? কাহার নিয়মে আমরা সুখ দুঃখের বিধান অনুসরণ করিতেছি? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে,—যতদিন পাপকর্মদ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, সেইদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র কথায় সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ বিশ্বাস এবং সদ্গুরুর সহিত সম্বন্ধ উদিত হয় না। বহু জন্মের সুকৃতিজনিত মহৎপুণ্যরাশির বলেই সাধুসঙ্গে এবং শাস্ত্রশ্রবণে আগ্রহ,

নিষ্ঠা ইত্যাদিযুক্ত ভক্তিসাধনা দ্বারা ভাবভক্তি এবং পরমপুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়॥ জীবগণের বিবেকোদয় সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, তাহাই জীবের কর্ম-প্রবাহ নিবর্ত্তক এবং পারমার্থিক উন্নতির সূচনা। [৪৭]

ওঁ হরিঃ। মোচনোপায় জিজ্ঞাসা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৮ ॥

মুণ্ডকে। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণে নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ॥ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ভাগবতে। দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাত-নির্ব্বেদ আত্মবান্। অজিজ্ঞাসিত মদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ কৃপালবো ভক্তিবতস্ততঃ পরং। বিরোধিনোরূপ-মথৈতদাপ্তয়ে জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অ . পঞ্চ সাধুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

সেই বিবেক হইতে সংসার মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা উদয় হয়॥ ৪৮ ॥

শ্রেয়ঃলাভের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে,—শাস্ত্রজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি অবিদ্যাময় কাম্যকর্ম্ম দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি লোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হইবেন। কর্মদ্বারা নিত্যতত্ত্ব লাভ করা যায় না। কর্ম অনিত্য এবং কর্ম্মফলও অনিত্য। অতএব সেই নিত্যবস্তুর অনুভূতি লাভ করণার্থ হস্তে সমিধ্ লইয়া শ্রুতিশাস্ত্র-তাৎপর্যলব্ধ এবং পরমপুরুষে নিষ্ঠাবান সদ্গুরু সমীপে গমন করিবেন॥ ভাগবত একাদশে;—যিনি পরিণাম-দুঃখকর কাম্য-বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন অথচ কখনও মদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি মঙ্গলেচ্ছু হইয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবের শরণাগত হইবেন॥ শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—উপাস্য বস্তুর স্বরূপ, উপাসকের স্বরূপ, ভগবানের কৃপার নিদর্শন, ভক্তির রহস্য, বিরোধি বিষয়ের জ্ঞান—এই পঞ্চবিধ অর্থ সম্বন্ধে সাধুগণ অবগত হইবেন। [৪৮]

ওঁ হরিঃ॥ অসৎসঙ্গত্যাগেন তৎফলোদয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়ে। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি॥ কঠে। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ॥ ভাগবতে। তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্ম-স্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥ হরিভক্তি সুধোদয়ে। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥ চরিতামৃতে। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ ৪৯ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে সেই জিজ্ঞাসার ফলোদয় হয়॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদের উপদেশ যথা,—যেসকল আমাদিগের অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আচরিত যেকোন কর্ম যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, সেইগুলিই তুমি আদর্শ করিবে, আচার্য্যদিগের আচরিত কর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে তাহা অনুসরণীয় নহে। কঠোপনিষদে,—ওহে প্রিয়তম নচিকেতঃ তুমি যে আত্মতত্ত্ব-

বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়া যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইবে। ভাগবতে,—আত্মনাশী, অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে। হরিভক্তিসুধোদয়ে দৃষ্ট হয়,—যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধুলোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধ সাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—স্ত্রী সঙ্গী এবং কৃষ্ণেতে অভক্ত,—ইহারা সকলেই অসাধু; ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে পরমার্থে অগ্রসর হওয়া যায় না। [৪৯]

ওঁ হরিঃ॥ সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্রাভিধেয় জিজ্ঞাসা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫০॥

ইতি জীবগতি প্রকরণং সমাপ্তম্॥ ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বং সম্পূর্ণম্॥

কেনোপনিষদি। উপনিষদং ভো ব্রূহি॥ ভাগবতে। দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘা। সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্ণাম্॥ চরিতামৃতে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়॥ ৫০॥

ইতি সম্বন্ধতত্ত্ব ভাষ্যং সমাপ্তং; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু॥

সৎসঙ্গ হইলে শাস্ত্র-লিখিত অভিধেয়, জিজ্ঞাসা হয়॥ ৫০॥

কেনোপনিষদে,—আচার্য্যের নিকটে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণকারী শিষ্য বলিল,—গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলুন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষাও দুর্লভ। হে অনঘ সকল, আমরা তোমাদিগের নিকট জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্য ধন॥ সাধুসঙ্গই সমস্ত মঙ্গলের মূলস্বরূপ, তাহা দ্বারাই শ্রৌত পথানুসরণ, মায়ামুক্তি এবং পরমার্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটে॥ [৫০]

ইতি জীবগতি প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবগতি প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

সম্বন্ধতত্ত্ব সম্পূর্ণ হইল॥

ওঁ হরিঃ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

অভিধেয় তত্ত্বম্

অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং

ও হরিঃ॥ নিত্য কর্ম্মত্বেবাভিধেয় মিত্যেকে ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫১ ॥

মুণ্ডকে। তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ গীতায়াং। নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ চরিতামৃতে। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন। সৎসঙ্গে কর্মত্যজি করয়ে ভজন॥ ৫১ ॥

কেহ কেহ বলেন নিত্য কর্ম্মই অভিধেয়, ইহারা কর্মী॥ ৫১ ॥

কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে যথা,—সেই অক্ষর পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, চিরন্তন, উৎপত্তি বিনাশাদি ষড্‌বিকারহীন, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইহাকে পাইতে হইলে বৈদিক কর্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ বৈদিক মন্ত্রে পরব্রহ্ম বিষয়ক কর্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেগুলি ত্রেতাযুগের যজ্ঞকার্যের জন্য বিভাগ করিয়াছেন। হে সত্যকামিগণ, তোমরা কেবল সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেই বৈদিক কর্মসমুদয় একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান কর। গীতায়,—অনধিকারী ব্যক্তির কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্মত্যাগ দ্বারা যখন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য-কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি অতিক্রম করতঃ নির্গুণ অবস্থা লাভ করিবে। কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষলাভ হয়। চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, কর্মিগণের মধ্যে যাহারা দেহারামী, যাহারা কর্মনিষ্ঠ এবং যাজ্ঞিক ইত্যাদি ব্যক্তিরা যদি সৎসঙ্গপ্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহারা কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। [৫১]

ওঁ হরিঃ॥ চিন্মাত্রাদ্বৈতজ্ঞানমভিধেয়মিত্যপরে ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্যে। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ মুণ্ডকে। কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥ বৃহদারণ্যকে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ছান্দোগ্যে। একমেবাদ্বিতীয়ম্॥ অহং ব্রহ্মাস্মি॥ ঐতরেয়ে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চন॥ অষ্টাবক্র সংহিতায়াং। ক্ব ময়া ক্ব চ সংসার ক্ব প্রীতির্বিরতিঃ ক্ব বা। ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে॥ শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুঃ॥ আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসার দৃষ্টয়ঃ। শুক্তিকা রজতং যদ্বৎ যথা মরুমরীচিকা॥ শঙ্করাচার্যঃ। রজ্জু সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ। নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ং ভবেৎ॥ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ইতি গৌড়পাদঃ॥ ৫২ ॥

অপরে বলেন, চিন্মাত্র অদ্বৈত জ্ঞানই অভিধেয়;—ইহারা জ্ঞানী ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে,—তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমি তাঁহারই। মুণ্ডকোপনিষদে,—বিজ্ঞানময় জীবাত্মা, অদত্তফলক কর্ম্ম—ইহারা সেই সর্ব্বোত্তম অক্ষরপুরুষে একীভাব প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম মুক্তি। বৃহদারণ্যকে,—এই প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যে,—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন॥ আমি ব্রহ্মজাতীয় বস্তু। ঐতরেয়ে,—প্রেমভক্তিই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয়ভেদ নাই। অষ্টাবক্র সংহিতায়,—কে আমার, কি বা ত্রই সংসার, প্রীতিই বা কি, বিরক্তিই বা কি, জীব কে, কেই বা তাহার ব্রহ্ম? এই সমস্ত বিচার দ্বারা আমার মন জড়নির্লিপ্ত হয়েছে। শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর কথায়,—কেবল আত্মাই একমাত্র সত্যরূপে অবস্থিত, আর কোন বস্তু নাই। শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মরীচিকা সদৃশ এই সংসার দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় নিজেকে জীব মনে করিলে ভয়ের কারণ হয়। আমি জীব নহি, কেবল পরমাত্মাই আমি—এরূপ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আত্মা নির্ভয় হয়। গৌড়পাদ বলেন,—অদ্বৈতই পরমার্থপ্রদ। [৫২]

ওঁ হরিঃ॥ যত্র ধর্ম্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্মশ্চিদ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্ম্মৈবাভিধেয়ম্ ॥হরিঃ ওঁ ॥৫৩॥

ঈশাবাস্যে। হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ভাগবতে। নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥ এবং নৃণাং ক্রিয়া যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ। ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ শ্রীরামানুজাচার্যঃ। উপায় বুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি মা কুরুধ্বং মহাত্মকাঃ। কর্ম্মণামেব কৈঙ্কর্যে প্রাপ্তে ভগবতঃ মতিঃ॥ ৫৩ ॥

যে স্থলে কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য কৃত হয়, সেই ধর্ম বিরাগের জন্য কৃত হয়, চিদ্রসের জন্য বিরাগ কৃত হয়, সেই স্থলে কর্ম গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে॥ ৫৩ ॥

ঈশাবাস্য বলেন,—সেই পরমাত্মার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ জ্যোতির্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমেশ্বর, সত্যধর্মের প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর। শ্রীমদ্ভাগবতে বহির্ম্মুখ কর্মমাত্রের নিন্দা—যাঁহার স্বধর্মাশ্রয়রূপ কর্ম ধর্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত॥ মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াযোগই সংসার-জনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে কল্পিত করিতে পারিলে কর্মযোগের কর্মসত্তারূপ বিকৃতি বিনষ্ট হয়॥ শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—হে মহাত্মাগণ! পুণ্যফলপ্রাপ্তির জন্য উপায়বুদ্ধি দ্বারা কর্মসকল অনুষ্ঠিত করিবেন না; শ্রীভগবানে মতিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবারূপেই তাঁহার প্রীতিদায়ক কর্মসকল করিবেন॥ [৫৩]

ওঁ হরিঃ॥ যত্র চিদ্রসায় জ্ঞানং তত্র গৌণরূপেণ জ্ঞানমভিধেয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। ভাগবতে। তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মান মুদ্ধব। জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥ শ্রীচরিতামৃতে। ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়॥ জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৫৪ ॥

যে স্থলে চিদ্রসের জন্য জ্ঞান, সেই স্থলেই জ্ঞান গৌণরূপে অভিধেয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম কখনই সাক্ষাৎরূপে অভিধেয় নয় ॥ ৫৪ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—বুদ্ধিমান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাহাতে প্রেম-ভক্তি করিবেন। ভাগবত একাদশে,—হে উদ্ধব, অতএব জ্ঞানের সহিত ভগবদধিভূত আত্মবস্তুকে অবগত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন চিত্তে ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করিবে॥ কেবল ভক্তিই সমস্ত সাধনের ফল প্রদানে সমর্থা। জ্ঞান ইত্যাদি অন্য কোন সাধন মুক্তি পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারে না। বাস্তবিক ভক্তিক্রিয়া মুক্তদশার পরেই আরম্ভ হয়, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব, চতুঃসন ইত্যাদি। [৫৪]

ওঁ হরিঃ॥ চিদ্বিশেষ স্ফূর্তি সাধনমভিধেয়মিতি ভাগ্যবন্তঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৫ ॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

প্রশ্নোপনিষদি। তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি॥ মাঠর শ্রুতৌ। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ ভাগবতে। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ মৎপাদ সেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণ লোচনানি। রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥ শ্রীভট্টনাথঃ। নিত্য মুক্তৈক ভোগ্যং যত্তৎ পঞ্চোপনিষন্ময়ং। অপ্রাকৃতং দিব্যরূপং অচক্ষু বিষয়ং গতম্॥ ৫৫ ॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

চিদ্বিশেষের স্ফূর্তি সাধনই অভিধেয়—এই কথা ভাগ্যবান্ লোকেরা বলেন ॥ ৫৫ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—যাঁহাদের সাধারণ সংসারীর মত ব্যবহারে কুটিলতা নাই, কোনরূপ মিথ্যা নাই, আচরণে প্রতারণা নাই, তাঁহারাই পরব্রহ্মলোকে গমন করেন, যাঁহা রজোগুণের অতীত, ইহাতে ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, সর্ব্বদা একরূপ, নির্ভয়, নিরতিশয় ইত্যাদি॥ মাঠর শ্রুতি বচন যথা,—ভক্তি দ্বারাই যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ কেবল ভক্তিরই বশীভূত, অতএব ভক্তিই পরমশ্রেষ্ঠ বস্তু॥ ভাগবতে,—কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—মাতঃ, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন,

তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপে সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না। আমার যে সমস্ত প্রকাশ-মূর্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্ট সেবাপ্রদ অলৌকিক মূর্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত সেবাভিলাষসূচক বাক্যালাপ করেন; ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্য পরমেশ্বরানুভব-সুখ অধিক বর্ত্তমান॥ শ্রীভট্টনাথ বলেন,—ভগবানের চিন্ময়ধাম ও সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দিব্যরূপ প্রাকৃতচক্ষুর বিষয়বস্তু নহে; যাহা কেবল নিত্যমুক্ত ভক্তগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং অনুভূত, যাঁহা ভগবদুপাসনামূলক পঞ্চ উপনিষদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। [৫৫]

ইতি অভিধেয়-নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাধন প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ ভাগ্যবতাং সৎপ্রসঙ্গাদনন্য ভক্তৌ শ্রদ্ধা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্যে। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি। যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তি ফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী॥ ৫৬॥

ভাগ্যবান পুরুষদিগের সাধুসঙ্গে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—নারদ সনৎ কুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্ অধ্যাপন করুন। সনৎকুমার বলিলেন, আপনি যাহা অবগত আছেন, তাহা লইয়াই শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন। তারপর যাহা আছে, আমি তাহা বলিব॥ যখন কেহ শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন; শ্রদ্ধাবান্ না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই॥ ভাগবতে কপিলদেব বলেন,—সাধুগণের সহিত আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে আপবর্গ্য-পথ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যখন উদিত হয়, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমপরম্পরায় ভাগ্যবান্ জীব চরমে কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান জনই কেবল ভক্তির অধিকারী হন। [৫৬]

ওঁ হরিঃ ॥ সান্যোপায়বর্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৭ ॥

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥ ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ চরিতামৃতে। পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান। সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥ এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। সর্ব্ব কর্ম ত্যাগ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ॥ ৫৭ ॥

সেই শ্রদ্ধা কর্ম জ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্তি উন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষ ॥ ৫৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—এই পরমাত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যারূপ বাগ্বৈখরী দ্বারা লভ্য নহেন, বুদ্ধি-কুশলতা দ্বারা প্রাপ্য নহেন, বহুশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা অথবা বহুবিষয় বহুবার শ্রবণ করিয়াও তিনি লভ্য নহেন, তবে এই ভগবান্ ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অতএব হরিভজনই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন,—আমার আদিষ্ট ধর্ম-শাস্ত্রমত স্বধর্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম ॥ চৈতন্য চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত সহজে বোধগম্য। [৫৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা ॥ হরিঃ ওঁ ॥৫৮॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হি বেদং আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ গীতায়াং। সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ বৈষ্ণবতন্ত্রে। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥ চরিতামৃতে। শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৫৮ ॥

সেই শ্রদ্ধা শরণাপত্তি লক্ষণবিশিষ্টা ॥ ৫৮ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রাদি তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়াছেন, আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই পরমেশ্বরকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি ॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। বৈষ্ণবতন্ত্র বাক্যে—প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ একান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্ত্তা এরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদন এবং দৈন্যভাব—এইপ্রকার শরণাগতির ষড়ঙ্গ গ্রহণ করিলেই ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি উদিত হয়। শরণাগতি বিহীনে ভগবান্ স্বীকার করেন না। [৫৮]

ওঁ হরিঃ ॥ তয়া দেশিক পাদাশ্রয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। না প্রাশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ভাগবতে। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ চরিতামৃতে। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়। গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ ৫৯ ॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরুপাদাশ্রয় ঘটে ॥ ৫৯ ॥

এই ভগবদুপাসনাতত্ত্ব সকল বেদান্তের সার, পরম নিগূঢ়। পুরাকালে শ্বেতাশ্বতর ঋষির আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শমদমাদিরহিত এবং রাগদ্বেষাদিযুক্ত অশান্তচিত্ত ব্যক্তিকে ইহা উপদেশ করিতে নাই। নিজের পুত্র অথবা শিষ্য যদি প্রশান্তচিত্ত ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে তাঁহাদিগকে ইহার উপদেশ প্রদান করা যায়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীহরিতে যাঁহার পরাভক্তি এবং তদ্রূপ গুরুদেবেও পরমভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার নিকটেই এই উপনিষদে বর্ণিত গূঢ় বিষয় সমূহ প্রতিভাত হইবে, অন্য কাহারও নিকট নহে। ভাগবতে, এই নর দেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। সুলভে লব্ধ হইয়াছে কিন্তু সুদুর্লভ। ইহা সংসার সাগর তরণের পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। ভগবৎ কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা॥ তত্ত্বদর্শি গুরুর আশ্রয় বিনা পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না। [৫৯]

ওঁ হরিঃ ॥ ততঃ সাধনভক্তির্নবধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো। ভাগবতে। শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণম্॥ চরিতামৃতে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥ ৬০ ॥

গুরুপাদাশ্রয় হইতে নয় প্রকার সাধনভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মৈত্রেয়ী, পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। ভাগবতে শ্রীনারদের উক্তি,—ভগবানের গুণ-কর্ম্ম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ এইসকল মনুষ্য মাত্রেরই পরমধর্ম্ম। এই নবধাভক্তি শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ। [৬০]

ওঁ হরিঃ ॥ ভগবন্নাম রূপ গুণলীলা শ্রবণম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ভবত্যেতদ্ব্যখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ভাগবতে। পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ শ্রীজীবঃ। অথ ক্রম-প্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চনামরূপগুণলীলাময় শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ শ্রবণেন তদুভয় যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যতে। নামরূপগুণেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্যসাধনক্রমো লিখিতম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব ; কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন করিও। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয়-বিদুষিত আশয়কে তাঁহারা এইভাবে পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ভক্তরা ক্রমশঃ অগ্রসর হন ॥ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণের প্রণালী এই প্রকার হয়,—ভগবানের দিব্য সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণলীলাদির কথাযুক্ত শব্দ সমূহের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শই শ্রবণ নামক প্রথম ভক্ত্যঙ্গ। প্রথমে শ্রীনাম শ্রবণ দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা সাধন করিতে হয়। এইভাবে শুদ্ধীভূত অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ দ্বারা এই নাম-রূপ উভয় শ্রবণের যোগ্যতা উদয় হয়। ভগবানের রূপ অন্তঃকরণে সুষ্ঠুভাবে উদয় হইলে ভগবদ্গুণ সমূহের স্ফূর্তি সম্পাদিত হয়। নাম-রূপ-গুণ এই সকলের সম্যক্ স্ফূর্তি দ্বারা লীলা স্ফুরণ উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। ইহাই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ সাধন প্রণালী [৬১]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তৎ কীর্ত্তনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬২ ॥

তৈত্তিরীয়ে। সাম গায়ন্নাস্তে॥ ছান্দোগ্যে। বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে॥ ভাগবতে। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥ ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থ: কবিভির্নিরূপিতং যদুত্তমঃ শ্লোক গুণানুবর্ণনম্। শ্রীজীবঃ। যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্তনস্য ভাগ্যং ন সম্পদ্যতে তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্তনমিতি। গান শক্ত্যাভাবে তংশৃণোতি, তদনুমোদনং। বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সংকীতনম্ ॥ ৬২ ॥

সেই নামরূপগুণলীলা কীর্তনই কীর্তন লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬২ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—ভগবদনুভূতিলব্ধ সেই ভক্তপুরুষ ভূরাদিলোক সঞ্চার করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন॥ ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলেন,—যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি ॥ ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, হে নৃপ, শ্রুতিস্মৃতি

শাস্ত্রাদিতে এইটী অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, নির্ব্বেদযুক্ত যোগীপুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্তন করিবেন। শ্রীনারদ বলেন, কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান—এইসকল শুভকর্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণন॥ শ্রীজীবগোস্বামী কীর্তন প্রণালী সম্বন্ধে বলেন,—মহত্তের দ্বারা কীর্তিত ভগবৎ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তবে নিজে এই সকলের পৃথক্ কীর্ত্তন করিবে। গান করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে, অপরের কীর্তিত নামরূপগুণগানসমূহ শ্রবণ করিবে এবং তাহা অনুমোদন করিবে। বহু ভক্ত সম্মিলিতভাবে যে কীর্ত্তন করেন, তাহার নাম সংকীর্তন। [৬২]

ওঁ হরিঃ॥ তত্তৎ স্মরণম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৩ ॥

ছান্দোগ্যে। স্মরেণ বৈ বিজানাতি স্মরমুপাস্বেতি স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে॥ বৃহন্নারদীয়ে। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ শ্রীজীবঃ। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং। স্মরণং পূর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সাম্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদি চিন্তনং ধ্যানং। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণং সমাধিরিতি॥ ৬৩॥

সেই নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণই স্মরণ লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ॥ ৬৩॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—স্মৃতির সাহায্যেই সকলকে চিনিতে পারা যায়, স্মৃতিকে উপাসনা কর। স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি॥ বৃহন্নারদীয়ে ভগবান্ বলেন,—বিষয়সকলের ধ্যান দ্বারা চিত্ত বিষয়েতে মগ্ন হয়, সেই চিত্ত আমার ধ্যানদ্বারা আমাতেই ঐক্যলাভ করে। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—এই স্মরণাখ্য অঙ্গ পঞ্চপ্রকার। কোনকিছুর অনুসন্ধানই স্মরণ, চিত্তকে অন্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাম্যভাবদ্বারা স্মৃত বিষয়কে মনে ধারণ করিবার নাম ধারণা, ভগবানের রূপাদি বিশেষভাবে চিত্তে চিন্তিত হইবার নাম ধ্যান, অমৃতের ধারের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন স্মরণই ধ্রুবানুস্মৃতি, ধ্যান করিবামাত্রে যখন ধ্যাত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহাকে সমাধি বলিয়া জানিবে। [৬৩]

ওঁ হরিঃ॥ পাদসেবনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৪॥

কঠে। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥ ভাগবতে। যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী। যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ॥ শ্রীজীবঃ। সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদি পর্যায়া। সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপস্য তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দঘনত্ব মেবাভিপ্রেতং। অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমানুব্রজন ভগবন্মন্দির গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থান গমনাদয়োপ্যন্তর্ভাব্যাঃ॥ ৬৪॥

পাদসেবনই চতুর্থ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৪ ॥

কঠোপনিষদে,—হৃদয় মধ্যে আসীন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ভাগবতে শ্রীপৃথু মহারাজের উক্তি,—যাঁহার চরণসেবাভিরুচি বিষ্ণু-পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—সেবা অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ ও কালভেদ অনুসারে কৃত পরিচর্য্যার ব্যবস্থা। সেবার অভিপ্রায় এই যে পদসেবা দ্বারাই প্রাপ্য ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া। এই পদসেবায় ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজ্যা; ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি তদীয় তীর্থস্থানসমূহে গমন ইত্যাদি অঙ্গসমূহ অন্তর্গত বলিয়া জানিবেন। [৬৪]

ওঁ হরিঃ ॥ অর্চ্চনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো দেবনামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদ-কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে, দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ গীতায়াং পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ শ্রীজীবঃ। শ্রীনারদাদি বর্ত্মানুসারিভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষা বিধানেন শ্রীগুরুচরণ সম্পাদিতং বিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তে এব। যে তু সম্পত্তি-মন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বাহি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদি নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। তথা গার্হস্থ্য ধর্ম্মস্য দেবতাযাগস্য শাখা পল্লবাদি সেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। কচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। অর্চনমপি দ্বিবিধং। কেবলং, কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং, উত্তরং ব্যবহার চেষ্টাতিশয়বত্তায়া-দৃচ্ছিক ভক্তানুষ্ঠানবত্তাদি লক্ষণ লক্ষিত শ্রদ্ধানাং। আবাহমঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপন মুদাহৃতম্। তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনম্ ॥ অত্র শূদ্রাদি পূজিতার্চ্চা পূজা নিষেধ বচনমবৈষ্ণবশূদ্রাদি পরমেব ॥ ৬৫ ॥

অর্চ্চনই পঞ্চম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলেন, যাজ্ঞিক পুরুষগণ যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাকে ঘৃতাদি আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া স্বর্গাদিলোক গমন করে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, পরমেশ্বর সেই ইন্দ্রাদিরও অধিপতি, স্বর্গাদি লোকও তাঁহার চরণাশ্রিত, তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর অন্তর্যামী ও নিয়ামক, সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, স্বতঃ আনন্দময় পরমেশ্বরকে আমরা পূজোপহার দ্বারা পরিচর্য্যা করিব ॥ বিষ্ণুধর্ম্ম শাস্ত্রে,

মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতায়, মন্ত্রেতে, মন্ত্রদাতা গুরুতে ইত্যাদি এই অষ্ট প্রকার বস্তুতে যাঁহার অচলা ভক্তি বর্তমান, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন ॥ গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বলেন, শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুসরণীয় যে সকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন। যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্যাপরাধ উপস্থিত হয়। এইরূপ ভগবদর্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদি সেচন স্থানীয় দেবতাযাগের মূলসেচনস্বরূপ বলিয়াও তাহার অননুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। অর্চন বিষয়ে কোনস্থলে মানস-পূজা ও বিহিত হইয়া থাকে। এই অর্চন দ্বিবিধ, অর্থাৎ কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীলগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্চন প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রদ্ধায় ব্যবহার-চেষ্টাতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যনুষ্ঠান লক্ষিত হয়, এইরূপ গৃহস্থগণের এবং তদ্‌বৈপরীত্যরূপেও যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণেরও সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কর্মমিশ্র অর্চন দর্শিত হইয়াছে। আগমশাস্ত্রে অর্চনার আবাহনাদিরীতি এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে,—আদর সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই আবাহন, ভক্তি সহকারে তাঁহার নিবেশনই সংস্থাপন, আমি আপনারই হইয়া থাকি এই তদীয়ত্ব ভাব প্রদর্শনই সন্নিধাপন, ক্রিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত স্থাপনই সন্নিরোধন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনই সকলীকরণ নামে কথিত হইয়া থাকে। এ স্থলে শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব-শূদ্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য [৬৫]

ওঁ হরিঃ ॥ ভূতশুদ্ধি কেশবন্যাসাবাহন বৈষ্ণবচিহ্নধৃতি নির্মাল্যধারণ চরণামৃত পান ব্রতপালনাদীনি তদঙ্গানি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৬ ॥

ঈশাবাস্যে। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ বহ্বৃচ পরিশিষ্টে। সহস্রারোনেমিনেমিনা তপ্ততনুঃ ॥ ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ ॥ বায়ুপুরাণে। অযাচকপ্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ। শ্রীজীবঃ ॥ তত্র ভূতশুদ্ধিঃ নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপয়িক তৎপার্ষদ দেহ ভাবনা পর্যন্তা। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। কেশববিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্তিংধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপেদেব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্যাৎ। ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ—ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ। যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যবৃন্দঃ শাস্ত্র সহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী কার্তিকব্রতৈকাদশী মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্ ॥ ৬৬ ॥

ভূতশুদ্ধি, কেশবন্যাস, আবাহন, বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, নির্ম্মাল্যধারণ, চরণামৃতপান, একাদশ্যাদি ব্রতপালন প্রভৃতি অর্চনের অঙ্গ ॥ ৬৬ ॥

ঈশাবাস্যে, হে লীলাময় ভগবান্, আমাদিগের হৃদয় হইতে কুটিল পাপকে বিনাশ কর। তোমাকে প্রচুরতর নমস্কার বাক্য বলিতেছি, ভূয়ো ভূয় নমস্কার করিতেছি। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে,—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মানব মাত্রই আত্মকল্যাণের জন্য প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীহরির ভজনা করিবেন। বায়ুপুরাণ বলেন,—অযাচিতভাবে জীবিকা নির্ব্বহনার্থ এবং দানকরণার্থ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবে, প্রতিনিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে, শ্রীশালগ্রামের পূজা করিবে ইত্যাদি। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, সেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাঁহারা ভগবৎ সেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ ভক্তগণ নিজাভীষ্ট ভগবৎ সেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদ-দেহ ভাবনা পর্য্যন্ত ভূতশুদ্ধিই করিবেন, যেহেতু তাহাই নিজের অনুকুল। অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্ত-গণের অনভীষ্ট, কারণ পার্ষদগণ তদীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বাংশ বিগ্রহস্বরূপ। অনন্তর কেশ-বাদি ন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহাতে অধমাঙ্গের বিষয়ত্ব বর্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্তির ধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্র-সমূহের জপ করিয়াই কেবলমাত্র তত্তদঙ্গসমূহের স্পর্শ করিবেন, পরন্তু তত্তৎস্থানে তত্তন্মন্ত্রদেবতাগণকে বিন্যস্তরূপে ধ্যান করিবেন না। যেহেতু ভক্তগণের তাহা অনুচিত। এই অর্চনে নির্ম্মাল্য ধারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব-চিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য অসংখ্য শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি ইহারই অন্তর্ভূতরূপে জ্ঞাতব্য। [৬৬]

ওঁ হরিঃ ॥ বন্দনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তডিদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। অনাদি-মত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে। অহোভাগ্য মহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নৃণামিদং। যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথাতথা ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ যদ্যপি অর্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ততে, তথাপি কীর্তন স্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। একহস্ত-কৃতত্ব-বস্ত্রাবৃত দেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগাত্যন্ত নিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ অপরাধাশ্চৈতে নমস্কারে পরিহর্তব্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

বন্দনই ষষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৭ ॥

ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা শ্বেতাশ্বতরে,—হে সর্ব্বেশ্বর, তুমিই স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥ তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী, তুমিই

লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যুৎপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে দেখা যায়,— অহো ভাগ্য, অহো কি ভাগ্য, শ্রীহরির চরণারবিন্দের তলে যে মানবের মস্তক নমিত হইয়াছে, তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ! শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—যদিও অর্চনাঙ্গরূপেও বন্দন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপেও ইহা অনুষ্ঠেয়—এই অভিপ্রায়েই পৃথক্ বিহিত হইতেছে। একহস্ত দ্বারা প্রণাম করা, বস্ত্রাবৃতদেহে প্রণাম, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাদ্দেশে, বামভাগে, অতিনিকটে ও গর্ভমন্দির-মধ্যে নমস্কারানুষ্ঠান প্রভৃতি অপরাধ-স্বরূপ বলিয়া পরিত্যাজ্য [৬৭]

ওঁ হরিঃ ॥ দাস্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্যে। স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচারিতা ভবতি পরিচরন্নুপাসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি ॥ ভাগবতে। যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল যোনিষ্ দহ্যমানঃ। দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়োঽহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগ্যম্ ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্। অস্তু তাবদ্‌ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি ॥ ৬৮ ॥

দাস্যই সপ্তম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্য বলেন, কেহ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থানে সমর্থ হয় ; উত্থান সমর্থ হইয়া পরিচর্যা করে ; পরিচর্যা করিয়া অন্তরঙ্গ হয় ; অন্তরঙ্গ হইয়া দর্শন করে ॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদস্তবে, হে ভূমন্, সকল যোনিতেই প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগহেতু-জাত শোকানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখের প্রতীকার স্বরূপ অন্য দুঃখ উপস্থিত হইলেও দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি ; অতএব আপনার দাস্যোপায় বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। ভগবানের দাস্যরূপ ভজনপ্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। [৬৮]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ মুণ্ডকে। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি। রামার্চন চন্দ্রিকায়াম্। পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ। শ্রীজীবঃ। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব লক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—এই পরমেশ্বরের স্বরূপ কাহারও প্রাকৃত দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। এই পরমাত্মাকে ভক্তিলব্ধ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নির্মল মনে যাঁহারা হৃদয়ে অবস্থিতরূপে ধ্যান করেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন। মুণ্ডকোপ-নিষদে, জীব ও পরমেশ্বর নামক দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে

এবং তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন ইত্যাদি। শ্রীরামার্চন চন্দ্রিকায়,--পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মনুষ্য মূর্তিতে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে ভগবন্মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্ বিষয়ে হিতাশংসন অর্থাৎ ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই এস্থলে সখ্যভাবের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। [৬৯]

ওঁ হরিঃ। আত্মনিবেদনম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭০॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে অভিধেয় নিরূপণে সাধন প্রকরণং সমাপ্তম্॥

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা॥ ভাগবতে। এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে। সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ দেহাদি শুদ্ধাত্মপর্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্যং চাত্মার্থচেষ্টা শূন্যত্বং। তথা যামুন মুনিঃ। বপুরাদিষু যোপি কোপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ তদয়ং ভবতঃ পদাব্জয়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতাঃ॥ ৭০॥ ইতি সাধন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

আত্মনিবেদনই নবম ভক্ত্যঙ্গ॥ ৭০॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মাই নিখিল ভূতের অধিপতি এবং নিখিল ভূতের রাজা। রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সকল চক্র-শলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সেই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে॥ ভাগবতে অম্বরীষোপাখ্যানে—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজকর্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছেন। শ্রীজীব বলেন,—দেহ হইতে শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন নামে কথিত হয়। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা উক্ত কার্যস্বরূপ। শ্রীযামুনাচার্য বলেন,—হে ভগবান, মনুষ্য প্রভৃতি দেহে স্বরূপতঃ যেখানেই অবস্থান করি না কেন, অথবা গুণ নিবন্ধন দেব মনুষ্যাদিই বা হই না কেন, তথাপি আমি অদ্যই তোমার পাদপদ্মে আমাকে সমর্পণ করিলাম [৭০]

ইতি সাধন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাধন পরিপাক প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সাধন প্রারম্ভে দশদোষা বর্জনীয়া॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭১॥

কঠে। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ কাত্যায়ন সংহিতায়াং বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তা বিমুখ জনসংবাস বৈশসম্॥ ভাগবতে। ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ পাদ্মে। অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে। অবিক্লব মতির্ভূত্বা

হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥ হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥ মহাভারতে। পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥ বারাহে। সমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ পাদ্মে। নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদোহপ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নো পৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ॥ শ্রীরূপঃ। সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ। শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুত্তমঃ॥ বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনম্। ব্যবহারেহপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্তিতা॥ অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা। সেবা-নামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা॥ কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা। ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ॥ ৭১॥

সাধনের প্রারম্ভেই দশ প্রকার দোষ বর্জন করা কর্ত্তব্য॥ ৭১॥

কঠোপনিষদে,—যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত নহে; শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি সাধন করিয়াও ভগবন্নিষ্ঠাহীন, বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং বিষয়লম্পট অর্থাৎ ভোগে অপরিতৃপ্ত, তাদৃশ ব্যক্তি প্রকৃত প্রজ্ঞান লাভ করে না এবং তাহার স্বকীয় প্রজ্ঞান বলে পরমাত্মার অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয় না॥ কাত্যায়ন সংহিতায়,—প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বালায় অথবা পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল; তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা বিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়। ভাগবতে। প্রলোভনাদিদ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ করিবে না, বহুশাস্ত্র অভ্যাস করিবে না॥ পদ্মপুরাণে,—ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন যদি লব্ধ না হয়, অথবা যদি তাহা পাইবার পরে বিনষ্ট হয়, তাহাতেও অবিক্লব মতি হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে হইবে। যাহার হৃদয় শোক-ক্রোধাদি ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ ঐ সকলে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্তি হইবে? সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বদা আরাধ্য। কিন্তু ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর দেববৃন্দকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না॥ মহাভারতে,—পিতা পুত্রের প্রতি যেমন করুণাশীল, অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ দান করে না, সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ সত্বই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে যথা,—হে পৃথিবী দেবি, আমার অর্চনা সম্বন্ধে যে যে অপরাধসকল আমি কীর্তন করিলাম, আমার ভক্ত বৈষ্ণব যেন এইসকল বহুযত্ন দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। পদ্মপুরাণ বলেন, ভগবানের শ্রীনাম এই প্রকারে সমস্ত শুভফলদায়ক হইলেও নামাপরাধী ব্যক্তি তাহা না পাইয়া পতিত হয়। ভগবানের এবং ভক্তগণের নিন্দা শ্রবণমাত্রেই যে ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করে না তাহার সুকৃতি হইতে সে চ্যুত হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্বহির্মুখজনের দূর হইতে সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্যকরণ ত্যাগ, বহ্বাড়ম্বর ত্যাগ বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বা বিবাদাদি পরিবর্জন, ব্যবহারে কৃপণতা ত্যাগ, শোকাদির বশীভূততা বর্জন, অন্যদেবতার অনবজ্ঞতা, প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ ত্যাগ, সাধকদেহে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উদ্ভব হইলেও প্রযত্নক্রমে তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তনিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা,—ব্যতিরেকভাবে এই দশ অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়। [৭১]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তু ভক্ত্যনুগত দৈন্যদয়াযুক্তবৈরাগ্যৈর্নতু নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুগত সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্ম্মভিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭২ ॥

তৈত্তিরীয়ে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ভাগবতে দৈন্যং। মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত দর্শনং। হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চনঃ॥ স্কান্দে দয়া। এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ, তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ যুক্তবৈরাগ্যং ভাগবতে। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥ সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্ম নিষেধ বচনং তত্রৈব। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ স্কান্দে। অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃ শুদ্ধি স্তপঃ শান্ত্যাদয় স্তথা। অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাং। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৭২॥

সেই দশটী দোষ পরিবর্জন করিতে হইলে ভক্তির অনুগত দৈন্য দয়াযুক্ত বৈরাগ্য দ্বারাই সম্ভব। নির্ব্বেদ জ্ঞানমার্গের অনুগত সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা তাহা অসম্ভব॥ ৭২॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—সমস্ত দেবগণ অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ বিজ্ঞানময় সর্বাধিপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে। বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠবোধে ধ্যান করেন; যদি বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই সকল কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব ইহা অবগত হন, যদি সেই জীব ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হন, অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যাভিমানে ভজনা করেন, তবে তাহার ফলরূপে শরীরে আত্মাভিমানজনিত সকল পাপাদি দোষ মোহাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া সমস্ত দোষমুক্ত হইয়া অভিলষিত বস্তু প্রেমভক্তি লাভ করেন। ভাগবতে অক্রূরের দৈন্য,—ভগবান্ কি আমাকে বঞ্চিত করিবেন? কখনো না; কারণ, আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিরও অচ্যুত ভগবানের দর্শন হইতে পারে. যেমন কালনদীর প্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠাদির মধ্যেও কোন একটী হঠাৎ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে, দয়া সম্বন্ধে,—হে ব্যাধ, ইহা কোনরূপ অদ্ভুত নহে, তোমার অহিংসাদি গুণসমূহ স্বাভাবিকই হইয়াছে, যেহেতু হরিভক্তিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়াদায়ক হয় না। ভাগবতে যুক্তবৈরাগ্য যথা,—ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও চিন্ময় ভগবজ্‌জ্ঞান উদয় হয়। যোগ কর্মাদি সাধন চতুষ্টয়ের নিষেধ বচন ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। শুদ্ধাভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, এই সকল সাধন তদ্রূপ ক্ষমতাশীল নহে। স্কন্দপুরাণে। শ্রীহরির সেবাভিলাষী ভক্তগণের অন্তঃকরণশুদ্ধি, বহিঃশৌচ, তপস্যা, শান্তি ইত্যাদি সকল সদ্‌গুণসমূহ সহজে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে,—তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহনশীল ও অভিমান বর্জ্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। [৭২]

ওঁ হরিঃ॥ সাধন পরিপক্কে সর্বানর্থ নিবৃত্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৩ ॥

ছান্দোগ্যে। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ-স্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ॥ ভাগবতে। শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথা রুচিঃ স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থানিষেবণাৎ॥ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥ ৭৩॥

সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে সকল অনর্থ নিবৃত্তি হয়॥ ৭৩॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন,—আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। এইরূপে রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন॥ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি,—হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছাকে শুশ্রূষা বলে। সুকৃতিবান্ শুশ্রূষু ব্যক্তির শ্রদ্ধা উদিত হয়, মহদ্ভক্ত সেবারূপ সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎ সঙ্গলাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎ সেবালাভ এবং মহৎ সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। সাধুদিগের সুহৃদ্ শ্রীহরি হৃদয়ে বিরাজ করিয়া অভদ্ররাশিসকল বিনাশ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি দ্বারা অবিদ্যা-বন্ধন তৎফলে স্বরূপভ্রম, কর্মবন্ধন স্বর্গ নরকাদিপ্রাপ্তি, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি অভদ্ররাশি অসংখ্য। ভক্তি-যোগ অবলম্বন করিয়া নিষ্কপট সাধক ভগবানের উপর নির্ভর করিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্রসকল শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং চিত্ত স্থির হয়। অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ভক্তভাগবত এবং গ্রন্থভাগবতের প্রতিনিত্য সেবাদ্বারা অর্থাৎ তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অভদ্রসকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয় হয়। তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর চিত্তকে আক্রান্ত করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং আমাকে সমস্ত জীবাত্মার প্রভু বলিয়া দৃষ্ট হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয়॥ ইহাই সাধন ভক্তির পরিপাকাবস্থায় সাধকের অনর্থ নিবৃত্তির ক্রমপন্থা। [৭৩]

ওঁ হরিঃ। স্বরূপানাবাপ্ত্যসত্তৃষ্ণাপরাধহৃদয়দৌর্বল্যানীত্যনর্থশ্চ চতুর্বিধঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৪ ॥

স্বরূপানাবাপ্তির্যথা শ্বেতাশ্বতরে। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। অসতৃষ্ণা যথা বৃহদারণ্যকে। যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ

লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ॥ অপরাধী যথা ঈশাবাস্যে। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ হৃদয় দৌর্ব্বল্যং কঠে। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্॥ ভাগবতে। কিমু ব্যবহিতাঽপত্যদারাগার ধনাদয়ঃ। রাজ্য কোষ গজামাত্য ভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ॥ কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥ চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ কামত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি। সেবা নামাপরাধাদি দূরেতে বর্জন ॥ ৭৪ ॥

স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ, হৃদয় দৌর্ব্বল্য এই চারিপ্রকার অনর্থ ॥ ৭৪ ॥

স্বরূপভ্রম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরে,—ঈশ্বরমায়ায় মোহিত কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্তুস্বভাব বা বস্তুশক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, আবার কোন কোন অবিবেকী ব্যক্তি কালকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অসতৃষ্ণা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে বলেন,—পরিব্রাজকরূপ ত্যাগীগণ আমরা, আমাদের নিকট এই আত্মাই একমাত্র ফল। সেই আমরা সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করিব? সম্পত্তি প্রভৃতির দ্বারাও কি করিব? এই মনে করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা পুত্রকামনা, চিত্তকামনা ও লোক-কামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিয়াছিলেন। অপরাধরূপ অনর্থ সম্বন্ধে ঈশাবাস্যে,—যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরী ভাবপ্রাপ্ত লোকসকল যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই প্রাপ্ত হয়। হৃদয় দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বলেন,—অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয় স্রক্চন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করে, তাহার ফলে তাহারা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত অবিদ্যা, কামনা, কর্মাদির বন্ধনপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপ বিষয়প্রমত্ত হইবেন না॥ ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য, কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত, প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এইসকলে কি করিতে পারে? আত্মার তুলনায় ইহারা সকল তুচ্ছবস্তু, দেহের অনুগত এবং সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয়॥ চরিতামৃতে বলেন,—ভক্তিবিহীন জ্ঞানীর জীবন্মুক্ত দশা কেবল ভানমাত্র। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের বুদ্ধিই শুদ্ধ হয় না, স্বরূপভ্রম অপগত হয় না। সমস্ত অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় তৃষ্ণাকে দূরে রাখিয়া অখিল চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনই শ্রেয়ঃ কামীর কর্ত্তব্য। [৭৪]

ওঁ হরিঃ ॥ সাধনযোগেনাচার্যপ্রসাদেন চ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৫ ॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণং সমাপ্তম্॥

প্রশ্নোপনিষদি। তস্মৈ স হোবাচ অতি প্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ তে তমর্চয়ন্তঃ, ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরম ঋষিভ্যো

নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥ ভাগবতে। গুরু শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধু ভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে স্বরূপং। আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তি যোগেন ভজত্যথো মাং ॥ যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥ চরিতামৃতে ॥ সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ৭৫ ॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সাধনযোগে এবং আচার্যপ্রসাদে সেই অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন নৈপুণ্য ॥ ৭৫ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—আচার্য পিপ্পলাদ কৌসল্য মুনিকে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিতেছ, এগুলি অতি দুরূহ, যেহেতু প্রাণতত্ত্বই দুর্বিজ্ঞেয়, তাহার পর সেই প্রাণের জন্ম, ক্রিয়াকলাপ ও ব্যাপার আরও দুর্ব্বোধ্য, সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এসকল প্রশ্ন উদিত হয় না, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি তাহা শ্রবণ কর ॥ তাহারপর শিষ্যগণ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হইল এবং গুরুদক্ষিণার অন্য কিছু না পাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দান ও প্রণিপাত দ্বারা তাঁহাকে পূজা করতঃ বলিল, গুরুদেব! আপনি আমাদের পিতা যেহেতু আমাদিগকে দুস্তর অবিদ্যা-সাগরের পরপারে যাইতে পথ দেখাইলে। সুতরাং আপনি ব্রহ্মবিদ্যা দাতা পিতা। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণকে প্রণাম, এই মহর্ষিগণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উপদেশ যথা,—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ-কর্ম কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্তিসমূহের দর্শন পূজনাদি এই সকল ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার ভক্তিযোগের দ্বারা মন কর্মাশয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে। আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা মন পরিমার্জিত হইয়া বস্তু-সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায় ॥ চক্ষু যেমন অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভালরূপে দেখে, তদ্রূপ ॥ সাধুসঙ্গ দ্বারাই ভক্তিসাধন পক্ক হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি উদয় হয় শুশ্রূষু এবং কৃতী সাধক হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবদনুভূতি এবং ভগবৎপ্রেরণা লাভ করেন। অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব অল্পকালেই অনর্থসকলকে অতিক্রম করিবার নির্ধার এবং তত্তৎ কার্যপ্রবর্ত্তনকেই ভজননৈপুণ্য বলা যায়। [৭৫]

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত হইল।

ভজন ক্রম প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ ততো ভজননিষ্ঠা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৬ ॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং অধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম। অন্যাভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি কায় মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিবো দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥ শ্রীকবিরাজ মিশ্র। দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি। সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন মুঞ্চতু কেশবস্বামী ॥ ৭৬ ॥

ভজন নৈপুণ্য হইলে নিষ্ঠা উদয় হয় ॥ ৭৬ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—কেহ যখন নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন॥ নিষ্ঠাকে জানিতে হইলে কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্ আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই॥ ভাগবতে,—অবন্তিনগরের ভিক্ষু কহিলেন,—আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব॥ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের উক্তিতে, ভক্তিতে নিষ্ঠার পরিচয় সুষ্ঠুরূপে পাওয়া যায়। শ্রীকবিরাজ মিশ্রের ভাষায়,—আমাকে স্বারাজ্যসম্পদই প্রাপ্ত হউক বা তাপত্রয় পরম্পরাই বিতরিত হউক; যদি সুখীই হই অথবা দুঃখিই হই; নিত্যপ্রভু কেশবকে কখনই ছাড়িব না। [৭৬]

ওঁ হরিঃ ॥ রুচিস্ততঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৭ ॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ রতিরত্র রুচিরিতি শ্রীজীবঃ॥ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যঃ। লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরী পরীপাকঃ। কারুণ্যানাং হৃদয়ং কপোট কিশোরঃ পরিস্ফুরতু। ভবন্তু তত্র জন্মানি যত্র তে মুরলী কলঃ। কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণ বার্ত্তয়া॥ শ্রীযাদবেন্দ্রপুরী। রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরো নিবিষ্টাঃ। বয়ন্তু গুঞ্জা কলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ ॥ ৭৭ ॥

ভজননৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি হইলে রুচি হয় ॥ ৭৭ ॥

ছান্দোগ্যে,—কেহ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান্ হনঃ একাগ্র না হইয়া কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে জানিতে কিন্তু

উৎসুক হওয়া প্রয়োজন। হে ভগবন্, আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই॥ শ্রীমদ্ভাগবতে,—প্রতিদিন আমি কৃষ্ণ-কথা গানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল। শ্রীজীব গোস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, রতি শব্দে এস্থলে রুচি॥ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য বলেন,—মাধুর্যময় লহরীযুক্ত লাবণ্যরূপ বন্যার পরিপাক স্বরূপ, কারুণ্যপূর্ণ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ মদীয় হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হউন। যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মধুরমুরলীনিনাদ কর্ণগোচর হয়, সেই সেই স্থানেই আমি যেন জন্মগ্রহণ করি। নীরস নির্ব্বাণের কথা লইয়া আমার কি হইবে? শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীর কথায়,—কাব্যরসে নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কাব্যরস প্রশংসা করিয়া থাকুন, বেদান্তনিষ্ঠ বৈদিকগণ ব্রহ্মসুখের প্রশংসা করুন, আমরা কিন্তু গুঞ্জা মালায় সুশোভিত মুরলীধর কোন নবকিশোরের আশ্রয় গ্রহণ করিব। [৭৭]

ওঁ হরিঃ॥ ততঃ আসক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৮ ॥

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি না সুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥ ভাগবতে। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥ এবং কৃষ্ণমতেঃ ব্রহ্মন্নাসক্ত-স্যামলাত্মনঃ কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা॥ শ্রীহরিদাসঃ। অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া বিদূরতরবর্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি। কলিন্দগিরিনন্দিনী তটনিকুঞ্জ পুঞ্জোদরে মনোহরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ॥ শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ঃ। কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি। গোপতিতনয়া কুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥ চরিতামৃতে। রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর॥ ৭৮॥

ক্রমশঃ রুচি আসক্তি হইয়া পড়ে॥ ৭৮ ॥

ছান্দোগ্যে,—যখন কেহ সুখলাভ করেন, তখন কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন; সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না, সুখলাভ করিয়াই কর্ত্তব্যসাধনে একাগ্র হন। ঐ সুখটীকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি সুখকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি॥ ভাগবতে। নারদ বলেন, নির্লজ্জভাবে অনন্তর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় চরিত্র-সকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া মদ ও মৎসর বিহীন হইয়া পৃথিবী পর্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম॥ অতঃপর হে ব্রহ্মন্, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণেতে আসক্তচিত্ততাহেতু পরিশুদ্ধাত্মা আমার অন্তিমকাল যথাকালে উপস্থিত হইল, যেমন সৌদামিনী বিদ্যুৎ ক্ষণার্ধের মধ্যে চমকিত হয়। শ্রীহরিদাসের উক্তিতে,—স্বর্গলোকের কথা সমাপ্ত কর, সার্ব্বভৌমত্বের সম্পত্তিরই বা কি আছে, মোক্ষরূপ লক্ষ্মী অতিদূরে চলিয়া যাউক, অহো, কলিন্দনন্দিনী যমুনানদীর তটপ্রদেশস্থ

নিকুঞ্জ বনাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া যে মনসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, এমন নবতমাল নীল বর্ণের শ্রীবিগ্রহই কেবল আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু ॥ শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় বলেন,—কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেই বা তহা প্রতীতি করিবে যে সূর্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন? সাধনপ্রণালীতে সাধকের রুচিযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা উন্নতিলাভ করিয়া আসক্তি দশা লাভ করে। [৭৮]

ওঁ হরিঃ ॥ ততো ভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৯ ॥

ইতি আম্নায়সূত্রে অভিধেয়তত্ত্ব নিরূপণে ভজনক্রম প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে অভিধেয় তত্ত্বং সমাপ্তম্ ॥

ছান্দোগ্যে। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥ শ্বেতাশ্বতরে। ভাবগ্রাহ্য মনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্। কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ভাগবতে। ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ॥ চরিতামৃতে। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥ কোন বৈষ্ণব বাক্য। পরিবদতু জনো যথাতথায়ং ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশামঃ॥ কবিরত্ন। জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিব পদং নৈন্দ্রপদে মোদতে সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি। কালিন্দী বনসীমনি স্থির তড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি ॥ শ্রীধরস্বামী। তৎ কথামৃত পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥ শ্রীগোবিন্দমিশ্রঃ। শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা ॥ শ্রীরূপঃ। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৭৯ ॥

ইতি ভজনক্রম প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

আসক্তি ক্রমশঃ ভাব অবস্থা লাভ করে ॥ ৭৯ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে ॥ শ্বেতাশ্বতরে,—তিনি ভাবগ্রাহ্য; একমাত্র ভক্তিভাব দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় যেহেতু তিনি প্রাকৃত শরীররহিত অতএব জড়েন্দ্রিয়গম্য নহেন। তিনি কাম-কর্ম্ম-বাসনারহিত কল্যাণময় স্বরূপ হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শ ভাবপদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। এবম্বিধ পরমেশ্বরকে ভাবদ্বারা যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন॥ ভাগবতে ভাবভক্তের লক্ষণাদি,—কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্যগতি হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা কখন নৃত্য করেন, কখন বা গান করেন।

কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করতঃ স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না॥ আসক্তি যখন প্রবলতা লাভ করে, তখন তাহা ভাবরূপতা ধারণ করে॥ কোন বৈষ্ণব বাক্যে দেখা যায়,—জগতের জনসমূহ আমাদিগকে দেখিয়া যথা তথা নিন্দা বা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করুক; তাঁহারা কটুভাষী কি নয়? এসকল বিচার আমরা করিব না। হরিরস মদিরা পান দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আমরা ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইব, নৃত্যগীতাদি করিব এবং এইভাবেই অবস্থান করিব॥ কবিরত্নের কথায়,—কোনরূপ জাগতিক পদের প্রার্থনা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না, ইন্দ্রপদে সুখলাভ করি না। আমাদের বুদ্ধি যোগসিদ্ধি-সমূহের অনুসন্ধান করে না এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু কেবলমাত্র যমুনা তীরবর্ত্তী বনরাজিতে বিরাজমান স্থিরবিদ্যুৎযুক্ত নীলমেঘের দ্যুতিবিশিষ্ট, শ্রীমতী রাধিকার ভূজলতালিঙ্গিত পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের প্রতি আমার হৃদয় প্রধাবিত হয়॥ শ্রীধর স্বামীর উক্তি, কোন কোন কৃতী ব্যক্তি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত-সরোবরের মধ্যে মহানন্দ সহকারে বিহার করেন, তাঁহারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণসমান নিকৃষ্ট বোধ করেন॥ শ্রীগোবিন্দ মিশ্রের শ্লোকে,—কর্ণদ্বারা মথুরার নাম শুনিব, চক্ষুদ্বারা মথুরা দর্শন করিব, আমাদের অগ্রেও থাকিবে মথুরা, পশ্চাতেও মথুরা; অহো কতই না মধুর এবং সুমধুর এই মথুরা, যাহার তুলনা কেবল মথুরা॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—ভাব যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই নববিধ অনুভাবের উদয় হয় যথা,—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরাগ, অভিমানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম কীর্তনে সর্ব্বদা রুচি; কৃষ্ণগুণ শ্রবণে আসক্তি এবং কৃষ্ণের বসতিস্থলে প্রীতি। [৭৯]

ইতি ভজন ক্রম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি অভিধেয় তত্ত্ব সমাপ্ত হইল॥

ওঁ হরিঃ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ॥

প্রয়োজনতত্ত্বম্

প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ অবিদ্যা কল্পিত জড়বিশেষো ন প্রয়োজনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮০ ॥

ছান্দোগ্যে। গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যোহন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি॥ ভাগবতে। স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ। তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ॥ শ্রীজীবঃ। অথ জীবস্তদীয়াপি তজ্জ্ঞান সংসর্গাভাবযুক্তত্বেন তন্মায়াপরাভূতঃ সন্নাত্মস্বরূপ-জ্ঞানলোপাৎ মায়া কল্পিতোপাধ্যাবেশাচ্চ অনাদি সংসার দুঃখেন সম্বধ্যতে॥ ৮০॥

অবিদ্যা-কল্পিত স্বর্গাদি জড়বিশেষ লাভই প্রয়োজন নয় ॥ ৮০ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রভৃতিকেই লোকে মহিমা বলে। আমি এতাদৃশ মহিমার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অন্যের উপর অবস্থিতি বুঝায় ॥ ভাগবতে,—স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্র-মিত্র-সৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য প্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণকেই ভজন কবিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্ত ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—জীবাত্মাসকল যদিও শ্রীভগবানেরই শক্তিসম্ভূত, তথাপি ভগবদ্ বিস্মৃতির হেতু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিদ্বারা পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া এই আত্মার নিজের স্বরূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া সেই মায়া-কল্পিত উপাধিসমূহে আবিষ্ট হইয়া অনাদি কর্মজনিত সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়া পড়ে। [৮০]

ওঁ হরিঃ ॥ নাপি নির্বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮১ ॥

ছান্দোগ্যে। অমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ শ্বেতাশ্বতরে। তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি ॥ ভাগবতে। দুরবগমাত্মতত্ত্ব নিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিত মহামৃতাব্ধি পরিবর্ত পরিশ্রমণাঃ। ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর, তে চরণসরোজ হংস কুলসঙ্গ বিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দঃ। তৎ শব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধিস্তং শব্দার্থে ভবভয় ভর ব্যগ্রচিন্তাদি দুঃখী। তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়ো বস্তুগত্যা ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ। যস্মিন্নুৎপত্তিমায়াৎ ত্রিভুবন সহিতং চন্দ্র-সূর্য্যাদি সর্ব্বং যস্মিন্নাশান্তমাস্তে ব্রজতি বিলয়ং স্ব স্ব কালেন যস্মিন্। বেদৈর্ব্রহ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা যং গুণাতীতমীশং সোহহং বাক্যন্তু কস্মাদুপদিশসি গুরোর্মন্দভাগ্যায় মহ্যং ॥ ৮১ ॥

নির্বিশেষ অবস্থা লাভও প্রয়োজন নহে ॥ ৮১ ॥

ছান্দোগ্যে,—বায়ু, সূক্ষ্মমেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন এইগুলি যেমন আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রখর সৌরতেজ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হয়, ঠিক তেমনি এই জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন ॥ শ্বেতাশ্বতর বলেন,—তাঁহাকে ভক্তিপ্রভাবে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলেই মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায়। ভাগবতে বেদস্তুতিতে। হে ঈশ্বর! ব্রহ্মানন্দ আবরণকারী রূপগুণলীলাময় তোমার যে দুর্ব্বোধ্য-তত্ত্ব জীবগণকে জানাইবার জন্য তুমি প্রপঞ্চে স্ববিগ্রহ প্রকট করিয়াছ, সেই প্রকটলীলাকারী তোমার চরিতাবলীরূপ মহামৃতসমুদ্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণশীল ত্যক্তাশ্রমী বিরলপ্রচার ভক্তগণ—যাঁহারা তোমার চরণকমলাস্বাদ পরায়ণ ভাগবত পরমহংসগণের শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরার সঙ্গবলে গৃহত্যাগী হইয়াছেন,

তাঁহারা মুক্তিপদও কামনা করেন না ॥ শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ বলেন,—তত্ত্বমসি শ্রুতিবাক্যে তৎ-শব্দের অর্থে পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রের প্রাকট্যরূপ পরমেশ্বর এবং ত্বং-শব্দের অর্থে ভবসংসারের জন্ম-মরণাদি ভয়দ্বারা ব্যগ্রচিত্ত এবং দুঃখী বদ্ধজীবকে বুঝায়। তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য কখনই সম্ভবপর নয়, কারণ তাঁহাদের দুইয়ের মধ্যে বস্তুগত নিত্যভেদ বর্ত্তমান। তৎপদার্থবাচক বস্তু এই সমস্ত জগতের সেব্য-বিগ্রহ ভগবান্ এবং ত্বংপদার্থবাচক জীব সেই ভগবানের নিত্যদাস। যে পরমেশ্বর দ্বারা এই ত্রিভুবনেরসহিত চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রাদি সকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং অন্তে যাঁহার ইচ্ছায় এইসকল কালানুক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকে বেদবক্তা ব্রহ্মা কখনই জীবের সহিত এক বলিয়া বলেন নাই। আমাদের মন্দ ভাগ্যের ফলে কোন কোন গুরু সোঽহং এইরূপ বাক্যের উপদেশ প্রদান করে। [৮১]

ওঁ হরিঃ ॥ পরমার্থে তস্য ন প্রয়োজনত্বং কিন্তু কচিদভিধেয়ত্বং ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮২ ॥

কচিদভিধেয়ত্বং ঈশাবাস্যে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ॥ ছান্দোগ্যে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ শ্রীগোপালতাপন্যাং। সোঽহমিত্যব ধার্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥ নৃসিংহোপনিষদি। পরে ব্রহ্মণি পর্যবসিতো ভবেৎ॥ ন প্রয়োজনত্বং ভাগবতে। জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য নমন্তএব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ মহাপ্রভু। তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য। প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥ ৮২ ॥

পরমার্থ বিষয়ে তাহাদের প্রয়োজনত্ব নাই কিন্তু স্থলবিশেষে অভিধেয়ত্ব হইতে পারে ॥ ৮২ ॥

(৫৩ / ৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)

ঈশোপনিষদে,—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধদ্বারা ঘৃণা, শোক, মোহ ইত্যাদি তিরোহিত হয়, অতএব যে সময়ে সর্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব-দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে? ছান্দোগ্যে,—হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই সৎ অথবা হে শ্বেতকতো, তুমি তাঁহার। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,—আমিই সেই অর্থাৎ আমি সেই গোপালের সঙ্গেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এইরূপে নিজেকে নিশ্চিত করিয়া আমি গোপাল অর্থাৎ তজ্জাতীয় বস্তু এইরূপে ভাবনা করিবে॥ নৃসিংহ তাপনীতে। পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে নিজের শেষগতি ভাবিতে হইবে॥ ভাগবত বলেন এই নির্বিশেষ জ্ঞান কিন্তু জীবের প্রয়োজন নহে, যথা—জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি-ভক্তি-সহকারে সাধুমুখে তোমার কথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্মান করতঃ কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃষ্ণানু-শীলন করিয়া যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই

তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন॥ মহাপ্রভু বলেন,—তত্ত্বমসি ইত্যাদি অভেদপর বেদবাক্য জীবের চিন্ময়ত্বসূচক প্রাদেশিকবাক্য, এই সমস্ত মহাবাক্য নহে। শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবই বেদের মূল স্বরূপ মহাবাক্য ; তাহাকে না জানিয়া কেবল প্রাদেশিক বাক্যার্থ লইয়া মায়াবাদীরা মতবাদ স্থাপন করে। [৮২]

ওঁ হরিঃ॥ তত্তু সর্ব্বত্র ন প্রশস্তং॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৩॥

ঈশাবাস্যে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ভাগবতে। শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥ যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ ৮৩॥

তাহা সর্ব্বত্র প্রশস্ত নয়॥ ৮৩॥

ঈশাবাস্যে কেবল অভেদবাদের ঘোর কুফল প্রদর্শন যথা,—যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি ভক্তিবর্জ্জিত অভেদজ্ঞানে রত হইয়া নিজেকে পরতত্ত্ব বলিয়া ভাবনা করেন এবং এরূপের বিদ্যা অর্জন করেন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আত্মবিনাশ সাধন করেন॥ ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে দেখা যায়,—হে বিভো! এই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল বোধলাভ করিবার জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহাদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোনপ্রকার তণ্ডুল লাভ করে না, তদ্রূপ ভক্তিবিহীন জ্ঞানে কোন পরমার্থ লাভ হয় না। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ, কেবল জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি। তাঁহারা জ্ঞানচেষ্টা দ্বারা অতত্ত্ববস্তু ত্যাগ করিতে করিতে পরমপদ পর্য্যন্ত যায়। আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়॥ ভক্তিবিহীন জ্ঞান অমঙ্গলকর ; ভক্তিদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানবৈরাগ্যই যথার্থ এবং মঙ্গলকর। [৮৩]

ওঁ হরিঃ॥ চিদ্বিশেষ এব প্রয়োজনম্॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৪॥

ছান্দোগ্যে। যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা চন্দ্র সমাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্প বৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশত সংভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ চরিতামৃতে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ৮৪॥

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

চিদ্বিশেষই জীবের প্রয়োজন ॥ ৮৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—তবে তিনি বলিলেন,—এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত, দেহধারী জীবের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই, সেই সমস্তও এই হৃদয়াকাশে সমাহিত॥ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—চিন্তামণিসমূহদ্বারা সংগঠিত নিত্যধামে যাহা অনন্ত সংখ্যক কল্পতরুদ্বারা শোভিত, তথায় কামধেনুসমূহের পালনকারী এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ তুল্য গোপিকাসমূহদ্বারা সুচারুরূপে সেব্যমান পরমপুরুষ গোবিন্দ নামক শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি॥ এই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্, সমস্ত অবতারগণের মূল অবতারী। ইহার নাম গোবিন্দ এবং সমস্ত ঐশ্বর্যসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ গোলোকধামই ইহার নিত্য অবস্থানের ধাম। [৮৪]

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

স্থায়ীভাব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ বিশিষ্ট ভাবোহি রতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৫ ॥

ছান্দোগ্যে। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ গীতায়াং। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ অগ্নিপুরাণে। অভিমানাদ্রতিঃ সা চ পরিপোষমুপেয়ুষী। ব্যভিচার্যাদি সামান্যাৎ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে॥ শ্রীরূপ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাং। স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥ ৮৫॥

চিত্তেতে সবিশেষ ভাবই রতি॥ ৮৫॥

ছান্দোগ্যে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা,—এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাড্ হন; সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতিপ্রাপ্ত হন॥ গীতায়,—যে ব্যক্তি আত্মরতি হইয়াছেন অর্থাৎ আত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে জানিয়া আত্মবস্তুতেই নিরত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম করেন, অতএব সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। জগতে তাঁহার করণীয় কার্য কিছুই নাই॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—নিজের সিদ্ধ-

রূপাদির অভিমান দ্বারা ভগবদ্রতি পরিপুষ্ট হয়, তাহা ব্যভিচারী ইত্যাদি সামগ্রীর মিলনে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি রুচি দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করিলে ভাবভক্তি হয়। উহার স্বরূপ—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা, এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপ ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত এবং উহাতে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি-স্বরূপতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবৎ স্বয়ং প্রকাশরূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়। [৮৫]

ওঁ হরিঃ॥ উল্লাসময়ীতর রাগশূন্যা রতিঃ প্রীতিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৬॥

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ বিষ্ণুপুরাণে। নাথযোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি॥ যা প্রীতি-রবিবেকানাং বিষয়েষ্বন-পায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥ চরিতামৃতে। সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥ ৮৬॥

রতি উল্লাসময়ী ও ইতর রাগশূন্য হইলে প্রীতি নাম প্রাপ্ত হয়॥ ৮৬॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—তিনি আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে, ক্রমশ আনন্দময় পরমেশ্বরের দিকেই অগ্রসর হইয়া পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের স্তবে,—হে প্রভো, সহস্র সহস্র জীবযোনীতে আমি যে কোনটীতেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সেই সেই জন্মে সর্বদা তোমার শ্রীচরণে যেন অচলাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক। বিষয়ীব্যক্তি-গণের বিষয়ভোগের প্রতি যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তেমন তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ তোমার প্রীতি অপসৃত না হউক॥ প্রেমাঙ্কুররূপ রতি গাঢ় হইয়া পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাকার ধারণ করে। [৮৬]

ওঁ হরিঃ॥ দৃঢ় মমতাতিশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৭॥

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ গোপালোপনিষদি। এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে, নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব॥ পঞ্চরাত্রে। অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥ শ্রীরূপঃ। সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ৮৭॥

প্রীতি দৃঢ় মমতাতিশয়রূপিণী হইলে প্রেমনাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানকে প্রবচনের দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির দ্বারা এবং বহুশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার অতিশয় ভক্তিবলে তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন তিনিই একমাত্র সেই পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন॥ গোপালতাপনী বলেন,— যে সমস্ত ভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামনা হইতে মুক্ত হইয়া এবং অনুক্ষণ ভাবভাবযুক্ত হইয়া প্রীতিদ্বারা ভজনা করেন, তাহাদিগকেই এই ভগবান্ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিভুজ গোপরূপ এবং স্বীয় ধাম বৃন্দাবন ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ভগবদ্ধামকেই শ্রুতিগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কীর্তন করেন॥ এই প্রেম সম্বন্ধে পঞ্চরাত্র বলেন,—যে ভাবভক্তিতে দেহগেহাদি অন্য বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ করত শ্রীবিষ্ণু বিষয়ে মমতা প্রযুক্তা হয়, তাহাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি মহাজনগণ প্রেম বলিয়া থাকেন॥ শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তি যথা,—যে ভাবভক্তি নিজের প্রথম দশা হইতেও চিত্তের অতিশয় স্নিগ্ধত্ব সম্পাদন করে, পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা প্রকাশ করে, সেই ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। [৮৭]

ওঁ হরিঃ॥ বিশ্রম্ভাত্মপ্রেমা প্রণয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৮॥

তৈত্তিরীয়ে। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি॥ ভাগবতে। উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥ শ্রীরূপঃ। প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং তদগন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥ ৮৮॥

অটল বিশ্বাস স্বরূপ প্রেমই প্রণয়॥ ৮৮॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যদি কোন উপাসক প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাকৃত শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার এই পরমাত্মার আশ্রয়ে নির্ভয় পাইবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে ভক্তি অবলম্বন করেন, তবে তিনি নির্ভয়প্রাপ্ত হন। ভাগবতে,—মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—যে রতিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ না করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। [৮৮]

ওঁ হরিঃ॥ কৌটিল্যাভাসাত্মক ভাববৈচিত্র্যানুগুণ প্রণয়োমানঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৯॥

তৈত্তিরীয়ে। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি॥ ভাগবতে। ক্বচিদ্ ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা॥ শ্রীরূপ। অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥ ৮৯॥

কৌটিল্যের আভাসপ্রাপ্ত ভাববৈচিত্র্যের অনুগুণ প্রণয়কে মান বলা যায় ॥ ৮৯ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—সেই ব্রহ্মকে মননস্বরূপ বোধে উপাসনা করিলে উপাসক মানবান্ হইবে। ভাগবতে। মানিনী গোপিকাগণ কখনও কৃষ্ণের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া প্রেমভাবে বিহ্বলতা প্রদর্শন করিতেন ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—এই মান প্রাচীনদের মতে, সর্পের স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগতির ন্যায় প্রেমেরও স্বাভাবিক গতি বক্রই হয়, এইজন্য কারণে ও অকারণে নায়ক এবং নায়িকার মান প্রকাশ হয়। [৮৯]

ওঁ হরিঃ ॥ চেতো দ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমৈব স্নেহঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯০ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাদনন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ভাগবতে। বীক্ষ্যন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ। ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে। নির্য্যাত্যাগারান্মোঽভদ্রমিতিস্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ চরিতামৃতে। কাঁদিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞী। বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥ সন্ন্যাসী হৈয়া মোরে না দিল দরশন। তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ। [৯০]

চিত্তের অতিশয় দ্রবতা বিশিষ্ট প্রেমই স্নেহ ॥ ৯০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম ॥ পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ যথা ভাগবতে। স্নেহপাশে হৃদয় সম্যক্ বদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া পাণ্ডবাদি সকলেই পলকহীন নেত্রে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে যেই সকল স্থানে কৃষ্ণ গমন করিতেছিলেন সেই সকল স্থানেই তাঁহার পূজনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলে বন্ধুপত্নীগণ অতিশয় আসক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে কোন প্রকার অমঙ্গল না হয় এইজন্য বিগলিত অশ্রু নিরুদ্ধ করিলেন ॥ চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশচীমাতার স্নেহের কথা পাষাণসদৃশ হৃদয়কেও বিগলিত করে। [৯০]

ওঁ হরিঃ ॥ অভিলাষাত্মক স্নেহ এব রাগঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯১ ॥

বৃহদারণ্যকে। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ ॥ কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্চরেৎ ॥ ভাগবতে। বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥ চরিতামৃতে। নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ॥ আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি। তার যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি ॥ ৯১ ॥

অভিলাষস্বরূপ স্নেহকে রাগ বলা যায় ॥ ৯১ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—কেহ যদি এই পরমাত্মাকে, ইনি আমার এইরূপে জানিতে পারেন, তবে তাহার কি আর দুঃখ থাকিবে? ভাগবতে কুন্তীদেবীর স্তবে,—হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ, যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে মুক্তিপ্রদ তোমার দুর্ল্লভ দর্শন লাভ হয়, আমাদিগের সেই প্রকারের বিপদ্‌সকল পুনঃপুনঃ উপস্থিত হউক ॥ চরিতামৃতে শচীমাতার অভিলাষাত্মক স্নেহ নিমাইর প্রতি উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। [৯১]

ওঁ হরিঃ।। রাগোঽনুক্ষণং বিষয়াশ্রয়য়োর্নবীনত্বং সম্পাদয়ন্ননুরাগঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯২ ॥

তৈত্তিরীয়ে। এতমানন্দময় মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সামগায়ন্নাস্তে। হাত্তবু, হাত্তবু, হাত্তবু॥ ভাগবতে। যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহো গতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবং। পদে পদে বা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যং শ্রীন জহাতি কর্হিচিৎ॥ শ্রীবাসুদেব ঘোষঃ॥ না জানিয়া না শুনিয়া প্রীতি করিলাম গো পরিণামে পরমাদ দেখি। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে এমতি ঝরয় দুটি আঁখি॥ হের যে আমারে দেখ, মানুষ আকার গো, মনের অনলে আমি পুড়ি। জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো পাকালিয়া পাটের ডুরি॥ আঙ্গুয়া পুরুখে যেন, দীন হীন মীন হেন, নিঃশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঁই। বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতি পিরিত গো তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥ ৯২ ॥

রাগ তদীয় বিষয় ও আশ্রয়ের অনুক্ষণ নবীনত্ব সম্পাদন করিলে অনুরাগ নাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৯২ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যে ব্যক্তি অন্নময়াদি পুরুষে আত্মজ্ঞানে অতৃপ্ত হইয়া ক্রমে আনন্দময় পুরুষে সংক্রান্ত হন, তিনি ইচ্ছামত ভোগাধিকারী হন ও ইচ্ছামত আকৃতি হইয়া ভূরাদিলোকে সঞ্চরণ করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন॥ ভাগবতে,—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ যদিও ভগবান্‌কে পার্শ্বে পাইয়া প্রতিনিত্য রাত্রিকালে তাঁহার চরণকমলযুগল প্রতিক্ষণ নবনবায়মানরূপে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেন, যে চরণকমল চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত কখনই পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা সেই পদযুগল দর্শন স্পর্শনাদি করিয়া কখন বিরাম লাভ করিতেন না। [৯২]

ওঁ হরিঃ॥ অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদনং মহাভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৯৩॥

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ভাগবতে। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবেৎ॥ শ্রীরূপঃ। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়াঃ মহাভাব দশাং ব্রজেৎ। যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাম্॥ ৯৩॥ ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন করিয়া অনুরাগ মহাভাব হয় ॥ ৯৩ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে,—যেমন নদীগুলি বিভিন্ননাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত অর্থাৎ মিলিত হয়, তখন আর তাহাদের নাম-রূপের পৃথক্ পরিচয় থাকে না। সেইরূপ জীব অবিদ্যাজনিত নাম ও রূপসকলকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে মুক্তাবস্থায় ত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ॥ ভাগবত বলেন,—শ্রীগোবিন্দের দর্শন মাত্র দ্বারাই গোপীগণ পরমানন্দ লাভ করিতেন; তাঁহার বিনা দর্শনে গোপিকাদের প্রতি ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় পরিণত হইয়া অসহনীয় যাতনা প্রদান করিত॥ রূপগোস্বামী বলেন,—ইহাই সেই প্রৌঢ়ারতি, যাহা মহাভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা মুক্তপুরুষসকল কামনা করেন এবং ইহা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণেরও কাম্যবস্তু। [৯৩]

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

রস প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সামগ্রী পরিপুষ্টা রতিরেব রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৪ ॥

তৈত্তিরীয়ে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ অগ্নিপুরাণে। ন ভাব হীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। ভাবয়ন্তি রসেনাভি ভাব্যন্তে চ রসাইতি॥ শ্রীভরত মুনিঃ। শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বয়ং যয়া প্রতিপদ্যতে॥ চরিতামৃতে। এইসব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব। স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাবানুভাব॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর। মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর ॥ ৯৪ ॥

সামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে রতিই রস হয় ॥ ৯৪ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—পরব্রহ্মই রসরূপ আনন্দময়পুরুষ। এই রসস্বরূপকে পাইলেই লোক প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণ বলেন,—রস কখনই ভাববর্জিত হয় না, তথা ভাবও কখনই রসবিহীন হয় না। রস দ্বারাই ভাবনা করিতে হয় এবং এই রসকেই ভাবিতে হইবে॥ শ্রীভরত-মুনির উক্তিতে,—বিভাবাদির সাধারণীকরণে এমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যে শক্তিদ্বারা ঐ কাব্য নাট্যাদির অনুভবকর্ত্তা ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত প্রমাতা সেই প্রাচীন ভক্তের সহিত নিজের অভিন্নতা জানিতে পারেন॥ চরিতামৃত বলেন,—রসের মূলস্বরূপ স্থায়ীভাবের সহিত চতুর্বিধ সামগ্রী মিলনে রস হয়। এই সামগ্রী যথা,—রসের হেতুস্বরূপ বিভাব, রসের কার্যস্বরূপ অনুভাব, রসের কার্য্য-বিশেষ রূপ সাত্ত্বিকভাব এবং রসের সাহায্যরূপ ব্যভিচারীভাব। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তিরস অত্যন্ত সুমধুর অবস্থা ধারণ করে যথা দধি, মিছরি, ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদির মিলন অমৃতরসোপম হয় ॥ [৯৪]

ওঁ হরিঃ ॥ স চ পঞ্চবিধো মুখ্যঃ সপ্তবিধো গৌণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতং॥ বারাহে। পুত্র-ভ্রাতৃ-সখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবোংশস্তস্য তে নতু॥ চরিতামৃতে। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥ ৯৫॥

সেই রস মুখ্য পঞ্চপ্রকার, গৌণ সপ্ত প্রকার॥ ৯৫॥

বৃহদারণ্যকে,—আকাশাদি পঞ্চভূতের যথা পর পর গুণের আধিক্য। ঐরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস এবং এসকল পঞ্চ রসের ভক্তগণ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই শ্রীহরিকেই অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, তাঁহাকে জানিয়া আমি অমর হইয়াছি॥ বরাহপুরাণে,—শ্রীহরির সহিত ভক্তিমান্ জীবগণ পুত্র, ভ্রাতৃ, সখা, স্বামী, ইত্যাদি বহুতর সম্বন্ধদ্বারা যোগযুক্ত হইয়া সেবা করেন; এই সকল জীবগণ সেই ভগবানেরই অংশ স্বরূপ, কিন্তু ভগবান্ কখনই জীবের অংশ নহেন॥ চরিতামৃতে,—পঞ্চ মুখ্যরতি চতুর্বিধ সামগ্রী মিলনে পঞ্চপ্রকার রসরূপতা লাভ করে। এই পঞ্চরসই মুখ্য ভক্তিরস॥ [৯৫]

ওঁ হরিঃ॥ শান্ত রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৬॥

ছান্দোগ্যে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ ভাগবতে। ঋষয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ চরিতামৃতে। শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর। শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়॥ শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা॥ কৃষ্ণনিষ্ঠ তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে। এই দুইগুণ ব্যাপে সর্ব্বভক্ত জনে॥ আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূত গণে॥ শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ ৯৬॥

প্রথম মুখ্যরসের নাম শান্ত রস॥ ৯৬॥

ছান্দোগ্যে,—এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। ভাগবতে। দিগম্বর ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তভাব হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করেন॥ শান্তভক্তের উদাহরণ নবযোগেন্দ্র, চতুঃসন ইত্যাদি। এই শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই রসের ভক্তেরা কৃষ্ণে মমতাবিহীন নিষ্ঠাদ্বারা পরিচিত। পরতত্ত্বে পরংব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপ জ্ঞানই ইঁহাদের প্রবল। আকাশের শব্দরূপ গুণ যেমন অপর সর্ব্বভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগরূপ গুণদ্বয় অপর সকল ভক্তগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। [৯৬]

ওঁ হরিঃ॥ দাস্য রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৭॥

অগ্নিবেশ্মশ্রুতি। অংশোহ্যেষ পরস্য ভিন্নং হেনমধীশ্বিরে। ব্রহ্মদাস্য ব্রহ্ম কিতবা ইতি॥ ভাগবতে। কিং চিত্রমচ্যুতে তবৈতদশেষবন্ধো দাসেধনন্য শরণেষু যদাত্মসাত্বং যো রোচয়েৎ সহমৃগৈঃ

স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎ কিরীটতট-পীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধ বাসো অলংকার চর্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ চরিতামৃতে ॥ দাস্য ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর। শান্তেরগুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ॥ দাস্য রতি রাগপর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৯৭ ॥

দ্বিতীয় মুখ্য রসের নাম দাস্যরস ॥ ৯৭ ॥

অগ্নিবেশ্ম শ্রুতি বলেন,—জীবগণ পরব্রহ্মের অংশ অতএব ইহাদিগকে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এরূপ জানিবে। ব্রহ্মদাস স্বরূপ জীব কিপ্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? ভাগবতে। হে অশেষবন্ধো! অনন্য শরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর; তাহা বিচিত্র নহে। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট তট পীড়িত পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হইয়াও শাখামৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে কৃষ্ণ, তোমার ব্যবহৃত মালা, গন্ধ, অলঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ চরিত্রামৃত বলেন,—ভগবানের দাস্যভক্তগণের সংখ্যা অনেক। শান্তভক্তের কেবল স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত প্রভুর অসীম ঐশ্বর্যের জ্ঞান দাস্য ভক্তিতে যুক্ত হয়। ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান দ্বারা দাস্যভক্তে সম্ভ্রম ও গৌরবাদি ভাব প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। শান্তের দুই গুণের সঙ্গে দাস্য ভক্তিতে সেবন রূপ আর একটা অধিক গুণ থাকে। এই দাস্যরতির চরমসীমা রাগপর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় [৯৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যরসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকে দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ ভাগবতে। অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলি সম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকং স্ফুটং সরোগন্ধ হৃতালি পত্রিক ধ্বনি প্রতিধ্বান লসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢং ক্ষুধার্দিতাঃ বৎসাসমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ বাল্মীকী রামায়ণে। সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া। রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহঃ ॥ চরিতামৃতে। সখ্যভক্ত শ্রীদামাদ পুরে ভীমার্জুন। শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সখ্যে বিশ্বাসময় ॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়োয় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৯৮ ॥

তৃতীয় মুখ্যরসের নাম সখ্যরস ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ বলেন,—জীব ও পরমেশ্বর নামে দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা যুক্ত থাকে ও তাহারা পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, একই শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। ভাগবতে,—কৃষ্ণ কহিলেন; হে বয়স্যগণ, অহো, এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুবালুকা সকল বর্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর জাত সরোজগন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে

ক্রম সকল শোভা পাইতেছে। এই স্থানে আমরা ক্ষুধার্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থিত তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক॥ বাল্মীকি রামায়ণে গুহকের সখ্যভাব যথা,--হে লক্ষ্মণ, সেই রামচন্দ্রের প্রিয়সখারূপে আমিই এখানে বর্তমান আছি, সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র শয়ান অবস্থায় আছেন, আমি ধনুক হস্তে আমার সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহার রক্ষা করিব, কোন চিন্তার কারণ নেই, তুমিও যাইয়া বিশ্রাম কর॥ চরিতামৃত বলেন,—সখ্যের উদাহরণ বিশ্রম্ভ সখ্যে শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি ব্রজসখাগণ এবং গৌরবসখ্যে ভীমার্জুনাদি পুরবাসীগণ। সখ্যভক্তিতে শান্ত ও দাস্যের গুণের সহিত বিশ্বাসময়তা অধিকরূপে থাকে। ব্রজসখাগণের সখ্যভাবে কোন গৌরবের প্রতিবন্ধক না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে নানাপ্রকারের ক্রীড়া করে কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করে। সখ্যে এবং বাৎসল্যে ভক্তগণের রতির সীমা অনুরাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। তারমধ্যে সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহাদের প্রেমদশা ভাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয় [৯৮]

ওঁ হরিঃ॥ বাৎসল্য রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৯ ॥

পারাশর্যায়ণ শ্রুতিঃ॥ অংশোহেষ পরস্য সোঽয়ং পুমানুৎপদ্যতে চ ম্রিয়তে চ নানাহেষং ব্যপদিশতি পিতেতি পুত্রে তি ভ্রাতেতি চ সখেতি চেতি॥ ভাগবতে। তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্। স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরংব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ চরিতামৃতে। বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন॥ বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহা নাম—পালন॥ সখ্যেরগুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ ৯৯॥

চতুর্থ মুখ্যরসের নাম বাৎসল্যরস॥ ৯৯॥

পারাশর্যায়ণ শ্রুতি বলেন,—এই জীব পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া এই জগতে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি স্বীকার করিয়া কখন পিতা, কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা এবং কখন সখা ইত্যাদি পর্যায় দ্বারা সূচিত হন। আত্মাতে এই ভাবসকল নিত্য বর্তমান। ভাগবতে দশমে,—তখন সেই সেই গোপবালকের জননীগণ বংশীরব শুনিয়া সত্বরে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত পান করাইতেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা ও গুরুজন-সকল বাৎসল্য রসের ভক্ত। শান্তের ও দাস্যের গুণ সকল বাৎসল্যে পালনরূপে প্রকাশ পায়। তারপর সখ্যের দুইগুণ অসঙ্কোচ এবং অগৌরবের সঙ্গে মমতাধিক্য ও বাৎসল্যে দৃষ্ট হয়, যাহা দ্বারা তাড়ন ভর্ৎসনাদি ব্যবহারও দেখা যায়। চারিরসের গুণযুক্ত এই বাৎসল্য অমৃতের মত স্বাদু এবং ইহাতে কৃষ্ণ পাল্য এবং ভক্তগণ পালন কর্তা॥ [৯৯

ওঁ হরিঃ ॥ মধুর রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০০ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদযথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং ॥ ভাগবতে। এবং শশাংকাংশু বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণাঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ ॥ চরিতামৃতে। মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ॥ সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়। কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার। রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবলমধুর। অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার ॥ ১০০ ॥

পঞ্চম বা চরম মুখ্যভাবের নাম মধুর রস ॥ ১০০ ॥

বৃহদারণ্যকে,—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না ॥ ভাগবতে,—এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দ সেবা করিয়াছিলেন ॥ শ্রীচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,—মধুর ভক্তির কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং সেবার চরমসীমা দৃষ্ট হয়। ইহাতে অসঙ্কোচ, লালন, মমতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রেয়সীগণ কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। ইতর সমস্ত রসের গুণ এবং মধুরের নিজস্বগুণ মিলিত হইয়া এই পঞ্চগুণে শ্রীকৃষ্ণের চমৎকারময় সেবা সম্পাদন হয়। মধুরের পরাকাষ্ঠায় অধিরূঢ় মহাভাবের উদয় হয় [১০০]

ওঁ হরিঃ ॥ উত্তরোত্তর মুখ্যরস প্রশংসা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০১ ॥

বৃহদারণ্যকে। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুচিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ব্রহ্মসংহিতায়। ধর্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ চরিতামৃতে। পঞ্চবিধরস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। মধুর নাম শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য ॥ ১০১ ॥

ঐ পঞ্চ প্রকার রসে মধুর রসের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ॥ ১০১ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ, পুরাতন মার্গটি আমায় স্পর্শ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারা অবশ্যই অনুভূত হইয়াছে। ধীর ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই মার্গে যুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে মোক্ষধামে গমন করেন ॥ ব্রহ্মসংহিতায়। —হে ব্রহ্মন্, অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস দ্বারা আমারই ভজনা করিবে। আমার বিষয়ে যে যে ভক্তিরসের ভাবনা করিবে, সিদ্ধিকালে অনুরূপ চরমফল পাইবে ॥ এই প্রকারে পঞ্চবিধরসে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষে মধুররস এই সব রস অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে [১০১]

ও হরিঃ ॥ হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক বীভৎসেতি গৌণরসঃ সপ্তবিধঃ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০২ ॥

হাস্যরস স্তলবকারে। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ বীররসঃ শ্বেতাশ্বতরে। বীরান্ মা নো রুদ্র ইত্যাদি॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥ রৌদ্রস্তথৈব। একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশানীভিঃ॥ ভয়ানক কঠে। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ বীভৎসশ্ছান্দোগ্যে। ইমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্বম্রিয়স্বেত্যেত তৃতীয়ংস্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সতে॥ অগ্নিপুরাণে। রাগাদ্ভবতি শৃঙ্গারো রৌদ্রস্তৈক্ষ্ণ্যাৎ প্রজায়তে। বীরোঽবষ্টম্ভজঃ সঙ্কোচভূর্বীভৎস ইষ্যতে। শৃঙ্গারাজ্জায়তে হাসো রৌদ্রাত্তু করুণা রসঃ। বীরাচ্চাদ্ভুত নিষ্পত্তিঃ স্যাদ্বীভৎসাদ্ভয়ানকঃ॥ শ্রীরূপঃ। হাস্যাদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণোরুদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ স বীভৎসঃ ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥ ১০২॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্ত প্রকার গৌণরস॥ ১০২।

তলবকারে হাস্যরস,—পরমেশ্বর কর্তৃক জয়লাভে দেবতারা কিন্তু গর্ব্ববোধ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাই এই জয় করিয়াছি, এই উৎকর্ষ আমাদেরই। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার বলেই এই জয় হইয়াছে দেবতারা বুঝিল না॥ শ্বেতাশ্বতরে বীররস :—হে জীব-দুঃখ নাশক পরমেশ্বর, আমাদের উৎসাহী ভৃত্যবর্গকে অনিষ্ট করিও না ইত্যাদি॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে,—বদ্ধজীব নিজের দীনতাবশত দুঃখ কর্ষিয়া থাকে। সেইখানেই রৌদ্ররস যথা,—যিনি এই সমস্ত সংসারকে স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন সেই রুদ্র অর্থাৎ সংসার রোগ বিদ্রাবণকারী পরমেশ্বর—অদ্বিতীয়ই। প্রলয়কালে রুদ্রমূর্তিতে তিনিই সমস্ত সংহার করিবেন॥ কঠোপনিষদে ভয়ানকরস,—বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর দণ্ডধর এবং প্রকাশশালী বজ্রতুল্য নিয়ামক যাঁহার ভয়ে অগ্নি দাহ করিতেছে, সূর্য তাপ প্রদান করিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি দেবগণ নিজ নিজ কার্য করিতেছেন যমও ভয়ে দৌড়াইতেছেন। বীভৎসরস ছান্দোগ্যে—এই জীবগণ "জন্মাও ও মর" এই ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং এই গতিকে ঘৃণা করিবে॥ অগ্নিপুরাণে,—রাগদ্বারা শৃঙ্গাররস, তীক্ষ্ণতা দ্বারা রৌদ্ররস উৎপত্তি হয়। ভুজবলাদি উৎসাহ দ্বারা বীররস, ঘৃণা সঙ্কোচাদি দ্বারা বীভৎস উদয় হয়॥ শৃঙ্গার হইতেও হাস্যরস, রৌদ্র হইতে করুণরস, বীর হইতে অদ্ভুত রস এই সকল নিষ্পন্ন হয়, বীভৎস হইতে যথা ভয়ানকের নিষ্পত্তি হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণরস॥ [১০২]

ওঁ হরিঃ ॥ গৌণাস্তু মুখ্যান্ পরিচরন্তো ভক্তি রসাব্ধিং পরিবর্ধয়ন্তি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৩ ॥

ইতি রসপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথেতি ॥ অগ্নিপুরাণে। অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ। তথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥ শৃঙ্গারো চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। সচেৎ কবির্বীতরাগো নীরস ব্যক্তমেবতৎ ॥ কবিভির্যোজনীয়া বৈভবাঃ কাব্যাদিকে রসাঃ। বিভাব্যতেহি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে ॥ শ্রীরূপঃ ॥ ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানামেষাং মধ্যত এব হি। ক্বাপ্যেকঃ ক্বাপ্যনেকশ্চ গৌণেষ্বালম্বনো মতঃ ॥ অমীপঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসামতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি রসপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

গৌণ রসগুলি মুখ্যরসে বিচরণ করিতে করিতে ভক্তিরস সমুদ্রকে পরিবর্ধন করে ॥ ১০৩ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—যেমন নদীগুলি বিভিন্ন নাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত হয় সেই প্রকার, ইত্যাদি ॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,— অনন্তপার কাব্যময় জগতে কবিই হচ্ছেন প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, যাহা দ্বারা এই কাব্যময় বিশ্ব রচিত হইয়া নানারূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররসকে অবলম্বন করিয়া কবি আনন্দময় কাব্য জগতের উৎপত্তি করেন। সে কবি যদি রাগবিহীন হন, তবে তাহার সৃষ্ট কাব্যসকল নিরানন্দজনক হইবে। কাব্যের মধ্যে কবির দ্বারা বিভিন্ন রসযোজনা দ্বারা কাব্য বৈভবযুক্ত হয়। রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তমধ্যেই গৌণরসে হাস্যাদি রসের কোনও একজন দাস অবলম্বন হয়। কোথাও বা করুণাদি গৌণরসে শান্তদাসাদি অনেকেই আলম্বন হয়। শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভক্তব্যতীত হাস্যাদি গৌণরস সম্ভবপর নহে, অতএব দাস্যাদির ন্যায় হাস্যাদি গৌণরসবিশিষ্ট ভক্তগণেরও পৃথক্ সংজ্ঞা উচিত নহে ॥ শান্ত প্রভৃতি ঐ পাঁচটিই হরিভক্তিরস বলিয়া সম্মত, এই পঞ্চরসে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। [১০৩]

ইতি রস প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

রসাস্বাদন প্রকরণম্।

ওঁ হরিঃ ॥ সামগ্রী চতুর্বিধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৪॥

মাণ্ডুক্যে ॥ ব্রহ্মচতুষ্পাৎ ॥ অগ্নিপুরাণে। স্থায়িন্যষ্টৌরতিমুখ্যা স্তম্ভাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। মনোঽনুকূলেঽনুভবঃ সুখস্য রতিরিষ্যতে ॥ শ্রীরূপঃ। অথাস্যাঃ কেশবরতেঃ লক্ষিতায়া নিগদ্যতে ॥ সামগ্রীপরিপোষণে পরমা রসরূপতা। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিস্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১০৪।

সামগ্রী চারি প্রকার ॥ ১০৪ ॥

মাণ্ডুক্য বলেন,—এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদযুক্ত ॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—স্থায়ীভাবের সঙ্গে সামগ্রীরূপে মিলিত হয়,—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রধান রূপে, এবং বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাব সকল। কৃষ্ণ-সেবায় ভক্তের সেবোন্মুখী মনের অনুকূল সুখকেই রতি বলা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—কেশব বিষয়ক এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সাহচর্যে পরিপুষ্ট হইয়া পরম রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই স্থায়ীভাব শ্রীকৃষ্ণরতিই – বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব-কদম্ব দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে চমৎকার বিশেষে পুষ্টা আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই ভক্তিরস হয় [১০৪]

ওঁ হরিঃ ॥ আলম্বনোদ্দীপনাত্মকো বিভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৫ ॥

কঠে। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ অগ্নিপুরাণে। বিভাব নাম সদ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ। রত্যাদি ভাব বর্গোঽয়ং যমাজীব্যোপজায়তে ॥ শ্রীরূপঃ। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥১০৫॥

বিভাবই প্রথম সামগ্রী। তাহা দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন ॥ ১০৫ ॥

কঠ বলেন,—পরমেশ্বররূপ এই আলম্বনই পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই আলম্বনকে জানিয়া জীব পরমধাম প্রাপ্ত হয় ॥ অগ্নিপুরাণে, – বিভাব নামক এই রসের হেতু আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক। রতি ইত্যাদি ভাববর্গসকল এই দুই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ শ্রীরূপ বলেন,—রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন [১০৫]

ওঁ হরিঃ ॥ ত্রয়োদশ লক্ষণাত্মকোঽনুভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৬ ॥

তৈত্তিরীয়কে। ভৃগুস্তস্মৈ জাতা বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তন্ত্রয়োদশমন্নং প্রাণং মনোবিজ্ঞানমিতি ॥ অগ্নিপুরাণে। আরম্ভ এব বিদুষামনুভাব ইতিস্মৃতঃ। সচানুভূয়তে চাত্র ভবত্যুত নিরুচ্যতে ॥ শ্রীরূপঃ। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং। হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকোনপেক্ষিতা। লালাস্রাবোট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চ ॥ ১০৬ ॥

দ্বিতীয় সামগ্রীর নাম অনুভাব, তাহা তের প্রকার ॥ ১০৬ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট প্রশ্ন করিলেন,—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সেই ত্রয়োদশ তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন ॥ অগ্নিপুরাণে, স্থায়ীভাবে বিভাবাদির মিলনের প্রারম্ভেই তাহার কার্য যাহা প্রকট হয় তাহাকে অনুভাব বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। যাহা অনুভূত হয় তাহাই এখানে অনুভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ এই ত্রয়োদশ অনুভাব শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা. প্রভৃতি ত্রয়োদশ বাহিক বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের বোধ হয় [১০৬]

ওঁ হরিঃ ॥ অষ্টলক্ষণঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৭ ॥

মুণ্ডকে। প্রাণোহেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মকীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ অগ্নিপুরাণে। অষ্টাস্তম্ভাদয়ঃ সত্ত্বাদ্রজসস্তমসঃ পরং ॥ শ্রীরূপঃ। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥

তৃতীয় সামগ্রী সাত্ত্বিকভাব ; তাহা অষ্ট প্রকার ॥ ১০৭ ॥

মুণ্ডক বলেন,—ইনিই প্রাণ, যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইঁহাকে যিনি সেইরূপে জানেন ও সাক্ষাৎ করেন, তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার যে ভক্ত ভগবানকে লইয়াই ক্রীড়ারত, তাঁহাতেই রতি সম্পন্ন এবং ভগবৎ প্রীত্যর্থে ক্রিয়াপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ অগ্নিপুরাণে,—স্তম্ভাদি এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সম্পূর্ণভাবে রজোগুণ ও তমোগুণ বিরহিত শুদ্ধসত্ত্বের ক্রিয়া ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—চিত্ত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণও বিকার প্রাপ্ত হইয়া দেহকে যথেষ্ট বিক্ষোভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি ভাবের উদয় হয়। সাত্ত্বিক ভাব আটটি--স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় [১০৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সঞ্চারিস্তু ত্রয়স্ত্রিংশলক্ষণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয়ে। যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি ॥ সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ অগ্নিপুরাণে। বৈরাগ্যাদির্মনঃ খেদো নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে ইত্যাদি ॥ শ্রীরূপঃ ॥ নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো, দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌচ মদগর্বৌ। শঙ্কা ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহো, স্মৃতিরালস্যং জাড্যংব্রীড়াবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিবর্ক চিন্তা মতিধৃতয়ো হর্ষ ঔৎসুক্যঞ্চ ॥ ঔগ্র্যামর্ষাসূয়া শ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্ব্বোধ ইতীয়ং মে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্থ সামগ্রী সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, তাহারা তেত্রিশ প্রকার ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয় বলেন,—এই যে হৃদয় ও এই যে মন ইহারাও উপলব্ধির কারণ। ইহাদের বৃত্তিগুলির নির্দ্দেশ যথা,—সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টিঃ, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি (রাগাদি দুঃখ), স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (জীবিকাবৃত্তি), কাম, বশ, এই সমস্তই প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের নামধেয় অর্থাৎ বহিরঙ্গ রূপভেদ হইতেছে। অগ্নিপুরাণ বলেন,—বৈরাগ্য, মানসিক খেদ, নির্ব্বেদ ইত্যাদি সমস্ত সঞ্চারীভাবরূপে বলা হইয়াছে॥ শ্রীরূপ বলেন,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। [১০৮]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তিরসোহি মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র্যং ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০৯ ॥

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্চব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ তাপনী শ্রুতৌ। সকলং পরং ব্রহ্মৈবৈতৎ। যো ধ্যায়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি॥ ভাগবতে। নিভৃত মরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুং স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥ শ্রীরূপঃ। সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ। তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥ পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্ রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ। রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি॥ ১০৯॥

ভক্তিরসই মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র ॥ ১০৯ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন। তিনি বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না, কারণ তাদৃশ বাক্যসকল গ্লানিকর॥ তাপনী শ্রুতি বলেন, এই সমস্তই পরব্রহ্মেরই; সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষকেই যে ধ্যান করে এবং ভজনা করে, সে নিশ্চয়ই অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়॥ ভাগবতে,—শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতে দৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্তভাবে তাঁহার চরণপদ্মসুধা লাভ করিয়াছি। (ইহাকে রাগানুগা সাধনভক্তি বলা যায়)। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—অভক্তগণের নিকট এই ভক্তিরস সর্বথাই দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু শ্রীহরিচরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভক্তিরসের একমাত্র আস্বাদক। এই রতি হ্লাদিনীশক্তির অংশ বলিয়া পরমানন্দমূলাই, শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতার হিসাবে কৃষ্ণরূপ বিভাব হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মক, ভক্তরূপ বিভাব ত রত্যাবিষ্টই, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ রতি হইতেই

জাত হয়, সুতরাং রত্যাদির অর্থাৎ রস্যবস্তুর বিভাবাদি ও এই রসের পরমানন্দতাদাত্ম্যবশতঃ শ্রীভগবদ্বশীকারি মহানন্দস্বরূপে এই রসের স্বপ্রকাশতা (মন আদির নিরপেক্ষ প্রকাশ যুক্ততা) এবং অনন্য স্ফূর্তিশীল অখণ্ডতা সিদ্ধ হইল। [১০৯]

ওঁ হরিঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণলীলা তু সর্বরস প্রতিষ্ঠা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১০ ॥

গোপালতাপনী। তদুহোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েৎ তং যজেৎ তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি ॥ ছান্দোগ্যে। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছামং প্রপদ্যে ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ ॥ চরিতামৃতে। কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলা হয় অনুরূপ ॥ যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাই অখিলরসের প্রতিষ্ঠা ॥ ১১০ ॥

গোপালতাপনী বলেন,—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এরূপ বলিলেন, সেই ধ্যেয়বস্তু ভগবান্ নিত্যকিশোর গোপবেশধারী, শ্যামসুন্দর এবং কল্পতরুর তলে বিরাজ করেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ , এই পরমদেবতারই ধ্যান করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিবে, আরাধনা করিবে, তিনিই পরাৎপর শাশ্বত পরব্রহ্ম ॥ ছান্দোগ্য বলেন,—আমি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ দ্বারা তাঁহার স্বরপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং সেই স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ দ্বারা পরমাশ্রয়রূপ শ্যামসুন্দরের আশ্রয় পাইব ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে.—মথুরামণ্ডল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ধাম, যেখানে কৃষ্ণ নামক এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ চৈতন্য চরিতামৃত সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব, অবতারিত্ব, লীলা পুরুষোত্তমত্ব, মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা, তাঁহার স্বরূপশক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি-সকল প্রতিপাদন করিয়াছেন। [১১০]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশুদ্ধ রাগমার্গেণ সৈবান্বেষ্টব্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১১ ॥

গোপালতাপনী। যোহবৈ কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গুণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ চরিতামৃতে। রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ ॥ রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়। বিধিভক্তে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥ ১১১ ॥

বিশুদ্ধ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা অন্বেষণ করিবে ॥ ১১১ ॥

গোপালতাপনীতে,—কামনাযুক্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি যখন কর্ম করে, তখন সে কামকর্ম-বন্ধনগ্রস্ত হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা যখন কৃষ্ণতোষণরূপ কর্মসকল করে, তখন কর্মবন্ধনে বঞ্চিত হয় না পরন্তু আত্মপ্রসন্নতাই লাভ করে॥ ব্রহ্ম সংহিতায়,—সেই চিন্ময় বৃন্দাবনে মাধুর্যলক্ষ্মীরূপ গোপিকাগণই ভগবানের প্রেয়সীবর্গ, পরমপুরুষ গোবিন্দই তাঁহাদের প্রিয়কান্ত, কল্পতরুই বৃক্ষসমূহ, সেখানকার ভূমি চিন্তামণি দ্বারা রচিত, জলই অমৃত, ব্রজরমণীগণের কথাই গান, তাঁহাদের স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশীই গোবিন্দের প্রিয়সখী. চিদানন্দই উজ্জ্বল জ্যোতি যাঁহা সমস্ত পরম আস্বাদযুক্ত॥ এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ রাগমার্গদ্বারাই লভ্য হন। বিধিমার্গের ভজনদ্বারা অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না [১১১]

ওঁ হরিঃ॥ স্বেন সিদ্ধস্বরূপেণ তৎপ্রবেশস্তু জীব চরম মহিমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১২ ॥

ছান্দোগ্যে ॥ অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ মহাকৌর্মে। অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥ পদ্মপুরাণে। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্ব সম্পন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ শ্রীরূপঃ। পতিপুত্র সুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥ ১১২ ॥

স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাই জীবের চরম মহিমা ॥ ১১২ ॥

ছান্দোগ্যে,—আবার এই যে সম্প্রসাদ (স্বরূপসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত) ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরম জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মের নামই সত্য,—গুরু এই উপদেশ দিলেন। মহাকূর্মে—ভগবানের সঙ্গে রমণেচ্ছা দ্বারা মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণও বিধিমার্গানুসারে তপস্যা অর্থাৎ সেবা করত স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি পূর্ব্বক সেই বিভু, অজ ও জগৎকারণ বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বারকায় মহিষীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে,—দণ্ডকারণ্য বাসী সেই মুনিসকলে সাধন বলে স্ত্রীভাব অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছাত্মক প্রেম প্রাপ্তি করত গোকুলে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীরাধাদি গোকুল-দেবীদের সঙ্গবশতঃ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যময় অনুরাগ বিশেষে তাঁহারা শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করিয়া প্রপঞ্চের অগোচর গোকুল প্রকাশে মনোরথ পূর্তি করিলেন এবং প্রপঞ্চগোচরত্ব পরিত্যাগ করত পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—(নারায়ণ ব্যূহস্তবে) যাঁহারা সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা ও মিত্ররূপে ধ্যান করিতেছেন—তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি [১১২]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্রৈব তদ্ভজনং তদ্রসনং শুদ্ধচিন্ময় স্বরূপেণ সিধ্যতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

গোপালোপনিষদি। তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্বীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্বমনুকৃত্বা তূষ্ণীমাসুঃ ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ-পদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্ ॥ কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোনং বজ্রকীলকং। ষড়ঙ্গ ষট্‌পদী স্থানম্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেণ সঙ্গতম্ ॥ তৎ কিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ শ্রীরূপঃ। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ-র্গতেরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢানন্দ চমৎকার কাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

তাহাতে কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণরস শুদ্ধচিন্ময় স্বরূপের দ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ১১৩ ॥

গোপালতাপনী উপনিষদে,—তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা গান্ধর্বিকা নামক গোপী অন্যান্য গোপীকাদের সঙ্গে বিচার করিয়া বলিলেন, গান্ধর্বী রাধিকাকেই নিজেদের অগ্রণীরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারা সকলে মৌনভাবে অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মসংহিতায়। গোকুল নামক শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম সহস্রদলযুক্ত কমল পুষ্পের মত আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভগবানের অনন্তাংশ সম্ভূত এই কমলের কর্ণিকারে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজ করেন। ভগবানের নিত্যাবাসরূপ এই কর্ণিকার ষট্‌ কোন আকৃতিযুক্ত শ্রেষ্ঠ যন্ত্র যাহার মধ্যে বজ্রাকৃতি কেন্দ্রভাগে স্বরূপ শক্তিযুক্ত ভগবান্ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরতত্ত্ব বিরাজ করেন। এই রসময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির সহিত মহা প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া এইরূপ ধামে নিত্যকাল অবস্থান করেন ॥ অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরং জ্যোতির্ময় ভগবান্ যিনি এরূপে অবস্থিত, তিনি কামবীজ এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া এই কামবীজযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ছয়পদে বিভক্ত হইয়া ষট্‌কোনের ছয়দিকে বিরাজ করিতেছেন। সেই সহস্রপত্র কমলের কর্ণিকারের আবরণরূপ কিঞ্জল্ক ভাগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখাগণ অবস্থান করেন এবং পত্রসমূহে রাধাদি অসংখ্য গোপিকাগণের উপবন স্বরূপ ধামসকল বিদ্যমান। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিই (লৌকিক রসবৎ সংকরি-নিবন্ধতার অপেক্ষা শূন্য) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহায্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢানন্দের চরম সীমা অর্থাৎ প্রেমাবস্থা লাভ করে [১১৩]

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

সম্পত্তি প্রকরণম্।

ওঁ হরিঃ ॥ অধিকারক্রমেণ হ্যুত্তরোত্তর প্রাপ্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈষং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব ॥ ভাগবতে। স্বেস্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ক্বচিদ্গুণোহপি দোষঃ স্যাৎ দোষোহপি বিধিনা গুণঃ। গুণদোষার্থ নিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধ্যতে ॥ যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ। এষধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহ ভয়াপহঃ ॥ চরিতামৃতে। অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ পরকার ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ১১৪ ॥

অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে,—তখন যে যে স্থান হইতেই জল তুলিয়া লওয়া হউক না কেন, কেবল লবণ স্বাদই পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার এই মহদ্ভুত কেবল বিজ্ঞান স্বরূপই বটে। ভাগবতে। নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুন এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষ, গুণ-দোষের এইরূপ নির্ধারণ অবগত হইবে। কদাচিৎ গুণও দোষরূপে এবং দোষও গুণরূপে গৃহীত হয়। এক বিষয়েই গুণ-দোষের এতাদৃশ নিয়ম তাহাদের ভেদ নিবারণ করিয়া থাকে। যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতেই মানব বিমুক্তি লাভ করিতে পারিবে, ইহাই শোক মোহ বিনাশন কল্যাণকর ধর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥ চরিতামৃত বলেন,—এই পঞ্চপ্রকার রতি অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয়। যাহার যেমন অধিকার, সেরূপ রতিই তাহার নিকটে শ্রেয়রূপে পরিণত হয়। [১১৪]

ওঁ হরিঃ ॥ নির্গুণ শ্রদ্ধামূলাহি বৈধী ভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব ॥ শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ভাগবতে। সাত্ত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজনী। তামস্য-ধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ গীতায়াং। তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোহপি মতোহধিকঃ। কর্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে-নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ শ্রীরূপঃ। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। ততোহনর্থ নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ। তথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ। প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১১৫ ॥

বৈধী ভক্তি নির্গুণ শ্রদ্ধা মূলা ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে,— কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। ভগবন্, আমি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ভাগবতে,—আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী, মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ। যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন, এবং যাহার—বিষয়েতে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশপুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকামকর্ম্মরত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকামকর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বযোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে পার্থ, তুমি সেইপ্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তি যোগী হও ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,- ভক্তি-মার্গের সাধকগণের প্রেম উদয়ের ক্রমপন্থা যথা,—প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম [১১৫]

ওঁ হরিঃ ॥ রুচি মূলাহি রাগানুগা ভক্তিঃ ॥ ওঁ হরিঃ ॥ ১১৬ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়-মাত্মা ॥ ভাগবতে। হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্, বাদরায়ণিঃ। অধ্যগন্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ঃ ॥ শ্রীজীবঃ। বিষয়িনঃ স্বাভাবিকো বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুং সুহৃদো দৈবমিষ্টম্, ইত্যাদৌ। তদেবং তদভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্‌রাগ প্রযুক্তা শ্রবণকীর্তনস্মরণপাদসেবনবন্দনাত্ম নিবেদন প্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তি রিত্যুচ্যতে। যস্য পূর্ব্বোক্ত রাগ বিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে ॥ ১১৬ ॥

ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগাভক্তির মূল ॥ ১১৬ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ॥ ভাগবতে। সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভে বলেন,—বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। 'আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্ এবং ইষ্টদেব হইয়া থাকি' ইত্যাদিবাক্যে। অতএব এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাব বিশেষ দ্বারা স্বাভাবিকরাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হইলে তদ্রাগযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-

বন্দনাত্মনিবেদন প্রায়া তাঁহাদের ভক্তি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে কথিত হয়। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, অনন্তর রুচিদ্বারা তদীয় রাগের অনুগমনশীল। সেই রাগানুগা ভক্তি তাঁহারই সম্বন্ধে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে [১১৬]

ওঁ হরিঃ ॥ মহিমা জ্ঞানযুক্তো হি প্রথমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৭ ॥

মুণ্ডকে। দ্বেচিন্তে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি ॥ পঞ্চরাত্রে। মাহাত্ম্য জ্ঞানমুক্তশ্চ সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বথাধিকঃ॥ স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তথা সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ শ্রীরূপঃ। মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং ॥ শ্রীজীবঃ। ততো বিধিমার্গ ভক্তি বিধিমাপেক্ষতি সা দুর্ব্বলা ॥ ১১৭ ॥

৭ বৈধীভক্তি মহিমা জ্ঞানযুক্তা ॥ ১১৭।

মুণ্ডকোপনিষদে। অঙ্গিরা মুনি শৌনককে বলিলেন,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে। পরা ও অপরা ভেদে এই বিদ্যা দুইপ্রকার তন্মধ্যে অপরা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি॥ পঞ্চরাত্র বলেন,—মাহাত্ম্যজ্ঞান কথন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তি সুদৃঢ় হইবে। ভগবানের প্রতি সাধকের স্নেহকেই ভক্তি বলা যায়। ইহা সার্ষ্টি, সামীপ্য ইত্যাদি প্রকার॥ শ্রীরূপ বলেন,—বিধিমার্গাবলম্বী ভক্তগণ ভগবানের মহিমা জ্ঞান দ্বারা যুক্ত হন॥ শ্রীজীব বলেন,—বিধিমার্গের এই ভক্তি শাস্ত্র-বিধির অপেক্ষা করে, অতএব ইহা ভগবদ্বশীকরণে অল্পশক্তিবিশিষ্টা। [১১৭]

ওঁ হরিঃ ॥ কেবলাহি দ্বিতীয়া প্রবলা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৮ ॥

মুণ্ডকে। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্র তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ভাগবতে। গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংস দ্বেষ্যাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ শ্রীরূপঃ। রাগানুগাশ্রিতানাং তু প্রায়শঃ কেবলা ভবেৎ॥ শ্রীজীবঃ। ইয়ঞ্চ স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া॥ ১১৮॥

রাগানুগা ভক্তি কেবলা এবং বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১১৮॥

মুণ্ডকে,—অতঃপর পরা-বিদ্যার নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অধিকারী পরব্রহ্ম-প্রাপ্ত হন। সেই ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, হস্ত দ্বারা অগ্রাহ্য, তাঁহার কোন প্রাকৃত বংশ পরিচয় নাই, প্রাকৃত হস্তপদাদিশূন্য। তিনি নিত্য, কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিজ অচিন্ত্য ঐশী শক্তি দ্বারা দেব, মনুষ্য, তির্যগাদি সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দেহে অন্তর্যামিরূপে প্রতিভাত, বিশ্বব্যাপক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; এই নিত্য চিন্ময় সবিশেষ ব্রহ্মবস্তু অপচয় রহিত, সর্ব্বকারণকারণ সেই পরমপুরুষকে ধীর ব্যক্তিগণ পরাবিদ্যার দ্বারা নিজ হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ভাগবতে,—নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও বৈধাবেশ। কাম, ভয়,

দ্বেষ, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকল রাগধর্মী অর্থাৎ সাক্ষাৎ রাগ অথবা রাগধর্ম্মপ্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ দ্বেষ। সাধনপ্রাপ্তা গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংস – ভয় হইতে, শিশুপাল – দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ — সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণভজন করি। ইহার মধ্যে ভয় ও দ্বেষ প্রতিকূল বলিয়া ভক্তদের গ্রহণীয় নহে। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,— রাগাশ্রিত ভক্তগণ প্রায় শুদ্ধ স্বাভাবিক অনুরাগকেই অবলম্বন করেন॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,— রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত বলিয়া বিধিভক্তি হইতে প্রবল বলিয়া জানিবে। [১১৮]

ওঁ হরিঃ ॥ আসক্তি পর্য্যন্তা সাধনভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৯॥

মুণ্ডকে। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ শ্রীনারায়ণ পঞ্চরাত্রে। ভাবোন্মত্তো হরে কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাৎমনঃ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিং। হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ॥ ১১৯॥

শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি॥ ১১৯॥

মুণ্ডক বলেন,—সত্যনিষ্ঠাদি সাধনদ্বারা প্রাপ্য সেই পরম নিধান বস্তু স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সর্বাধিক বৃহৎ, অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার রূপ অচিন্ত্য, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, তিনি চন্দ্র সূর্যেরও আলোক প্রদাতা, প্রকৃতির অতীত পরব্যোমে তিনি অবস্থিত, আবার ভক্তগণের তিনি অত্যন্ত সমীপে বর্ত্তমান, যাঁহাকে হৃদয়-গুহার মধ্যেই তত্ত্ববিদ্গণ দর্শন করেন॥ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—হে পার্বতি, শ্রীহরির ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তি পরমানন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্ম-বিষয়ক সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না। রূপগোস্বামী বলেন,—এই সাধন প্রকরণে বৈধভক্তির অধিকারী ব্যক্তি রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে। সাধনের অভিনিবেশ নিষ্ঠা প্রথমতঃ ভক্তিতে রুচি উৎপাদন এবং শ্রীহরিতে আসক্তি জন্মাইয়া রতির উদয় করে। [১১৯]

ওঁ হরিঃ ॥ ভাবাদ্মহাভাব পর্য্যন্তা হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা সিদ্ধাভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২০॥

সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। সর্বদৈন মুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ॥ মুক্তাহ্যেনমুপাসতে॥ বৃহত্তন্ত্রে। যথা শ্রীর্নিত্যা মুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা। উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো ভবেদপি॥ শ্রীনারদঃ। তত্র সুক্তং ভবত্তিস্তু মুক্তিস্তুর্য্যা পরাৎপরা। নিরহং যত্র চিৎসত্তা সা তুর্য্যা মুক্তি উচ্যতে। পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তিস্তুর্য্যাতীতা নিগদ্যতে। কৃষ্ণরামময়ং ব্রহ্ম ক্বচিৎ কুত্রাপি ভাসতে। নির্বীজেন্দ্রিয়তা তত্র আত্মস্থং কেবলং সুখং। কৃষ্ণস্তু পরিপূর্ণাত্মা সর্ব্বত্র সুখরূপকঃ॥ শ্রীরূপঃ। স্যাদ্ দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেম্ণা প্রোদ্যন্

স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়োরাগাহনুরাগো ভাব ইত্যপি। বীজমিক্ষু স চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করসিতা সা চ সা যথাস্যাৎ। সিতোপলা। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নে। তথা চ হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি। তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্য পরিকরাশ্রয়ক তদনুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ॥ ১২০॥

ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত সিদ্ধাভক্তি হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা॥ ১২০॥

সৌপর্ণ শ্রুতিতে,-- বিমুক্তিদশা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অনুদিন ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্ত পুরুষগণই বাস্তবিক উপাসনা করেন॥ বৃহত্তন্ত্রে উক্ত আছে,-- লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তা এবং প্রাপ্তকামা হইয়াও নিত্যকাল শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তগণ অবিরতভাবে তাঁহার আরাধনা করিবেন॥ শ্রীনারদ বলেন,-- চতুর্থ পুরুষার্থরূপ এই মুক্তি মায়াতীত তত্ত্ব। এই মুক্তি প্রাপ্তিতে অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া চিন্মাত্র সত্তার প্রকাশ হয়। অনন্তর প্রাপ্য যে ভক্তি, তাহাতে, ভক্তিমান্ জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ চিন্ময় অভিমান বা শুদ্ধ অহঙ্কার প্রকাশিত হয়, এই ভক্তি, চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিগদিত হইয়াছে। ভক্তিনেত্রদ্বারা পরব্রহ্মের নিত্য-সচ্চিদানন্দময় রূপ বহু ভাগ্যের ফলে কেহ কেহ দর্শন করেন। এই ভক্তি কেবল আত্মসুখরূপা এবং ইহাতে জড়েন্দ্রিয়বর্গের মূলবীজ পর্যন্ত থাকেনা। ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণই সর্ব-সুখস্বরূপ প্রভু॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,-- সামান্যতঃ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে রতির তিন-প্রকার ভেদ অবস্থিত। এই রতি দৃঢ়া ও বিঘ্নদ্বারা অপ্রতিহতা হইলে তাহার নাম হয়,-- প্রেম, তাহা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন বীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, তাহা হইতেই রস, পরে গুড়, শর্করা, তাহা হইতে সিতা তারপরে উপলা হয়; তদ্রূপ রতি হইতে এই সমস্ত পরিণতি হইয়া ভাব পর্যন্ত আরোহণ করে। এই সমর্থা রতিই প্রোচ্ছলিতা (বিবৃদ্ধ) হইয়া মহাভাব দশা প্রাপ্তি করে॥ সিদ্ধান্তরত্নে,-- হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তির সমবেত সারভাগই ভক্তিশক্তি-রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সারত্ব হেতু এই ভক্তি নিত্যকাল তাঁহার সেই স্বরূপ-শক্তির পরিকররূপ ব্রজবাসীগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ইহা তাঁহাদের ও সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অভিলাভ-বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে। [১২০]

ওঁ হরিঃ॥ উপাধি বিয়োগে স্বরূপোদয়োহি মুক্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১২১॥

ছান্দোগ্যে। য আত্মাঽপহতপাপ্‌মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে। নিরতিশয়াহ্লাদ সুখভাবৈক লক্ষণা। ভেষজং ভগবৎ প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতাঃ॥ ভাগবতে। মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। শ্রীজীবঃ। স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপ সাক্ষাৎকার উচ্যতে॥ ১২১॥

জীবের মায়াসঙ্গ উপাধি বিগত হইলে যে স্বরূপের উদয় হয় তাহাই মুক্তি ॥ ১২১ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবিহীন, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত॥ বিষ্ণুপুরাণে,—এই স্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তি অতিশয় আহ্লাদদায়ক এবং সুখরূপ; ইহা সংসার ব্যাধির ভেষজ এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ঐকান্তিকী পথ॥ ভাগবত বলেন,—অন্যথা স্বরূপকে পরিহার করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থান করাকেই মুক্তি বলা যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—স্বরূপ ব্যবস্থিতির অর্থ নিজের কৃষ্ণদাস্য-রূপের উপলব্ধি। [১২১]

ওঁ হরিঃ॥ সা স্বরূপসিদ্ধা বস্তুসিদ্ধা চেতি দ্বিবিধা॥ হরিঃ ওঁ॥ ১২২॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তির্বৃহদারণ্যকে। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে॥ বস্তু সিদ্ধা চ ছান্দোগ্যে। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে॥ স্বরূপসিদ্ধা ভাগবতে। যত্র মে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্ম দর্শনং॥ বস্তুসিদ্ধা তত্রৈব। যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ শ্রীজীবঃ। মুক্তৌ জীবদ-বস্থামাহ। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাসুখময়া দিশঃ তত্রোৎক্রান্ত-বস্থায়াং সৈবাঽন্তিমা মুক্তিশ্চ পঞ্চধা। সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্যেতি ভেদেন। এষা চ পঞ্চবিধাপি গুণাতীতা সাযুজ্যে চ আন্তর সাক্ষাৎকার এব। তথাপি প্রকটস্ফূর্তি লক্ষণং তৎ সুষুপ্তিবদনতি প্রকট স্ফূর্তিলক্ষণাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাদ্বিদ্যতে॥ ১২২॥

সেই মুক্তি স্বরূপসিদ্ধা ও বস্তুসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তি বৃহদারণ্যকে,—মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরমানুষ অমর হয়, এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুসিদ্ধা মুক্তি ছান্দোগ্যে,—এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন॥ স্বরূপসিদ্ধি ভাগবতে। সৎ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ এবং অসৎ স্থূল দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপগত সম্বিৎদ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন॥ বস্তুসিদ্ধা সেইখানেই.—মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হয়, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন॥ শ্রীজীব বলেন,—মুক্তপুরুষগণের জীব-দশা ভাগবতে যথা, ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়-বিরক্ত, দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের মন শান্ত, সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুল্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ

করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকল দিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময়। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পরেযে অন্তিমমুক্তি পাওয়া যায়, তাহা পঞ্চবিধা যথা,—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। এই পঞ্চবিধমুক্তিই গুণাতীত। সাযুজ্য শব্দের বাস্তবিক অর্থ আত্যন্তিক সাক্ষাৎকার। কিন্তু ইহলোকে যেমন জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে বিভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিন্ময় আত্মার জাগ্রদবস্থারূপ প্রথম চতুর্বিধ মুক্তি এবং পঞ্চম সাযুজ্য এই আত্মার সুষুপ্তিরূপ এইভাবে সাযুজ্য ইতর মুক্তি হইতে ভেদ-প্রাপ্ত হইয়াছে। [১২২]

ওঁ হরিঃ ॥ সা ভক্তেরনপায়িনী সহচরী ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৩ ॥

গেপোলোপনিষদি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে নৈবস্মিন্ মনস কল্পনমেত-দেব চ নৈষ্কর্ম্যং ॥ নারদ পঞ্চরাত্রে। হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতা-স্তস্যা শ্চেটীকাবদনুব্রতাঃ ॥ শ্রীজীবঃ। প্রীত্যৈব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। যাং প্রীতিং বিনা তৎ স্বরূপস্য তদ্ধর্মান্তর বৃন্দস্য চ তৎসাক্ষাৎকারো ন সম্পদ্যতে। যত্র সা তত্রাবশ্যমেব সম্পদ্যতে। যাবত্যেব প্রীতি সম্পত্তিস্তাবত্যেব তৎসম্পত্তিঃ। সুখঞ্চ নিরুপাধি প্রীত্যাস্বাদু। তস্মাৎ পুরুষেণ সৈব সর্ব্বদা অন্বেষ্টব্যেতি ॥ ১২৩ ॥

সেই মুক্তি ভক্তির নিত্য সহচরী ॥ ১২৩ ॥

গোপালতাপনীতে,—ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্পন্ন হয়। ইহাতে সাধকের চিত্ত কর্মজ্ঞানাদির উপাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির ভাবনা দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্রে,—মুক্তিদেবী ইত্যাদি সমস্ত সিদ্ধিগণ, অদ্ভূত প্রকারের ভুক্তিসমূহ, এইসকল হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীরূপে অনুসরণ করে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—ভগবানে প্রেমভক্তিরূপা প্রীতিই সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি করে। এই প্রীতি ব্যতিরেকে ভগবৎ স্বরূপ, ভগবদ্ধর্ম ইত্যাদি কোন নিত্যতত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব শ্রেয় প্রার্থীর এই প্রীতিই প্রয়োজনরূপে সাধন করিতে হয়। প্রীতি থাকিলেই দৈবী সম্পত্তি লাভ হয়। এই ভগবৎ প্রীতিই নিরুপাধিক সুখের হেতু। অতএব জীবমাত্রেরই ইহা সর্বদা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। [১২৩]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তিঃ কদাচিৎ জ্ঞানবৈরাগ্য পরিসেবিতা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৪ ॥

কঠে। পরা চঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ভাগবতে। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া ॥ বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং

জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ শ্রীরূপঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা। ঈশৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বং উচিতং তয়োঃ॥ যদুভে চিত্তকাঠিন্যে হেতুপ্রায়ে সতাং মতে। সুকুমার স্বভাবেঽয়ং ভক্তি-স্তদ্ধেতুরীরিতা॥ কিন্তু জ্ঞান বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি॥ ১২৪॥

কোন অবস্থায় ভক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা পরিসেবিত॥ ১২৪॥

কঠোপনিষদে,—মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপে বিষয়ে প্রমত্ত হইবেন না; অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয় স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করেন, তাহার ফলে তাহারা অবিদ্যা কামনা ও কর্ম্মাদির বন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবেকী ব্যক্তি অমৃতকেই শাশ্বতপদ জানিয়া নশ্বর বিত্তাদি-বিষয় কামনা করেন না। ভাগবতে-—পূর্ব্ববিচার ক্রমে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদশাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন॥ সেই পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করাইবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয় বৈরাগ্য ও অভেদ সন্ধানরহিত জ্ঞান উদয় হয়॥ রূপ গোস্বামী বলেন,—জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের অবিরোধী হইলে ভক্তিমার্গ-প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকৃত হয়, ভক্তি-প্রবেশ হইলে তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহতু জ্ঞান বৈরাগ্যর ভাবনা করিলে ভক্তি-বিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণ বলেন যে ভক্তি-প্রবেশের পরে জ্ঞান ও বৈরাগ্য থাকিলে চিত্তের কঠিনতা হয়; অতএব সুকোমল-স্বভাবা ভক্তিই শুদ্ধভক্তির হেতু বা দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সাধ্য যে মুক্তি, এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধ্য যে জ্ঞান, এই সব কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। [১২৪]

ওঁ হরিঃ॥ স্বতস্তদপেক্ষা শূন্যা স্বতন্ত্রা চ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১২৫॥

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ ভাগবতে। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব, ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ বাগ্‌ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতিশ্চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ শ্রীরূপঃ। প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ। অঙ্গত্বেসুনিরস্তেপি নিত্যাদ্যখিল কর্মণাম্॥ জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ। স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতম্॥ ধন শিষ্যা-দিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা। বিশেষণত্ব মেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্য-ধিকারিণাম্। বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা। ইত্যেষাঞ্চ নযুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তর পাতিতা॥ ১২৫॥

স্বভাবতঃ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যর অপেক্ষা শূন্যা ও স্বতন্ত্রা ॥ ১২৫ ॥

তৈত্তিরীয়ে,—ব্রহ্মের তাদৃশ আনন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করিলে কোনকালে জন্ম-মরণাদি দুঃখ এবং ভয় হয় না ॥ ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সাধিতে পারে না। ভক্তিই কেবল আমাকে বশীভূত করিতে পারে। অনন্য ভক্তিদ্বারা সাধুদিগের প্রিয় আত্মরূপ আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই,—গদ্গদ বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করেন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—শুদ্ধভক্তির লক্ষণে জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত এবং অধিকারি নিরূপণে বৈরাগ্যাভাব ইত্যাদি দ্বারা নিত্যনৈমি-ত্তিকাদি নিখিল কর্মের ভক্ত্যঙ্গত্ব নিরস্ত হইলেও এস্থলে স্পষ্টতার নিমিত্তই কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্যের পুনরায় নিরাকরণ হইল। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাও কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কারণ এস্থলে ভক্তি-শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হইল। ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু পরিচর্যামূলক যাবতীয় ব্যাপার একজনের পক্ষে এক সময়ে সম্পাদন অসাধ্য বলিয়া যে যে অঙ্গে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই মুখ্যত্বহানি, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হানি নহে ॥ গীতা শাস্ত্রে প্রোক্ত বিবেকাদি এই সকল ভক্ত্যধিকারীদের দশাবিশেষের বিশেষণরূপেই গৃহীত, বিবেকাদি কখনও ভক্ত্যঙ্গ নহে। কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়--ভক্তদের যম নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবাকরণে সর্বতোভাবে অভীপ্সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। এই জন্য যম, নিয়ম ও শৌচাদিকে ভক্ত্যঙ্গ বলা যায় না। [১২৫]

ওঁ হরিঃ ॥ সা জীব স্বভাব মহিম রূপা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৬॥

বৃহদারণ্যকে। এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ভাগবতে। অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্॥ শ্রীজীবঃ। স্বরূপশক্তি সম্বন্ধাম্নায়া-ন্তর্ধানে সংসার নাশঃ। যেষাং তু মতে মুক্তাবানন্দানুভবো নাস্তি তেষাং পুমর্থতা ন সম্পাদ্যতে। স্বতোঽপি বস্তুনঃ স্ফুরণাভাবে নিরর্থকত্বাৎ। ন চ সুখমহংস্যামিতি কস্যাবিদিচ্ছা। কিন্তু সুখমনু-ভবামীত্যেব। তৎ সম্পত্তি লাভাৎ স্বে মহিম্নি স্বরূপ সম্পত্তাবপি মহীয়তে পূজ্যতে প্রকৃষ্ট প্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

সেই ভক্তি জীবের স্বভাব মহিমা স্বরূপ ॥ ১২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে,-- ইহা জীবের পরমগতি, ইহা জীবের পরম বিভূতি, পরম লোক, ও পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া অপর জীবগণ জীবন ধারণ করেন ॥ ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন,-- অহো কি ভাগ্যের কথা, নন্দগোপাদি ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের কথা কি আর বলিব! যাঁহাদের সুহৃৎ স্বরূপে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজে অবস্থান করিতেছেন ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,-- ভক্তিসাধন বলে স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ লাভ হয়, ইহার ফলে মায়া অন্তর্দ্ধান হয় এবং সংসার বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহাদেব মতে মুক্তির পরে জীবের অনুভবরাহিত্য ঘটে, অর্থাৎ আনন্দানুভব নাই, তাঁহাদের পুরুষার্থ সম্পন্ন হয়না। বাস্তব বস্তুর স্ফূর্তির অভাবে ওই রূপ মুক্তি নিরর্থক। আমি যদি সুখপ্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে সেইরূপ মুক্তির প্রয়োজন কি আছে? ভক্তি-মার্গে কিন্তু জীব কৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের পরমার্থ-সম্পত্তি লাভ দ্বারা ভক্তিমার্গের পথিক জীব নিজের স্বভাবোচিত মহিমাদ্বারা সম্পন্ন হয়, তথা সমস্ত চিন্ময় তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ লাভ করে। [১২৬]

ওঁ হরিঃ ॥ বদ্ধানাং সা কেবলং সাধু প্রসঙ্গজা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। যস্য দেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ভাগবতে। ভবাপবর্গ ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ শ্রীরামানুজ স্বামী। বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গত্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রজায়তে। তেন নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ং॥ অতঃ সর্বাত্মনা কার্যা বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গতিঃ। প্রতিকূলাদি সংসর্গ মানসং ভাষণাদয়ঃ। সুদূরতঃ পরিত্যাজ্যাঃ প্রপন্নানাং মহাত্মনাং। অয়ং হি চরমোপায়ো নান্যোপায়স্ততঃপরম্॥ ১২৭ ॥

বদ্ধজীবের পক্ষে সেই ভক্তি কেবল সাধুসঙ্গ হইতে উদিত হন॥ ১২৭॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,-- যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অখণ্ডৈকরস আনন্দময় পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং অনুরূপ স্বীয় গুরুদেবেও পরা-ভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর-বর্ণিত রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিভাত হইবে। ভাগবতে শ্রীমুচুকুন্দ-স্তবে,-- জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভব ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই, হে অচ্যুত, তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ ও সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,-- কৃষ্ণভক্তি জন্মের মূলই হচ্ছে কেবল সাধুসঙ্গ। শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশে,— বৈষ্ণবগণের সঙ্গদ্বারাই দিব্যজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে উদয় হয়। তাহা দ্বারাই চরম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়।

অতএব সমস্ত প্রযত্ন দ্বারা সাধুসঙ্গই জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিকূল সঙ্গ, প্রতিকূল মনোবৃত্তি, প্রতিকূল কথা ইত্যাদিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ইহাই ভগবৎপ্রপন্ন মহাত্মাগণের চরমোপদেশ, ইহাই চরমোপায়, আর কিছু নয়। [১২৭]

ওঁ হরিঃ॥ ভগবৎ কৃপা হেতুকা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৮ ॥

কঠে। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ॥ নারদসূত্রে। মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা॥ শ্রীবল্লভস্বামী। মহতাং কৃপয়া যাবদ্ভগবান্ দয়য়িষ্যতি। তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্ত্যমানঃ সুখায় হি॥ ১২৮॥

সেই ভক্তি কোন স্থলে কৃষ্ণ-কৃপা হেতুকা ॥ ১২৮ ॥

কঠোপনিষদে,—পরমেশ্বর সূক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্মতর, আকাশ হইতেও মহত্তর, তিনি জীবের হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনাশীল, সেই ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার মহত্ত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বর স্বরূপকে দর্শন করিয়া শোকাদিপূর্ণ সংসার-সাগর অতিক্রম করেন॥ নারদভক্তিসূত্রে,--প্রধানতঃ মহতের কৃপা দ্বারাই ভক্তিলাভ হয়, কোন কোন স্থলে ভগবৎ কৃপালেশও ইহার হেতু হইতে পারে॥ শ্রীবল্লভাচার্য বলেন,—মহদ্ ব্যক্তিগণের কৃপা দ্বারা ভগবান্ যখন জীবের প্রতি দয়াশীল হইয়া এই ভক্তি প্রদান করেন, তখন তাঁহার নামাদি কীর্তন দ্বারা ভক্তগণ পরমানন্দ সুখলাভ করেন। [১২৮]

ওঁ হরিঃ॥ আম্নায় প্রভাবা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৯ ॥

মুণ্ডকে। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥ অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বাতাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং সভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং॥ শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ। কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাপ্তে সর্ব্বমিদম্ বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ পদ্মপুরাণে। সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ভাষ্যকারঃ শ্রীবলদেবঃ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্। অক্ষোভ্য জয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্বয়ং। পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ। তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বর শিষ্যং তং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ১২৯ ॥

তাহা বেদ ও আচার্য্য-পরম্পরা দ্বারা বদ্ধ ॥ ১২৯ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে,— ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তারূপ ঋষি-পরম্পরা বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেব-বৃন্দের তাদিদেব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সকলবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে উপদেশ করিলেন। অথর্বা পূর্বে অঙ্গির নামক মুনিকে তাহাই উপদেশ করিলেন। অঙ্গির, মুনি ভরদ্বাজ গোত্রের সত্যবাহ মুনিকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন, অতঃপর সত্যবাহ সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরা নামক নিজপুত্রকে অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। শুনক মুনির পুত্র শৌনক, যিনি বৃহৎ বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা, অঙ্গিরা মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— হে ভগবন্, কোন তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয়বস্তু বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন ॥ পদ্মপুরাণ বলেন,— শ্রৌত-পরম্পরা অবলম্বন না করিয়া যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মন্ত্রাদি সকলই বিফল হয়। কলিযুগে পৃথিবী পাবনকারী চতুর্বিধ শুদ্ধ শ্রৌত সম্প্রদায় থাকিবে যথা—ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায় এবং সনক সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পরমার্থকে পাওয়া যায় ॥ ইহার ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্য্যন্ত পরম্পরার কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিবেন। [১২৯]

ওঁ হরিঃ। পুরুষচেষ্টাহদৃষ্টজনন্যথ সাধবঃ সর্বাত্মনা সেব্যাঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১৩০॥

ইতি সম্পত্তি প্রকরণং সম্পূর্ণম্।

ইতি আম্নায় সূত্রে প্রয়োজনতত্ত্বং সম্পূর্ণম্।

শ্রীআম্নায়সূত্রং সম্পূর্ণম্॥

বৃহদারণ্যকে। সবায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রমেন ম্রিয়মানঃ পাপ্মনো বিজহাতি॥ প্রশ্নে। ত্বং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ॥ পাদ্মে। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥ ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ মহৎসেবা দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং॥ ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ভাগবতে,— দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনং॥ নারদসূত্রে। নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যারূপ কুলধন ক্রিয়াদি বিভেদঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীবলরাম দাসঃ। ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া। এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, নিতাই চৈতন্য গুণ গাঞা॥ চৌরাশীলক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম, ভালই দুর্লভ দেহ পাঞা। মহতের দায় দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া, জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥ মালামুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, ফিরি আমি লোক দেখাইয়া॥ মাখালের ফল লাল,

দেখিতে সুন্দর ভাল, ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥ চন্দন তরুর কাছে, যত বৃক্ষলতা আছে, আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া। হেন সাধুসঙ্গ সার, নাই বলরাম ছার, ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া ॥ ১৩০ ॥

চৈতন্য দেবস্য চতুঃশতাব্দে নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।

আম্নায়মালা প্রভুভক্ত কণ্ঠে গৌড়ে প্রদাতা হরিজন্মঘস্রে ॥

হরিং বদ হরিং বদ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

ওঁ হরিঃ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

পুরুষচেষ্টাই অদৃষ্টের জননী, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সাধু সেবাই কর্ত্তব্য ॥ ১৩০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই সংসারবদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু স্বীকার করিয়া পাপ কর্মে রত হইয়া থাকে. তাহার পাপ প্রশমনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নোপনিষদে,—হে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক সদ্‌গুরু, আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি অবিদ্যাময় সংসারের পরপার আমাদের দেখাইয়া উদ্ধার করিলেন। এই পরম ঋষিগণকে ভক্তিভরে প্রণাম অর্পণ করিতেছি ॥ পদ্মপুরাণে--সমস্ত উপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; হে দেবি, তাহা হইতেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের। যেহেতু ভক্তগণের কৃপা দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন॥ ভগবানের ভক্তগণ যদি শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাহারা শূদ্র নহে। সমস্ত বর্ণের মধ্যে ভগবান্ জনার্দনের অভক্তগণ-সকলেই প্রকৃত শূদ্র। মহতের সেবা সংসার মুক্তির নিশ্চয় দ্বার স্বরূপ, যথা স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের প্রশস্ত দ্বার। অর্ধক্ষণের সাধুসঙ্গও অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ। স্বর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি ফলসকল এই অত্যল্প সাধুসঙ্গের নিকট তুল্য হয় না। ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গপ্রাপ্ত হইলে মানবগণের অপ্রাপ্য আর কি থাকে ? ভাগবতে,---দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা সুদুর্লভ ॥ শ্রীনারদ ভক্তিসূত্রে দৃষ্ট হয়,-- ভগবদ্ভক্তগণের প্রাকৃত জাতি. বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া ইত্যাদিদ্বারা তাঁহাদের ভেদবিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে,—সর্বশাস্ত্র তারস্বরে সাধুসঙ্গের মহিমাই কীর্তন করে; সমস্ত শ্রেয়ের মূল হচ্ছে সাধুসঙ্গ। ভগবান্ সাধুদিগের অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের আচরণদ্বারা প্রচার করেন যে সাধুসঙ্গই কেবল সর্বসিদ্ধিদায়ক, অতএব সর্বপ্রকার চেষ্টাদ্বারা সাধুসেবা কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলরাম দাসের কীর্ত্তনের মাধ্যমে নিষ্কপটরূপে সাধুসঙ্গ করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [১৩০]

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারিশত দুই বৎসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই আম্নায় মালা রচনা করিয়া সমস্ত প্রভুভক্তদিগের কণ্ঠে সমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তসকল যত্ন সহকারে এই প্রসাদী মালা নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করুন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণম্